বইঃ-তাফসির ইবনে আব্বাস পার্ট-৩
তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস
তৃতীয় ও শেষ খণ্ড
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)

তাফসীরে ইব্ন আব্বাস

তৃতীয় (শেষ) খণ্ড

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

প্রকাশকের কথা

মুফাস্‌সিরদের শিরোমণি হিসাবে পরিচিত বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত সূত্রে সংকলিত তাফসীর গ্রন্থ ঃ তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (৩য় খণ্ড) প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বাংলায় ৩ খণ্ডে সমাপ্য তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস-এর ১ম ও ২য় খণ্ড ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

এ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন—মাওলানা আবদুস সামাদ, মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক ও মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন। সম্মানিত অনুবাদকগণকে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মাওলানা রুহুল আমীন খান, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, মাওলানা ইমদাদুল হক ও মাওলানা এ. কে. এম. আবদুল সালাম। সম্মানিত সম্পাদকবৃন্দকেও ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জানাচ্ছি। তৃতীয় খণ্ডের প্রুফ দেখার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন জনাব মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।

বইটিকে সুন্দর ও নির্ভুল করে মুদ্রণের জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপরেও কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য পাঠক ও গবেষকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন ও হাদীসের মর্মকথা বাংলাভাষী মানুষের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের প্রকাশনাকে কবুল করুন। আমীন !

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)। তাঁর উপাধি আল-হিবর (বা হিবরুল উম্মাহ) অর্থাৎ মহাজ্ঞানী বা আল-বাহ্‌র অর্থাৎ সাগর। কারণ তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফাস্‌সির। ইনি আবদুল্লাহ্ নামক পাঁচজন বিশিষ্ট সাহাবীর অন্যতম। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা) তাঁর আপন খালা ছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ইসলাম ধর্মবিশারদ বলে মনে করা হত। কুরআন কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অর্ন্তদৃষ্টির দরুন তাঁকে রঈসুল মুফাস্‌সিরীন অর্থাৎ তাফসীরকারদের প্রধান বলে অভিহিত করা হত; তিনি এমন এক সময়ে কুরআন করীমের ব্যাখ্যা দানে আত্মনিয়োগ করেন, যখন মুসলিম সমাজে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআন করীমের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারেই এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর গোত্র বনূ হাশিম শি'ব আবূ তালিবে অন্তরীণ অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন। তাঁর মাতা লুবাবা বিন্‌তুল হারিস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেহেতু তাঁকে আশৈশব মুসলিম বলে গণ্য করা হয়।

বাল্যকাল হতেই তাঁর মধ্যে অভ্রান্ত জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। অতি শীঘ্র তাঁর মনে এই ধারণা জন্মলাভ করে যে, সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন এবং জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্র হতে থাকে। কেবল স্মৃতি-শক্তিই তাঁর জ্ঞান-গরিমার ভিত্তি ছিল না, বরং তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত সংকলনের এক বিরাট সম্ভারও মজুদ ছিল। নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে [যথা: তাফসীর, ফিক্‌হ, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর গাযওয়ার বিষয়াদি, ইসলাম-পূর্ব যুগের ইতিহাস, প্রাচীন আরবী কাব্য] বক্তৃতাও দান করতেন। কুরআন করীমের শব্দ ও বাকধারা ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন আরবী কবিদের কাব্য হতেও উদ্ধৃতি দান তাঁর রীতি ছিল। এই রীতি অনুসরণের ফলে আলিমদের মধ্যে প্রাচীন আরবী কাব্যের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি যেহেতু একজন সুবিজ্ঞ ফিক্‌হবিদ ছিলেন, সেহেতু সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া গ্রহণ করত। বহু গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া দানের জন্য তিনি অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছু ফাতওয়ার সমর্থনে পরে তাঁকে প্রমাণ পেশ করতে

হয়েছিল। কুরআনের মর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও ভাষ্যসমূহ একত্রিত করে পরবর্তীকালে কতিপয় সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছে। তাঁর সরাসরি শাগরিদগণের কোন না কোনজনের সাথে ঐ ভাষ্যের সনদ সম্পর্কিত রয়েছে। তাঁর ফাতওয়াসমূহের সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত তাফসীরের বিভিন্ন হস্তলিখিত কপি বা মুদ্রিত কপি আজও বিদ্যমান। তবে এই সংকলনগুলোর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে কিছু মতভেদ রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বাল্যকাল হতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ৮/১০ বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি খ্যাতনামা সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাদীস শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার বিশেষ প্রয়াস পান। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীস স্থান লাভ করেছে। সদ্ব্যবহার, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা এবং আল-কুরআন সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারণে উমর (রা) তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন, কঠিন সমস্যায় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং অধিকাংশ সময় তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন। তিনি বলতেন : ইব্ন আব্বাস তোমাদের সকলের অপেক্ষা বড় বিদ্বান। উমর (রা) তাঁর সম্পর্কে আরও বলতেন যে, বয়সে তরুণ, জ্ঞানে প্রবীণ, তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী। তাঁর সম্পর্কে আলী (রা) উক্তি করেছেন : কুরআনে করীমের তাফসীর বর্ণনার সময় মনে হয় যেন তিনি একটি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরাল হতে অদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন : ইনি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। ইব্ন উমর (রা) বলতেন : হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তৎসম্পর্কে ইব্ন আব্বাস এই উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। মুহাম্মদ হুসায়ন আয্-যাহাবী (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, ১খ, ৬৫ পৃ.) ইব্ন আব্বাসের বিদ্যাবত্তার পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন : ১. হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজে তাঁর জন্য এই দু'আ করেছিলেন—"হে আল্লাহ্ ! তুমি তাকে কিতাব ও হিকমার জ্ঞান, দীন সম্পর্কে অনুধাবন এবং কুরআন ভাষ্যের প্রজ্ঞা দান কর।" ২. নবী-পরিবারে তাঁর প্রশিক্ষণ লাভ; ৩. বড় বড় সাহাবীগণের সংসর্গ লাভ; ৪. অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান; তিনি বিখ্যাত আরব কবি উমর ইব্ন আবী রাবী'আ রচিত কাসীদার আশিটি পঙক্তি মাত্র একবার শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, বাব আখবারুল খাওয়ারিজ)। ৫. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সাথে বহু জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন। জুরজান ও তাবারিস্তানে (৩০/৬৫০) এবং বহু পরে জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রযুদ্ধ ৩৬/৬৫৬)-এর এবং সিফফীন (৩৭/৬৫৭)-এর যুদ্ধে তিনি আলী (রা)-এর সেনাদলের একটি বাহুর সেনাপতি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা) ও তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। উভয়েই তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। আলী (রা) এবং তৎপুত্র আল-হুসায়ন (রা)-এরও তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। আলী (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইব্ন আব্বাস (রা) রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। আলী (রা)-এর খিলাফতকালেও শুধু তিন অথবা চার বছরকাল রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় স্বীয় গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই বছর ইব্ন আব্বাসকে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করা হয়েছিল. এ কারণে উসমান (রা)-এর শাহাদাতকালে

তিনি মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন। এর কিছুদিন পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে আলী (রা)-এর নিকট আনুগত্যের শপথ (বায়আত) গ্রহণ করেন।

আল-হাসান (রা) তাঁকে স্বীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে সন্ধির প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ প্রচেষ্টা নিজেই শুরু করেছিলেন অথবা আল-হাসান (রা)-এর নির্দেশে তা করেছিলেন। খুব সম্ভব, ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজেই খিলাফতের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সন্ধি করে দিয়েছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হিজাযেই অবস্থান করতে থাকেন।

আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে, সম্ভবত সেগুলো ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে আনে। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জীবনের বাকী দিনগুলো তিনি তায়েফে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই ৬৮ বছর বয়সে (৬৮৭ খ্রি.) ইন্তিকাল করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাহাবীগণকে অত্যন্ত সম্মান প্রদান করতেন। তিনি বসরার ওয়ালী থাকাকালে আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) একদা তাঁর নিকট স্বীয় অভাবের কথা ব্যক্ত করেন। আবূ আয়্যুব (রা) মদীনায় সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মেহমানদারী করেছিলেন, সে কথা স্মরণ করে ইব্‌ন আব্বাস (রা) উদার হস্তে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। চল্লিশ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), বিশজন খাদিম ও গৃহের সমস্ত তৈজসপত্র তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩খ, পৃ. ২৩৬)।

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আবূ তাহের মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূব ফীরূযাবাদী (মৃ. ৮১৭ হি.) বলেন : আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন বিশ্বস্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মামূন হিরাবা (র) তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুল্লাহ বলেছেন : আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবূ ওবায়দুল্লাহ্ মাহমূদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাযী (র) বলেন : আম্মার ইব্‌ন আব্দুল মজিদ হেরাবী (র) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন ইসহাক সমরকান্দী (র) বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান থেকে, তিনি কালবী থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে, তিনি বলেন : (البــاء) (বা) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্যোতি, সৌন্দর্য, পরীক্ষা তাঁর বরকত এবং আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নাম البــارئ (আল-বারী)-এর প্রথম অক্ষর। المـيم (মীম) অর্থ তাঁর আধিপত্য তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের প্রতি হিদায়াত করেছেন। আর গুণবাচক নাম মাজীদ-এর প্রথম অক্ষর। الله (আল্লাহ্) অর্থ যাঁর দিকে সমস্ত সৃষ্টি জগত মুখাপেক্ষী প্রয়োজনে ও বিপদাপদে যাঁর নিকট আর্তনাদ করে। الرحمن (আর-রাহমান) যিনি করুণাময় সৎ ও অসৎ-এর প্রতি, তাদের রিযিকদাতা এবং সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাকারী। الرحيم (আর-রাহীম) পরম দয়ালু, বিশেষ করে মু'মিনের প্রতি মাগফিরাত এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে। তার অর্থ এই যে, তিনি দুনিয়াতে তাদের পাপগুলো ঢেকে রাখেন এবং আখিরাতেও তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আনকাবূত

৪৫ আয়াত থেকে

(٤٥) اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

(٤٦) وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

(٤٧) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○

(٤٨) وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

৪৫. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

৪৬. তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা ওদের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

৪৭. এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৪৮. তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।

এ আয়াতগুলোর তাফসীর বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মদ (সা)!

৪৫. (اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ) তুমি তোমার প্রতি জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট কিতাব তাদের কাছে আবৃত্তি কর (وَاَقِمِ الصَّلَاةَ) এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম কর। (اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ) সালাত বিরত রাখে অশ্লীল গুনাহ (وَالْمُنْكَرِ) ও শরীয়ত এবং সুন্নত বিরোধী মন্দকাজ হতে। বান্দা যতক্ষণ সালাতে রত থাকে ততক্ষণ এটা তাকে তা থেকে বিরত রাখে। (وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ) আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তোমরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে যেরূপ স্মরণ করছ তার চেয়ে উত্তম হল মাগফিরাত ও সওয়াব প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ। (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ) তোমরা কল্যাণ ও অকল্যাণ যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

(اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ) যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী; যেমন বনূ নাজরানের পরস্পর অভিসম্পাত বর্ষণকারীগণ (وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا) এবং তোমরা বল, আমাদের প্রতি (وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ) ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআন, তাওরাত ও ইনজীল তাতে আমরা বিশ্বাস করি (وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ) এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই, যাঁর কোন সন্তান ও অংশীদার নেই (وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ) এবং আমরা তাঁরই প্রতি ইবাদত ও একত্ববাদের স্বীকৃতিসহ আত্মসমর্পণকারী।

৪৭. (وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ) এভাবেই আমি তোমার প্রতি জিবরাঈলের মাধ্যমে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি এ কিতাবে উল্লিখিত আদেশ, নিষেধ ও উদাহরণসমূহ তাদেরকে পড়ে শুনাতে পার এবং (فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও তাঁর সাথীদের ন্যায়– যাদেরকে আমি তাওরাত কিতাবের বিদ্যা প্রদান করেছিলাম তারা এটাকে বিশ্বাস করে (وَمِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ) এবং তাদেরও অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ এটাতে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا الْكَافِرُوْنَ) কেবল কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। যেমন কা'ব ও তার সাথীরা এবং আবূ জাহল ও তার সাথীরা।

৪৮. (وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ) তুমি তো এ কিতাবের পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি (وَلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ) এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। অর্থাৎ যদি তুমি পাঠক কিংবা লেখক হতে, তাহলে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকগণ সন্দেহ করার অবকাশ পেত, কিন্তু এরূপ অবকাশ তাদের নেই। কেননা তাদের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, তুমি পড়তেওনা এবং লিখতেওনা।

(৪৯) بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○

(৫০) وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(৫১) اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(৫২) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৪৯. বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

৫০. ওরা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? বল, নিদর্শন আল্লাহর ইখ্তিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।

৫১. এটা কি ওদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

৫২. বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি অবগত এবং যারা অসত্যে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্কে অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

স্পষ্ট নিদর্শন আছে। (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلاَّ الظَّالِمُوْنَ) কেবল কাফির, ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের ন্যায় যালিমরাই আমার নিদর্শন মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন অস্বীকার করে।

৫০. (وَقَالُوْا) তারা বলে, (لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِ) তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট নিদর্শন অর্থাৎ মু'জিযা প্রেরিত হয় না কেন? যেমন মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর কাছে প্রেরিত হয়েছিল। (قُلْ اِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ) হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তাদেরকে বল, নিদর্শন আসাটা আল্লাহ্র ইখতিয়ার। (وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) আমি তো তোমাদের জানা ভাষায় একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী ও রাসূল মাত্র।

৫১. (اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ) হে মুহাম্মদ ! এটা কি তাদের জন্যে অর্থাৎ মক্কাবাসীদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, (اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ) আমি তোমার নিকট আদেশ, নিষেধ ও অন্যান্য উম্মতদের বর্ণনাদি সম্বলিত কুরআন অবতীর্ণ করেছি (يُتْلَى عَلَيْهِمْ) যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) এটাতে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য আযাব হতে পরিত্রাণ ও অনুগ্রহ এবং উপদেশ রয়েছে।

৫২. (قُلْ) হে মুহাম্মদ (সা)! তাদেরকে তুমি বল (كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا) আমার রাসূল হওয়ার ব্যাপারে আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সৃষ্টির যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ) এবং যারা শয়তান ও অসত্যে বিশ্বাস করে (وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ) এবং আল্লাহ্কে অস্বীকার করে (اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) তারাই তো শাস্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত, যেমন আবূ জাহল ও তার সাথীগণ।

(৫৩) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(৫৪) يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

(৫৫) يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(৫৬) يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ○

(৫৭) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

(৫৮) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

(৫৯) الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৫৩. এরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি তাদের উপর আসত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।

৫৪. এরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরগণকে পরিবেষ্টন করবেই।

৫৫. সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে

৫৬. হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।
৫৭. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।
৫৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের—
৫৯. যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৫৩. (وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُسَمًّى) হে মুহাম্মদ (সা)! তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শাস্তি (لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ) তাদের উপর আসত। (وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ) নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে তাদের অজ্ঞাতসারে।

৫৪. (يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ) হে মুহাম্মদ (সা) ! তারা তোমাকে পৃথিবীতেই শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ) জাহান্নাম তো কাফিরগণের সকলকে পরিবেষ্টন করবেই।

৫৫. (يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ) সেদিন যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে (مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) তাদের ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে (وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) এবং তিনি তাদেরকে বলবেন, তোমরা যা কুফরী করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।

৫৬. (يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا) হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! যেমন আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) এবং তাঁদের সাথীগণ (إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ) নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী অর্থাৎ মদীনা শরীফ প্রশস্ত, (فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ) সুতরাং তোমরা তথায় হিজরত করে যাও এবং সেখানে আমারই ইবাদত কর।

৫৭. (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; (ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ) তারপর তোমরা মৃত্যুর পর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং আমি তোমাদেরকে তোমাদের কাজের পুরস্কার দেব।

৫৮. (وَالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন সম্পর্কে ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের অনুমোদিত ও স্বীকৃত সৎকর্ম করে, (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا) আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) যার পাদদেশে শরাব, পানি, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত, (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ) কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের!

৫৯. (الَّذِيْنَ صَبَرُوْا) যারা আল্লাহর হুকুম পালনে সমাগত অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করার ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করে, (وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ) ও অন্যান্যদেরকে বাদ দিয়ে শুধু তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন তারা বলতে লাগল এমন কে আছে, যে আমাদের আশ্রয় দেবে ও পানাহার প্রদান করবে। প্রতি উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

(٦٠) وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٦١) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৬০. এমন কত জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই রিযক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
৬১. যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী

৬০. (وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا) হে মুসলিম সম্প্রদায়! পিঁপড়া ব্যতীত এমন কত জীব-জন্তু আছে, যারা ভবিষ্যতের জন্যে নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না, (اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ) আল্লাহ্ই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকেও। পিঁপড়া এক বছরের জন্যে খাবার মওজুদ রাখে। (وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) এবং তিনি সর্বশ্রোতা, রিয্ক সম্পর্কে তোমাদের বাণী শুনেন; সর্বজ্ঞ, তোমাদের রিয্ক কোথা থেকে আসে সে সম্পর্কে অবগত।

৬১. (وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ) যদি তুমি তাদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর, (مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرضَ) কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করছেন? (لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ) তারা উত্তরে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ' যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে ? তারা কেমন করে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করছে?

(٦٢) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(٦٣) وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۭ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

(٦٤) وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٦٥) فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ڬ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

৬৩. যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন করে না।

৬৪. এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।

৬৫. তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।

৬২. (اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছে তার রিয্ক বর্ধিত করেন ও সম্পদ বৃদ্ধি করেন, যদিও সে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (وَيَقْدِرُ لَهٗ). এবং যার জন্যে ইচ্ছা তা সীমিত করেন, যদিও সে তাঁর দিকেই আকৃষ্ট থাকে। (اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। এমনকি রিয্ক বৃদ্ধি ও সীমিতকরণ সম্পর্কেও অবহিত।

৬৩. (وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ) যদি তুমি তাদেরকে অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস কর, (مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) (فَاَحْيَا بِهِ الاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا) 'ভূমি মৃত হবার পর অর্থাৎ শুকিয়ে রসহীন হয়ে যাবার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে এটাকে সঞ্জীবিত করে? (لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ) তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্ তিনি বারি বর্ষণ করেন। (قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ) তুমি বল, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা এ জন্যে আল্লাহ্রই (بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশ এমনকি সকলেই এটা অনুধাবন করে না। তারা এটা বুঝে না,

৬৪. (وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ) এ পার্থিব জীবন, এর সৌন্দর্য ও সম্পদ তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়, যা ক্ষণস্থায়ী। (وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ) পারলৌকিক জীবন তো প্রকৃত জীবন, যার বাসিন্দারা আর মরবে না (لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) যদি তারা জানত এবং বিশ্বাস করত। অথচ তারা জানে না এবং বিশ্বাসও করে না।

৬৫. (فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা যখন নৌযানে আরোহণ করে (دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ) তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌কে ডাকে; (فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ) তারপর সাগর হতে তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন (إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ) তখন তারা আল্লাহ্‌র সাথে দেব-দেবীদের সমতুল্য করার শিরকে লিপ্ত হয়।

(٦٦) لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

(٦٧) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○

(٦٨) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

(٦٩) وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৬৬. ফলে তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৬৭. ওরা কি দেখে না আমি 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়, তবে কি ওরা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?

৬৯. যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।

৬৬. (لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ) ফলে তাদের প্রতি আমার প্রদত্ত দান তারা অস্বীকার করে (وَلِيَتَمَتَّعُوْا) এবং কুফরী জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে; (فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ) অচিরেই তারা জানতে পারবে যে, শাস্তি অবতীর্ণের সময় তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে।

৬৭. (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا) তারা কি দেখে না আমি 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি (وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) অথচ এটার চারপার্শ্বে যে সব মানুষ রয়েছে তাদের উপর শত্রু কর্তৃক হামলা করা হয়, কিন্তু দুশমন 'হারাম' শরীফে প্রবেশ করে না (أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ) তবে কি তারা অসত্যেই অর্থাৎ শয়তান ও দেব-দেবীগুলির প্রতিই বিশ্বাস করবে (وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ) এবং 'হারাম' শরীফের ন্যায় আল্লাহ্

৬৮. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাঁর সন্তান ও অংশীদার রয়েছে বলে মনে করে (أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ) অথবা তাঁর নিকট হতে আগত মুহাম্মদ (সা) ও আল-কুরআনের ন্যায় সত্যকে অস্বীকার করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম ও আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক ধৃষ্টতা পোষণকারী আর কে? (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ) জাহান্নামই কি আবু জাহ্‌ল ও তার সাথীদের ন্যায় কাফিরদের আবাস নয়?

৬৯. (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) যারা আমার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ (إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যারা তাদের জ্ঞাত আদেশাবলী প্রতিপালন করেন তাদেরকে অজ্ঞাত আদেশাবলী জানার ও প্রতিপালন করার তাওফীক প্রদান করি, কথা ও কাজের তাওফীক এবং নিরাপত্তা সহকারে আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সংগে থাকেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এ আয়াতে উল্লেখিত (لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) এর অর্থ হচ্ছে আমি তাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বভাবজাত প্রশান্তি, মাধুর্য ইত্যাদি দ্বারা সম্মানিত করে থাকি। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে আমার ইবাদত ও আনুগত্যের তাওফীক প্রদান করে থাকি।

সূরা রূম

সূরা রূমের সম্পূর্ণ অংশই মক্কী; মোট আয়াত সংখ্যা ৬০:
শব্দ সংখ্যা ৮১৯ এবং মোট অক্ষর সংখ্যা ৩৫৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓمّٓ ۝

(٢) غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝

(٣) فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

(٤) فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(٥) بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম,
২. রোমকগণ পরাজিত হয়েছে–
৩. নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে,
৪. কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেদিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে;
৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

পূর্বোক্ত সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ

১. (الم) আলিফ-লাম-মীম। আমি আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, এটা শপথের শব্দবিশেষ, এটার মাধ্যমে এখানে শপথ উল্লেখ করা হয়েছে।

২. (غُلِبَتِ الرُّوْمُ) রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, তারা ছিল কিতাবী। আর যারা জয়লাভ করেছিল তারা ছিল মাজূস বা অগ্নিপূজক।

৩. (فِي أَدْنَى الأَرْضِ) এ ছিল পারস্যের (নিকটবর্তী অঞ্চলে) এতে মুসলমানগণ দুঃখ পায়, কিন্তু মুশরিকগণ খুশি হয়। তখন মুশরিকগণ বলতে থাকে; আমরাও মুসলমানদের উপর জয়লাভ করব, যেমনভাবে পারস্যবাসী রোমকদের উপর জয়লাভ করেছে। (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা রোমকদের জয়ের কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ বলেন, কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে।

৪. (فِى بِضْعِ سِنِيْنَ) কয়েক বছরের মধ্যেই কিংবা সাত বছরের মধ্যেই। হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইব্‌ন খালফ আল-জুমহীকে ১০টি উট জরিমানা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। (لِلّٰهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) পূর্বে ও

পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। কেউ কেউ বলেন, 'পারস্যবাসীদের উপর রোমকদের জয়লাভ করার পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই'। কেউ কেউ বলেন ঃ এটার অর্থ হচ্ছে, মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বের ও মাখলূক ধ্বংস হবার পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে আদেশপ্রাপ্তদের আদেশপ্রাপ্তির পূর্বের ও পরের। কেউ কেউ বলেন ঃ অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টিকর্তা ছিলেন মাখলূক সৃষ্টির পূর্বে এবং মাখলূকের সৃষ্টির পরে। তিনি ছিলেন রিয্‌ক প্রদানকারী। যাদেরকে রিয্‌ক দেয়া হয়েছে তাদের সৃষ্টির পূর্বের ও তাদের পরের। অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন মালিক, যাদের তিনি মালিক হয়েছেন তাদের মালিক হওয়ার পূর্বের ও পরের; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ قَبْلَ يَوْمِ الدِّيْنِ কিয়ামতের দিনের পূর্বের। আর সেদিন যেদিন রোমকগণ পারস্যবাসীদের উপর জয়লাভ করবে। রাসূল (সা) মক্কাবাসীদের উপর জয়লাভ করবেন। আর সেটা ছিল বদরের দিন। আবার কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল হুদায়বিয়ার দিন। (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ) আর সেদিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবেন।

৫. (بِنَصْرِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র সাহায্যে, তিনি আবূ জাহল ও তার সাথীদের থেকে বদরের দিন প্রতিশোধ নিয়েছেন। (يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ) তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন (وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ) তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়ালু।

(٦) وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٧) يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ○

(٨) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○

(٩) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৬. এটা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

৭. তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।

৮. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

৯. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। শক্তিতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করত, তারা তা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুত তাদের প্রতি যুলুম করা

৬. (وَعْدَ اللّٰهِ) এটা অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য ও শাসন ক্ষমতা প্রদান আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি (لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ) আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে সাহায্য-সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি লংঘন করেন না।

৭. (يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক সম্বন্ধে অবগত। দুনিয়ার লেনদেন যেমন জীবিকা অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা ও এক হতে হাজার পর্যন্ত হিসাব, শীতকাল ও গরমকালের প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে অবগত। (وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ) আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল। তাই তারা আখিরাতের বিষয়াদি প্রত্যাখ্যান করছে।

৮. (اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ) তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, (مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এগুলোর অন্তর্বর্তী সৃষ্টি ও সৃষ্টির রহস্যাবলী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই প্রয়োজনীয় আদেশ ও নিষেধাবলী সহকারে (وَاَجَلٍ مُّسَمًّى) এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? যার মধ্যে তিনি ফয়সালা করবেন (وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ) কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী।

৯. (اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? (فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) তাহলে দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপের পরিণাম কী হয়েছে। (كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) শারীরিক শক্তিতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা প্রবল, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পে ওদের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ছিল। (وَاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا) তারা জমি চাষ করত; তারা তা আবাদ করত ও তাতে বসবাস করত ওদের অপেক্ষা অধিক; (وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশনসহ, আদেশ-নিষেধ ও অন্যান্য মু'জিযাসহ; (فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ) কিন্তু তারা ঈমান আনেনি, তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, (وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) বস্তুত তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের প্রতি যুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল না, তারা নিজেরাই কুফরী, শির্‌ক ও রাসূল (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ সম্বলিত কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

(١٠) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(١١) اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(١٢) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

(١٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

(١٤) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝

১০. অতঃপর যারা মন্দকর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ, কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

১২. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীগণ হতাশ হয়ে পড়বে।
১৩. তাদের দেব-দেবীগুলি তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে।
১৪. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

১০. (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ أَسَاءُ والسُّوَاى) তারপর যারা শিরকের ন্যায় আখিরাতজনিত মন্দকর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; (أَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰه) কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াত তথা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন প্রত্যাখ্যান করত (وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ) এবং ওগুলি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

১১. (اَللّٰهُ يَبْدَءُ الْخَلْقَ) আল্লাহ্ আদিতে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন, (ثُمَّ يُعِيْدُهُ) তারপর তিনি কিয়ামতের দিন তার পুনরাবৃত্তি করবেন (ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমলের পুরস্কার প্রদান করবেন।

১২. (وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ) যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে (يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ) সেদিন অপরাধীগণ বিশেষ করে মুশরিকগণ যাবতীয় কল্যাণ হতে হতাশ হয়ে পড়বে।

১৩. (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا) তাদের দেব-দেবীগুলি তাদের জন্য সুপারিশ করবে না (وَكَانُوْا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِيْنَ) এবং তারাই তাদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না।

১৪. (وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ) যেদিন কিয়ামত হবে (يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ) সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল বেহেশতী ও একদল জাহান্নামী হবে।

(١٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ○

(١٦) وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

(١٧) فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○

(١٨) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○

(١٩) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে থাকবে;
১৬. এবং যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।
১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে—
১৮. এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।
১৯. তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির

১৫. (فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) অতএব যারা রাসূল (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছে ও তাদের প্রতিপালকের অনুমোদিত সৎকর্ম করেছে (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ) তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। তাদেরকে নিয়ামত দেয়া হবে এবং উপঢৌকনের মাধ্যমে সম্মানিত করা হবে।

১৬. (وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) এবং যারা আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করেছে (وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَائِ الاٰخِرَةِ) এবং মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের ন্যায় আমার নিদর্শনাবলী ও আখিরাতের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে (فَأُوْلٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ) তারাই জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৭. (فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, সালাত আদায় কর সন্ধ্যায় মাগরিব ও ইশা এবং প্রভাতে সালাতে ফজর।

১৮. (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ) এবং অপরাহ্নে সালাতে আসর ও যুহরের সময়ে আর আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মধ্যে (وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ) সকল প্রশংসা ও আনুগত্য তো তাঁরই।

১৯. (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, যেমন বীর্য হতে মানুষ ও জীবজন্তু, ডিম হতে পাখি এবং বীজ হতে খেজুর ও অন্যান্য শস্য (وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান, যেমন মানুষ ও পশু হতে বীর্য, পাখি হতে ডিম ও খেজুর হতে বীজ ইত্যাদি (وَيُحْيِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) এবং ভূমির মৃত্যু অর্থাৎ শুকিয়ে যাবার পর এটাকে পুনর্জীবিত করেন। (وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ) এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। অনুরূপভাবে তোমরা জীবিত হবে ও কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে।

(٢٠) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ○

(٢١) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(٢٢) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

(٢٣) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

২০. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।

২১. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

২২. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

২০. (وَمِنْ اٰيَاتِهٖ) তাঁর একত্ববাদ, কুদরত ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নবুয়তের নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, (اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) তিনি তোমাদেরকে আদম হতে, আদমকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন (ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ) তোমরা আদম (আ)-এর সন্তান, এখন তোমরা মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।

২১. (وَمِنْ اٰيَاتِهٖ) এবং তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, (اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের-ই মত মানুষ সঙ্গিণীদেরকে (لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا) যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً) এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মহব্বত এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দয়া। কেউ কেউ বলেন, বড়দের প্রতি ছোটদের জন্যে ভালবাসা এবং ছোটদের প্রতি বড়দের দয়া। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ) আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত এটাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন ও নসীহত রয়েছে।

২২. (وَمِنْ اٰيَاتِهٖ) এবং তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, (خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি (وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ) এবং তোমাদের ভাষা যেমন আরবি, ফার্সি ইত্যাদি ও বর্ণের বৈচিত্র্য, যেমন লাল, কালো ইত্যাদি। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ) এটাতে অর্থাৎ এ বৈচিত্র্যে জিন্ন ও ইনসানের জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

২৩. (وَمِنْ اٰيَاتِهٖ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা (وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ) এবং দিবাভাগে তাঁর অনুগ্রহ ও রিযক অন্বেষণ। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ) রাত্র-দিনের পরিবর্তনের কথা যা বর্ণনা করা হল, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বাধ্যগত শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

(٢٤) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(٢٥) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ڰ مِّنَ الْاَرْضِ ڰ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝

(٢٦) وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

(٢٧) وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২৪. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ্ যখন

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।

২৭. তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৪. (وَمِنْ اٰيَاتِهٖ) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, (يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا) তিনি তোমাদের প্রদর্শন করেন আকাশের বিদ্যুৎ, মুসাফিরের বৃষ্টির পানিতে কাপড়-চোপড় ভিজে যাওয়ার ভয় ও মুকীমদের ক্ষেত-খামার সেচ দেয়ার ভরসাস্থলরূপে (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন (فَيُحْيِيْ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) ও তা দিয়ে ভূমিকে এটার শুকিয়ে গিয়ে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) এটাতে অর্থাৎ বৃষ্টির বর্ণনায় অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। তারা বিশ্বাস করে যে, বৃষ্টি আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই হয়ে থাকে।

২৫. (وَمِنْ اٰيَاتِهٖ) এবং তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, (اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ) তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; (ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ) তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে মৃত্তিকা (কবর) হতে উঠবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন (اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ) তখন তোমরা কবর হতে উঠে আসবে।

২৬. (وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে (كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ) তা তাঁরই দাস। কাফিরগণ সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।

২৭. (وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) তিনি সৃষ্টিকে বীর্য দ্বারা অস্তিত্বে আনয়ন করেন, (ثُمَّ يُعِيْدُهٗ) তারপর তিনি এটাকে কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; (وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ) এটা তাঁর জন্যে প্রথম সৃষ্টি করার ন্যায় অতি সহজ। (وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ক্ষমতার দরুন সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; (وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) এবং তিনিই তাঁর মালিকানায় ও রাজত্বে পরাক্রমশালী, পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রজ্ঞাময়।

(٢٨) ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(٢٩) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(٣٠) فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۖ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۖ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

৩০. তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২৮. (ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ) হে কাফির সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন : (هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَارَزَقْنَاكُمْ) তোমাদেরকে আমি অর্থ ও পরিবার-পরিজনের যে রিযক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেউ কি তাতে অংশীদার ? (فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ) ফলে তোমরা ও তোমাদের দাস-দাসীগণ কি এ ব্যাপারে সমান অংশীদার? (تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ) তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা মীরাসের অধিকার আদায় না করার জন্যে পরস্পরকে ভয় কর? উত্তরে তারা বলবে, 'না'। আল্লাহ্ বলবেন, তাহলে তোমরা নিজেদের জন্যে যা পছন্দ কর না, তা আমার জন্য কেন পছন্দ করছ? আমার গোলামদেরকে আমার মালিকানা সম্পত্তিতে অংশীদার মনে করছ; অথচ আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি তার মধ্যে তাদেরকে তোমাদের অংশীদার মনে করো না। (كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আমার একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। তারা কুরআনে বর্ণিত উপমাগুলোকে বিশ্বাস করে।

২৯. (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) বস্তুত ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিক সীমালংঘনকারীগণ অজ্ঞতাবশত প্রমাণবিহীন তাদের ইয়াহূদী, খ্রিস্টানী ও শিরকী খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকে, (فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ) সুতরাং আল্লাহ্ যাকে সঠিক দীন থেকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে আল্লাহ্ প্রদর্শিত সৎপথে পরিচালিত করবে ? (وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ) আল্লাহ্‌র আযাব প্রতিরোধকারী তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

৩০. (فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا) তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে এবং নিজের আমলকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। حَنِيْفًا শব্দের অর্থে বলা হয়ে থাকে আপনার দীন ও আমলকে একনিষ্ঠ করুন এবং দীন ইসলামের উপর অটল থাকুন। (فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) আল্লাহ্‌র প্রকৃতির (আল্লাহ্‌র দীনের অনুসরণ) করুন, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে তাঁর মায়ের পেটে সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকারের দিনকে অনুসরণ করুন। (لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ও দীনের কোন পরিবর্তন নেই। (ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ) এটাই সরল ও যথার্থ দীন; (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু মক্কাবাসীদের অধিকাংশ মানুষ সত্য ধর্ম (ইসলাম) সম্বন্ধে জানে না।

(٣١) مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝
(٣٢) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

৩১. বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হবে না মুশরিকদের,

৩২. যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।

৩১. (مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ) বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাকে ভুল-ত্রুটির জন্যে ভয় কর ও তার আদেশ মান্য কর। (وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম কর ও

৩২. (مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ) যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে (وَكَانُوْا شِيَعًا) এবং বিভিন্ন দলে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য দলে বিভক্ত হয়েছে। (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ) প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল ও এটাকে হক মনে করে।

(٣٣) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ○

(٣٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ○

(٣٥) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ○

৩৩. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের প্রতিপালককে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে থাকে.

৩৪. তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫. আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার কোন শরীক করতে বলে?

৩৩. (وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের প্রতিপালককে দুঃখ-দৈন্য দূর করার জন্যে ডাকে; (ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً) তারপর তিনি যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ আস্বাদন করান (اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ) তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে থাকে ও দেব-দেবীদেরকে প্রতিপালকের সমতুল্য মনে করে।

৩৪. (لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ) তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্যে। (فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) সুতরাং হে মক্কার বাসিন্দাগণ! দুনিয়ায় ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, আখিরাতে তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে।

৩৫. (اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا) আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল ও কিতাব অবতীর্ণ করেছি, (فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ) যা তাদেরকে আমার কোন প্রকার শরীক করতে বলে?

(٣٦) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ○

(٣٧) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৩৬. আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তারা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলেই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

৩৭. তারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযক প্রশস্ত করেন অথবা তা সীমিত করেন? এতে

৩৬. (وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহ আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই তারা তাতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে উৎফুল্ল হয় (وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَاهُمْ يَقْنَطُوْنَ) এবং শিরকের ন্যায় তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ধৈর্য ধারণ না করে আল্লাহ্‌র রহমত হতে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

৩৭. (اَوَلَمْ يَرَوْا) তারা কি লক্ষ্য করে না, (اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ) আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে তার রিয্‌ক প্রশস্ত করেন অথচ সে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে অথবা যার জন্যে ইচ্ছা তা সীমিত করেন? অথচ সে তাঁর প্রতি আগ্রহশীল। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) এতে অবশ্যই নিদর্শন ও নসীহত রয়েছে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে।

(٣٨) فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(٣٩) وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

(٤٠) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ع

৩৮. অতএব আত্মীয়কে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

৩৯. মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধিশালী।

৪০. আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্‌ক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ্ এটা হতে পবিত্র, মহান।

৩৮. (فَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ) অতএব হে মুহাম্মদ (সা)! আত্মীয়কে প্রদান কর তার প্রাপ্য (وَالْمِسْكِيْنَ) এবং অভাবগ্রস্তকেও কাপড়-চোপড়, খাবার ইত্যাদি, মুসাফিরকেও (وَابْنَ السَّبِيْلِ) তিন দিনের মেহমানদারী করবে, (ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ) এর চেয়ে বেশি মঙ্গলময় সাদকা। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, প্রতিদান ও মেহমানদারী শ্রেয়, সাওয়াবের কাজ ও আখিরাতে সম্মান লাভের উপায় (وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) এবং তারাই সফলকাম।

৩৯. (وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ) তোমাদের ধন দ্বারা মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে

গ্রহণ করেন না, কেননা এটা আল্লাহ্র জন্যে দেয়া হয়নি (وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ) কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত মিসকীনদেরকে তোমরা দিয়ে থাক, তা-ই বৃদ্ধি পায়, (فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ)। কাজেই যারা যাকাত আদায়কারী তারাই সমৃদ্ধিশালী, আখিরাতে তাদের এ সাদকা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বরং দুনিয়ায় সংরক্ষণ ও বরকতের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

৪০. (اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে মায়ের পেটে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন (ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ) রূহ দিয়েছেন, ভূমিষ্ঠ করেছেন তারপর তোমাদেরকে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত রিয্ক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের আয়ু শেষ হওয়ার পর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত করবেন। (هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ) তোমাদের দেব-দেবীগুলোর মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন একটিও করতে পারে? (سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) তারা দেব-দেবীদের থেকে যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।

(٤١) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(٤٢) قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।

৪২. বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশ ছিল মুশরিক।

৪১. (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ) মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে (لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا) যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) যাতে তারা ফিরে আসে। সর্ব প্রথম স্থলের কৃতকর্ম যেমন কাবীল কর্তৃক হাবীল হত্যা, সর্ব প্রথম জলের কৃতকর্ম যেমন জলন্দন আল-ইযদী কর্তৃক মানুষের নৌযানসমূহ জোরপূর্বক অপহরণ। কেউ কেউ বলেন, স্থলে চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যু, অভাব, অনটন, অনাবৃষ্টি, মাঠে-ময়দানে, পাহাড় ও উপত্যকায় ফল-ফলাদির উৎপাদন হ্রাস এবং তরি-তরকারীর উৎপাদন হ্রাসের দরুন সৃষ্ট বিপর্যয় এবং জনগণের পাপের কারণে গ্রাম-গঞ্জে অরাজকতা ও সাগরে মৎস্য উৎপাদন হ্রাসের দ্বারাও বিপর্যয় দেখা দেয়।

৪২. (قُلْ) হে রাসূল! (সা) তুমি মক্কাবাসীদের বল, (سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ) তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর (فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ) এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে, কেমন করে আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, (كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ) তাদের

(٤٣) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ○

(٤٤) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ○

(٤٥) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○

(٤٦) وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৪৩. যে দিবস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবার নয়, সে দিবসের পূর্বে তুমি সরল দীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কর। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

৪৪. যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা।

৪৫. কারণ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদেরকে পসন্দ করেন না।

৪৬. তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্য এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

৪৩. (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ) তুমি সরল দীনে একনিষ্ঠভাবে নিজকে এবং নিজের আমলকে প্রতিষ্ঠিত কর আল্লাহ্‌র নির্দেশে, (مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ) অনিবার্য যে দিবস অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তা উপস্থিত হবার পূর্বে, সে দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল জান্নাতে এবং অপর দল জাহান্নামে গমন করবে।

৪৪. (مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) যে আল্লাহ্ সম্পর্কে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি চিরস্থায়ী অগ্নি তারই প্রাপ্য; (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا) যারা তাদের প্রতিপালকের অনুমোদিত সৎকর্ম করে (فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে জান্নাতে সম্মান ও সুখ-শয্যা।

৪৫. (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ) কারণ যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালক অনুমোদিত সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) তিনি কাফিরদেরকে পসন্দ করেন না, তাদের ধর্ম তিনি পসন্দ করেন না।

৪৬. (وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ) তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে (وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ) ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্যে; (وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ) এবং যাতে তাঁর বিধানে নৌযানগুলি সাগরে বিচরণ করে, (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) যাতে তোমরা নৌযানে আরোহণের

(٤٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(٤٨) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

৪৭. আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

৪৮. আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা এটা পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল,

৪৭. (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ) হে মুহাম্মদ (সা)! আমিতো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। (فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) তারা তাদের নিকট আদেশ-নিষেধ ও নসীহত সম্বলিত সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা ঈমান আনেনি। (فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) তারপর আমি মুশরিক অপরাধীদেরকে আযাব প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছিলাম। (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) মু'মিনদেরকে তাদের রাসূল সহকারে রক্ষা করা ও শত্রুদেরকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

৪৮. (اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ) আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, (فَتُثِيْرُ سَحَابًا) ফলে এটা বৃষ্টি সম্বলিত ভারী মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। (فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ) তারপর তিনি এটাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, (وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا) পরে এটাকে যদি তিনি চান খণ্ডবিখণ্ড করেন (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ) এবং তুমি দেখতে পাও এটা হতে নির্গত হয় বারিধারা; (فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) তারপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে পৃথিবীতে যাদের নিকট ইচ্ছা এটা পৌঁছিয়ে দেন, (إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ) তখন তারা হয় বৃষ্টির দরুন হর্ষোৎফুল্ল।

(٤٩) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝

(٥٠) فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪৯. যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।

৫০. আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন,

৪৯. (وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ) যদিও তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে বৃষ্টির ব্যাপারে তারা নিরাশ ছিল।

৫০. (فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ) হে মুহাম্মদ (সা) তুমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর (كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর এটাকে পুনর্জীবিত করেন, (اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى) এভাবেই আল্লাহ্ পুনরুত্থানের জন্যে মৃতকে জীবিত করবেন। (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) কারণ তিনি হায়াত, মওত ও পুনরুত্থান ইত্যাদির ন্যায় সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৫১) وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ○

(৫২) فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ○

(৫৩) وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

৫১. এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো এরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৫২. তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫৩. এবং অন্ধকেও পথে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা হতে। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শুনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।

৫১. (وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا) এবং আমি যদি এমন ঠাণ্ডা কিংবা গরম বায়ু প্রেরণ করি (فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا) যার ফলে তারা দেখে শস্য সবুজের পর পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা (لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ) আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৫২. (فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى) তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না অর্থাৎ মৃতবৎ কাফিরদেরকে বুঝাতে পারবে না, (وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ) মৃতবৎ বধিরকেও পারবে না সত্য ও হিদায়াতের আহ্বান শুনাতে, যখন তারা সত্য হিদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫৩. (وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ) এবং অন্ধকেও সত্যের পথে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা হতে, (اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ) যারা আমার নিদর্শনাবলীতে অর্থাৎ আমার প্রেরিত রাসূল ও কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে, শুধু তাদেরকেই তুমি শুনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী এবং তাওহীদ ও ইবাদত সম্বন্ধে একনিষ্ঠ।

(৫৪) اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ○

৫৪. আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার

৫৪. (اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ) আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল বীর্য হতে দুর্বল-রূপে, (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً) দুর্বলতার পর তিনি দেন যৌবনের শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও যৌবনের পর বার্ধক্য। (يَخْلُقُ مَايَشَاءُ) তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন, একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন করেন (وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ) এবং তিনি তাঁর মাখলূক সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ, আকার পরিবর্তনে সর্বশক্তিমান।

(٥٥) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝

(٥٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(٥٧) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৫৫. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত।

৫৬. কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।'

৫৭. সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি তাদের কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হবে না।

৫৫. (وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ) যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন বিশেষ করে মুশরিক অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, (مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ) তারা কবরে মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করে নি-এটা তাদের মিথ্যা ভাষণ। (كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ) এভাবেই তারা দুনিয়াতেও সত্যভ্রষ্ট হত।

৫৬. (وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান-এর ন্যায় মহাসম্পদ দেয়া হয়েছে তারা বলবে, (لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ) তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে লিপিবদ্ধ কবর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। (فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ) এটাই তো পুনরুত্থান দিবস ও কিয়ামত দিবস, (وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তোমরা দুনিয়ায় জানতে না-এবং বিশ্বাসও করতে না। এ জ্ঞানী লোকগণ হলেন ফিরিশতা। কেউ কেউ বলেন ঃ তারা নবী-রাসূল; আবার কেউ কেউ বলেন ঃ তারা হলেন, যারা তাদের ঈমানে অটল ও একনিষ্ঠ।

৫৭. (فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ) সে দিন মুশরিক সীমালংঘনকারীদের গুনাহ হতে তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না (وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ) এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

(٥٨) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

(٥٩) كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٦٠) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ○

৫৮. আমি তো মানুষের জন্য কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।'

৫৯. যাদের জ্ঞান নাই আল্লাহ্ এভাবে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন।

৬০. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

৫৮. (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে দিয়েছি। (وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ) তুমি যদি তাদের নিকট তাদের মর্জি অনুযায়ী আকাশ থেকে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর (لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) মক্কার কাফিররা অবশ্যই বলবে ঃ (اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ) হে মুসলমানগণ! তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।

৫৯. (كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) যাদের তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান নাই তারা তাওহীদে বিশ্বাসও করে না। আল্লাহ্ এভাবে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন।

৬০. (فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) অতএব হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য-সহায়তা করা, তোমাকে শাসন ক্ষমতা প্রদান ও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। (وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ) মক্কাবাসীদের যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লুকমান

এই সূরার সম্পূর্ণ অংশই মক্কী

সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৩৪ মোট শব্দ সংখ্যা ৭৪৮ এবং অক্ষর সংখ্যা ২১১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓمٓ ۚ

(٢) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

(٣) هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

(٤) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ

(٥) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

১. আলিফ-লাম-মীম;

২. এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,

৩. পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।

৪. যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।

পূর্বোক্ত সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (الٓمٓ) আলিফ-লাম-মীম; আমি আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, এটা শপথের জন্যে উল্লেখিত হয়েছে।

২. (تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ) এগুলো হালাল ও হারাম এবং আদেশ ও নিষেধ বর্ণনাকারী জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।

৩. (هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ) বিভ্রান্তি হতে পথ-নির্দেশ ও আযাব হতে পরিত্রাণ এবং দয়া স্বরূপ তাওহীদপন্থী একনিষ্ঠ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য;

৪. (اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ) যারা সালাত কায়েম করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত উযূ, রুকূ', সিজদা ও অন্যান্য ওয়াজিবসহ সঠিক সময়ে জামাআত সহকারে আদায় করে। (وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ) অর্থসম্পদের যাকাত

৫। (أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ) তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত ও সম্মানিত পথে রয়েছে (وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) এবং তারাই প্রতিপালকের আযাব ও অসন্তুষ্টি হতে পরিত্রাণ অর্জনকারী সফলকাম।

(٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(٧) وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○

(٨) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ○

(٩) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৬. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

৭. যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতে পায় নি, যেন তার কর্ণ দুটি বধির; অতএব তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সুখদ-কানন;

৯. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬. (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন নযর ইব্‌নুল হারিস, অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ (কর্তব্যপরায়ণতা) হতে বিচ্যুত করবার জন্য (لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) কল্পকাহিনী, সূর্য ও তারকা সম্পর্কিত প্রমাণ ও ভিত্তিহীন পৌরাণিক কাহিনী, জ্যোতির্বিদ্যা ও অশ্লীল সঙ্গীত ইত্যাদির ন্যায় অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় (بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا) এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। (أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

৭. (وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا) যখন তার নিকট আমার আদেশ-নিষেধ সম্বলিত আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْ أُذُنَيْهِ وَقْرًا) যেন সে এটা শুনতে পায় নি, যেন তার কর্ণ দুটি বধির; (فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ) অতএব হে মুহাম্মদ! তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ প্রদান কর অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধে নযর ইব্‌নুল হারিস শোচনীয়ভাবে নিহত হয়।

৮. (إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) যারা মুহাম্মদ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের অনুমোদিত সৎকর্ম করে (لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ) তাদের জন্য রয়েছে সুখদ কানন, যার নি'আমত কোন দিন শেষ হবে না।

৯. (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা সেখানে মরবেও না এবং সেখান থেকে বহিষ্কারও হবে না। (وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি যে মু'মিনদের জন্যে জান্নাত, তা সত্য। (وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) তিনি তাঁর মালিকানায় ও রাজ্য পরিচালনায় পরাক্রমশালী এবং আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে

(১০) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

(১১) هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(১২) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

(১৩) وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

১০. তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত– তোমরা এটা দেখছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু। এবং আমিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে এতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

১১. এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে, আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

১২. আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

১৩. স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুলুম।'

১০. (خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ) তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত; কেউ কেউ বলেন, অদৃশ্য স্তম্ভসহ (تَرَوْنَهَا) তোমরা এটা দেখছ; (وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ) তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি ও স্থাপন করেছেন পেরেক হিসেবে পর্বতমালা, (اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ) যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে (وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) এবং এটাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু! (وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) এবং আমিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে (فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ) এটাতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

১১. (هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত অন্যেরা অর্থাৎ দেব-দেবীগুলো কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। (بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ) মুশরিক সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

১২. (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ) আমি লুকমানকে শিক্ষা, হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা, সঠিক কথা ও কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সার্বিক গুণের জ্ঞান দান করেছিলাম (اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ) এবং বলেছিলাম যে,

(وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ) যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই পুণ্যের জন্যে (يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ) (غَنِيٌّ حَمِيْدٌ) এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, স্বীয় কার্যকলাপের প্রশংসার্হ।

১৩. (وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ) স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ করার নসীহতে তার পুত্র সালামকে বলেছিল, (يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ) 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করবে না। (اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ) নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুলুম। আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

(١٤) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

(١٥) وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(١٦) يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

(١٧) يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

১৪. আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

১৫. তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

১৬. হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সকল বিষয়ের।

১৭. 'হে বৎস! সালাত কায়েম করবে, সৎকর্মের নির্দেশ দিবে আর অসৎকর্মে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৪. (وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) আমি তো মানুষকে যেমন হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)কে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। (حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ) জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে ([illegible]) এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে।

(اَشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ) সুতরাং আমার প্রতি (তাওহীদ) ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (اِلَىَّ الْمَصِيْرُ) প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

১৫. (وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ) তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, (مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, বরং এটা তোমার জানা আছে যে, সে আমার অংশীদার নয় (فَلَا تُطِعْهُمَا) তুমি তাদের কথা মানবে না ও শিরক করবে না (وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا) তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাব বজায় রেখে ও দয়া পরবশ হয়ে এবং (وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ) যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে ও আমার অনুগত হয়েছে, তিনিই মুহাম্মদ (সা), তার পথ অবলম্বন কর। (ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ) তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তোমাদের মাতাপিতার প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট (فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) এবং তোমরা যা কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। লুকমান বলেন–

১৬. (يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ) 'হে বৎস! কোন কিছু কল্যাণ কিংবা রিযক যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় (فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ) এবং তা যদি থাকে ভূমির নীচে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে বা তার উপরে কিংবা মৃত্তিকার নীচে তথা মৃত্তিকার মধ্যে (يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ) আল্লাহ্ তা'ও তার মালিকের নিকট উপস্থিত করবেন। (اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ) আল্লাহ্ যে কোন বস্তু উপস্থিত করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সকল বিষয়ের স্থানসহ।

১৭. (يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ) 'হে বৎস! সালাত কায়েম করবে, তাওহীদ ও দয়ামায়াসহ (وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ) সৎকর্মের নির্দেশ দিবে (وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) আর অসৎকর্ম শিরক, মন্দ কথা ও কাজ থেকে নিষেধ করবে (وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ) এবং নির্দেশ ও নিষেধের ব্যাপারে আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে। এটাই তো অর্থাৎ সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ; কেউ কেউ বলেন, আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ (اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ) দৃঢ় সংকল্পের কাজ, এটা দূরদর্শিতার কাজ; এটা কল্যাণকর কাজ।

(١٨) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

(١٩) وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

(٢٠) اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

১৮. 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না; কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না।'

১৯. 'তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচ করবে; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই

২০. তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

১৮. (وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না, কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তুমি মুসলিম ফকীরদের অবহেলা করবে না (وَلاَ تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحًا) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করবে না (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ) কারণ আল্লাহ্ বিচরণে ও তাঁর নিয়ামত ভোগের কালে কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

১৯. (وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) তুমি পদক্ষেপ করবে, নম্র ও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, উদ্ধত হবে না; (إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ) সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর ও অশুভ।

২০. (أَلَمْ تَرَوْا) তোমরা কি দেখ না, তোমাদেরকে কি কুরআনের মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি যে, أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الأَرْضِ) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মেঘখণ্ড, বৃষ্টি, গাছপালা ও জীবজন্তু সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন (وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً) এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য যেমন তাওহীদ ও অপ্রকাশ্য যেমন মা'রিফাত অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য অনুগ্রহ মানে তোমার যেসব গুণের কথা মানুষ প্রকাশ্যভাবে জানে আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ মানে তোমার যেসব দোষের কথা মানুষ জানে না। কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য অনুগ্রহ মানে খাদ্য, পানীয়, দিরহাম, দীনার ইত্যাদি, আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ মানে তরুলতা, ফল-ফলাদি; বৃক্ষরাজি, বৃষ্টি-বাদল, পানি ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য অনুগ্রহ মানে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন, আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ মানে যার থেকে তোমাকে আল্লাহ্ তাআ'লা হিফাযত করেন। (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন নযর ইব্‌নুল হারিস, অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র দীন সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথ নির্দেশক দলীল আর না আছে তাদের কার্যকলাপ বর্ণনাকারী কোন দীপ্তিমান কিতাব।

(٢١) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

(٢٢) وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ○

(٢٣) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর।' তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।' শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

২২. যদি কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবূত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।

২৩. কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

২১. (وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-এর কাছে কুরআনসহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা পড় ও আমলের মাধ্যমে অনুসরণ কর (قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا) তারা বলে, "বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ধর্ম ও রীতিনীতির যা পেয়েছি তারই অনুসরণ করব" (اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ) শয়তান যদি তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষগণকে শিরক ও কুফরীর মাধ্যমে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি তারা তার অনুসরণ করবে?

২২. (وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) যদি কেউ একত্ববাদে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে, (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى) সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর এক অলংঘনীয় মযবূত হাতল, (وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ) যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে। যেসব কার্যকলাপে নিয়োজিত থেকে তারা মৃত্যুবরণ করে, সেসব কার্যকলাপের পরিণাম আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৩. (وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ) কুরায়শ কিংবা অন্যদের থেকে কেউ কুফরী করলে তার কুফরী ও কুফরীতে তার মৃত্যুবরণ যেন তোমাকে হে মুহাম্মদ (সা)! ক্লিষ্ট না করে। (اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ) আমারই নিকট মৃত্যুর পর তাদের প্রত্যাবর্তন। (فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا) তারপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা কিছু পৃথিবীতে কুফরী অবস্থায় সম্পাদন করত। (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) অন্তরে কল্যাণ ও অকল্যাণ যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(٢٤) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

(٢٥) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٢٦) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

(٢٧) وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(٢٨) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

২৪. আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দেই স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি

২৫. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই; আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

২৭. পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮. তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

২৪. (نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا) আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব পৃথিবীতে স্বল্পকালের জন্য। (ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ) তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

২৫. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ) হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তাদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? (لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ) তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ্! তুমি বল, 'প্রশংসা ও শোকর আল্লাহ্রই, তাই তোমরা আল্লাহ্র শোকর কর (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই বরং সকলেই আল্লাহ্র তাওহীদকে জানে না ও আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর করে না।

২৬. (لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি আছে তা আল্লাহ্রই, আল্লাহ্, তিনি সৃষ্ট জগতের অভাবমুক্ত; নিজের কার্যকলাপে প্রশংসার্হ।

২৭. (وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ).পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র, এটার সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তা দ্বারা যদি আল্লাহ্র বাণী লিখা হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্র প্রশাসন ও পরিকল্পনার কথা লেখা নিঃশেষ হবে না। (إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) আল্লাহ্ তাঁর মালিকানায় ও রাজ্য পরিচালনায় পরাক্রমশালী, আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রজ্ঞাময়।

২৮. (مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ) আল্লাহ্ যখন তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেন তখন তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে পুনরুত্থান করবেন তখন তোমাদের সকলের পুনরুত্থান আল্লাহ্র কাছে একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। (إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) আল্লাহ্ পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের কথাবার্তা সম্পর্কে সর্বশ্রোতা, তোমাদের পুনরুত্থানের সম্যক দ্রষ্টা।

(٢٩) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

২৯. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

২৯. (اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ) তুমি কি দেখ না তোমাকে কি কুরআনের মাধ্যমে অবহিত করা হয় নি যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন ? তাতে দিন থেকে রাতের পরিমাণ বেড়ে রাত হয় ১৫ ঘন্টা এবং দিন হয় ৯ ঘন্টা; আবার রাত থেকে দিনের পরিমাণ বেড়ে দিন হয় ১৫ ঘন্টা এবং রাত হয় ৯ ঘন্টা। (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, (كُلٌّ يَّجْرِيْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى) প্রত্যেকটি বিচরণ করে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; (وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) তোমরা যা কল্যাণ ও অকল্যাণ কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

(٣٠) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

(٣١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

(٣٢) وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

৩০. এগুলো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, মহান।

৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩২. যখন তরংগ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত, তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৩০. (ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ) এগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদতই সত্য (وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ) এবং তারা তাঁর পরিবর্তে দেবদেবীর মধ্য হতে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। (وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ) আল্লাহ্, তিনি তো সকলের উপরে সমুচ্চ, সকলের চেয়ে মহান।

৩১. (اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, (لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ) যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ) এটাতে অবশ্যই নিদর্শন ও নসীহত রয়েছে আনুগত্যে ধৈর্যশীল, আল্লাহ্র নিয়ামতের প্রতি প্রত্যেক কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩২. (وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ) যখন তরংগ তাদেরকে উপর

(فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে সাগর থেকে স্থলে পৌছান (نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ) তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কথা ও কাজে পূর্বের চেয়ে অনেকটা ভদ্র পরিলক্ষিত হয়। (وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ) কেবল বিশ্বাসঘাতক, আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে অস্বীকার করে।

(৩৩) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۚ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

(৩৪) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

৩৪. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

৩৩. (يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا) হে মানুষ! মক্কাবাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর ও তাঁর আনুগত্য কর (لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ) এবং ভয় কর সে দিনের আযাবের যখন পিতা সন্তানের আযাব প্রতিহত করার জন্য কোন উপকারে আসবে না; (وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا) সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) আল্লাহ্‌র পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে (وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ) এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে প্রবঞ্চকের অর্থ হল কল্পকাহিনী।

৩৪. (اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ) কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, এটা বান্দাদের কাছে গোপন তথ্য। (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন কখন বৃষ্টি হবে, এটা বান্দাদের কাছে গোপন তথ্য (وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ) এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে; ছেলে কিংবা মেয়ে, পরিপূর্ণ কিংবা অপরিপূর্ণ, ভাগ্যবান কিংবা হতভাগ্য, এটা বান্দাদের কাছে গোপন তথ্য। (وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا) কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, ভাল কিংবা মন্দ, এটা বান্দাদের কাছে গোপন তথ্য। (وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ) এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। এটা বান্দাদের কাছে গোপন তথ্য। (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) আল্লাহ্ তাঁর মাখলূক সম্পর্কে সর্বজ্ঞ,

সূরা সাজদা

এ সূরাটির সম্পূর্ণ অংশ মক্কী

সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৩০. মোট শব্দ সংখ্যা ৩৩০

এবং মোট অক্ষর সংখ্যা ১৫১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓمّٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

(٤) اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম,

২. এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. তবে কি তারা বলে, 'এটা তো সে নিজে রচনা করেছে?' না, এটা তোমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে।

৪. আল্লাহ্‌ যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

পূর্বোক্ত সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (الم) আলিফ- লাম-মীম; আমি আল্লাহ্‌ অধিক পরিজ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, এটা শপথের শব্দ, এখানে শপথের জন্য উল্লেখিত হয়েছে।

২. (تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এ কিতাব আল্লাহ্‌র বাণী জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এটাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. (اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ) তবে কি তারা বলে, "এটাতো সে নিজে রচনা করেছে"? (بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ) না, এটা তোমার প্রতিপালক হতে আগত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত সত্য, যাতে হে মুহাম্মদ! তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী রাসূল আসে নি; (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ) হয়তো তারা বিভ্রান্তি হতে সৎপথে চলবে।

8. (اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এগুলোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু মাখলূক ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। প্রথম দুনিয়ার দিনগুলো থেকে ছয়দিন। প্রতিদিনের পরিমাপ সাধারণ বা বর্তমান দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। ছয়দিনের প্রথম দিন রবিবার এবং শেষদিন হল শুক্রবার। (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ) তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ) তিনি ব্যতীত হে মক্কাবাসী! তোমাদের কোন উপকারী অভিভাবক নেই এবং আল্লাহ্‌র আযাব হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সুপারিশকারী এবং সাহায্যকারীও নেই। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপরেই ছিলেন। (اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ) তবু কি তোমরা কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না? এর প্রতি ঈমান আনবে না?

(٥) يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

(٦) ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

(٧) الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝

(٨) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

(٩) ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

৫. যিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে, যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান।
৬. তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,
৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।
৮. অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।
৯. পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৫., (يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ) তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন আল্লাহ্‌র বাণী ও বালা-মুসীবত সহকারে ফিরিশতাদের প্রেরণ করে থাকেন। (ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ) তার পর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে ফিরিশতা কর্তৃক সমুত্থিত হবে- যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসেবে ফিরিশতা ব্যতীত অন্যদের সহস্র বছরের সমান,

৬. (ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ) তিনিই যা বান্দাগণ জানে ও বর্তমান, দৃশ্য এবং যা বান্দাগণ থেকে অপ্রকাশ্য ও ভবিষ্যতে হবে এরূপ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী, মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

৭. (الَّذِىْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং (وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ) পৃথিবী থেকে গৃহীত কর্দম হতে মানব অর্থাৎ আদম (আ)-এর সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

৮. (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ) তারপর তার বংশ উৎপন্ন করেন পুরুষ ও মহিলার তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।

৯. (ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ) পরে মাতৃগর্ভে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট হতে (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ) এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কান যাতে হক ও হিদায়াতকে শুনতে পার, চোখ যাতে হক ও হিদায়াতকে দেখতে পার ও অন্তঃকরণ যাতে হক ও হিদায়েতকে বুঝতে পার; (قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ) তোমাদের জন্য যা করা হয়েছে তার তুলনায় তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

(١٠) وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(١١) قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

(١٢) وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝

(١٣) وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

(١٤) فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০. তারা বলে, 'আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' বস্তুত তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।

১১. বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।'

১২. এবং হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ

১৩. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, কিন্তু আমার একথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয়ই জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

১৪. তবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিল। আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।'

১০. (وَقَالُوْا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ) তারা অর্থাৎ আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা বলে, "আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি (ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ) আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? এরূপ কোনদিনও হবে না। (بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ) বস্তুত তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।

১১. (قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ) হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি বল, তোমাদের প্রাণ হরণের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। (ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ) অবশেষে তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।

১২. (وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) এবং হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন মুশরিক অপরাধীরা কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : (رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যা পূর্বে করিনি ও শ্রবণ করলাম এবং ইয়াকীন করলাম যা পূর্বে করিনি, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব; আমরা একনিষ্ঠভাবে সৎকর্ম করব; আমরা তো হব তোমার কিতাব, তোমার রাসূল ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে দৃঢ় বিশ্বাসী।

১৩. (وَلَوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম (وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ) কিন্তু আমার জারীকৃত এ কথা অবশ্যই সত্য, আমি নিশ্চয়ই কাফির জিন্ন ও কাফির মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব; তা না হলে আমি প্রত্যেককে তাওহীদ ও মা'রিফাত দ্বারা সম্মানিত করতাম।

১৪. (فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا) তবে শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এ সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার ও তার জন্যে প্রয়োজনীয় আমল করা হতে তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। (اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ) আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি ও তোমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে রেখেছি (وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যে কুফরী করতে সে জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।

(১৫) اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩

(১৬) تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

১৫. কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা তার দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।

১৬. তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক

১৫. (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ) কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী যথা মুহাম্মদ (সা.) ও তাওহীদ সম্পর্কে বিশ্বাস করে, (إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا) যারা এটার দ্বারা অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি উপদিষ্ট হলে অনুনয়-বিনয় সহকারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে (وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সালাত আদায় করে এবং মুহাম্মদ (সা.) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও জামাআত সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় হতে বিরত থেকে অহংকার করে না। এ আয়াতটি মুনাফিকদের শানে অবতীর্ণ হয়। কেননা তারা সালাতে শৈথিল্যের সাথে দাঁড়াত।

১৬. (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) তারা রাতের নিদ্রার পর নফল সালাত আদায় করার জন্য শয্যা ত্যাগ করে (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا) তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর রহমতের আশায় ও তাঁর আযাবের আশংকায় (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, তারা ইশার সালাত আদায় না করা পর্যন্ত রাতের বেলা শয্যা গ্রহণ করে না।

(١٧) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ○

(١٨) أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُۥنَ ○

১৭. কেউ জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ!
১৮. তবে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হয়েছে, সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।

১৭. (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) কেউই জানে না তার জন্য জান্নাতে সওয়াব, সম্মান ও নয়নপ্রীতিকর কী তৈরি করে রাখা হয়েছে, জমা করে রাখা হয়েছে ও লুক্কায়িত রাখা হয়েছে (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) তাদের দুনিয়ার কল্যাণকর কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

১৮. (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا) তবে কি যে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হয়েছে, যেমন হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সে কি ওয়ালিদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন আবূ মু'আইত-এর ন্যায় পাপাচারীর সমান? (لَا يَسْتَوُونَ) তারা দুনিয়ায় আনুগত্যের ক্ষেত্রে এবং আখিরাতে সওয়াব ও আল্লাহ্‌র কাছে সম্মান-মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সমান নয়। তাদের দুজনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল এবং কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেছিলেন ঃ "হে ফাসিক।" তার পর মৃত্যুর পরে তাদের দু'জনের নির্ধারিত ঠিকানা বর্ণনা করে আয়াতে বলা হয় ঃ

(١٩) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ○

(٢٠) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَىٰهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَآ أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ○

১৯. যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে

২০. এবং যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।'

১৯. (أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى) যারা মুহাম্মদ (সা.) ও কুরআন সম্পর্কে ঈমান আনে তাদের প্রতিপালকের অনুমোদিত সৎকর্ম করে, তাদের দুনিয়ায় কল্যাণকর কৃতকর্মের ফল স্বরূপ (نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) আখিরাতে তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান।

২০. (وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوٰهُمُ النَّارُ) এবং যারা পাপাচার করেছে, তাদের ঈমানের ক্ষেত্রে নিফাকের আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, (كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا) যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদের লৌহ মুদগর দ্বারা আঘাত করে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে (وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ) এবং তাদেরকে বলা হবে,, যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, আরো বলতে যে, এটা আসবে না, তোমরা ওটা আস্বাদন কর।

(٢١) وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○
(٢٢) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۚ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ○
(٢٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

২১. গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।
২২. যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরায় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।
২৩. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করো না, আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক করেছিলাম।

২১. (وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ) জাহান্নামের গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি যেমন দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ক্ষুধা, হত্যা ইত্যাদি, কেউ কেউ বলেন, লঘু শাস্তি মানে কবরের আযাব, আস্বাদন করাব (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) যাতে তারা কুফরী থেকে ফিরে আসে ও তাওবা করে।

২২. কুরআন সম্পর্কে উপহাসকারী মুনাফিকদের সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরায়, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? তার থেকে অধিক যালিম আর কেউ নেই। (اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ) আমি অবশ্যই মুশরিক অপরাধীদেরকে আযাবের মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকি।

২৩. (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ) আমি তো মূসা (আ)-কে কিতাব তাওরাত একত্রে দিয়েছিলাম; (فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ) অতএব তুমি হে মুহাম্মদ (সা.)! মি'রাজের রাত্রে অনুষ্ঠিত তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করবে না, (وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ) আমি এটাকে অর্থাৎ তাওরাতকে বনী

(٢٤) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۛ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ○

(٢٥) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

(٢٦) اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

(٢٧) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

২৪. এবং আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

২৫. তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন।

২৬. তা ও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করল না যে, আমি তো এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠী— যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, তবুও কি এরা শুনবে না?

২৭. এরা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে এর সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করতো এদের আন'আম এবং এরাও? এরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?

২৪. (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا) এবং আমি তাদের মধ্য হতে উত্তম নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে জনগণকে পথপ্রদর্শন করত। (لَمَّا صَبَرُوْا) যখন তারা ঈমান ও আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করেছিল (وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ) তখন তারা ছিল মুহাম্মদ (সা.) ও কুরআনের ন্যায় আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

২৫. (اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) তারা নিজেদের মধ্যে কিংবা মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন সে মতবিরোধের ফয়সালা করে দেবেন।

২৬. (اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ) এটাও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করল না যে, আমি তো তাদের পূর্বে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যেমন শুয়াইব, সালেহ ও হূদ সম্প্রদায়, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ) এতে তাদের পরবর্তীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন নসীহত রয়েছে; (اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ) তবুও কি এরা শুনবে না? যিনি তাদের সাথে এরূপ করলেন তাঁর আনুগত্য করবে না?

২৭. (اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا) তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি তরুলতাহীন উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, (تَاْكُلُ مِنْهُ)

তাদের উট, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি এবং তারাও? (اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ) তারা কি তবুও লক্ষ্য করবে না যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে আগত?

(٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

(٢٩) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○

(٣٠) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ○

২৮. ওরা জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন্ হবে এই ফয়সালা?'

২৯. বল, 'ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না'।

৩০. অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, ওরাও অপেক্ষা করছে।

২৮. (وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তারা অর্থাৎ বনূ খুযায়মা ও বনূ কিনানা জিজ্ঞেস করে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও যে, আল্লাহ্ তোমাদের মক্কা বিজয় দান করবেন, তবে বল, কখন হবে এ ফয়সালা ও বিজয়।

২৯. (قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِيْمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ) হে মুহাম্মদ (সা!) তুমি বনূ খুযায়মা ও বনূ কিনানাকে বল, 'ফয়সালা বা বিজয়ের দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

৩০. (فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ) অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে নিয়ে অত চিন্তা করবে না এবং মক্কা বিজয়কালে তাদের ধ্বংসের অপেক্ষা কর, তারাও তোমার ধ্বংসের অপেক্ষা করছে; কিন্তু আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাকে বিজয় দান করবেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।

মা'তাব ইব্ন কুশাইর, জাদ ইব্ন কায়স, যারা তোমাকে গুনাহ্ করার আদেশ দেয়, তাদের ন্যায় মুনাফিকদের আনুগত্য করবে না। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا) আল্লাহ্ তো তোমাকে হত্যা করার জন্যে তাদের মনস্থ ও তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও অঙ্গীকার ভংগ না করার হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়।

২. (وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কুরআনের মাধ্যমে তোমার প্রতি যা ওহী হয় তার অনুসরণ কর (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا) ওয়াদা পূরণ ও ভংগের ব্যাপারে তুমি যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩. (وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا) আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্র উপর এবং তোমাকে সাহায্য-সহায়তা করা ও রাজ্যদানের ওয়াদা পূরণের কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, কাফির ও মুনাফিকদের থেকে রক্ষাকারী হিসেবে তোমার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

আবু মুআম্মার জামীল ইব্ন আসাদ নামক এক ব্যক্তি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল, সে যা শুনত তা-ই মনে রাখতে পারত। এজন্য তাকে দু'অন্তরের অধিকারী বলা হত। এটা নিয়ে সে নিজেও গর্ব করত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তার সম্বন্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতটিতে তার মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

৪. (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ) আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো ঃ তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ, তাহলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে ইসলামী পরিভাষায় যিহার বলে। উৎবা ইব্ন সামিত (রা)-এর ভাই আউস ইব্ন সামিত ও তার স্ত্রী খাওলা সম্বন্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ (وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰـئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ) তোমাদের স্ত্রীগণ, যাদের সাথে শপথের মাধ্যমে তোমরা যিহার করে থাক, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি (وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ) এবং তোমাদের পোষ্যপুত্র, যাদেরকে সাহায্য-সহায়তার জন্যে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের ঔরসজাত পুত্র করেন নি; এগুলি তোমাদের মাঝে তোমাদের মুখের কথা। (وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ) আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরলপথ নির্দেশ করেন। এ আয়াতটি যায়দ ইবনে হারিসা (রা)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জনগণ তাকে যায়দ ইব্ন মুহাম্মদ বলে ডাকত। আল্লাহ্ তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দিলেন।

(٥) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(٦) اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۚ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৫. তোমরা ওদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা

ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. নবী মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও, তা করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

৫. (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ) তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; (هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সংগত, উত্তম ও সঠিক; (فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ) যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধু, তাদেরকে ধর্মীয় ভাই যথা আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান, আবদুর রাহীম ও আবদুর রায্যাক ইত্যাদি নামে ডাক। (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ) এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। (وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ) কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে; (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আর আল্লাহ্ যা কিছু হয়ে গেছে তাতে ক্ষমাশীল, যা কিছু হবে তাতে পরম দয়ালু।

৬. (اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ) নবী (সা.) মু'মিনদের মৃত্যুর পর তাদের আওলাদের সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মারা গেল ও বোঝা রেখে গেল, তা আমার কাছে আসবে, আর যদি কোন ঋণ রেখে যায় তাহলে এ ঋণের পরিশোধ আমার যিম্মায় বর্তাবে, আর কোন অর্থ-সম্পদ রেখে গেলে তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের। (وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ) এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতাদের ন্যায় সম্মানের দিক দিয়ে, আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা- (وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ) যারা আত্মীয়, তারা মীরাসের ক্ষেত্রে পরস্পরের নিকটতর। (اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا) তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে তা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে করতে পার। (كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا) এটা অর্থাৎ আত্মীয়ের জন্য এবং বন্ধু-বান্ধবের দাক্ষিণ্য কিতাবে লিপিবদ্ধ, লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ। কেউ কেউ বলেন, তাওরাতে লিপিবদ্ধ যা বনূ ইসরাঈল আমল করত। আবার কেউ কেউ বলেন, কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(৭) وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ

(৮) لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۠

৭. স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম-তনয় ঈসার নিকট হতে, ও তাদের নিকট [illegible]

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

৭. (وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ) স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে– (وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا) তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার যে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণকে বিশ্বাস করবে। আর বিশ্বাস করার জন্য তাদের সম্প্রদায়কে বলবে।

৮. (لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ) আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবার জন্য অর্থাৎ মুবাল্লিগীনকে তাদের তাবলীগ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবার জন্যে কিংবা প্রতিশ্রুতি পূরণকারীদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবার জন্য এবং মু'মিনদের তাদের ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবার জন্য। আল্লাহ্র রাসূলগণ ও তাদের নিকট প্রেরিত কিতাবগুলো সম্বন্ধে (وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا) যারা কুফরী করে তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি যা অন্তরকে বিদীর্ণ করে দেয়।

(৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۟

(১০) اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۟

৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখ নি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১০. যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উপরের দিক ও নিচের দিক হতে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে।

৯. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের থেকে ঝটিকা ও ফিরিশতার মাধ্যমে শত্রু দমনের জন্যে তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন কাফির শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল (اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا) এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝটিকা বায়ু এবং ফিরিশতাদের এক (وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا) বাহিনী, যা তোমরা দেখ নি। (وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا) তোমরা খন্দক খননের ন্যায় যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১০. (اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ

আ'ওয়ার-আসলামী ও তার সাথীগণ এবং আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীগণ (وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ) তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত (وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا) এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে এখানে মুনাফিকদের বলা হয়েছে, হে মুনাফিকরা! যখন তোমাদের চোখ খন্দকের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, ভয়ে তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা করছিলে যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

(١١) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ○

(١٢) وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(١٣) وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ○

১১. তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

১২. এবং মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়'।

১৩. এবং তাদের এক দল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরে চল', এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

১১. (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا) তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

১২. (وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) এবং মুনাফিকরা যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল ও তার সাথীরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, যেমন মা'তাব ইব্‌ন কুশাইর ও তার সাথীরা তারা বলছিল, (مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا) 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল বিজয় ও কাফিরদের আগমন সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।'

১৩. (وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ) এবং তাদের অর্থাৎ বনূ হারিসা ইব্‌ন আল-হারিস-এর একদল খন্দকে অবস্থানরত তাদের সাথীদের বলেছিল, হে ইয়াসরিব বা মদীনাবাসী! এখানে খন্দকের যুদ্ধে তোমাদের কোন স্থান নেই, (فَارْجِعُوْا) তোমরা মদীনায় ফিরে চল, (وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ) এবং তাদের মধ্যে একদল মুনাফিক নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল আমাদেরকে মদীনায় ফিরে যেতে অনুমতি দিন। (اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ) কেননা আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। আমরা চোর-ডাকাতের ভয় করছি (وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ) অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, (اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا

(١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ○

(١٥) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ○

(١٦) قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(١٧) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৪. যদি শত্রুগণ নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্য তাই করে বসত, তারা এতে কালবিলম্ব করত না।

১৫. এরা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

১৬. বল, 'তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।'

১৭. বল, 'কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের ক্ষতি করবে?' তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৪. (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا) যদি শত্রুগণ মদীনা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে মদীনায় প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য কিংবা শিরক করার জন্যে প্ররোচিত করত, তারা অবশ্য তা-ই করে বসত, (وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلَّا يَسِيْرًا) তারা এটাতে কালবিলম্ব করত না। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে তারা বেশি দিন মদীনায় অবস্থান করত না।

১৫. (وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ) এরা তো খন্দকের যুদ্ধের পূর্বেই আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা মুশরিকদের মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। (وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا) আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ সম্বন্ধে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

১৬. (قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ) হে মুহাম্মদ! (সা.) বনূ হারিসকে বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর (وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا) এবং সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে এ দুনিয়ায় সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

১৭. (قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً) বল, "কে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের হত্যার মাধ্যমে অমংগল ইচ্ছা করেন এবং যদি তোমাদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি দিয়ে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, যুদ্ধ তোমাদের কি ক্ষতি করবে? (وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক যে ... এবং আল্লাহ্‌র আযাব প্রতিরোধকারী সাহায্যকারী পাবে না।

(١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ
(١٩) اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝
(٢٠) يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝

১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, 'আমাদের সংগে আস।' তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়–

১৯. তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে, মৃত্যু ভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি, এজন্য আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা সহজ।

২০. তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সংগে অবস্থান করলে যুদ্ধ অল্পই করত।

১৮. (قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا) আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা মুনাফিক ও তোমাদের কারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের মুনাফিক ভাইদেরকে বলে, আমাদের সংগে মদীনায় চলে এস' তারা হল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই, জা'দ ইব্ন কায়স এবং মু'আত্তাব ইব্ন কুশায়র। (وَلاَ يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلاَّ قَلِيْلاً) তারা অল্পই লোক দেখানোর জন্যে যুদ্ধে অংশ নেয়।

১৯. (اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ) তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশত তারা এরূপ বলে, কেউ কেউ বলেন, তোমাদের ব্যাপারে দরদ দেখাবার জন্যে এরূপ বলে (فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) যখন দুশমনের ভয়ের ন্যায় বিপদ আসে, তখন হে মুহাম্মদ! (সা.)! তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে (فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ) কিন্তু বিপদ যখন চলে যায় তখন তারা কৃপণতাবশত ধনের লালসায় তোমাদেরকে দোষারোপ করে ও তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা প্রকৃত ঈমান আনেনি, এজন্য আল্লাহ্ তাদের খারাপ কার্যাবলী দ্বারা ভাল কার্যাবলীকে নিষ্ফল করে দেন (وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا) এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা সহজ।

২০. (يَحْسَبُوْنَ الاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا) তারা যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তার সাথীরা মনে করে, মক্কার কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী ভয় চলে যাবার পরেও

যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, (لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ) ভাল হত যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হল, তারা মনে করে যে, মুহাম্মদ (সা.)কে হত্যা না করে সম্মিলিত বাহিনী মক্কায় ফিরে চলে যাবে না। (وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْا اِلَّا قَلِيْلًا) তারা তোমাদের সংগে অবস্থান করলেও তারা লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ অল্পই করত।

(২১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

(২২) وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

(২৩) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

(২৪) لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

২১. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

২২. মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'এটা তো তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন।' আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

২৩. মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

২৪. কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২১. (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ্)-এর সম্মান ও পুণ্যের আশা করে, কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আখিরাত এর আযাব-কে ভয় করে (لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا) এবং আল্লাহ্‌কে মুখে ও অন্তরে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ও তাঁর সাথে পরিখায় উপবিষ্ট হওয়ার মহৎ অনুসরণ। তারপর অনুরক্ত মু'মিনদের গুণাগুণ বর্ণনার্থে আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন :

২২. (وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ) অনুরক্ত মু'মিনগণ যখন মক্কার কাফির আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদের সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, (قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ) তারা বলে উঠল : 'এটা তো তা-ই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) সত্যই বলেছিলেন, রাসূল (সা.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর

(إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا) আর এটাতে আল্লাহ্ ও রাসূল-এর বাণীর প্রতি তাদের ঈমান এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর হুকুমের প্রতি তাদের আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

২৩. (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ) মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে, (فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ) তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে যেমন হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং কেউ কেউ অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতীক্ষায় রয়েছে। (وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا) তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন প্রকার ভাটা আসতে দেয় নি।

২৪. (لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ) কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদিতার জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন যদি তারা নিফাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করেন। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আল্লাহ্ তাওবাকারীর জন্য ক্ষমাশীল, তাওবার উপর মৃত্যুবরণকারীর ক্ষেত্রে পরম দয়ালু।

(٢٥) وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

(٢٦) وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۝

(٢٧) وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝

২৫. আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২৬. কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী।

২৭. এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৫. (وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا) আল্লাহ্ আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের ন্যায় কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে, গনীমতবিহীন, সম্পদবিহীন ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। (وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ) যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, ঝটিকা ও ফিরিশতা প্রেরণের মাধ্যমে মুসলমানদের থেকে যুদ্ধের ব্যয়ভার প্রশমিত করেন। (وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا) আল্লাহ্ মু'মিনদের সাহায্যে সর্বশক্তিমান, কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী।

২৬. (وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ) কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, যেমন বনূ কুরাইযা, বনূ নাযীর, কা'ব ইব্‌ন আল-আশরাফ, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব

(قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ) এবং তাদের অন্তরে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীদের ভীতি সঞ্চার করলেন-এর পূর্বে তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে ভয় করতো না এবং তারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করত; (فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا) এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং যারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তাদের কতককে করছ বন্দী, তারা তাদের আওলাদ ও মহিলাবৃন্দ।

২৭. (وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا) এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, প্রাসাদ, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যেমন খায়বার যা তোমরা এখনও পদানত করনি, ভবিষ্যতে তোমরা পদানত করবে। (وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا) আল্লাহ বিজয় ও সাহায্য-সহায়তার ন্যায় সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(২৮) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا○

(২৯) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا○

(৩০) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا○

২৮. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই।

২৯. 'আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।'

৩০. হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

২৮. (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এস; আমি তোমাদের তালাকজনিত ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই (وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا) এবং সৌজন্যের সাথে উত্তম পদ্ধতি অনুযায়ী তোমাদেরকে বিদায় দিই।

২৯. (وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ) আর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য ও আখিরাতে জান্নাত কামনা কর। (فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا) তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহা প্রতিদান ও জান্নাতে পরিপূর্ণ সওয়াব প্রস্তুত রেখেছেন।

৩০. (يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) হে নবী পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, যেমন ব্যভিচার, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি যথা বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে (وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا) এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

(৩১) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ○

(৩২) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

(৩৩) وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ○

৩১. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকার্য করবে, তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্যে আমি রেখেছি সম্মানজনক রিয্‌ক।

৩২. হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমলকণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।

৩৩. এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

৩১. (وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا) যে কেউ অনুগত হবে, আনুগত্য প্রকাশ করে তোমাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সৎকার্য করে তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনে নিষ্ঠাবান ও নির্ভেজাল হবে (نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ) আমি তাকে প্রদান করব তার প্রতিদান, তার প্রতিফল দু'বার দ্বিগুণ (وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا) এবং আমি তার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি সম্মানজনক রিয্‌ক, জান্নাতে মহাপ্রতিদান।

৩২. (يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ) হে নবীপত্নীগণ! তোমরা তো নও অন্য নারীদের মত পাপাচারিতায়, আনুগত্যে, পুরস্কারে ও শাস্তিতে, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে ভয় কর প্রকৃতই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে থাক (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) তাহলে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো না (فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا) যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, যেনার কামনা আছে, সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়তে পারে এবং ন্যায়সংগত কথা বলবে, অকাট্য সত্য ও সন্দেহাতীত কথা বলবে।

৩৩. (وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ) এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, তোমাদের বাসস্থানে থাকবে, ঘর থেকে বের হবে না। তোমাদের চাল-চলনে গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখবে (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى) প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না পাতলা, ফিনফিনে রঙ্গিন পোশাক পরিধান করত কাফিরদের ন্যায় সাজসজ্জা করবে না

করবে, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে সৎকর্ম সম্পাদনে। (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ) আল্লাহ্ তো চান এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে, পাপাচারিতা বিদূরিত করতে হে নবী পরিবার! নবী গৃহে বসবাসকারীগণ! (وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا) এবং তিনি চান তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে সকল প্রকারের পাপ-পংকিলতা থেকে।

(٣٤) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

(٣٥) اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّاۗىِٕمِيْنَ وَالصّٰۗىِٕمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

৩৪. আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

৩৫. অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

৩৪. (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ) তোমরা স্মরণ করবে কণ্ঠস্থ ও সংরক্ষণ করে যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ কুরআন মাজীদ এবং জ্ঞানের কথা আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا) আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, ওদের অন্তরে যা আছে তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, অবগত ওদের কর্ম সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় তিনি সূক্ষ্মদর্শী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আর তিনি অবগত কিসে ওদের কল্যাণ সে সম্পর্কে।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালমা (রা) এবং নাসীবা বিনত কা'ব আনসারী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অনুযোগ পেশ করে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, কল্যাণমূলক কাজে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু পুরুষদের কথা উল্লেখ করছেন, মহিলাদের উল্লেখ থাকছে না, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ নিম্নের আয়াত নাযিল করেন :

৩৫. (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ) নিশ্চয়

স্বীকৃতি দানকারী পুরুষ, মু'মিন নারী, সত্যের স্বীকৃতিদানকারী মহিলা (وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ) অনুগত পুরুষ, আনুগত্যশীল পুরুষ, অনুগত নারী, আনুগত্যশীল মহিলা, সত্যবাদী পুরুষ, ঈমান আনয়নে যথার্থ পুরুষ, সত্যবাদী মহিলা ঈমান আনয়নে যথার্থ নারী, (وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ) ধৈর্যশীল পুরুষ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে এবং দুঃখ ভোগে ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে এবং দুঃখ ভোগে ধৈর্যশীল মহিলা (وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ) বিনীত পুরুষ বিনয়াবনত পুরুষ, বিনীত নারী (وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ) সওম পালনকারী পুরুষ, সওম পালনকারী নারী, রোযাদার পুরুষ, রোযাদার মহিলা (وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ) যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ, সকল প্রকার পাপাচারিতা ও অশ্লীলতা থেকে যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী পুরুষ, যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, সকল প্রকার পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারিণী মহিলা (وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ) আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ; মুখে ও অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকরকারী পুরুষ, মতান্তরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী পুরুষ, অধিক স্মরণকারী নারী (أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجْرًا عَظِيْمًا) আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্যে, ওই পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ক্ষমা পাপাচারিতার, এটি দুনিয়াতে প্রতিদান আর মহা প্রতিদান জান্নাতে পরিপূর্ণ প্রতিফল।

(٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ

(٣٧) وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

৩৬. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা কোন মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

৩৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলছিলে, "তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর"। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোক-ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যায়দ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম; যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

৩৬. (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

কোন মু'মিন পুরুষ (যায়দ) কিংবা মু'মিন নারী (যয়নবের) সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার থাকবে না, ইখতিয়ার থাকবে না। (وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا) কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে, প্রদত্ত নির্দেশের বরখেলাফ করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে, আল্লাহ্র আদেশ ও নির্দেশের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভুল করবে।

৩৭. (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) স্মরণ কর, যখন তুমি বলছিলে সেই ব্যক্তিকে, যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে। অর্থাৎ যায়দকে আর তার প্রতি তুমিও অনুগ্রহ করেছ তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে, তুমি বলছিলে যে, (اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ) তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ, তাকে তালাক দিবে না আর আল্লাহ্কে ভয় কর আল্লাহ্র ভয় মনে পোষণ কর, ওর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, (وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ) তুমি তো তোমার অন্তরে যা গোপন রাখছ, হৃদয়ে ওই মহিলার প্রতি ভালবাসা পোষণ ও তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে করেছ আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, কুরআনে তা বর্ণনা করে দিচ্ছেন (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ) তুমি লোক-ভয় করছিলে, এ বিষয়ে জনসাধারণের সম্মুখে লজ্জা পাবার ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার জন্যে অধিকতর সংগত যে, তাঁর সম্মুখে লজ্জা পেতে হয় নাকি। (فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا) অতঃপর যায়দ যখন তার সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, অর্থাৎ যায়দের তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পালন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম, (لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤئِهِمْ) যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে, মৃত্যু কিংবা তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটালে এবং ইদ্দত শেষ করলে, সে সব রমণীকে বিবাহ করতে মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়, পাপ ও দোষ না হয় (اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً) আল্লাহ্র আদেশ, মুহাম্মদ (স)-এর সাথে যয়নবের বিয়ের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবেই, অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য। অন্য ব্যাখ্যায় আল্লাহ্র আদেশ অর্থ আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠিত হবেই হবে।

(৩৮) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۟ۙ

(৩৯) الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

(৪০) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

৩৮. আল্লাহ্ নবীর জন্যে যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্যে কোন বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত।

৩৯. তারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করত না, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৩৮. (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ) আল্লাহ্ নবীর জন্যে যা বিধিসম্মত করেছেন, বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে যে উদার নীতি সাব্যস্ত করেছেন তা করতে তাঁর জন্যে কোন বাধা নেই, কোন পাপ কিংবা সংকীর্ণতা নেই, (سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) এটি আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ও মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে যে সকল নবী গত হয়েছেন, যেমন উরিয়ার স্ত্রীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে দাউদ (আ)-এর জন্যে বিধান, বিলকীসকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য বিধান, (وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا) আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়নযোগ্য, তাদের ক্ষেত্রেও, তাদের বিয়ের ক্ষেত্রেও।

৩৯. (اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করে অর্থাৎ দাউদ (আ), সুলায়মান (আ) ও মুহাম্মদ (সা) এর ক্ষেত্রেও (وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ) এবং যারা তাঁকে ভয় করে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, রিসালাতের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে ওরা ভয় করে না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে। (وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا) হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ই সকল বিষয়ে সাক্ষী।

৪০. (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, অর্থাৎ যায়দের জন্মদাতা পিতা নন, তিনি বরং আল্লাহ্‌র রাসূল, মুহাম্মদ বরং আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল এবং শেষ নবী, তাঁরই মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর পূর্ব থেকে আগমনকারী নবীদের আগমন সমাপ্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর পর অন্য কোন নবী আগমন করবেন না। (وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا) আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে, তোমাদের কথা ও কর্ম সব বিষয়ে অবগত।

(٤١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

(٤٢) وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

(٤٣) هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

(٤٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَّاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝

(٤٥) يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

৪১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে,

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও তোমাদের জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোতে আনার জন্যে এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়ালু।

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান।

৪৫. হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

৪১. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا) হে বিশ্বাসীগণ! যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে

৪২. (وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا) আর তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে সকালে ও সন্ধ্যায়, তাঁর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করতে সকালে ও সন্ধ্যায়।

৪৩. (هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ) তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তোমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন (لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ) তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে; বস্তুত তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে ঈমানে নিয়ে এসেছেন। (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا) তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু, করুণাশীল।

৪৪. (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ) যেদিন তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে, ঈমানদারদের অভিবাদন হবে সালাম, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা। জান্নাতের দরজায় ফিরিশতাগণ তাঁদেরকে সালাম জানাবে। (وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا) এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন উত্তম প্রতিদান, জান্নাতে উন্নত প্রতিফল।

৪৫. (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا) হে নবী! অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, তোমার উম্মতের পক্ষে যখন তারা অন্যান্য নবী-রাসূলের নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য দিবে (وَّمُبَشِّرًا) এবং সুসংবাদদাতারূপে, যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদদাতারূপে এবং (وَّنَذِيْرًا) সতর্ককারীরূপে, যে আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করবে তাকে সতর্ক করবেন জাহান্নাম সম্পর্কে।

(٤٦) وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

(٤٧) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

(٤٨) وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

(٤٩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৪৬. আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

৪৭. তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।

৪৮. এবং তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনবে না। ওদের নির্যাতন উপেক্ষা করবে এবং নির্ভর করবে আল্লাহ্র উপর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৪৯. হে মু'মিনগণ, তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করার পর ওদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দত' নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা ওদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় দিবে।

৪৬. (وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ) এবং আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারীরূপে আল্লাহ্র দীন ও আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দানকারীরূপে তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর নির্দেশক্রমে (وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا) এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে আলোক বিতরণকারী বাতিরূপে, যাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করে। এরপর যখন আল্লাহ্র বাণী اِنَّا ... নাযিল হল, তখন ঈমানদারগণ

বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাগফিরাত ও ক্ষমা লাভের ঘোষণা প্রাপ্তির জন্যে আপনাকে অভিনন্দন! তবে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট কি পাব? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

৪৭. (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلاً كَبِيْرًا) তুমি সংবাদ দিও হে মুহাম্মদ(স)! ঈমানদারদেরকে যে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট মহা অনুগ্রহ, জান্নাতে মহা পুরস্কার। এরপর মহান আল্লাহ্ সূরার প্রথমে উল্লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন ঃ

৪৮. (وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ) তুমি আনুগত্য করবে না হে মুহাম্মদ (সা) কাফিরদের, মক্কার অধিবাসী আবূ সুফয়ান ও তার সাথীদের এবং মুনাফিকদের, মদীনার অধিবাসী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীদের (وَدَعْ اَذٰهُمْ) তুমি ওদের নির্যাতন উপেক্ষা করবে, ওদেরকে হত্যা করবে না হে মুহাম্মদ (সা)! (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে, আল্লাহ্‌তে আস্থা রাখবে (وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً) আল্লাহ্ যথেষ্ট কর্মবিধায়করূপে যিম্মাদাররূপে, তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণে।

৪৯. (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা বিবাহ করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে ঈমানদার মহিলাদেরকে (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا) আর সে সময় মাহ্‌র ধার্য না করে থাক এবং তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও তবে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই মাসের হিসেবে কিংবা ঋতুস্রাবের গণনায় কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না (فَمَتِّعُوْهُنَّ) তোমরা ওদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে তালাকের প্রেক্ষিতে কিছু উপহার সামগ্রী যথা- জামা, ওড়না ও শাড়ি (وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً) এবং সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় দিবে, কোন নির্যাতন-কষ্ট ছাড়া সুন্দরভাবে ওদেরকে তালাক দিয়ে দিবে।

(৫০) يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ؗ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্যে বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মাহ্‌র তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে এবং বিয়ের জন্যে বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সংগে হিজরত করেছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এটি বিশেষভাবে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন

৫০. (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ) হে নবী! আমি তোমার জন্যে বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদেরকে তুমি বিনিময় দান করেছ মাহ্‌র প্রদান করেছ (وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ) এবং বৈধ করেছি তোমার মালিকানাধীন দাসীদেরকে, মারিয়া কিবতিয়াকে এগুলো আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন ফায় হিসেবে, যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ হিসেবে এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা অর্থাৎ আল্লাহ্ বৈধ করেছেন চাচাত বোনকে বিয়ে করা, তোমার ফুফুর কন্যা বানূ মুত্তালিব গোত্রের তোমার ফুফুদের কন্যা, তোমার মামার কন্যা ও খালার কন্যা বানূ আবদ মানাফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যারা যারা তোমার সঙ্গে হিজরত করেছে, মক্কা ছেড়ে মদীনায় এসেছে (وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং কোন মু'মিন নারী আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী মহিলা যেমন উম্মু শারীক বিনত জাবির আমিরিয়্যাহ সে যদি নিজেকে নিবেদন করে মাহ্‌র ব্যতীত নবীর জন্য এবং নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চান, মাহ্‌র ব্যতীত ওকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন এটি বিশেষ করে তোমার জন্যে, এ সুযোগ কেবলই তোমার জন্য; অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ) আমি জানি যা আমি নির্ধারিত করেছি তাদের জন্য যা হালাল করেছি মু'মিনদের জন্য এবং তাদের উপর যা বাধ্যতামূলক করেছি মু'মিনদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে যে, চারজন পর্যন্ত বিয়ে করা যাবে, মাহ্‌র দিতে হবে ইত্যাদি এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যে, ওদেরকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় তা সীমিত থাকবে না (لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয় আল্লাহ্ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন, তা উপভোগে কোন দোষ কিংবা সংকট না হয় (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তোমার কর্মের ব্যাপারে, পরম দয়ালু যে, তোমার জন্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছেন।

(৫১) تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝

(৫২) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝

৫১. তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এই বিধান এজন্য যে, তাতে ওদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না এবং ওদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

৫২. এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, যদিও ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার মালিকানাধীন দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য

৫১. (تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) তুমি ওদের মধ্য থেকে যাকে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পার তোমার চাচাত বোন, মামাত বোনদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পার যে, ওদেরকে বিয়ে করবে না (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ)এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পার বিয়ে করে একান্ত সান্নিধ্যে আনতে পার এবং যাকে দূরে রেখেছিলে তাকে কামনা করলে যাকে বিয়ে করনি পরবর্তীতে তাকে বিয়ে করতে চাইলে (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) তোমার কোন অপরাধ নেই, কোন দোষ নেই। এখানে অন্য একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে যে, তোমার বিবাহিতা স্ত্রীদের মধ্যে থেকে যার সাথে ইচ্ছা তুমি মিলিত হতে পার এবং যার সাথে ইচ্ছা মিলিত না হতে পার। প্রথমে যার সাথে মিলন বর্জন করেছিলে, পরবর্তীতে তার সাথে মিলিত হতে চাইলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। (ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) এই বিধান এই উদারতা ও সুবিধা এজন্য যে, তাতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে, তারা তৃপ্ত হবে এটা জেনে যে, এই সুবিধা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এবং তারা দুঃখ পাবে না, তালাকের আশংকায় শংকিত থাকবে না, তুমি তাদেরকে যা দিবে তাতে তারা প্রীত থাকবে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে যাকে যতটুকু সময় বরাদ্দ দিবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ) তোমাদের অন্তরে যা আছে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা জানেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল, হে মু'মিনগণ! তোমাদের কল্যাণময় পথ সম্বন্ধে (وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) এবং ওই মহিলাদের কল্যাণের পথ সম্বন্ধে সহনশীল যে, তোমাদের জন্যে বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দোষ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৫২. (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এই সীমারেখার বাইরে কোন মহিলাকে বিয়ে করা তোমার জন্যে বৈধ নয়। অন্য ব্যাখ্যায় এসেছে যে, তোমার বিবাহ-অধীন নয়জন স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্বাধীন মহিলা বিয়ে করা তোমার জন্য বৈধ নয়। এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকরের কন্যা আয়েশা (রা), হযরত উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা), হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ আসাদিয়্যাহ (রা), হযরত উম্মে সালামা বিন্‌ত উমাইয়া মাখযূমী (রা), হযরত উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফয়ান (রা), হযরত সাফিয়া বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা), হযরত মায়মূনা বিন্‌ত হারিস হিলালিয়্যাহ (রা), হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা), হযরত জুওয়াইরিয়্যাহ্ বিন্‌ত হারিস মুসতালাকিয়্যাহ্ (রা) এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, ইতোপূর্বে উল্লিখিত তোমার চাচাত বোন ও মামাত বোনদের পরিবর্তে অন্য কাউকে গ্রহণ করা যাবে না। অন্য ব্যাখ্যায় বর্তমানে তোমার বিবাহ-অধীন থাকা তোমার স্ত্রীদের কাউকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করা তোমার জন্য বৈধ হবে না। যদিও ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, অন্য কোন মহিলার রূপ-গুণ তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়, যেমন মারিয়া কিবতিয়্যাহ্ (রা)-এর ক্ষেত্রে (وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا) আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর, তোমাদের কাজকর্ম সব বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, সংরক্ষণ করেন।

(৫৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে **ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনো সংগত নয়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটি ঘোরতর অপরাধ।**

৫৩. (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ) হে মু'মিনগণ! তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করো না। কিছু লোক বেপরোয়াভাবে সকালে এবং সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহে প্রবেশ করত; তারা সেখানে বসে থাকত, খাবারের অপেক্ষায় থাকত। খাবারের সময় হলে খাবার খেত এবং তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের সাথে গল্প-গুজব করত। এটি রাসূলুল্লাহ (সা) পছন্দ করতেন না। কিন্তু চক্ষু লজ্জার কারণে সরাসরি বেরিয়ে যেতে বলা কিংবা গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, এর কোনটাই তিনি করতে পারতেন না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে এমন আচরণ নিষিদ্ধ করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : (وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ) হে মু'মিনগণ! তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করো না খাদ্য রান্না হওয়ার অপেক্ষা না করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি না নিয়ে, তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে খাবার রান্না হবার অপেক্ষা না করে। তবে তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলে তোমরা প্রবেশ করবে। যখন ভোজন শেষ হবে, খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হবে তোমরা চলে যাবে, বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, নবী-পত্নীদের সাথে গল্প গুজব করার জন্যে বসে থেকো না, কারণ তোমাদের এই আচরণ বিনা অনুমতিতে নবী গৃহে প্রবেশ, খামাখা বসে থাকা এবং নবী-পত্নীদের সাথে গল্প-গুজব করা নবীকে পীড়া দেয়, নবী (সা)-কে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি সংকোচবোধ করেন তোমাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিতে এবং গৃহে প্রবেশে বারণ করতে (وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ) আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না তোমাদেরকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ

সাথে কথা বললে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের সাথে কথা বলতে চাইলে এবং তা জরুরী কথা হলে তোমরা তা চাইবে, তাদের সাথে কথা বলবে পর্দার অন্তরাল থেকে, আড়ালে-পর্দার অপর প্রান্তে অবস্থান করে। এই বিধান যা আমি উল্লেখ করলাম তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র, সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত। (وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا) তোমাদের জন্যে সংগত নয় আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করে এবং তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে গল্পগুজবে মগ্ন হয়ে এবং কখনো সংগত নয় তাঁর পরে তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা, দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা)-কে উপলক্ষ করে। তিনি মনস্থ করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করবেন। (اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا) এটি তোমরা যা বলছ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীকে বিয়ে করার যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছ, তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ঘোরতর অপরাধ, আল্লাহ্‌র নিকট গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(٥٤) اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

(٥٥) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

(٥٦) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

(٥٧) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর কিংবা গোপনই রাখ আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৫৫. নবী পত্নীদের জন্যে তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের ব্যাপারে তা পালন করা অপরাধ নয়। হে নবী পত্নীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

৫৬. আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

৫৭. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৫৪. (اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ) তোমরা কোন কিছু প্রকাশ করলে (চুপিসারে করলে বা গোপনে করলে) (فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا) আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব বিষয়ে অবগত– তিনি সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিবেনই।

৫৫. (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اٰبَآئِهِنَّ وَلَا اَبْنَآئِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ) তাদের জন্যে দোষের নয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

বলা, দেখা-সাক্ষাত করা, তাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে, ভাবীদের ক্ষেত্রে, ভ্রাতুষ্পুত্রদের ক্ষেত্রে, ভগ্নীপুত্রদের ক্ষেত্রে কথা বলা, দেখা-সাক্ষাত করা, তাদের সেবিকাদের ক্ষেত্রে ও স্বধর্মীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে। ইয়াহূদী রমণী, খ্রিস্টান রমণী এবং অগ্নি উপাসক রমণীদের সম্মুখে বেপর্দা হওয়া মু'মিন নারীদের জন্যে বৈধ নয়। তাদের মালিকানাধীন দাসীগণের ক্ষেত্রে ক্রীতদাসীদের সাথে কথাবার্তা বলা ও দেখা-সাক্ষাত করা। ক্রীতদাসদের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। (وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ঐসব গায়র মাহরাম লোকের তোমাদের নিকট প্রবেশ করা এবং ওদের সাথে তোমাদের কথাবার্তা বলার ব্যাপারে (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا) আল্লাহ্ সকল কিছু তোমাদের সকল কর্ম প্রত্যক্ষ করেন।

৫৬. (اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ) আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ কামনা করেন, (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর জন্যে অনুগ্রহ কামনা কর দু'আর মাধ্যমে এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও, তাঁর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর।

৫৭. (اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয়, তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করে। এই আয়াত নাযিল হয়েছে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে উপলক্ষ করে (لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন দুনিয়াতে হত্যা ও দেশান্তরিত করার মাধ্যমে, আর আখিরাতে জাহান্নামে নিক্ষেপের মাধ্যমে। (وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا) তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, ওই শাস্তির মাধ্যমে তিনি ওদেরকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ করবেন।

(৫৮) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۟

(৫৯) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۟

(৬০) لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۟

৫৮. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

৫৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। তাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬০. মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা

৫৮. (وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا) যারা পীড়া দেয় মু'মিন পুরুষদেরকে অর্থাৎ সাফওয়ান (রা)-কে এবং মু'মিন নারীদেরকে অর্থাৎ মিথ্যা রটনা করে পীড়া দেয় হযরত আয়েশা (রা)-কে বিনাদোষে অর্থাৎ ওই দোষের কাজ তাঁরা না করা সত্ত্বেও যারা পীড়া দেয়, (فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا) তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে, সুস্পষ্ট মিথ্যাচারের বোঝা বহন করে। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনায় অবস্থানকারী কতক ব্যভিচারী পুরুষ সম্পর্কে। এ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে তারা ঈমানদার নারী-পুরুষদেরকে কষ্ট দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। ফলশ্রুতিতে তারা তা থেকে বিরত থাকল।

৫৯. (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ) হে নবী! তুমি বলে দাও তোমার স্ত্রীদেরকে, বিবিদেরকে এবং তোমার কন্যাদেরকে, মেয়েদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে (يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ) তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় তাদের বক্ষ ও গলদেশ ঢেকে রাখে পর্দা ও চাদর দিয়ে (ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) এই বিধান, চাদরে ঢেকে দেয়ার যে নির্দেশ আমি দিলাম, তাদেরকে চেনার ন্যূনতম উপায়, স্বাধীন মহিলাদেরকে সহজে চেনার মাধ্যম, যাতে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না, পেশাদার ব্যভিচারীগণ তাদেরকে উত্যক্ত করবে না (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ওদের অতীত কর্মের প্রতি, পরম দয়ালু তাদের ভবিষ্যত কর্মের ব্যাপারে।

৬০. (لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ) মুনাফিকগণ যদি বিরত না হয় আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তার সাথীগণ যদি মন্দকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত না হয় (وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) এবং বিরত না হয় যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা, যাদের মনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কামনা রয়েছে তারা অর্থাৎ ব্যভিচারীরা (وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ) এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা, যারা মদীনায় ঘুরে ঘুরে মু'মিনদের দোষ ও ছিদ্র অন্বেষণ করে তারা (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) তবে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব, বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল করে দিব (ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا) এরপর তারা এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে থাকবে মদীনায় তোমার সাথে অবস্থান করবে মাত্র অল্প সময়, সামান্য সময়।

(٦١) مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ○

(٦٢) سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

(٦٣) يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ○

(٦٤) اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ○

(٦٥) خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

৬১. অভিশপ্ত হয়ে। ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

৬২. পূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহ্র বিধান। তুমি কখনো আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, সেটির জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই আছে। তুমি এটি

৬৪. আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।;

৬৫. সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

৬১. (مَلْعُوْنِيْنَ) তারা থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, হত্যাযোগ্য হয়ে (اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا) ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, যেখানেই দেখা যাবে, সেখানেই ধরা হবে (وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا) এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

৬২. (سُنَّةَ اللّٰهِ) এটিই আল্লাহ্র বিধান দুনিয়াতে আল্লাহ্র আযাব এরূপই হয়ে এসেছে। (فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا) পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের ব্যাপারে পূর্বে অতীত হওয়া মুনাফিকদের ব্যাপারে, ওরা যখন নবীগণ (সা) এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে দম্ভ দেখিয়েছে, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা নবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ওদেরকে হত্যা করার জন্যে। তুমি কখনও আল্লাহ্র বিধানে, আল্লাহ্র আযাবে পরিবর্তন পাবে না। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তা থেকে বিরত হয়ে যায়।

৬৩. (يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ) লোকজন তোমাকে জিজ্ঞেস করে মক্কার অধিবাসীগণ জানতে চায় কিয়ামত সম্পর্কে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের সময় সম্পর্কে। (قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ) তুমি বল, হে মুহাম্মদ (সা)! সেটির জ্ঞান, সেটি অনুষ্ঠানের সময় সম্পর্কিত অবগতি কেবল আল্লাহ্রই আছে, (وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا) তুমি কী করে জানবে? মূলত তোমার জানা নেই যে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে, দ্রুত সংঘটিত হতে পারে।

৬৪. (اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন কাফিরদেরকে মক্কার কাফিরদেরকে বদর দিবসে এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি, সদা প্রজ্বলিত আগুন।

৬৫. (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) তারা স্থায়ী হবে সেখানে জাহান্নামের আগুনে, সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না, সেখান থেকে বেরও হতে পারবে না। (لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا) তারা পাবে না কোন অভিভাবক, রক্ষক, যে তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্র আযাব থেকে এবং পাবে না কোন সাহায্যকারী প্রতিরোধকারী, যে তাদের থেকে আল্লাহ্র আযাব প্রতিরোধ করবে।

(٦٦) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ۝

(٦٧) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝

(٦٨) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

(٦٩) يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا ۝

৬৬. যেদিন ওদের মুখমন্ডল অগ্নিতে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন ওরা বলবে, "হায়, আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!"

৬৭. তারা আরো বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।"

৬৮. "হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং দাও মহা অভিসম্পাত।"

৬৯. হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা ওদের ন্যায় হয়ো না। ওরা যা রটনা করেছিল আল্লাহ্ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট সে মর্যাদাবান।

৬৬. (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ) যেদিন ওলট-পালট করা হবে, টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতেই, (يَقُوْلُوْنَ) তারা বলবে অর্থাৎ নেতা ও অনুসারী উভয় পক্ষই বলবে, (يٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاً) হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম ঈমান আনয়নের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলকে মানতাম তাঁর ডাকে ও আহ্বানে সাড়া দিয়ে।

৬৭. (وَقَالُوْا) তারা আরো বলবে অর্থাৎ অনুসারী পক্ষ বলবে (رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রভু! আমরা অনুসরণ করেছি আমাদের নেতৃবর্গের, নেতাদের এবং আমাদের বড় লোকদের, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত লোকদের (فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ) এবং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমাদের দীন থেকে বিচ্যুত ও ভ্রান্তিতে নিয়ে গিয়েছিল।

৬৮. (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! (اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ) ওদেরকে দাও নেতাদেরকে প্রদান কর দ্বিগুণ শাস্তি আমাদের শাস্তির দ্বিগুণ (وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا) এবং ওদেরকে দাও মহা অভিশাপ, ওদেরকে প্রদান কর কঠিন শাস্তি।

৬৯. (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى) হে ঈমানদারগণ! তোমরা হয়ো না মুহাম্মদ (সা)-কে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ঐ সব লোকদের ন্যায়, যারা ক্লেশ দিয়েছে মূসাকে, তারা তাঁকে একশিরা রোগে আক্রান্ত বলে অপবাদ দিয়েছিল (فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا) তারা যা রটনা করেছিল তা থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন (وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا) এবং আল্লাহ্‌র নিকট তিনি মর্যাদাবান আল্লাহ্‌র দরবারে মূসা (আ)-এর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

(٧٠) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ

(٧١) يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

(٧٢) اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ

(٧٣) لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৭০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল,

৭১. তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

৭২. আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, ওরা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয়

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭০. (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নির্দেশ পালনে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর (وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا) এবং সঠিক কথা বলা, ন্যায়ানুগ কথা বল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর ঘোষণা দাও,

৭১. (يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ) তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন তাওহীদ সমন্বিত তোমাদের কার্যাবলী কবূল করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন তাওহীদ অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে (وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাঁর নির্দেশ পালনে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে, জান্নাত লাভ করে ধন্য হবে, জাহান্নাম থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ করবে।

৭২. (اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ) আমি তো এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রস্তাব পেশ করেছিলাম আসমানের প্রতি, আকাশের অধিবাসীদের নিকট যমীন ও পর্বতমালার প্রতি গ্রহণ করা না করার ইখতিয়ারসহ (فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا) সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করল, সাওয়াব ও শাস্তিযোগ্য হবার দায়-দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল (وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا) এবং তাতে শংকিত হয়ে পড়ল, সেটি বহন করতে ভয় পেল (وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ) কিন্তু মানুষ তা বহন করল পুরস্কার ও শাস্তির দায়বদ্ধতাসহ হযরত আদম (আ) তা গ্রহণ করলেন। (اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا) সে তো অতিশয় যালিম সেটির দায় গ্রহণে, ব্যাখ্যান্তরে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে অতিশয় অজ্ঞ পরিণাম সম্পর্কে। ঈমানদারদের জন্যে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তির সুসংবাদ নাযিল হবার পর মুনাফিকগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য কী রয়েছে? এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

৭৩. (لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ) পরিণামে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষদেরকে, অপর ব্যাখ্যায় হযরত আদম ওই আমানত এ জন্য কবূল করলেন যে, আল্লাহ্ যেন মুনাফিক পুরুষদের শাস্তি দেন এবং মুনাফিক নারীদেরকে, মুনাফিক মহিলাদেরকে এবং মুশরিক পুরুষদেরকে নরদেরকে এবং মুশরিক নারীদেরকে-মহিলাদেরকে ওই আমানত বর্জন করার অপরাধে। কারণ হযরত আদম (আ) যখন ওই আমানত কবূল করছিলেন তখন এরাও তাঁর পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিল। (وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ) এবং আল্লাহ্ তাওবা কবূল করবেন যাতে আল্লাহ্ তাওবা কবূল করেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের খাঁটি ও নির্ভেজাল ঈমানদার নারী ও পুরুষদের, তাদের পক্ষ থেকে আমানত সংরক্ষণে ত্রুটি ও কসূর সংঘটিত হলে (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ওদের মধ্যে যারা তাওবা করে তাদের জন্য, পরম দয়ালু, সকল ঈমানদারের জন্য।

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৮৮৩ শব্দ, ১৫১২ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

(٢) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝

(٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

২. তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

৩. কাফিররা বলে, "আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না" বল, "আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট কিয়ামত আসবে"। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশরাজি ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন মহান আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে :

১. (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) প্রশংসা আল্লাহ্‌র অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত। এটা ছিল জগতের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অফুরন্ত করুণার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রশংসার ঘোষণা (الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ) যিনি মালিক আকাশসমূহে যা আছে, সৃষ্ট জগত এবং পৃথিবীতে যা আছে সৃষ্ট জগত তার সব কিছু, (وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ) এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, অনুকম্পা তাঁরই আখিরাতে জান্নাতে, জান্নাতবাসীদের উপর তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর নির্দেশ ও সিদ্ধান্তে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না। (وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ) তিনি অবগত, তাঁর সৃষ্টিজগত ও তাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত।

২. (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الأَرْضِ) তিনি জানেন যা প্রবেশ করে (ঢুকে) ভূমিতে বৃষ্টির পানি, অন্যান্য জলজ পদার্থ, মৃত লাশসমূহ এবং খনিজ পদার্থ ও ভূ-অভ্যন্তরে গচ্ছিত সম্পদসমূহ (وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) এবং যা নির্গত হয় সেখান থেকে, ভূমি থেকে উদ্ভিদ, পানি, খনিজদ্রব্য ও মৃতলাশের যা যা বেরিয়ে আসে, তার সবই তিনি জানেন। (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ) এবং যা বর্ষিত হয় আকাশ হতে বৃষ্টি, রিযক ইত্যাদি (وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا) এবং যা কিছু উত্থিত হয় আকাশে ফিরিশতাকুল, বান্দাদের আমলনামা সংরক্ষণকারীসহ যা যা আকাশে উত্থিত হয় তার সবই তিনি অবগত আছেন। (وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ) তিনিই পরম দয়ালু মু'মিনদের প্রতি ক্ষমাশীল তাওবাকারীদের প্রতি।

৩. (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিররা বলে, মক্কার কাফির সম্প্রদায় আবূ জাহ্ল ও তার সাথীগণ বলে (لاَتَأْتِيْنَا السَّاعَةُ) আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না কিয়ামত অনুষ্ঠিত-ই হবে না। বল হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে ডেকে হ্যাঁ, (قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ) আমার প্রতিপালকের কসম আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে মহান আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আসবে সেটি কিয়ামত, অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। (عٰلِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الأَرْضِ) তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত বান্দা থেকে যা অন্তরালে তিনি তা পরিজ্ঞাত। তাঁর অগোচরে নয় আল্লাহ্র অগোচরে নয় অণু পরিমাণ পিঁপড়া পরিমাণ, ক্ষুদ্রতম লাল পিঁপড়া পরিমাণ আকাশে এবং পৃথিবীতে বান্দাদের আমলসমূহ (وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ اِلاَّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ) কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, সেটি থেকে হাল্কা কিংবা ভারী কিছুই তাঁর অগোচরে নয়; বরং তার প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে লওহে-মাহ্ফূযে তা সংরক্ষিত রয়েছে তাদের জন্য।

(٤) لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

(٥) وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

(٦) وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

(٧) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

৪. তা এজন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজক রিযক।

৫. যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, এটি মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে।

৭. কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে, "তোমাদের দেহ, সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে?"

৪. (لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন প্রতিফল দিবেন যারা ঈমান আনয়ন করেছে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি এবং যারা সৎকর্ম

করেছে তাদেরকে নিজেদের মাঝে ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে কল্যাণকর ও ভাল সম্পর্ক রেখেছে তাদেরকে (اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ) তাদের জন্য আছে ক্ষমা পাপসমূহের দুনিয়াতে এবং সম্মান জনক রিয্ক ভাল প্রতিফল জান্নাতে।

৫. (وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ) যারা ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতসমূহকে মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে, তারা আমার শাস্তি থেকে পালাতে পারবে না। (اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ) তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. (وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাওরাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে– যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ও তাঁর সাথীগণ, তারা যেন জানতে পারে যে, উপলব্ধি করতে পারে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআন (هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ) তা সত্য এবং সেটি মানুষকে দেখায় পরাক্রমশালী সত্তার পথ, যে ঈমান আনয়ন করে না তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অপ্রতিরোধ্য সত্তার পথ, প্রশংসার্হ সত্তার পথ, যিনি একত্ববাদীদের প্রশংসা করেন, তাঁর পথ।

৭. (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করেছে তারা বলে, মক্কার কাফিরগণ আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীরা তাদের অধঃস্তন লোকদেরকে বলে, (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে, তোমাদেরকে জানায় যে, (اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ) "তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও, মাটিতে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে মিশে গেলেও হাড্ডি-মাংসের প্রত্যেকটা জোড়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও, তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে" মৃত্যুর পর নতুনভাবে রূহের সঞ্চার করা হবে। মূলত হযরত মুহাম্মদ (সা) এইরূপ কথা বলেন।

(৮) اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ○

(৯) اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

(১০) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ○

৮. সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, অথবা সে কি উম্মাদ? বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

৯. ওরা কি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দিব অথবা ওদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাব, আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্যে এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

১০. আমি নিশ্চয়ই দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, "হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর" এবং বিহংগকুলকেও, তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ–

৮. (اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ) সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, মুহাম্মদ (সা) কি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে? অথবা সে কি উম্মাদ? তার মধ্যে কি পাগলামী আছে? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ) বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না, তারা রয়েছে আযাবের মধ্যে আখিরাতে আযাব ভোগ করবে এবং তারা রয়েছে ঘোর বিভ্রান্তিতে দুনিয়াতে সত্য ও হিদায়াত থেকে চরম ভুল ও ভ্রান্তিতে।

৯. (اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ) ওরা কি দেখে না মক্কার কাফিররা কি দেখে না, তাদের সম্মুখে তাদের উপরে ও নিচে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের পশ্চাতে উপরের দিকে ও নিচের দিকে আসমানে ও যমীনে, (اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ) আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দিব, তাদেরকে ভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিব (اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ) অথবা ওদের উপর আকাশের পতন ঘটাব, আকাশের খন্ড ও টুকরা ফেলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিব (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ) এতে অবশ্যই রয়েছে আসমান ও যমীন সম্পর্ক আমি যা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে রয়েছে নিদর্শন শিক্ষা আল্লাহ্ অভিমুখী সব বান্দার জন্য, আল্লাহ্র প্রতি অগ্রসরমান ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি ধাবমান বান্দার জন্য।

১০. (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا) আমি দিয়েছি প্রদান করেছি দাঊদকে আমার অনুগ্রহ, রাজত্ব ও নবুওয়াত। (يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ) হে পর্বতমালা! আমি বলেছি, হে পর্বতমালা! তোমরা তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর দাঊদের সাথে আমার মহিমা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকে পক্ষীকুলকেও তার অনুগত করে দিয়েছিলাম (وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ) এবং তার জন্য নমনীয় করে দিয়েছিলাম লৌহকেও নরম ও কোমল করে দিয়েছিলাম, যাতে মাটি দ্বারা যা তৈরি করা হয় ওই লৌহ দ্বারা সে তা তৈরি করতে পারে।

(১১) اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(১২) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

১১. 'যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার' এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।

১২. আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তার সম্মুখে কাজ করত। ওদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাব।

১১. (اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ) যাতে তুমি পূর্ণ মাপে বর্ম তৈরি করতে পার, প্রশস্ত ও ঢিলেঢালা যুদ্ধ পোশাক তৈরি করতে পার (وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ) এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার খাপ পরিমাণ-বোতাম বা

আংটা বানাতে পার; এমন ছোটও নয় যে, অনায়াসে ওই খাপে তা ঢুকবে আর যখন তখন বেরিয়ে যাবে; এমন বড়ও নয় যে, খাপের ভেতর ঢুকবেই না, (وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) এবং তোমরা সৎকর্ম কর, খালিস, নির্ভেজাল ও নিষ্ঠার সাথে কাজ কর (اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) তোমরা যা কর, ভাল কিংবা মন্দ, আমি সেটির সম্যক দ্রষ্টা, সেটি সম্পর্কে অবগত।

১২. (وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ) আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, সুলায়মানের বাধ্য করে দিয়েছিলাম বায়ুকে। (غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ) সেটি প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, ভোরবেলা সেটি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যাত্রা করে ইস্‌তাখার গিয়ে পৌছত। এই দূরত্ব ছিল এক মাসের যাত্রাপথ এবং সন্ধ্যায় অতিক্রম করত এক মাসের পথ, সন্ধ্যা বেলা ওই বায়ুতে ভর করে হযরত সুলায়মান ইস্‌তাখার থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ফিরে আসতেন। এটি ছিল এক মাসের পথ। বস্তুত তিনি এক দিনেই বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ইস্‌তাখার পর্যন্ত যেতেন এবং ফিরে আসতেন। (وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ) আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম, চলমান করেছিলাম তাম্রের এক প্রস্রবণ, গলিত তাম্রের কূপ, ওই তাম্র দ্বারা সে যা ইচ্ছা তৈরি করত, যেমন তৈরি করত মাটি দ্বারা (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ) এবং আমি তার অনুগত করে দিয়েছিলাম কতক জিন্নকে। তারা তার সম্মুখে কাজ করত গৃহ-প্রাসাদ তৈরি করত, তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, তার প্রভুর নির্দেশক্রমে। (وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا) ওদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে, আমার দেয়া নির্দেশের অবাধ্য হয়, ব্যাখ্যান্তরে সুলায়মানের (আ) নির্দেশ অমান্য করে, (نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ) আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব, জাহান্নামের আগুনের দহন দ্বারা শাস্তি দিব, ব্যাখ্যান্তরে জনৈক ফিরিশতা ওদেরকে আগুনের ডাণ্ডা দ্বারা প্রহার করবেন।

(۱۳) يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝

(۱٤) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

১৩. ওরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। আমি বলেছিলাম, "হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মাঝে অল্পই কৃতজ্ঞ।"

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিন্নদেরকে তাঁর মৃত্যু বিষয় জানায় কেবল মাটির পোকা যা সুলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল। সুলায়মান যখন পড়ে গেল তখন জিন্নেরা বুঝতে পারল যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে ওরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।

১৩. (يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ) ওরা তার ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করে মিহরাবসমূহ অর্থাৎ মসজিদসমূহ, মূর্তিসমূহ, ফিরিশতা, নবীগণ ও বান্দাদের মূর্তি তৈরি করত, যাতে মানুষ ঐ গুলোর দিকে তাকিয়ে ও গুলোর ন্যায় নিজ নিজ প্রতিপালকের ইবাদাত করে (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ) বরং হাওয সদৃশ

(رَسِيٰتٍ) এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ, স্থায়ীভাবে তৈরি বড় বড় ডেগ, যেগুলো উঠানো যেত না, একটাতে এক হাজার জনের খাদ্য ধরত। (اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا) হে দাউদ পরিবার! হে সুলায়মান! তোমরা কাজ করতে থাক কৃতজ্ঞতার সাথে সব সময়, আমি তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছি তার প্রেক্ষিতে অর্থাৎ তোমরা ভাল কাজ করতেই থাক যাতে ঐ কাজের মাধ্যমে আমার দেয়া অনুগ্রহের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পার। (وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ) আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ, যারা নিয়ামত দাতার শুকরিয়া প্রকাশ করে।

১৪. (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) যখন আমি তার মৃত্যু ঘটলাম, সুলায়মানকে মৃত্যু দিলাম, হযরত সুলায়মান মৃত অবস্থায় এক বৎসর তার মিহরাবে দণ্ডায়মান ছিলেন (مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ) তখন তাদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে, সুলায়মানের মৃত্যু সম্পর্কে জানাল কেবল মাটির পোকা, ঘুন পোকা (تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ) ওগুলো তার লাঠি খাচ্ছিল, মতান্তরে তাঁর বর্শা খাচ্ছিল (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ) যখন সে পড়ে গেল, সুলায়মান মাটিতে পড়ে গেলেন, জিন্নগণ বুঝতে পারল, মানুষদের জন্যও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জিন্নগণ তা জানে না। তারা যদি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছণাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না, বাধ্য হয়ে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে নিয়োজিত থাকত না। ইতোপূর্বে মানুষের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, জিন্নেরা গায়েব জানে, এ ঘটনার পর ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ওরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত নয়।

(١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ
بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ۝

(١٦) فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّ
شَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝

(١٧) ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝

১৫. সাবাবাসীদের জন্যে ওদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন : দু'টি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বাম দিকে, ওদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযুক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক।'

১৬. পরে ওরা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি ওদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং ওদের উদ্যান দুটোকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটো উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুলগাছ।

১৭. আমি ওদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের কুফরীর জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য কাউকে এমন শাস্তি দিই না।

১৫. (لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ) সাবাবাসীদের জন্যে, সাবা হল ইয়ামানের একটি জনপদ, তাদের বাসভূমিতে ছিল বাসস্থানসমূহে ছিল এক নিদর্শন-চিহ্ন, তা হল দুটো

ওখানে ইয়ামান মুখী ১৩টি রাজ্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট ১৩জন নবী পাঠান। ওই নবীগণ তাদেরকে বলেছিলেন, (كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিয্ক ভোগ কর, তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ প্রাপ্ত ফলমূল ও অন্যান্য নিয়ামত ভোগ কর। (وَاشْكُرُوْا لَهٗ) এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাওহীদ ও একত্ববাদ অনুসরণ কর (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ) এত উত্তম এই স্থান এটি একটি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন শহর, নোংরা ও আবর্জনাময় নয় এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক যারা ঈমান আনয়ন করে ও তাওবা করে তাদের প্রতি।

১৬. (فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) পরে তারা আদেশ অমান্য করল ঈমান গ্রহণ থেকে এবং রাসূলদের আহ্বানে সাড়া প্রদান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশ করল না, ফলে আমি ওদের উপর প্রবাহিত করলাম, নিয়োজিত করে দিলাম তাদের উপর বাঁধ ভাংগা বন্যা, প্রান্তর উপচে পড়া বন্যা, ফলে তাদের বাগ-বাগিচা, বাড়ি-ঘরসহ সকল নিয়ামত ধ্বংস হয়ে গেল। 'আরিম' হল ইয়ামানের একটি উপত্যকা। সেটি 'বৃক্ষ উপত্যকা' নামে পরিচিত। সেটির চারদিকে বাঁধ ছিল। ওই বাঁধের মাধ্যমে তারা উপত্যকার মধ্যে পানি ধরে রাখত। বাঁধের ছিল তিনটি দরজা। একটি অপরটির নিচে। আল্লাহ্ তা'আলা ওই বাঁধ ভেংগে দিলেন এবং তা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। (وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ) আমি ওদের উদ্যান দুটোকে পরিবর্তন করেদিলাম এমন দুটো উদ্যানে, ধ্বংসপ্রাপ্ত দুটো বাগানকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটো উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল তিক্ত ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ, এমন কিছু গাছ, যাতে কাঁটা বেশি ফল কম।

১৭. (ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا) আমি ওদেরকে এই শাস্তি এজন্য দিয়েছিলাম, যে শাস্তি আমি ওদেরকে দিলাম তা এজন্য দিলাম যে, তারা কুফরী করেছে আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে (وَهَلْ نُجٰزِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ) আমি কি এমন শাস্তি দিই এমন সাজা দিই, কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী ও তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারী ব্যতীত অন্য কাউকে।

(১৮) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۚ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

(১৯) فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

১৮. ওদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর অন্তবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "তোমরা ওইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।"

করলাম এবং ওদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১৮. (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً) আমি স্থাপন করেছিলাম ওদের মাঝে সাবাবাসীদের মাঝে এবং যে সব জনপদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে পানি ও বৃক্ষ উদগত করে যেগুলোকে বরকতময় করেছিলাম যেমন জর্দান-ফিলিস্তিন ইত্যাদি জনপদের মাঝে দৃশ্যমান বহু জনপদ পরস্পর সংলগ্ন দৃষ্টি গোচরীভূত বহু জনপদ (وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) এবং আমি ব্যবস্থা করেছিলাম সেগুলোতে ওই জনপদগুলোতে ভ্রমণের দুপুরে বিশ্রাম ও রাত্রিকালীন নিদ্রার ব্যবস্থা রেখে (سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا أٰمِنِينَ) এবং ওদেরকে বলেছিলাম তোমরা তাতে ভ্রমণ কর ওইসব জনপদে ভ্রমণ কর দিবসে ও রজনীতে নিরাপদে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও চোর-ডাকাতের আশংকামুক্ত হয়ে। তখন তাদের নিকট প্রেরিত নবীগণ তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদেরকে দেয়া তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশ কর, যাতে তিনি ওই নিয়ামত ছিনিয়ে না নেন, যেমন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তোমাদের পূর্ববর্তী নিয়ামত।

১৯. (فَقَالُوا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) কিন্তু তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! হে আমাদের মালিক! আমাদের সফরের মনযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করে দিন। আমাদের ভ্রমণ দীর্ঘায়িত করে দিন। (وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) ওরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল কুফরী ও শিরকীর মাধ্যমে এবং এসব নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল, (فَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ) ফলে আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম, পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করলাম। (وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) বরং ওদেরকে ভীষণভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। (إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) নিশ্চয় এতে ওদের প্রতি যে আচরণ করেছি তার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে, শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল ইবাদাত ও আনুগত্যে ধৈর্যধারণকারী এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায়কারী বান্দাদের জন্যে।

(٢٠) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(٢١) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْأٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

(٢٢) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۝

২০. ওদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল;

২১. ওদের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান,

২২. বল, "তোমরা আহ্বান কর ওদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করতে। ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এ দু'টিতে ওদের কোন অংশ নেই এবং ওদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়।

২০. (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ) ওদের ব্যাপারে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল অর্থাৎ ওদের সম্বন্ধে ইবলীস একটি ধারণা পোষণ করেছিল, অতঃপর তার ধারণা তার বক্তব্যের সাথে মিলে গেল। তার ধারণা তার বক্তব্যের অনুকূল হল। (فَاتَّبَعُوْهُ اِلاَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) ফলে ওরা তার অনুসরণ করল কুফরী অবলম্বন করে। অবশ্য একদল মু'মিন ছিল ব্যতিক্রম, মু'মিনদের সকলেই ছিল ব্যতিক্রম। কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ছোটখাট পাপাচারিতায় কতক মু'মিন ইবলীসের অনুসরণ করেছে। কিন্তু একদল মু'মিন লোক এমন যে, তারা মোটেই তার অনুসরণ করেনি, তারা হল ৭০ হাজার লোকের সেই দল যারা কোনরূপ হিসাব প্রদান ও আযাব ভোগ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২১. (وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ لِنَعْلَمَ) বস্তুত তার কোন আধিপত্য ছিল না, ইবলীসের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, তাদের উপর, বনী আদম-এর উপর। তবে এতটুকু যে, (مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ) আমি যেন জানতে পারি, আমি যেন দেখতে ও পৃথক করতে পারি কারা আখিরাতে বিশ্বাসী, যাদের ব্যাপারে আমি অনাদিকাল থেকেই জানি যে, মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করবে আর কারা তাতে কিয়ামত অনুষ্ঠানে সন্দিহান, সংশয়ের বেড়াজালে আবদ্ধ (وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ) এবং তোমার প্রতিপালক হে মুহাম্মদ (সা)! সর্ব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক, ওদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত।

২২. (قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফির বানু মালীহ গোত্রকে বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেগুলোকে ইলাহ্ মনে কর উপাসনা কর সেগুলোকে ডাক দেখি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক। ওরা জিন্নদের উপাসনা করত এবং জিন্নগুলোকেই ফিরিশতা মনে করত, এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বললেন, (لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الْاَرْضِ) ওরা তো মালিক নয়, ক্ষমতাবান নয়, তোমাদের কল্যাণ সাধনে অণু পরিমাণ কিছুর সামান্যতম কিছুর আকাশেও নয় পৃথিবীতেও নয়, আকাশ জগতে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে সামান্যতমও মালিক নয়। (وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ) এবং ওদের কোন অংশ নেই, ফিরিশতাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই আল্লাহ্‌র সাথে এ দুটিতে আসমানে ও যমীনে আসমান ও যমীন সৃজনে। (وَمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ) এবং ওদের কেউ, ফিরিশতাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়, আসমান-যমীন সৃজনে তাঁর সাহায্যকারীও নয়।

(٢٣) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

(٢٤) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৩. যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তোমাদের প্রতিপালক কী

২৪. বল, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাদেরকে রিয্ক প্রদান করেন?" বল, 'আল্লাহ্!' হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

২৩, (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ) তাঁর নিকট সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, ফিরিশতাগণ সুপারিশ করবে না, আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেন তা ব্যতীত, অনুমতি প্রাপ্তদের সুপারিশ ব্যতীত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ) ওহীর বিষয়গুলো যখন মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পেশ করেন তখন ফিরিশতাগণ মহান আল্লাহ্র এই বাণীগুলো শুনেন এবং সাথে সাথে ওই বাণীর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তেমন পড়ে থাকেন। (حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ) পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয় তারা প্রকৃতিস্থ হয়, তখন তারা (قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ) মাথা তোলেন এবং তারা বলেন সাধারণ ফিরিশতাগণ জিব্রাঈল ও তাঁর সাথী ফিরিশতাদেরকে বলেন তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন হে জিব্রাঈল! (قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ) প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেন, জিব্রাঈল ও তাঁর সাথী ফিরিশতাগণ বলেন, যা সত্য তাই বলেছেন. কুরআন ব্যক্ত করেছেন। তিনি সমুচ্চ সর্বোচ্চ মহান মহত্তম।

২৪. (قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিরদেরকে কে তোমাদেরকে রিয্ক প্রদান করে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে, এবং পৃথিবী হতে উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদন করে? ওরা যদি উত্তর দেয় এবং বলে যে, আল্লাহ্ই তো তা দেন, তবে তো ভাল, অন্যথায় (قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى) তুমি বল, আল্লাহ্ আল্লাহ্ই তোমাদেরকে রিয্ক প্রদান করেন। হয় আমরা না হয় তোমরা হে মক্কার অধিবাসীগণ! সৎপথে স্থিত (اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত, কিন্তু রিয্ক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সমান। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, আমরা ঈমানদারগণ হিদায়াতে অবিচল আছি অথবা হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা আছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে, কুফরীতে এবং পরিষ্কার ভুল পথে, এ সূত্রে বাক্যে অগ্র-পশ্চাৎ রয়েছে।

(٢٥) قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○

(٢٧) قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢٨) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৫. বল, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।

২৬. বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, এরপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।

২৭. বল, "তোমরা আমাদেরকে দেখাও যাদেরকে শরীকরূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ তাদেরকে।" না,

২৮. আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২৫. (قُلْ لَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا أَجْرَمْنَا) বল হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না, আমাদের অপরাধের জন্যে আমাদের পাপাচারিতার জন্য। (وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) এবং আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে না, তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের কুফরী কাজ-কর্ম সম্পর্কে, পরবর্তীতে জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে এ আয়াতের বিধান মানসূখ ও রহিত হয়ে যায়।

২৬. (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ) বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন কিয়ামত দিবসে তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করবেন, ন্যায় বিচার করবেন। (وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ) তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। উমানী ভাষায় 'ফাত্তাহ' (فَتَّاحُ) অর্থ বিচারক, সর্বোত্তম ফায়সালা প্রদানে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ।

২৭. (قُلْ أَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কাবাসীদেরকে তোমরা আমাকে দেখাও যাদেরকে শরীকরূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ তাঁর অংশীদার নির্ধারণ করেছ, আমাকে দেখাও যে, তারা কী কী সৃজন করেছে? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) না, কখনও না, ওরা কিছুই সৃজন করেনি। বস্তুত আল্লাহ্ ওইসব সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী যারা ঈমান আনয়ন করেনি তাদেরকে শাস্তি প্রদানে, প্রজ্ঞাময় তাঁর ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত প্রদানে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না।

২৮. (وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি হে মুহাম্মদ (সা)! সমগ্র মানব জাতির প্রতি, জিন-ইনসান সবার প্রতি সুসংবাদদাতা রূপে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা রূপে এবং সতর্ককারীরূপে, যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারীরূপে। (وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কাবাসীগণ জানে না সেটি, এবং তা সত্য বলে গ্রহণ করে না।

(٢٩) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٣٠) قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ○

(٣١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ○

২৯. তারা জিজ্ঞেস করে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?"

৩০. বল, "তোমাদের জন্যে আছে এক নির্ধারিত দিবস, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।"

৩১. কাফিরগণ বলে, আমরা এই কুরআনে কখনো বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নয়। হায়!

পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, "তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।"

২৯. (وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তারা বলে মক্কার কাফিররা বলে এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তুমি একথায় সত্যবাদী হয়ে থাক যে, মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে।

৩০. (قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে, তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, একটি নির্দিষ্ট দিন, কিয়ামত দিবস, যা তোমরা মুহূর্ত কাল বিলম্বিত করতে পারবে না নির্ধারিত সময় থেকে এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না নির্ধারিত সময় থেকে, এগিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না।

৩১. (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিরগণ বলে মক্কার কাফির আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম এবং তার সাথীগণ বলে, (لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ) আমরা এই কুরআনে কখনো বিশ্বাস করব না মুহাম্মদ (সা) আমাদের নিকট যে কুরআন পাঠ করছে তাতে ঈমান আনয়ন করব না। (وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ) এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও, তাঁর পূর্ববর্তী তাওরাত, ইনজিল, যাবূর ও অন্যান্য আসমানী কিতাবেও বিশ্বাস স্থাপন করব না। (وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) হায়! তুমি যদি দেখতে হে মুহাম্মদ (সা)! যখন যালিমদেরকে মুশরিক আবূ জাহ্ল ও তার সাথীদেরকে দণ্ডায়মান করে রাখা হবে, আটক করে রাখা হবে, ওদের প্রতিপালকের সম্মুখে কিয়ামত দিবসে, (يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ) তখন ওরা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে একে অপরের প্রতি অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে থাকবে এবং একে অন্যের প্রতি লা'নত করতে থাকবে। (يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا) যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল অবদমিত করে রাখা হয়েছিল অর্থাৎ অনুসারীগণ তারা বলবে ক্ষমতাদর্পীদেরকে যারা ঈমান আনয়নের ব্যাপারে দম্ভ দেখিয়ে তা থেকে বিরত থেকেছিল অর্থাৎ তাদেরকে মানে নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে (لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ) তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনতাম, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম।

(৩২) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ○

(৩৩) وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۭ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩২. যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, "তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো

৩৩. যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, "প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি।" যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাব, ওদেরকে ওরা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

৩২. (قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ) আর ক্ষমতাদর্পীগণ বলবে, ঈমান আনয়নে অহংকার প্রদর্শনকারী নেতারা বলবে, দুর্বলদেরকে, অবদমিত অর্থাৎ অনুসারীদেরকে, আমরা কি তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছিলাম বাধা দিয়েছিলাম, তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর, মুহাম্মদ (সা) হিদায়াতসহকারে আগমনের পর, তার প্রতি ঈমান আনয়নে বাধা দিয়েছিলাম? (بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ) বস্তুত তোমরা ছিলে অপরাধী, তোমাদের নিকট মুহাম্মদ (সা) আসার পূর্ব থেকেই তোমরা মুশরিক ছিলে।

৩৩. (وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا) দুর্বলগণ বলবে অবদমিত অনুসারীগণ বলবে, ক্ষমতাদর্পীদেরকে, ঈমান আনয়নে দম্ভ প্রদর্শনকারী নেতাদেরকে বলবে, (بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ) প্রকৃত পক্ষে তোমরা দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, দিনে-রাতে তোমরা আমাদেরকে বিভ্রান্তিমূলক কথা বলতে। (اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا) তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যে, আমরা যেন আল্লাহ্‌কে অমান্য করি মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এবং আমরা যেন তাঁর শরীক স্থাপন করি, তাঁর সমকক্ষ ও অংশীদার সাব্যস্ত করি। (وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে, নেতাগণ অনুশোচনা ও লজ্জা গোপন করবে অনুসারীদের থেকে। অপর ব্যাখ্যায় নেতা ও অনুসারী উভয় পক্ষ অনুতাপ প্রকাশ করবে। আর যারা কুফরী করেছে মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করেছে, আমি তাদের গলদেশে শৃংখল পরাব অর্থাৎ ওদের হাত কণ্ঠ পর্যন্ত তুলে এনে আটকিয়ে রাখব। (هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) ওদেরকে কি প্রতিফল দেওয়া হবে কিয়ামত দিবসে, তারা যা করেছে তা ছাড়া অন্য কিছু? কথায় ও কাজে তারা যা কুফরী করেছে তার বিপরীত কিছু?

(٣٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٣٥) وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

(٣٦) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٧) وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۙ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ○

৩৪. যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, "তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।"

৩৫. ওরা আরো বলত, "আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না।"

৩৬. বল, "আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বৃদ্ধি করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ

৩৭. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদ থাকবে।

৩৪. (وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ) যখন আমি কোন জনপদে জনপদের অধিবাসীদের নিকট সতর্ককারী প্রেরণ করেছি সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি। (اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا) তখনই ওদের বিত্তশালী লোকেরা বলেছে, সেখানকার স্বৈরাচারী নেতারা এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা বলেছে, (اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ) তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি অস্বীকার করি।

৩৫. (وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّ اَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ) ওরা আরো বলত রাসূলদেরকে আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী তোমাদের চেয়ে আর আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না, আমরা যে ধর্ম পালন করছি তার কারণে এবং ধন-ঐশ্বর্যের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। মক্কার কাফিররা মুহাম্মদ (সা)-কে এরূপই বলত, আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রেক্ষাপটে বললেন ঃ

৩৬. (قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে, আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন, যাকে চান তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে দেন, এটি তাঁর কৌশল। এবং সীমিত করেন যাকে ইচ্ছা, রিযক হ্রাস করে দেন, এটি তাঁর পক্ষ থেকে অবকাশ ও পরীক্ষা। (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু অধিকাংশ লোক মক্কাবাসীগণ তা জানেনা উপলব্ধি করে না এবং তা সত্য বলে গ্রহণ করে না।

৩৭. (وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى) তোমাদের ধনসম্পদ হে মক্কাবাসীগণ তোমাদের ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং সন্তান-সন্ততি, অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে, মর্যাদার ক্ষেত্রে আমার কাছাকাছি এনে দিবে। (اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) তবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, এবং সৎকর্ম করে, নিজেদের মধ্যে ও প্রতিপালকের মধ্যে নিষ্ঠা ও নির্ভেজাল সম্পর্ক রাখে, তাদের এই ঈমান ও সৎকর্ম তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দিবে। (فَاُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ) ওরা ওদের কর্মের জন্য ঈমানসহকারে সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার ছাওয়াব ও পুণ্য আর তারা প্রাসাদগুলোতে উঁচু উঁচু স্থানসমূহে নিরাপদে থাকবে মৃত্যু থেকে এবং এই মর্যাদা বিলুপ্তি থেকে।

(৩৮) وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

(৩৯) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(৪০) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

(৪১) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ۝

৩৮. যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

৩৯. বল, "আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিযক বর্ধিত করেন অথবা তা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু [illegible]

৪০. স্মরণ কর, যেদিন তিনি ওদের সকলকে একত্র করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এরা কি তোমাদের-ই পূজা করত?"

৪১. ফিরিশতারা বলবে, "তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, ওদের সাথে নয়, ওরা তো পূজা করত জিন্নদের এবং ওদের অধিকাংশই ছিল ওদের প্রতি বিশ্বাসী।"

৩৮. (وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ) যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, আমার নিদর্শন মুহাম্মদ (সা)-কে ও কুরআনকে অস্বীকার করে, তারা আমার আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। (اُولٰئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ) তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই।

৩৯. (قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন, ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দেন যাকে ইচ্ছা তাকে, এটি তাঁর কৌশল অথবা সীমিত করেন তাকে কমিয়ে দেন, এটি তার জন্যে অবকাশ ও পরীক্ষা। (وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্‌র পথে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন দুনিয়াতে ধন-সম্পদ দ্বারা আর আখিরাতে সাওয়াব ও পুণ্য দ্বারা। (وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ) তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা, সর্বোত্তম বিনিময়দাতা ও দানশীল।

৪০. (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا) যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, বানূ মালীহ গোত্র ও ফিরিশতাগণ সকলকে সমবেত করবেন (ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰئِكَةِ اَهٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ) তারপর ফিরিশতাদেরকে বলবেন, "এরা কি তোমাদের পূজা করত?" তোমাদের নির্দেশে তোমাদের উপাসনা করত।

৪১। (قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ) তারা বলবে, ফিরিশতাগণ বলবে তুমি পবিত্র, মহান! তাঁরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। তুমি আমাদের সাহায্যকারী আমাদের প্রতিপালক, ওরা নয়। আমরা ওদেরকে আমাদের উপাসনা করার নির্দেশ দিইনি (بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ) ওরা বরং পূজা করত জিন্নদের এবং ওদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল, অধিকাংশই স্বীকার করত যে, জিন্নরা হলো ফিরিশতা।

(٤٢) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

(٤٣) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(٤٤) وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝

৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে বলব, "তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।"

৪৩. এদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, "তোমাদের পূর্বপুরুষ যার উপাসনা করত, এই ব্যক্তি তার উপাসনায় তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। "এরা আরো বলে, "এটি তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছুই নয়।" এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, "এটি তো এক সুস্পষ্ট যাদু।"

৪৪. আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।

৪২. (فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا) আজ অর্থাৎ এই কিয়ামত দিবসে তোমাদের একে অন্যের অর্থাৎ ফিরিশতা ও জিন্নদের কেউই কল্যাণ সাধনের সুপারিশের মাধ্যমে, এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের শাস্তি থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে ক্ষমতা নেই। (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) যারা যুলুম করেছে, শির্‌ক করেছে আমি তাদেরকে বলব, তোমরা যে অগ্নি শাস্তি অস্বীকার করতে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যে ওই শাস্তি বাস্তবায়িত হবে না, তা তোমরা আস্বাদন কর।

৪৩. (وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ) যখন ওদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়, মক্কার কাফিরদের নিকট পাঠ করা হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, হালাল-হারাম সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণকারী কুরআনের আয়াতসমূহ, (قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ) তখন তারা বলে, এতো অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) তো এমন এক ব্যক্তি যে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়, ফিরিয়ে রাখতে চায় তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদাত করত মূর্তি-প্রতিমা ও উপাস্য, তার উপাসনা থেকে (وَقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اِفْكٌ مُّفْتَرًى) এবং তারা বলে, এটিতো মুহাম্মদ (সা) যা বলেছে তা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছুই নয় তার নিজের পক্ষ থেকে রচিত মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ) যারা কুফরী করেছে মক্কার কাফিরগণ তাদের নিকট সত্য আসার পর মুহাম্মদ (সা) কুরআন নিয়ে আসার পর তারা বলে (اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) এটি এই কুরআন স্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নয়, প্রকাশ্য মিথ্যাচার ব্যতীত কিছুই নয়।

৪৪. (وَمَا اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا) আমি ওদেরকে দিইনি মক্কার কাফিরদেরকে প্রদান করিনি কোন কিতাব, যা তারা অধ্যয়ন করত তাদের ব্যক্ত করা বিষয়গুলো ওই কিতাবে পাঠ করত (وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ) এবং তোমার পূর্বে হে মুহাম্মদ (সা) আমি ওদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি ওদেরকে সতর্ক করার জন্যে কোন রাসূলও প্রেরণ করিনি।

(٤٥) وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

(٤٦) قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝

(٤٧) قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৪৫. এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম– এরা তার এক-দশমাংশও পায়নি, তবুও ওরা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যা বলেছিল। ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি।

৪৬. বল, "আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, এরপর তোমরা চিন্তা করে দেখ– তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।"

৪৭. বল, আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না, তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

৪৫. (وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ওদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, তোমার গোত্র কুরায়শ গোত্রের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, (وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَا اٰتَيْنٰهُمْ) ওদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক-দশমাংশও পায়নি অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফিরগণ যা পেয়েছিল কুরায়শ কাফিরগণ তার এক দশমাংশও পায়নি, আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, পূর্ববর্তীদেরকে আমি ধনে-সম্পদে, সন্তান-সন্ততিতে, শক্তি-সামর্থ্যে এবং আয়ু ও জীবনকালে যে প্রাচুর্য ও আধিক্য দিয়েছিলাম কুরায়শদেরকে দেয়া ধন-জন এবং শক্তি-সামর্থ্য তার এক-দশমাংশ পরিমাণও হবে না। (فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ) তবুও ওরা আমার রাসূলগণকে মিথ্যা বলেছিল, ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি! ঈমান না আনার কারণে শাস্তির মাধ্যমে ওদের দুর্গতি ও পরিণতি।

৪৬. (قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিরদেরকে আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, একটি বাক্য উচ্চারণের উপদেশ দিচ্ছি, আর তা হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলা। এটি হল যেমন একজন অন্যজনকে বলে, আসুন তোমাকে একটা কথা বলি, তারপর ওর সাথে একাধিক কথা বলে। (اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى) তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই দুইজন দু'জন দু'জন করে অথবা এক একজন করে একজন একজন করে দাঁড়াও, (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ) তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, মুহাম্মদ (সা) যাদুকর কিনা, গণক কিংবা মিথ্যাবাদী কিংবা উম্মাদ কিনা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তোমাদের সংগী তোমাদের নিকট প্রেরিত নবী উন্মাদ নন, বিকারগ্রস্ত নন, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে যদি ঈমান না আন কিয়ামত দিবসের আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলমাত্র।

৪৭. (قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না কোন বিনিময় ও প্রতিদান চাই না, তা তোমাদেরই, (اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ) আমার পুরস্কার তো আমার সাওয়াব ও বিনিময় তো আল্লাহ্‌র নিকট, (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ) তিনি সর্ব বিষয়ে তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে দ্রষ্টা, অবগত, অবহিত।

(٤٨) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

(٤٩) قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ۝

৪৮. বল, আমার প্রতিপালক সত্য দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

৪৮. (قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন সত্য স্পষ্ট করে দেন এবং সত্য বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। (عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ) তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, বান্দাদের নিকট যা অদৃশ্য, আল্লাহ্ তা জানেন।

৪৯. (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ) বল, সত্য এসেছে, ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে এবং মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, শয়তান ও প্রতিমাগুলো কিছুই সৃজন করতে পারে না এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে।

(৫০) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ○

(৫১) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ○

(৫২) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ۚ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○

(৫৩) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○

(৫৪) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ○

৫০. বল, "আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট।

৫১. তুমি যদি দেখতে যখন এরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, এরা অব্যাহতি পাবে না এবং এরা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে।

৫২. এবং এরা বলবে, "আমরা তাতে বিশ্বাস করলাম।" কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে ওরা নাগাল পাবে কিরূপে?

৫৩. ওরা তো পূর্বে তাকে প্রত্যাখান করেছিল; ওরা দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারত।

৫৪. এদের এবং এদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল এদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

৫০. (قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে, আমি বিভ্রান্ত হলে সত্য এবং হিদায়াত থেকে, বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই অর্থাৎ ওই বিভ্রান্তির পরিণতি আমাকেই ভোগ করতে হবে। (وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ) আর আমি যদি সৎপথে থাকি, সত্য ও হিদায়াতের পথে থাকি, তবে তা এজন্য যে, আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন তাই হিদায়াত প্রাপ্ত হই। (اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ) তিনি সর্বশ্রোতা, যে তাঁকে ডাকে তাঁর প্রতি সন্নিকটে, যে তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেয় তার ডাকে সাড়া দানে।

৫১. (وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلاَ فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ) যদি তুমি দেখতে হে মুহাম্মদ (সা)! যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তাদেরকেসহ ভূমি ধসে যাবে এবং তারা মারা যাবে, এখানে বায়দা অঞ্চলের ভূমি ধসের বিবরণ দেয়া হয়েছে, সেখানকার অধিবাসীগণসহ ওই অঞ্চল ধসে যাবে। তখন কোন

অব্যাহিত নেই, ওদের কেউই রেহাই পাবে না। এবং তারা ধৃত হবে নিকটস্থ স্থান হতে, তাদের পায়ের নীচ থেকে, ভূমি ধসে ওরা ওখানেই প্রোথিত হয়ে যাবে।

৫২. (وَقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ) এবং ওরা বলবে, ভূমি ধসে প্রোথিত হয়ে যাবার সময় আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ) কী রূপে তারা নাগাল পাবে, তাওবা ও সত্যে প্রত্যাবর্তন করবে, এত দূরবর্তী স্থান থেকে মৃত্যুর পর।

৫৩. (وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ) ওরা তো তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআনকে অস্বীকার করেছিল, ইতোপূর্বে ভূমি ধ্বসে প্রোথিত হয়ে যাবার পূর্বে। এবং তারা অদৃশ্য সম্পর্কে বাক্য ছুঁড়ে মারত, দুনিয়াতে খেয়াল-খুশিমত বলত যে, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই নেই, দূরবর্তী স্থান থেকে মৃত্যুর পর, জান্নাত-জাহান্নামে কোন স্থানেই গমন নেই। অন্য ব্যাখ্যায়, অদৃশ্য সম্পর্কে বাক্য ছুঁড়ে মারবে অর্থ তারা দূরবর্তী স্থান থেকে তথা মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানাবে।

৫৪. (وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ) ওদের এবং ওদের বাসনার মধ্যে, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের কামনার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যেমন তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল ওদের সতীর্থ ও সধর্মীদের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল ইতোপূর্বে ওদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষেত্রে (اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ) ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সন্দেহের মধ্যে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা সম্পর্কে। স্বীয় কিতাবের গূঢ় রহস্য মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৫ আয়াত, ১৯৭ শব্দ, ৩১৩০ অক্ষর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِیْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٢) مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٣) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই, যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশতাদেরকে, যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তারপর কেউ সেটির উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৩. হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশরাজি ও পৃথিবী হতে রিয্‌ক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন ঃ

১. (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا) প্রশংসা আল্লাহ্‌র অর্থাৎ শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তি আল্লাহ্‌র, স্রষ্টা আকাশরাজির সৃষ্টিকর্তা আকাশরাজি এবং পৃথিবীর, যিনি ফিরিশতাদেরকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, ফিরিশতাদেরকে সৃষ্টি করেন এবং রিসালাত বা বাণীবহনের দায়িত্ব দিয়ে

(أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ) এবং নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত ফিরিশতাদেরকে সম্মানিত করেছেন ওরা দুই-দুই পাখা বিশিষ্ট। ফিরিশতাদের কেউ কেউ দু'পাখা বিশিষ্ট। ওই পাখার সাহায্যে তারা উড়ে যান তিন তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট, ওদের কতক তিন পাখা বিশিষ্ট এবং কতক চার পাশা বিশিষ্ট। (يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَايَشَاءُ) তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ ফিরিশতা সৃষ্টিতে তিনি পাখা বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোন কল্যাণ বৃদ্ধি কিংবা সুললিত কণ্ঠস্বর বৃদ্ধিতে যা চান তাই করেন। (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

২. (مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا) আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে বৃষ্টি, জীবিকা ও সুস্থতা প্রেরণ করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না, ওই অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। (وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهٖ) আর তিনি যা কিছু নিরুদ্ধ করেন আটক করে রাখেন তারপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই তাঁর আটক করে রাখার পর কেউ তা প্রেরণকারী নেই (وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) তিনি পরাক্রমশালী, আটক রাখার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময় যা প্রেরণ করার তা প্রেরণে।

৩. (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) হে মানুষ! মক্কার অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর বৃষ্টি, রিয্ক ও সুস্থতাসহ সকল অবদান স্মরণ কর (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে রিয্ক দান করে আকাশ থেকে বৃষ্টি দান করে এবং পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজি উদগত করে (لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ) তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই যে তোমাদেরকে রিয্ক দিতে পারে, সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে পরিচালিত হচ্ছ? কোথা হতে তোমরা এই মিথ্যা রচনা করছ যে, অন্যান্য উপাস্য তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করে?

(٤) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٥) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٜ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

(٦) اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

(٧) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

৪. এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র নিকট সবকিছু প্রত্যানীত হবে।

৫. হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।

৬. শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবল-কে আহ্বান করে কেবল এজন্যে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।

৭. যারা কুফরী করে, তাদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪. (وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ) এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কুরায়শগণ যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল তোমাকে যেমন তোমার গোত্র কুরায়শ মিথ্যাবাদী বলছে, অন্যান্য নবীদের গোত্রগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ) আল্লাহ্‌র নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হবে, আখিরাতে সকল বিষয় তাঁর নিকটই শেষ পরিণতি লাভ করবে।

৫. (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) হে মানুষ! হে মক্কাবাসীগণ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান নিশ্চিতভাবে ঘটবে (فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) সুতরাং তোমাদেরকে যেন কিছুতেই প্রতারিত না করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিচ্যুত না করে পার্থিব জীবন দুনিয়ার জীবনের আরাম-আয়েশ ও চাকচিক্য (وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ) আর তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে আল্লাহ্‌র দীন থেকে বিচ্যুত না করে সেই প্রবঞ্চক শয়তান, অন্য ব্যাখ্যায় غُرُوْرٌ শব্দের গাইন বর্ণে পেশ সহকারে পাঠসূত্রে অর্থ হবে, দুনিয়ার অসৎ নেতৃত্ব যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে।

৬. (اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ) শয়তান তোমাদের শত্রু, দীনের ক্ষেত্রেও, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রেও, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, দীনে ও আনুগত্যে তাকে অনুসরণ করো না। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে, তার মতবাদ ও আনুগত্যকারীদেরকে ডাকে এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়, তার সাথে এবং অন্যান্য জাহান্নামীদের সাথে তারাও জাহান্নামে একত্রিত হয়।

৭. (اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ) যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ, ওদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কঠোর সাজা (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) আর যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি এবং সৎকর্ম করে নিজেদের মাঝে ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে, যেমন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সাথীগণ (لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ) তাদের জন্য আছে ক্ষমা পাপসমূহের দুনিয়াতে ও মহা পুরস্কার, সম্মানজনক প্রতিদান জান্নাতে।

(৮) اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

(৯) وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

৮. কাকেও যদি তার মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে সেটিকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি

করেন। অতএব ওদের জন্যে আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। ওরা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন।

৯. আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে সেটি দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর আমি সেটি নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। তারপর আমি সেটি দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এরূপেই হবে।

৮. (اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا) কাউকে যদি তার মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় কুকর্ম সুন্দর করে দেখানো হয় এবং সে ওটিকে উত্তম মনে করে, সত্য মনে করে, যেমন আবূ জাহ্ল, সে কি ওই ব্যক্তির ন্যায় হবে, যাকে আমি ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা সম্মানিত করেছি অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক ও তাঁর সাথীদের ন্যায় হবে? (فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন তাঁর দীন থেকে যে মূলত ওই পর্যায়ের যোগ্য, অর্থাৎ আবূ জাহ্ল ও তার সাথীগণ এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন তাঁর দীনের পথে পরিচালিত করেন, যে মূলত ওই পর্যায়েরই যোগ্য, যেমন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সাথীগণ (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ) অতএব ওদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়, ওরা যদি ঈমান না আনে আর তার ফলে যদি তারা ধ্বংস হয় তাতে ওদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে তুমি নিজেকে ধ্বংস করবে না (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ) ওরা যা করে কুফরী বিশ্বাস নিয়ে যত ষড়যন্ত্র করে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার জন্য 'দারুন নাদওয়াতে' বসে যে চক্রান্ত করে, আল্লাহ্ তা জানেন।

৯. (وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا) আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, মেঘমালাকে উপরে তোলেন ও পরিচালনা করেন (فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ) তারপর আমি সেটিকে পরিচালিত করি, বৃষ্টিকে নিয়ে যাই নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে, বৃক্ষ-লতা ও উদ্ভিদ বিহীন স্থানে, (فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) তারপর সেটি দ্বারা বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর, শুষ্ক ও অনুর্বরতার পর সঞ্জীবিত করি (كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ) পুনরুত্থান এরূপেই হবে, এভাবেই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং কবর থেকে বের হবে।

(١٠) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ
وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰۗىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ ○

(١١) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১০. কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উত্থিত হয় এবং সৎকর্ম সেটিকে উন্নীত করে।

১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, এরপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল। আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে, এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ।

১০. (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ) কেউ ক্ষমতা চাইলে, কেউ জানতে চাইলে যে, ক্ষমতা, শক্তি ও প্রতিরোধের মালিক কে (فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا) সে জেনে রাখুক সকল ক্ষমতা শক্তি ও নিরাপত্তা আল্লাহরই, (اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) তাঁরই দিকে সকল পবিত্র বাণী আরোহণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বাণী (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ) আর সৎকর্ম সেটিকে উন্নীত করে, পবিত্র বাক্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্ম কবুল করেন আর (وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ) যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে, আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, অপর ব্যাখ্যায় 'দারুন নাদওয়াতে' বসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তাঁকে বন্দী করে রেখে হোক কিংবা মক্কা থেকে বহিষ্কার করে হোক কিংবা সবাই মিলে তাঁকে হত্যা করে ফেলে হোক (لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ) তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি (وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ) তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই ওদের ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্ত বিফল হবেই, এরা হল আবূ জাহ্ল ও তার সাথীবৃন্দ, কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে সুদখোর লোকদেরকে উপলক্ষ করে।

১১. (وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃজন করেছেন মাটি হতে, আদম (আ) থেকে আর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, পিতাদের বীর্য থেকে, তারপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ) আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্র অজান্তে এবং তার বিনানুমতিতে কোন মহিলা গর্ভধারণ করে না কোন গর্ভধারিণী গর্ভবতী হয় না এবং প্রসবও করে না পূর্ণ মেয়াদান্তে কিংবা অপূর্ণ মেয়াদে, (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ) কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না জীবনকাল বর্ধিত ও দীর্ঘায়িত করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে স্পষ্ট লিপিতে লাওহ্-ই-মাহফূযে লিখিত রয়েছে (اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ) এটি এসব সংরক্ষণ করা আল্লাহ্র জন্য সহজ লিখা ছাড়াও।

(১২) وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(১৩) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ○

১২. দরিয়া দুটো একরূপ নয়– একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়; অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান কর এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ সেটির বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

১২. (وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ) দরিয়া দুটো মিষ্ট পানির দরিয়া ও লোনা পানির দরিয়া, সমান নয়, একটির পানি সুপেয়-সুমিষ্ট মজাদার, লোভনীয় আর অন্যটির পানি লোনা, খর তিক্ত, লবণাক্ত, বিস্বাদ, পান করা যায় না (وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا) প্রত্যেকটি থেকে মিষ্ট ও লবণাক্ত উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার কর, তাজা মাছ খেয়ে থাক (وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا) এবং তোমরা আহরণ করে থাক বিশেষত লবণাক্ত সমুদ্র থেকে অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর, মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) এবং তোমরা দেখ তাতে সমুদ্রে নৌকা চলাচল করে নৌযান যাতায়াত করে, একই বাতাসের সাহয্যে সম্মুখে অগ্রসর হয়, পেছনে সরে যায় লক্ষ্যস্থলে যায় এবং ফিরে আসে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার তাঁর দেয়া রিয্ক সংগ্রহ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাঁর দেয়া নিয়ামতের শোকরগুযারী করতে পার।

১৩. (يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনে অন্তর্ভুক্ত করেন, ফলে দিন হয়ে যায় রাত অপেক্ষা ছয়ঘন্টা দীর্ঘ এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে দিনকে রাতের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, ফলে তখন রাত হয়ে যায় দিনের চেয়ে ছয় ঘন্টা দীর্ঘ, (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, সূর্য ও চন্দ্রের আলোকে করেছেন মানব জাতির জন্য কল্যাণকর (كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى) প্রত্যেকে সূর্য এবং চন্দ্র, রাত এবং দিন পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট কক্ষপথের জন্য নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত (ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ) তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক এসবে কিছু করেন, অন্য কোন উপাস্য এসব করে না সার্বভৌমত্ব তাঁরই সকল কোষাগারে সঞ্চিত ভাণ্ডার তাঁরই (وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ) তোমরা তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, যাদের উপাসনা কর, তারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়, তারা খর্জুর আঁটির আবরণের সমানও ওসব কাজ করতে পারবে না।

(১৪) اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

(১৫) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝

(১৬) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

(১৭) وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

১৪. তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের

১৫. হে মানুষ, তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্‌, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।

১৭. এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়।

১৪. (إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ) তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে অর্থাৎ উপাস্যগুলোকে ডাকলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না, কারণ সেগুলো বধির, মূক ও অন্ধ, কিছুই শুনতে পায় না (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ) এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ) তোমাদের প্রতি ওদের বিক্ষুব্ধ থাকার কারণে কিয়ামত দিবসে ওরা তোমরা যে শিরক করেছ তা অস্বীকার করবে, তোমরা যে ওগুলোকে আল্লাহ্‌র অংশীদার নির্ধারিত করেছিলে এবং ওগুলোর উপাসনা করেছিল তা ওগুলো অস্বীকার করবে (وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ) সর্বজ্ঞের ন্যায় অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না ওদের সম্পর্কে এবং ওদের কর্ম সম্পর্কে।

১৫. (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ) হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী দুনিয়াতে তাঁর ক্ষমা, তাঁর রহমত, তাঁর দেয়া রিযক এবং তাঁর দেয়া সুস্থতার মুখাপেক্ষী আর আখিরাতে তাঁর দেয়া জান্নাতের মুখাপেক্ষী (وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ) কিন্তু আল্লাহ্‌-তিনি অভাবমুক্ত তোমাদের নিকট থাকা ধন-সম্পদের ব্যাপারে, প্রশংসার্হ, আপন কর্মে প্রশংসাযোগ্য।

১৬. (اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদেরকে মৃত্যু দিতে পারেন, ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম, আল্লাহ্‌র প্রতি অধিকতর অনুগত।

১৭. (وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ) এটি তোমাদেরকে ধ্বংস করা এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়, কষ্টকর নয়।

(١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

(١٩) وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝

(٢٠) وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝

(٢١) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝

১৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে এটি বহন করতে আহ্বান করে, তবে সেটির কিছুই বহন করা হবে না; নিকট-আত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরকেই

নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌রই নিকট।

১৯. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

২০. অন্ধকার ও আলো,

২১. ছায়া ও রৌদ্র,

১৮. (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى) কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। কোন বহনকারী স্বেচ্ছায় অন্যের পাপের বোঝা গ্রহণ করবে না; তবে জবরদস্তি করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। অন্য ব্যাখ্যায় একের দোষে অন্যজন শাস্তি ভোগ করবে না, অপর ব্যাখ্যায় নিজস্ব পাপ ও দোষ না থাকলে কেউ শাস্তি ভোগ করবে না। (وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ) কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি পাপের বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি কাউকে তা বহন করার জন্য ডাকে, পাপ বহন করার জন্য ডাকে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না কোন পাপই অন্যে বহন করবে না (وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ) নিকট আত্মীয় হলেও রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠজন হলেও, যেমন পুত্র-কন্যা ও পিতামাতা হলেও। তুমি সতর্ক করতে পারবে হে মুহাম্মদ (সা) তোমার সতর্কীকরণে উপকৃত হবে তারা, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তিনি ওদের থেকে অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্যে কাজ করে, বস্তুত আল্লাহ্‌র নিকট তো কিছুই অদৃশ্য নেই এবং সালাত কায়েম করে, পরিপূর্ণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে (وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ) যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ গ্রহণ করে, অতীত ভুল সংশোধন করে এবং স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, সে তো পরিশুদ্ধ হয় নিজেরই কল্যাণের জন্য নিজের উপকারের জন্য একত্ববাদ, আত্মশুদ্ধি ও দান সদকা করে, তার কর্মের পুরস্কার সে-ই পাবে, প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট।

১৯. (وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ) সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, কাফির ও ঈমানদার।

২০. (وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ) সমান নয় অন্ধকার ও আলো অর্থাৎ কুফরী ও ঈমানদারী।

২১. (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ) সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম।

(٢٢) وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝

(٢٣) اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ۝

(٢٤) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝

(٢٥) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে।

২৪. আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।

২৫. এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে এদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল– তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

২২. (وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ) এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত অর্থাৎ আনুগত্যে ও মর্যাদা প্রাপ্তিতে ঈমানদারগণ ও কাফিরগণ সমান নয় (اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ) আল্লাহ্ শ্রবণ করান বুঝিয়ে দেন যাকে চান যে তার যোগ্য (وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ) তুমি তো শ্রবণ করাতে পারবে না বুঝাতে পারবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে, যারা কবরস্থিত নির্জীব লাশের মত হয়ে রয়েছে তাদেরকে।

২৩. (اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ) তুমি তো একজন হে মুহাম্মদ (সা) সতর্ককারী মাত্র, কুরআনের সাহায্যে সতর্ক ও সাবধানকারী একজন রাসূল মাত্র।

২৪. (اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি হে মুহাম্মদ (সা) সত্যসহ কুরআন সহকারে সুসংবাদদাতা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদানকারী সতর্ককারীরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারীদেরকে জাহান্নাম সম্বন্ধে সতর্ককারীরূপে। (وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ) এমন কোন সম্প্রদায় নেই, উম্মত নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি, সাবধানকারী রাসূল আসেনি।

২৫. (وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, হে মুহাম্মদ (সা) কুরায়শগণ যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে এদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল তোমার সম্প্রদায় কুরায়শদের পূর্বেকার সম্প্রদায়ও তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) ওদের নিকট এসেছিল ওদের জন্য নির্ধারিত রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আদেশ-নিষেধ বিষয়ক নিদর্শনাদি (وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ) এবং গ্রন্থাদি তৎপূর্ববর্তী লোকদের ইতিহাস সম্বলিত কিতাবাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ, হালাল-হারাম বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থসহ।

(٢٦) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

(٢٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

(٢٨) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

(٢٩) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝

২৬. তারপর আমি কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি!

২৮. এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

২৯. যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে– তাদের এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই।

২৬. (ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) তারপর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম, সাজা দিয়েছিলাম কাফিরদেরকে, কিতাব ও রাসূল অস্বীকারকারীদেরকে (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ) কী ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি! হে মুহাম্মদ (সা)! ভেবে দেখুন, ওরা যখন ঈমান আনল না তখন কিভাবে শাস্তির মাধ্যমে আমি তাদের অবস্থা পাল্টিয়ে দিলাম।

২৭. (اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) তুমি কি দেখ না, তুমি কি অনুধাবন কর না আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং (فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا) আমি সেটি দ্বারা বৃষ্টি দ্বারা বিচিত্রবর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি মিষ্টি-টক নানা প্রকারের (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ) এবং পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথসমূহ রাস্তাসমূহ, ফলমূলের বৈচিত্র্যের ন্যায় শুভ্র, লাল এবং নিকষ কাল, প্রচণ্ড কাল পাহাড়।

২৮. (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ) এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের জন্তু এবং আন'আমের মধ্যে রয়েছে অনুরূপ বিভিন্ন রং বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রজাতির (اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে জ্ঞানী বান্দাগণই মূলত আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী আপন রাজত্বে ও কর্তৃত্বে, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমাশীল যে ঈমান আনে তার প্রতি।

২৯. (اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ) যারা পাঠ করে তিলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদ, যেমন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সাথীগণ, সালাত কায়েম করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করে (وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ) আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি, ধন-সম্পদ দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে সাদকা করে গোপনে যা শুধু তারা আর আল্লাহ্ জানেন এবং প্রকাশ্যে যা তারা এবং অন্যান্য লোকজন জানে তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের অর্থাৎ জান্নাত যার ক্ষয় নেই নষ্ট ও ধ্বংস নেই।

(৩০) لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

(৩১) وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

৩০. এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩১. আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁর

৩০. (لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ) এজন্য যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তাদেরকে কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন, জান্নাতে পুরস্কার দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন, তাঁর দয়ায় এক থেকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন (اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ) তিনি তো ক্ষমাশীল ওদের জঘন্য জঘন্য পাপাচারের ক্ষেত্রেও, গুণগ্রাহী ওদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলের ব্যাপারেও; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলও তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে বড় বড় পুরস্কার প্রদান করেন।

৩১. (وَالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ) আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যে কিতাব সহকারে জিব্‌রাঈল (আ) -কে তোমার নিকট প্রেরণ করেছি অর্থাৎ কুরআন মজীদ (هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) তা সত্য, হক এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক একত্ববাদ ও পূর্ববর্তী কিতাবের কতক বিধি বিধান সমর্থনকারী (اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সব কিছু জানেন, কে ঈমান আনয়ন করছে, কে ঈমান আনয়ন করছে না, সব কিছু দেখেন, ওদের কর্মসমূহ অবলোকন করেন।

(٣٢) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۞

(٣٣) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞

৩২. তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, তবে তাদের কেউ নিজের উপর অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটিই মহা অনুগ্রহ।

৩৩. তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

৩২. (ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) তারপর কুরআন সহকারে জিব্‌রাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি প্রেরণ করার পর আমি ওই কিতাবের অধিকারী করলাম কুরআন কণ্ঠস্থকরণ, সংরক্ষণ, লিখন এবং পঠনের সুযোগ দিয়ে ধন্য করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করলাম বেছে নিলাম ঈমান আনয়ন সূত্রে, অর্থাৎ উম্মত-ই-মুহাম্মদী (সা)-কে (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে, যা থেকে মুক্তি পাবেনা সুপারিশ ব্যতীত কিংবা বিশেষ ক্ষমা কিংবা প্রতিজ্ঞা পূরণ ব্যতীত, কেউ মধ্যপন্থী, যার নেক আমল ও বদ আমল সমান, আল্লাহ্ তার হিসাব গ্রহণ সহজ করবেন এবং ফলশ্রুতিতে সে মুক্তি পাবে (وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ) এবং তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আল্লাহ্‌র দেয়া তাওফীক, সম্মান ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, দুনিয়াতে ভাল কাজে সম্মুখ সারিতে অবস্থানকারী এবং আখিরাতে জান্নাত-ই-আদন এর সন্নিকটে অবস্থানকারী (ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ) এটি আল্লাহ্‌র মনোনয়ন এবং বান্দার অগ্রগামিতা অর্জন মহা অনুগ্রহ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের

৩৩. (جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا) তারা প্রবেশ করবে জান্নাত-ই-আদন-এ দয়ার বিশেষ প্রাসাদ, আল্লাহ্র তৈরি বিশেষ বাসস্থান, অন্যান্য জান্নাত সেটির চারিদিকে অবস্থিত (يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا) সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে জান্নাতে তারা পরিধান করবে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তার কংকন এবং মুক্তার গহনা, এটি মহিলাদের জন্য নির্ধারিত গহনা, পুরুষদের জন্য থাকবে শুধু স্বর্ণ-নির্মিত অংলকার (وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ) এবং সেখানে জান্নাতে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের ।

(٣٤) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۙ

(٣٥) الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

(٣٦) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

৩৪. এবং তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন। আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী;

৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

৩৬. কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, ওরা মরবে এবং ওদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩৪. (وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) এবং তারা বলবে জান্নাতীগণ জান্নাতে অবস্থান করে বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, সকল শোকর ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র প্রতিই নিবেদিত, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন, মৃত্যু ভয়, নিয়ামত হারানো এবং কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা বিদূরিত করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াতে যে সকল বিপদাপদের আশংকা ছিল তা দূর করেছেন (اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ) আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল জঘন্য জঘন্য পাপাচারের ক্ষেত্রেও, গুণগ্রাহী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলও সাদরে গ্রহণকারী।

৩৫. (اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ) যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে নিজ দয়ায় স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, জান্নাতে স্থান দিয়েছেন, যেখান থেকে স্থানান্তর করা হবে না- (لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ) যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না, জান্নাতে দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয় না এবং ক্লান্তি-শ্রান্তি-অবসন্নতা-অক্ষমতাও স্পর্শ করে না এই জান্নাতে।

৩৬. (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ) কিন্তু যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআন প্রত্যাখ্যান করে, যেমন আবূ জাহ্ল ও তার সাথীগণ, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন (لَا يُقْضٰى

না যে, ওরা মরবে এবং শাস্তি থেকে রেহাই পাবে, তা হবে না এবং (وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا) ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না হাল্কা করা হবে না, অবকাশ দেয়া হবে না এবং প্রত্যাহার করা হবে না এক মুহূর্তের জন্যও (كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ) এভাবে এরূপে আমি শাস্তি দিব আখিরাতে প্রত্যেক কাফিরকে আল্লাহ্ ও তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারীকে।

(৩৭) وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۭ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

(৩৮) اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

(৩৯) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۗىِٕفَ فِي الْاَرْضِ ۭ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۭ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝

৩৭. সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎকর্ম করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না"। আল্লাহ্ বলবেন, "আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

৩৭. (وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا) সেথায় ওরা আর্তনাদ করে বলবে, কাফিরগণ জাহান্নামে ফরিয়াদ জানাবে, প্রার্থনা করবে এবং আহাজারি ও অনুনয়-বিনয় করে, (رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ) বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, জাহান্নাম থেকে বের করে দুনিয়াতে ফেরত পাঠান। আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব। আমরা সৎকর্ম করব, ঈমানের আলোকে ভাল কাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা নয়, শিরক সূত্রে যা করতাম তা করব না। (اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ) তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে বলবেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন আয়ু দান করিনি হে কাফিরগণ! দুনিয়াতে এমন দীর্ঘজীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ ও ঈমান আনতে চাইলে সতর্ক হতে পারতো, উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো। (وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ) তোমাদের নিকট তো সতর্ককারী এসেছিল, কুরআন সহকারে মুহাম্মদ (সা) এসেছিলেন, তিনি তোমাদেরকে এই দিবস সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তোমরা তা বিশ্বাস করনি, তাতে ঈমান আনয়ন করনি। (فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ) সুতরাং আস্বাদন কর জাহান্নামের আযাব, যালিমদের কাফিরদের কোন সাহায্যকারী

৩৮. (اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্য বিষয় অবহিত আছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন যে, ওদেরকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠালে তারা নিষিদ্ধ কর্মের পুনরাবৃত্তি করবে। (اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) অন্তরে যা রয়েছে , মনে যা রয়েছে ভাল কিংবা মন্দ ইচ্ছা, সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত।

৩৯. (هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ) তিনিই তোমাদেরকে হে মুহাম্মাদের (সা) উম্মত! পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। অতীত উম্মতের ধ্বংসের পর পৃথিবীতে বসবাসকারী করেছেন, (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ) সুতরাং কেউ কুফরী করলে, আল্লাহ্কে অস্বীকার করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে, ওই কুফরীর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। (وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا) কাফিরদের কুফরী কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে অস্বীকারকারীদের-এই অস্বীকৃতি কিয়ামত দিবসে তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করবে। (وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا) এবং কাফিরদের কুফরী দুনিয়াতে তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে আখিরাতের, পরকালের।

(৪০) قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰي بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ۝

(৪১) اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ڬ وَلَىِٕنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪০. বল, "তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সে সকল দেব-দেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে ওদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি ওদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি, যার প্রমাণের উপর ওরা নির্ভর করে?" বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

৪১. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে ওগুলো স্থানচ্যুত না হয়। ওগুলো স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

৪০. (قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কাবাসীদেরকে, তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের শরীকদের ব্যাপারে, তোমাদের দেব-দেবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর পূজা কর, ওরা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও, ওদের সৃষ্ট কিছু থাকলে দেখাও (اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ) অথবা ওদের কোন অংশীদারিত্ব থাকলে আল্লাহ্র সাথে আকাশে আকাশ সৃষ্টিতে তাও দেখাও, না কি আমি ওদেরকে দিয়েছি কোন কিতাব ... করেছি কোন

(يَعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا) বস্তুত যালিমরা, মুশরিকরা দুনিয়াতে আলাপ-আলোচনায় একে অন্যকে অর্থাৎ নেতাগণ তাদের অনুসারীদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, বাতিল প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, আখিরাত সম্পর্কে।

৪১. (اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا) আল্লাহ্ সংরক্ষণ করেন, আকাশরাজি ও পৃথিবীকে ধরে রাখেন, স্থির রাখেন, যাতে ওগুলো স্থানচ্যুত না হয়, ইয়াহূদী ও নাসারাদের পাপাচারপূর্ণ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে (وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ) ওগুলো যেন আপন আপন স্থান থেকে বিচ্যুত না হয়, ইয়াহূদীরা তো বলে উযায়র (আ) আল্লাহ্র পুত্র আর নাসারাগণ বলে মাসীহ ঈসা (আ) আল্লাহ্র পুত্র ওগুলো স্থানচ্যুত হলে নিজ নিজ স্থান হতে বিচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত তাঁর সংরক্ষণ ব্যতীত কে আছে যে, ওগুলোকে সংরক্ষণ করবে, রক্ষা করবে? (اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا) তিনি অতি সহনশীল ইয়াহূদী-নাসারাদের পাপাচারপূর্ণ মন্তব্যের মুখেও, ক্ষমাপরায়ণ ওদের মধ্যে যারা তাওবা করে তাদের প্রতি।

(٤٢) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ ○

(٤٣) اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ○

৪২. এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলত যে, এদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের অনুসারী হবে, কিন্তু এদের নিকট যখন সতর্ককারী এল তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল;

৪৩. পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওদের উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি এরা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্র বিধানে কোন ব্যতিক্রমও পাবে না।

৪২. (وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ) ওরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলত, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কাফিরগণ আল্লাহ্র নামে কসম করে বলত যে, ওদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে সাবধানকারী রাসূল এলে তারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা ইয়াহূদী-নাসারা অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে, দ্রুত ওই রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে এবং দীনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সত্যানুসারী হবে। (فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا) কিন্তু ওদের নিকট যখন সতর্ককারী এল কুরআন নিয়ে মুহাম্মদ (সা) এলেন তখন তা কেবল তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করল, তাঁর থেকে দূরত্বই বৃদ্ধি করল।

৪৩. (اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে এবং কূট কৌশলের কারণে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কারণে (وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ) কূট ষড়যন্ত্র মন্দ কথা ও মন্দ কাজ পরিবেষ্টন করে, শুধু তার উদ্যোক্তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং পতিত হয় উদ্যোক্তাদেরই উপর। (فَهَلْ)

(يَنْظُرُوْنَ الاَّ سُنَّتَ الاَوَّلِيْنَ) তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে তারা কি অপেক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযোজ্য বিধানের, পূর্ববর্তীদের উপর আপতিত শাস্তির যখন ওরা নিজ নিজ রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتَ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتَ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً) কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের আল্লাহ্‌র আযাবের ক্ষেত্রে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না বিকৃতি পাবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন লক্ষ্যচ্যুতিও দেখবে না যে, যাকে আযাব দিবেন তাকে ছেড়ে অন্যের উপর আযাব পতিত হবে।

(٤٤) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

(٤٥) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

৪৪. এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেত। ওরা তো এদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫. আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

৪৪. (أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ওরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না, মক্কার কাফিররা কি সফর করে না, তাহলে তারা দেখতে পেত, চিন্তা-ভাবনা করতে পারত, উপলব্ধি করতে পারত কী পরিণাম হয়েছিল কি প্রতিফল পেয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের নিজ নিজ রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতিতে। (وَكَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) ওরা তো এদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল দৈহিকভাবে (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الاَرْضِ) এবং ধন-সম্পদের দিক থেকে আল্লাহ্ এমন নন যে, তাঁকে অক্ষম করতে পারে, তাঁর আয়ত্ত থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে আকাশরাজি ও পৃথিবীর কোন কিছুই, তাঁর সৃষ্টি জগতের কেউই। (اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا) তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে সর্বশক্তিমান ওদের উপর।

৪৫. (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) আল্লাহ্ মানুষকে জিন-ইনসান সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে সকল পাপাচারিতার জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না দুনিয়াতে কাউকেই বিশেষত জিন-ইনসানের কাউকেই ছেড়ে দিতেন না। (وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى) কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন সুযোগ দিয়ে থাকেন একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত। (فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا) তারপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে, ধ্বংসের নির্ধারিত সময়ক্ষণ [illegible]

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ ৮৩ আয়াত, ৭২৯ শব্দ, ৩০০ বর্ণ

(মূল গ্রন্থে ভুলক্রমে ৯২ আয়াত মুদ্রিত আছে।)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) يٰسٓ ۚ

(٢) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ

(٣) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

(٤) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ

(٥) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ

(٦) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

(٧) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১. ইয়াসীন.

২. শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।

৩. তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;

৪. তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

৫. কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট হতে,

৬. যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা গাফিল।

৭. ওদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে, সুতরাং ওরা ঈমান আনবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (يٰسٓ) ইয়াসীন অর্থাৎ হে মানুষ! সেমেটিক ভাষায় 'ইয়াসীন' অর্থ হে মানুষ।

২. (وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ) শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।

৩. (اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) নিশ্চয়ই তুমি হে মুহাম্মদ (সা)! রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাক্য। ইয়া, সীন এবং জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ করা হয়েছে। শপথ করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ বর্ণনাকারী কুরআনের। শপথের বিষয়বস্তু হল, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি অবশ্যই রাসূলগণের অন্যতম।

৪. (عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় দীন-যেটি আল্লাহ্‌র মনোনীত অর্থাৎ দীন-ই-ইসলামে তুমি অবিচল আছ।

৫. (تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ) এটি অবতীর্ণ পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্থাৎ কুরআন পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহ্‌র বাণী। যিনি বেঈমানের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে অপ্রতিরোধ্য এবং ঈমানদারের প্রতি অতিশয় দয়ালু।

৬. (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ) যাতে তুমি সতর্ক করতে পার সাবধান করে দিতে পার কুরআন দ্বারা এমন এক জাতিকে অর্থাৎ কুরায়শ জাতিকে যেমন সতর্ক করা হয়েছিল যেরূপ শর্ত করা হয়েছিল তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে। অপর ব্যাখ্যায় এমন এক জাতিকে, যাদের পূর্বপুরুষকে তোমার পূর্বে কোন রাসূল এসে সতর্ক করেননি। (فَهُمْ غَافِلُوْنَ) তারা তো গাফিল আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন এবং আখিরাত অস্বীকারকারী।

৭. (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ) ওদের অধিকাংশের জন্য, মক্কার অধিবাসী আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদের জন্যে অবধারিত হয়েছে সেই বাণী আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তির বাণী, অনিবার্য হয়ে পড়েছে। (فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং ওরা ঈমান আনবে না, আল্লাহ্‌র অনাদি জ্ঞানে আছে যে, তারা ঈমান আনয়ন করবে না, ওরা চায় না ঈমান আনতে, ফলে তারা ঈমান আনেনি এবং বদর দিবসে কুফরী অবস্থায় নিহত হয়েছে।

(৮) اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝

(৯) وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

(১০) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮. আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে।

৯. আমি ওদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং ওদেরকে আবৃত করেছি। ফলে ওরা দেখতে পায় না।

১০. তুমি ওদেরকে সতর্ক কর বা না কর, ওদের পক্ষে উভয়ই সমান, ওরা ঈমান আনবে না।

৮. (اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ) আমি তাদের গলদেশে তাদের ডান হাত গুলোতে, বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি লোহার তৈরি, ফলে সেগুলো, বেড়ি পরানো হাতগুলো সেঁটে গিয়েছে চিবুক পর্যন্ত, থুতনি পর্যন্ত (فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ) ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে বেড়ি পরানো অবস্থায়, অপর ব্যাখ্যায় ওরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযরত অবস্থায় তাকে পাথর মারতে উদ্যত হয়েছিল তখন আমি তাদের

ডান হাতগুলোকে তাদের চিবুকের সাথে সেঁটে দিয়েছিলাম। ফলে তারা সকল কর্ম থেকে বেকার হয়ে পড়ল। বস্তুত তারা বঞ্চিত হয়ে রইল সকল কল্যাণ থেকে।

৯. (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ) আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, আখিরাত সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণায় পর্দা ও অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছি। এবং তাদের পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, পার্থিব বিষয়েও পর্দা ও অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছি। এবং ওদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না সত্য ও হিদায়াত উপলব্ধি করতে পারে না। অপর ব্যাখ্যায় আমি ওদের সম্মুখে প্রাচীর তথা পর্দা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযরত অবস্থায় তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিল। পর্দা সৃষ্টি করে দেয়ার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পায়নি, পাথরও মারতে পারেনি। ওদের পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি অর্থাৎ পর্দা সৃষ্টি করে দিয়েছি; ফলে তারা তাদের পশ্চাতে অবস্থানকারী সাহাবীদেরকে (রা) দেখতে পায়নি, তাদেরকে পাথর মারতে পারেনি। আমি তাদের আবৃত করে দিয়েছি অর্থাৎ তাদের চোখ ঢেকে দিয়েছি ফলে তারা নবী (সা)-কে দেখতে পায়নি যে, তাঁকে কষ্ট দিবে।

১০. (وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) ওদের পক্ষে দুটোই সমান, বানূ মাখযূম গোত্র, আবূ জাহ্ল ও তার সাথীদের ক্ষেত্রে দুটোই সমান, তুমি ওদেরকে সতর্ক কর কুরআন দ্বারা সাবধান কর কিংবা না কর ওরা ঈমান আনবে না ঈমান আনার ইচ্ছাও করবে না। ফলে বদর দিবসে তারা কুফরী অবস্থায় নিহত হয়েছে اِنَّا جَعَلْنَا থেকে فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত আবূ জাহ্ল, ওয়ালীদ ও তাদের সাথীদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে।

(١١) اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

(١٢) اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○

(١٣) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

(١٤) اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

১১. তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে, অতএব তাদেরকে তুমি ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ দাও।

১২. আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা ওরা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

১৩. ওদের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাদের নিকট এসেছিল রাসূলগণ।

১৪. যখন ওদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, কিন্তু ওরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল, "আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।"

১১. (اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ) তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক

উপদেশ মেনে চলে অর্থাৎ কুরআনের অনুসরণ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, যেমন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সাথীগণ। এবং যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, দয়াময় আল্লাহকে না দেখেও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে। (فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرٍ كَرِيْمٍ) অতএব তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও ক্ষমা দুনিয়াতে পাপাচারগুলোর ক্ষমা প্রাপ্তি ও মহা পুরস্কারের জান্নাতে সম্মানজনক পুরস্কারের ও প্রতিদানের।

১২. (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ) আমিই মৃতকে জীবিত করি পুনরুত্থানের জন্য জীবিত করব এবং লিখে রাখি তাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি, যা ওরা অগ্রে প্রেরণ করে কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভাল ও মন্দ এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, যে সকল ভাল ও পুণ্যময় রীতিনীতি রেখে যায় অতঃপর তাদের মৃত্যুর পর মানুষ তা আমল করে, অথবা মন্দ রীতিনীতি তাদের মৃত্যুর পর মন্দ লোকেরা যা অনুসরণ করে। (وَكُلَّ شَيْئٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ) আমি প্রত্যেক জিনিস, ওদের সকল কর্ম স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি, লাওহে-মাহফূযে লিখে রেখেছি।

১৩. (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ) ওদের নিকট উপস্থিত কর মক্কাবাসীদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত, ইনতাকিয়া জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা, কিভাবে আমি ওদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। (اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ) তাদের নিকট তো এসেছিল রাসূলগণ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে শামঊন আল-সাফফার তাদের নিকট এসেছিলেন, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

১৪. (اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ) তখন ওদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন, তারপর সামআন ও ছাওমান নামের দু'জন দূত আমি ওদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা ওই দু'জনকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমি তৃতীয় একজন দ্বারা তাদেরকে শক্তিশারী করেছিলাম। তৃতীয় দূত শামঊনকে প্রেরণ করে আমি ওই দু'জনকে শক্তিশালী করেছিলাম যে, সে ওদের রিসালাতের বাণী পৌছানোর সত্যায়ন করেছে (فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ) এবং তারা বলেছিল, "আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।"

(১৫) قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ○

(১৬) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○

(১৭) وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

(১৮) قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৫. ওরা বলল, "তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যা বলছ।"

১৬. তারা বলল, "আমাদের প্রতিপালক জানেন- আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

১৮. ওরা বলল, "আমরা তোমাদেরকে অমংগলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদেরকে অবশ্যই পাথরের আঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।"

১৫. (قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا) ওরা বলল, "তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।" আদম সন্তান। (وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ) দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি, কিতাবও প্রেরণ করেননি, রাসূলও প্রেরণ করেননি। (اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَكْذِبُوْنَ) "তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ" আল্লাহ্ সম্পর্কে।

১৬. (قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ) ওরা বলল, রাসূলগণ বলল, "আমাদের প্রতিপালক জানেন সাক্ষ্য দেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।"

১৭. (وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ) স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব, তোমাদের জানা ভাষায় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।

১৮. (قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ) ওরা বলল, রাসূলদেরকে বলল, আমরা তোমাদেরকে অমংগলের কারণ মনে করছি, তোমাদেরকে অশুভের প্রতীক মনে করছি, (لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ) "যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদের বক্তব্য ও দাবি থেকে, তবে আমরা তোমাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করব, পাথরাঘাতে হত্যা করব তোমাদেরকে (وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ) এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে" যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে।

(١٩) قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

(٢٠) وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى ۡ قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٢١) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٢٢) وَمَالِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٢٣) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ○

১৯. তারা বলল, "তোমাদের অমংগল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি?" বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

২০. নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এল, সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়, রাসূলদের অনুসরণ কর।

২১. অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।"

২২. আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করব না?

২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

১৯. (قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ) ওরা বলল অর্থাৎ রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অমংগল, দুঃখ ও অকল্যাণ তোমাদেরই সাথে, তোমাদের কর্মের পরিণতি হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপতিত। (اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ) এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা কি এ জন্য অকল্যাণ বোধ করছ যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি ও আল্লাহ্‌র নামে সতর্ক করছি, (بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ) বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার নির্ধারণকারী সম্প্রদায়।

২০. (وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى) নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এল, রাসূলদের আগমনের সংবাদ পেয়ে নগরীর মধ্যবর্তী স্থান থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে এলেন হাবীব আন-নাজ্জার। (قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

২১. (اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক কিংবা ধনসম্পদ চান না। এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত, তাওহীদ ও একত্ববাদের পথপ্রাপ্ত। ওরা তাঁকে বলল, হায় তুমি কি আমাদের থেকে, আমাদের দীন থেকে দূরে সরে গেলে এবং আমাদের শত্রুর দীনে প্রবেশ করলে? তখন হাবীব আন-নাজ্জার ওদেরকে বললেনঃ

২২. (وَمَا لِىَ لاَ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করছেন, সৃজন করেছেন, আমি তাঁর ইবাদত করব না এবং তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে মৃত্যুর পর।

২৩. (ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব, তোমাদের নির্দেশ মুতাবিক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তি-প্রতিমার উপাসনা করব? (اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ) দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে, করুণাময় আল্লাহ্ আমাকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করতে চাইলে (لاَّ تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ يُنْقِذُوْنِ) ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি দানের জন্য ওদের তো সুপারিশ করার কোন অবকাশই নেই এবং ওরা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না অর্থাৎ ওই মূর্তি-প্রতিমাগুলো আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

(٢٤) اِنِّیْۤ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ○

(٢٥) اِنِّیْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ○

(٢٦) قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ یٰلَیْتَ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ ○

(٢٧) بِمَا غَفَرَ لِیْ رَبِّیْ وَ جَعَلَنِیْ مِنَ الْمُكْرَمِیْنَ ○

(٢٨) وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِیْنَ ○

২৪. এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।

২৬. তাকে বলা হল, "জান্নাতে প্রবেশ কর", সে বলে উঠল, "হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত–

২৭. কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

২৮. আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।

২৪. (اِنِّىْ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) এরূপ করলে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কিছুর উপাসনা করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব, প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত হব। এরপর হাবীব নাজ্জার ওদেরকে বলল ঃ

২৫. (اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ) আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন। ঈমান আনয়নে আমার অনুসরণ কর। অপর ব্যাখ্যায় হাবীব নাজ্জার এই কথাটি বলেছিল আগত রাসূলদেরকে উদ্দেশ্য করে যে, আমি আপনাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শুন অর্থাৎ তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দাও যে, আমি মহান আল্লাহ্‌র বান্দা। তারপর স্থানীয় মুশরিকগণ হাবীব নাজ্জারকে গ্রেপ্তার করে তাকে হত্যা করে, শূলিতে চড়ায় এবং পদদলিত করে, পা চাপা দেয় যে, তাঁর পায়ুপথে নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে যায়।

২৬. (قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) তাকে বলা হল, "তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর"। ফলে তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেল, অথবা তার রূহকে বলা হল, তুমি এখনি জান্নাতে চলে যাও। (قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ) সে বলল, জান্নাতে প্রবেশের পর তার রূহ বলল, "হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত, অবগত হতে পারত এবং সত্য বলে মেনে নিত,

২৭. (بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ) কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন, কিসের প্রেক্ষিতে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন অর্থাৎ তাওহীদের বদৌলতে ক্ষমা করেছেন। (وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ) এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন জান্নাতে পুরস্কার প্রদান করে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর সাক্ষ্য প্রদানের ফলশ্রুতিতে।"

২৮. (وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ) আমি তার মৃত্যুর পর, ওরা তাকে হত্যা করার পর, তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি, ফিরিশতা অবতীর্ণ করিনি, এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না, তাদের প্রতি ফিরিশতা প্রেরণ করার প্রয়োজনও ছিলনা। অপর ব্যাখ্যায় ওরা তাকে হত্যা করার পর আমি ওদের প্রতি কোন রাসূল প্রেরণ করিনি।

(٢٩) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

(٣٠) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

২৯. সেটি ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে ওরা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. পরিতাপ বান্দাদের জন্য, ওদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

২৯. (اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً) সেটি ছিল কেবল মাত্র এক মহানাদ, জিবরাঈলের বিকট শব্দ। জিব্রাঈল (আ) এই জনপদের দরজার দু'পাশ ধরে তার ভেতরে এক বিরাট চিৎকার ছাড়লেন। (فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ) ফলে ওরা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত লাশে পরিণত হল, নড়াচড়া করতে পারল না।

৩০. (يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ) পরিতাপ বান্দাদের জন্য, আক্ষেপ ও অনুতাপ আসবে বান্দাদের জন্য কিয়ামত দিবসে ঈমান আনয়ন না করার কারণে। (مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ) ওদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। উপহাস করেছে, ওই সব রাসূলকে গ্রেফতার করেছে, হত্যা করেছে এবং কূপের মধ্যে মাটি চাপা দিয়েছে।

(٣١) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

(٣٢) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝

(٣٣) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝

(٣٤) وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝

(٣٥) لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

৩১. ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না।

৩২. এবং অবশ্যই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৩৩. ওদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে।

৩৪. তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ,

৩৫. যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে সেটির ফলমূল হতে, অথচ ওদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

৩১. (اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ) ওরা কি লক্ষ্য করে না, মক্কার কাফিরগণ কি অবহিত নয়, ওদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, অতীত জনগোষ্ঠীকে (اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ) যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ওরা আর ফিরে আসবে না।

৩২. (وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ) এবং অবশ্যই ওদের সকলকে সকল যুগের জনগণকে একত্রে আমার নিকট, আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে হিসাব প্রদানের জন্য। لَمَّا শব্দের মীম এখানে 'সিলা' বা সংযোজক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৩. (وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ) ওদের জন্য একটি নিদর্শন, মক্কাবাসীদের জন্য শিক্ষণীয় ও চিহ্ন হল মৃত পৃথিবী, গাছপালা ও উদ্ভিদ বিহীন শুষ্ক ভূমি। (اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ) আমি সেটিকে সঞ্জীবিত করি বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং সেটি হতে বের করি তাতে উদগত করি-উৎপাদন করি শস্য সকল

৩৪. (وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ) আমি তাতে সৃষ্টি করি, ভূমিতে তৈরি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান, খেজুর ও দ্রাক্ষা বাগান। (وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ) এবং তাতে উৎসারিত করি, ভূমিতে সৃষ্টি করি প্রস্রবণ নদ-নদী,

৩৫. (لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ) যাতে তারা আহার করতে পারে সেটির ফল মূল হতে, খেজুর বৃক্ষের ফল মূল। (وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ) অথচ ওদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি, ওরা নিজেরা তা সৃষ্টি করেনি। অপর ব্যাখ্যায় তারা স্বহস্তে ওই সকল গাছপালা রোপণ করেনি। (اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ) তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না, যিনি তাদের জন্য এসব সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রতি, এবং ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না?

(٣٦) سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٣٧) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

(٣٨) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

(٣٩) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।

৩৭. ওদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি। সেটি থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখনি সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে সেটি শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।

৩৬. (سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ) পবিত্র ও মহান, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করলেন, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ মিষ্ট-তিক্ত ইত্যাদি মানুষ নর ও নারী এবং ওরা যেগুলো জানে না সেগুলোকেও জলে-স্থলে বহু প্রকার।

৩৭. (وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ) ওদের জন্য এক নিদর্শন শিক্ষামূলক ও প্রমাণ মক্কাবাসীদের জন্য রাত্রি, অন্ধকার রাত্রি, সেটি হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, দূর করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রাতের মধ্যে।

৩৮. (وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا) সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে তার মনযিল ও কক্ষপথসমূহের দিকে। অপর ব্যাখ্যায় সূর্য রাতে-দিনে চলছেই, পরিভ্রমণে রত আছেই, তার কোন অবস্থান ক্ষেত্র ও বিশ্রামস্থল নেই (ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ) এটি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ, বেঈমানকে শাস্তিদানে অপ্রতিরোধ্য এবং আপন সৃষ্টিজগত ও তাদের জন্যে পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।

৩৯. (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ) আমি চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেছি, সেটির জন্য কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। (حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) ফলে সেটি বাড়ে ও কমে, এরপর সেটি শুষ্ক, বক্র ও পুরাতন খেজুরের শাখার আকার ধারণ করে। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুষ্ক, বাঁকা খেজুর শাখার ন্যায় ফিরে আসে।

(٤٠) لَا الشَّمْسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ○

(٤١) وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○

(٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ○

(٤٣) وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ○

(٤٤) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ○

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

৪১. ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।

৪২. এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করে।

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, সে অবস্থায় ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং ওরা পরিত্রাণও পাবে না–

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।

৪০. (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটির জন্য সমীচীন নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, চন্দ্রের গতিপথে উদিত হওয়া এবং তার আলো ছিনিয়ে নেয়া (وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ) এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা, রাতের জন্য সম্ভব নয় দিবসের গতিপথে উদিত হওয়া এবং তার আলো ছিনিয়ে নেয়া (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) এবং প্রত্যেকে, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সকলেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। প্রদক্ষিণ করে এবং চলার পথেই চলে।

৪১. (وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) ওদের জন্য এক নিদর্শন, মক্কাবাসীদের জন্য শিক্ষণীয় ও প্রমাণ এই যে, আমি ওদের বংশধরদেরকে আরোহণ করিয়েছি বোঝাই নৌযানে, ওদের পিতৃপুরুষদেরকে এবং তখন তার সন্তান-সন্ততিদেরকে নূহ (আ)-এর নৌকাতে আরোহণ করানোর মাধ্যমে পিতৃকুলের পৃষ্ঠ দেশে করে ওদের বংশধরদেরকেও নৌযানে তুলেছি। অপর ব্যাখ্যায় বোঝাই নৌযান অর্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত, শুধু যাত্রা করা বাকি এমন নৌযানে আরোহণ করিয়েছি।

৪২. (وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) এবং ওদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন সৃষ্ট করেছি নূহ (আ)-এর নৌকার ন্যায় যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে যেমন ছোট নৌকা ও উট।

৪৩. (وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ) আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি সমুদ্রে সে ... পাবে না।

৪৪. (اِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ) আমার অনুগ্রহ না হলে, ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষাকারী আমার রহমত ও দয়া না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে তাদেরও মৃত্যু ও ধ্বংস পর্যন্ত বাঁচিয়ে না রাখলে।

(٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

(٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৪৫. যখন ওদেরকে বলা হয়, যা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে, সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

৪৬. আর যখনই ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে তখনই ওরা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭. যখন ওদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর", তখন কাফিরগণ মু'মিনদেরকে বলে, "যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ খাওয়াতে পারতেন, আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।"

৪৫. (وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) যখন ওদেরকে বলা হয় মক্কাবাসীদের বলা হয়, বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) ওদেরকে বলেছিলেন (اِتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ) তোমরা সাবধান হও যা তোমাদের সম্মুখে আছে তা সম্বন্ধে আখিরাত ও পরকাল সম্বন্ধে, তারপর পরকালে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তার জন্য আমল কর। এবং যা তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে, দুনিয়া সম্বন্ধে। সুতরাং পার্থিব বিষয়ের লোভে প্রতারিত হয়ো না, দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ো না (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার, আখিরাতে যেন দয়াপ্রাপ্ত হতে পার এবং শাস্তিযোগ্য না হও।

৪৬. (وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ) যখনই ওদের নিকট এসেছে মক্কার কাফিরদের নিকট এসেছে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন, প্রমাণগুলোর কোন প্রমাণ, যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, সূর্যগ্রহণ, মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআন (اِلاَّ كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ) তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

৪৭. (وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ) যখন ওদেরকে বলা হয়, মক্কার অধিবাসীদেরকে বলা হয়, দরিদ্র মু'মিনগণ ওদেরকে বলেছিল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছেন তা হতে তোমরা ব্যয় কর, ফকীর-মিসকীনদেরকে সাদকা কর। (قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তখন কাফিরগণ বলে, মক্কার কাফিরগণ বলে, ঈমানদারদেরকে, দরিদ্র মু'মিনদেরকে, (اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ)

ব্যাখ্যায় মু'মিনগণ কাফিরদেরকে বলবে, তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে রয়েছ। অপর ব্যাখ্যায় এই আয়াত নাযিল হয়েছে কুরায়শ সম্প্রদায়ের চরম কাফির লোকদেরকে উপলক্ষ করে।

(٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

(٤٩) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ○

(٥٠) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ○

(٥١) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ○

(٥٢) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ○

(٥٣) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○

৪৮. ওরা বলে, "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?"

৪৯. এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে।

৫০. তখন ওরা ওসিয়ত করতে সমর্থ হবে না, এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না।

৫১. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে।

৫২. ওরা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এটিরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।

৫৩. এটি হবে কেবল এক মহানাদ; তখনই এদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।

৪৮. (وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) ওরা বলে, মক্কার কাফিরগণ বলে, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে, হে মুহাম্মদ (সা)! আমাদেরকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও যদি হে মুহাম্মদ (সা) তুমি সত্যবাদী হও এই কথায় যে, মৃত্যুর পর আমরা পুনরুত্থিত হব।

৪৯. (مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ) ওরা অপেক্ষায় আছে, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তোমার সম্প্রদায় আযাবের অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, প্রথম শিংগা ফুৎকারের, সেটি ওদেরকে আঘাত করবে ওদের বাক-বিতণ্ডা কালে, হাটে-বাজারে ঝগড়া বিবাদ কালে।

৫০. (فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ) তখন ওরা অসিয়ত করতে সমর্থ হবে না কিছু বলতে সক্ষম হবে না এবং নিজেদের পরিবার- পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না বাজার থেকে। অপর ব্যাখ্যায় পরিবারের লোকদের কথার উত্তর দিতে পারবে না।

৫১. (وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এটি হল পুনরুত্থানের জন্য শিঙা ফুৎকার তখন তারা কবর থেকে, সমাধিগুলো থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে যাবে, বেরিয়ে যাবে।

নিদ্রা থেকে। (هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ) তখন তারাই একে অন্যকে বলবে, দয়াময় আল্লাহ তো এটারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়। অপর ব্যাখ্যায় নিরাপত্তারক্ষী ফিরিশতাগণ ওদেরকে বলবে, এই হল সেই প্রতিশ্রুতি, দুনিয়াতে রাসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্বন্ধে।

৫৩. (اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ) সেটিতো কেবল এক মহানাদ, একটি ফুৎকার, পুনরুত্থানের ফুৎকার, তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে হিসাব প্রদানের জন্যে।

(٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٥٥) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ○

(٥٦) هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ○

(٥٧) لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○

(٥٨) سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

(٥٩) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

৫৪. আজ কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।
৫৫. এই দিন জান্নাতবাসীগণ মহাআনন্দে থাকবে।
৫৬. তারা এবং তাদের সঙ্গিণীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।
৫৭. সেথায় থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু।
৫৮. পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে, সালাম।
৫৯. আর "হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।"

৫৪. (فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا) আজ, এই কিয়ামত দিবসে কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না, কারো পুণ্য কমানো হবে না এবং কারো পাপ বর্ধিত করা হবে না (وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) এবং তোমরা যা করতে এবং বলতে দুনিয়াতে, কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে আখিরাতে।

৫৫. (اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ) এদিন কিয়ামত দিবসে জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের অধিবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে কুমারী সংগিনীদের সাথে আমোদ-ফূর্তিতে বিভোর হয়ে জাহান্নামীদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর হয়ে থাকবে। فَاكِهُوْنَ শব্দটি আলিফ সহকারে পাঠ করলে অর্থ হবে সুখ ভোগে মগ্ন থাকবে।

৫৬. (هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ) তারা এবং তাদের সংগিনীগণ, স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় বৃক্ষ ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে গম্বুজ আকৃতি গৃহে খাটসমূহে হেলান দিয়ে বসবে, উপবিষ্ট থাকবে।

৫৭. (لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ) সেখানে থাকবে তাদের জন্য, জান্নাতে থাকবে তাদের জন্য ফল-মূল বৈচিত্র্যময় এবং তাদের জন্য থাকবে বাঞ্ছিত সবকিছু যা তারা চাইবে, যা তারা কামনা করবে।

৫৮. (سَلٰمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ) তাদেরকে বলা হবে সালাম, তাদেরকে সালাম জানানো হবে পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

৫৯. (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ) হে অপরাধীগণ! মুশরিকগণ, তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে বলবেন, এখন তোমরা আলাদা হয়ে যাও, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে মু'মিনদের থেকে আলাদা করে ফেলবেন এবং মুশরিকদেরকে বলবেনঃ

(٦٠) اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(٦١) وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

(٦٢) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝

(٦٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

(٦٤) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

(٦٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬১. আর আমার 'ইবাদত' কর, এটিই সরল পথ।

৬২. শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?

৬৩. এই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

৬৪. আজ তোমরা এর মধ্যে প্রবেশ কর, কারণ তোমরা এটিকে অবিশ্বাস করেছিলে।

৬৫. আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দিব, এদের হস্ত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের চরণ সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।

৬০. (اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ) আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি, রাসূলের সাথে প্রেরিত কিতাবের মাধ্যমে আমি কি তোমাদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করিনি যে, হে বনী আদম! তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, শয়তানের আনুগত্য করোনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

৬১. (وَاَنْ اَعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ) আর আমার ইবাদত কর, আমার একত্বের ঘোষণা ... সত্য ও সঠিক দীন ও

৬২. (وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا) সে তো বিভ্রান্ত করেছে, শয়তান তো গোমরাহ করেছে তোমাদের হে বনী আদম! বহু দলকে তোমাদের পূর্বে বহু মানুষকে (اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ) তবুও কি তোমরা বুঝনি? জানতে পারনি ওদের প্রতি কি আচরণ করা হয়েছিল, কি পরিণাম হয়েছিল, সুতরাং তোমরা ওদের পথে যেও না।

৬৩. (هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ) এটি সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল দুনিয়াতে অবস্থান কালে।

৬৪. (اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ) আজ তোমরা তার মধ্যে প্রবেশ কর, দাখিল হও, কারণ তোমরা এটি অবিশ্বাস করেছিলে, এই জাহান্নাম, কিতাব এবং রাসূলগণকে প্রত্যাখান করেছিলে।

৬৫. (اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ) আজ কিয়ামত দিবসে আমি ওদের মুখ মোহর করে দিব, ওরা তাদের কৃতকর্ম অস্বীকার করার পর ওদের জিহ্বাকে অবরুদ্ধ করে রাখব কথা বলা হতে। (وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ) ওদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, যা সে স্পর্শ করেছে এবং ধরেছে সে বিষয়ে (وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) এবং ওদের চরণ সাক্ষ্য দিবে, চরণের সাহায্যে যেখানে যেখানে গিয়েছে সে বিষয়ে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে ওদের কৃতকর্মের, মন্দ কর্মগুলো সম্পর্কে যা তারা বাস্তবায়ন করত।

(٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○

(٦٧) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○

(٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٦٩) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

৬৬. আমি ইচ্ছা করলে এদের চোখগুলোকে বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত?

৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি ওরা বুঝে না?

৬৯. আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি, এবং এটি তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটি তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন,

৬৬. (وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ) আমি ইচ্ছা করলে ওদের চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতে পারতাম, ওদের বিভ্রান্তির চক্ষু উপড়িয়ে ফেলতে পারতাম তখন তারা পথ চলতে পারত সত্য পথ দেখতে পেত (فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ) এখন তারা কি করে দেখবে কি করে সত্য পথে চলবে, আমি তো ওদের বিভ্রান্তির চক্ষু উৎপাটন করিনি।

৬৭. ([illegible]) আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে

(فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ) ফলে ওরা চলতে পারত না, আসা-যাওয়া করতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না ওই অঞ্চল থেকে পূর্বাবস্থায়।

৬৮. (وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, আয়ু ও জীবনকাল দীর্ঘ করি, তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই, তার পূর্বাবস্থার দিকে পতন ঘটাই। এক পর্যায়ে সে শিশুর ন্যায় হয়ে যায়, দাড়ি থাকে না, দাঁত থাকে না, কোন বল-শক্তি থাকে না, পেশাব-পায়খানা করে শিশুর ন্যায় (اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ) তবুও কি তারা বুঝে না? এটি সত্য বলে গ্রহণ করে না?

৬৯. (وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهٗ) আমি তাঁকে কাব্য রচনা শিখাইনি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কে কবিতা শিখাইনি এবং তা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয় কাব্য-কবিতা তাঁকে মানায় না (اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ) এটি এই কুরআন কেবল এক উপদেশ, নসীহত ও সুস্পষ্ট কুরআন, হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী গ্রন্থ।

(৭০) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

(৭১) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝

(৭২) وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝

(৭৩) وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

৭০. যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।

৭১. ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে ওদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি আন'আম এবং ওরাই এগুলোর অধিকারী।

৭২. এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।

৭৩. তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?

৭০. (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন মুহাম্মদ (সা) কুরআন দ্বারা সাবধান করে দিতে পারেন জীবিতদেরকে বিবেকবান ও বুদ্ধিমান লোকদেরকে এবং যাতে সত্য হতে পারে নির্দিষ্ট বাণী, আল্লাহ্‌র গযব-আযাব ও অসন্তুষ্টির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে কাফিরদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের ক্ষেত্রে যে, তারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না।

৭১. (اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, ওরা কি অবগত হয়নি যে, আমি তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি মক্কার অধিবাসীদের জন্য সৃষ্টি করেছি আমার কুদরত দিয়ে

৭২. (وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ) আমি ওগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি ওদের অনুগত করে দিয়েছি, এগুলোর কতক তাদের বাহন, কতগুলোর পিঠে তারা চড়ে এবং ওগুলোর কতক তারা আহার করে গোশত খায়।

৭৩. (وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ) ওদের জন্য, মক্কাবাসীদের জন্য ওগুলোতে আছে জীব-জন্তুর মধ্যে আছে বহু উপকারিতা, ওগুলোতে আরোহণ করা, ওগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা এবং আছে পানীয় বস্তু, দুগ্ধ (أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ) তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না তাঁর প্রতি যিনি তাদের জন্য এতসব করলেন, এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না?

(٧٤) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(٧٥) لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ○

(٧٦) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

(٧٧) اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

(٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○

৭৪. তারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে, এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

৭৫. কিন্তু এসব উপাস্য তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে ওদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে।

৭৬. অতএব তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

৭৮. এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, সে বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? যখন সেটি পচে গলে যাবে?

৭৪. (وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً) তারা তো, মক্কার কাফিরগণ তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে মূর্তি-প্রতিমার পূজা করছে এই আশায় যে, (لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, ওগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

৭৫. (لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ) কিন্তু এসব ইলাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, ওদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না, (وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ) ওরা মক্কার কাফিরগণ, তাদের সম্মুখে মূর্তি-প্রতিমার সম্মুখে যেন জোড়হাত অনুগত বাহিনী, যেন দাসানুদাস।

৭৬. (فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ) অতএব তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না

৭৭. (أَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ) মানুষ কি দেখে না, উবাই ইবন খাল্‌ফ কি জানেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে, দুর্গন্ধময় দুর্বল পদার্থ হতে (فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ) অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী, বাতিল ও অসার বিষয়ে বিতর্ককারী।

৭৮. (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ) এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, হাড় দেখিয়ে আমার ব্যাপারে উদাহরণ বর্ণনা করে এবং সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, তার পূর্ব সৃষ্টির বিষয়টি বেমালুম ছেড়ে দেয়। (قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ) সে বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন সেটি পচে গলে যাবে? মাটিতে মিশে যাবে।

(৭৯) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ

(৮০) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ

(৮১) اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ

(৮২) اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

(৮৩) فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

৭৯. বল, "সেটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি এটি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত।"

৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা সেটি দ্বারা প্রজ্বলিত কর।

৮১. যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২. তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তিনি সেটিকে বলেন, 'হও', ফলে সেটি হয়ে যায়।

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৯. (قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! তাকে বলে দাও সেটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি এটি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন বীর্য ও শুক্রবিন্দু হতে এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত।

৮০. (اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন, শাস্তির আগুন নয় এবং তোমরা হে মক্কার অধিবাসীগণ সেটি দ্বারা প্রজ্বলিত কর, আগুন জ্বালিয়ে থাক।

৮১. (اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ

৮২. (اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ) তার ব্যাপার শুধু এই যে, পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন যখন পুনরুত্থান ঘটানোর ইচ্ছা করবেন, পুনরুত্থান ঘটবে, তিনি সেটিকে বলেন 'হয়ে যাও', ফলে তা হয়ে যায়, কিয়ামত অনুষ্ঠানও ঘটে যাবে।

৮৩. (فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন, যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যেক কিছুর কোষাগার ও ভান্ডার এবং প্রত্যেক কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে মৃত্যুর পর। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন।

সূরা সাফ্‌ফাত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৮২ আয়াত ৮৬০ শব্দ- ৩৮২৯ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ

(٢) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ

(٣) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(٤) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۗ

(٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۗ

(٦) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ

(٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ

(٨) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ

১. শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান,
২. ও যারা কঠোর পরিচালক,
৩. এবং যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে রত,
৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক,
৫. যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী এবং ওই দুটোর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।
৬. আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি,
৭. এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।
৮. ফলে তারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না এবং ওদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে,

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত :

১. (وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا) শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন আকাশে অবস্থানকারী সে সকল ফিরিশতার, যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন ঈমানদারদের নামাযের

২. (فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا) ও যারা কঠোর পরিচালক, কসম করেছেন সে সকল ফিরিশতার, যারা মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং সেগুলোকে একত্রিত করেন।

৩. (فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا) যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে রত, আল্লাহ্ তা'আলা কসম করেছেন সে সকল ফিরিশতার, যারা কিতাব পাঠ করেন, অপর ব্যাখ্যায় কিতাব পাঠের শপথ করেছেন।

৪. (اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ) নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, কোন শরীক সমকক্ষ নেই, এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা কসম করে বলেছেন, হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের ইলাহ্-এর কোন সন্তান-সন্ততি নেই এবং কোন শরীক নেই।

৫. (رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) তিনি প্রতিপালক আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আকাশ ও পৃথিবীর এবং সে দুটোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর সৃষ্টি জগত ও সকল বিস্ময়কর বিষয়ের এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয়স্থলের।

৬. (اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ) আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি, প্রথম আকাশকে সজ্জিত করেছি নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা অর্থাৎ তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।

৭. (وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ) এবং রক্ষা করেছি অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি দ্বারা রক্ষা করেছি, প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে, প্রচণ্ড সত্যদ্রোহী শয়তান থেকে।

৮. (لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) তারা শ্রবণ করতে পারে না যাতে তারা শুনতে না পায় ঊর্ধ্বজগতের কিছু অর্থাৎ ফিরিশতাদের তথা দায়িত্বশীল ফিরিশতাদের পারস্পরিক আলোচনা এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে তারা যে দিক থেকেই উপরে উঠার চেষ্টা করে সেদিক থেকেই তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়।

(৯) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

(১০) اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

(১১) فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

(১২) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝

(১৩) وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۝

৯. বিতাড়নের জন্য এবং ওদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।

১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

১১. ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, ওদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি করা কঠিনতর? ওদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মৃত্তিকা থেকে।

১২. তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ, আর তারা করছে বিদ্রূপ।

১৩. এবং যখন ওদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তারা তা গ্রহণ করে না।

৯. (دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ) বিতাড়নের জন্য, এতদ্বারা তাদেরকে বিতাড়িত করা হয় আকাশ থেকে এবং ফিরিশতাদের আলোচনা শ্রবণ থেকে, তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি, অবিরত উল্কা নিক্ষেপণ শাস্তি, অপর ব্যাখ্যায় জাহান্নামের শাস্তি।

১০. (اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে আকস্মিক ফিরিশতাদের কোন আলোচনা শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে, প্রজ্জ্বলিত উল্কাপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে জ্বালিয়ে ফেলে।

১১. (فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ) ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, মক্কাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস কর, ওদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, পুনরুত্থান করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? ওদের পূর্বে ফিরিশতা ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির সৃজন কঠিনতর? আমি ওদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠাল মৃত্তিকা হতে, আদম থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি থেকে।

১২. (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ) তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ হে মুহাম্মদ (সা) ওরা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে সে জন্য, আর ওরা করছে বিদ্রূপ তোমাকে এবং তোমার আনীত কিতাব নিয়ে।

১৩. (وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ) যখন ওদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, কুরআনের আলোকে নসীহত করা হয় তারা তা গ্রহণ করে না, উপদেশ মেনে নেয় না।

(١٤) وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۝
(١٥) وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝
(١٦) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝
(١٧) اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝
(١٨) قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۝
(١٩) فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝
(٢٠) وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

১৪. ওরা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।
১৫. এবং বলে, "এটি তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছু নয়।"
১৬. "আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?
১৭. এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও? "
১৮. বল, হাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।
১৯. সেটি একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।
২০. এবং তারা বলবে, দুর্ভোগ আমাদের! এটিই তো কর্মফল দিবস।

১৪. (وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ) ওরা যখন কোন নিদর্শন দেখে, মক্কাবাসীগণ কোন চিহ্ন ও প্রমাণ ... নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে।

১৫. (وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) এবং বলে, এটিতো মুহাম্মদ (সা) যা নিয়ে এসেছে তাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নয়, প্রকাশ্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়।

১৬. (ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ) আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, পুরাতন হাড্ডি হয়ে যাব তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে? বল, হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে যে, হাঁ, অবশ্যই। তখন তারা বলে ঃ

১৭. (اَوَ اٰبَاؤُنَا الاَوَّلُوْنَ) আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও? আমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আমাদের ন্যায় পুনরুজ্জীবিত করা হবে?

১৮. (قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ) বল, হাঁ, তোমরা এবং ওরা হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ, অপমানিত।

১৯. (فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ) সেটি একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, একটি ফুৎকার, এটি পুনরুত্থানের জন্যে শিঙায় ফুৎকার, আর তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাকাতে থাকবে তাদেরকে কী নির্দেশ দেয়া হয়।

২০. (وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ) এবং ওরা বলবে যখন কবর থেকে উঠবে, হায়! এ যে কর্মফল দিবস! হিসাব প্রদানের দিবস। তখন ফিরিশতাগণ তাদেরকে বলবে ঃ

(٢١) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

(٢٢) اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝

(٢٣) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝

(٢٤) وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝

(٢٥) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۝

(٢٦) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۝

(٢٧) وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝

২১. এটিই ফায়সালার দিন; যা তোমরা অস্বীকার করতে।

২২. ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, একত্র করো যালিম ও তাদের সহচরগণকে এবং ওদেরকে, যাদের উপাসনা করত তারা–

২৩. আল্লাহ্র পরিবর্তে এবং ওদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।

২৪. তারপর ওদেরকে থামাও, কারণ ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

২৫. তোমাদের কী হল যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?

২৬. বস্তুত সেদিন ওরা আত্মসমর্পণ করবে,

২১. (هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ) এটিই ফায়সালার দিন, তোমাদের মাঝে এবং ঈমানদারদের মাঝে মীমাংসা করার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে যে, এমন দিন অনুষ্ঠিত হবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের বলবেন ঃ

২২. (اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ) একত্রিত কর যালিমদেরকে মুশরিকদেরকে এবং তাদের সহচরগণকে জিন্ন, ইনসান ও শয়তানদের মধ্যে যারা তাদের সতীর্থ-সহকর্মী তাদেরকে।

২৩. (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ) এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদের উপাসনা করতো তাদের মূর্তি-প্রতিমাগুলোকে এবং ওদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন ঃ

২৪. (وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ) ওদেরকে থামাও, জাহান্নামের উপর আটকিয়ে রাখ, ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে এ বিষয়ে যে,

২৫. (مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ) তোমাদের কী হল, তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছ না? নিজেরা আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাচ্ছ না এবং একে অন্যকে রক্ষা করতে পারছ না। অপর ব্যাখ্যায় ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেন তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমা বর্জন করেছে?

২৬. (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ) ওরা বরং সেদিন, কিয়ামতের দিন আত্মসমর্পণ করবে, ওদের উপাস্য এবং উপাসক সকলেই আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা উপলব্ধি করবে যে, সত্য আল্লাহ্র অধীন।

২৭. (وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ) ওরা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, মানুষগণ শয়তানের মুখোমুখি হয়ে, অনুসারীগণ নেতার মুখোমুখি হয়ে একে অন্যকে গালমন্দ ও ঝগড়া-বিবাদ করবে।

(٢٨) قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ○

(٢٩) قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

(٣٠) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○

(٣١) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ○

(٣٢) فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○

(٣٣) فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○

২৮. ওরা বলবে, তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।

২৯. তারা বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসী-ই ছিলে না।

৩০. এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই ছিল না। বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

৩১. আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে

৩২. আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।
৩৩. ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে।

২৮. (قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ) ওরা বলবে, মানুষেরা শয়তানদেরকে বলবে তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে আমাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে।

২৯. (قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ) ওরা বলবে, শয়তান বা মানুষদেরকে বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলেনা, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলে না।

৩০. (وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না কোন দলীল-প্রমাণ, যুক্তি ও ওযর ছিল না যে, ওই সূত্রে আমরা তোমাদেরকে কোন কাজে বাধ্য করব (بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ) তোমরা বরং ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়।

৩১. (فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُوْنَ) আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, তাঁর অসন্তোষ, আযাব ও শাস্তির ঘোষণা অনিবার্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে, জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে।

৩২. (فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ) আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, দীন থেকে বিচ্যুত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত, দীন থেকে বিচ্যুত।

৩৩. (فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ) তারা সকলে সেদিন, কিয়ামতের দিন শাস্তিতে শরীক থাকবে, উপাস্য ও উপাসক সকলেই শাস্তি ভোগ করবে।

(٣٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

(٣٥) اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۙ○

(٣٦) وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ○

(٣٧) بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٣٨) اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ○

(٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৩৪. অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।
৩৫. ওদের নিকট "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই" বলা হলে তারা অহংকার করত,
৩৬. এবং বলত "আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্‌গণকে বর্জন করব?"
৩৭. বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে,
৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করবে,
৩৯. এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।

৩৪. (اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ) আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই করি, মুশরিকদের সাথে

৩৫. (اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) ওদের নিকট "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই" বলা হলে, দুনিয়াতে এটা বলা হলে যে, তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাহল্লাহ্" বল, (يَسْتَكْبِرُوْنَ) তারা অহংকার করতো, নিজেদেরকে এটুকু বলার ঊর্ধ্বে মনে করতো।

৩৬. (وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ) এবং তারা বলতো, আমরা কি আমাদের ইলাহ্গণকে বর্জন করব আমাদের উপাস্যগুলোর উপাসনা ছেড়ে দিব এক উম্মাদ কবির কথায়? পাগল লোকের কথায়, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর কথায়।

৩৭. (بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ) বরং তিনি মুহাম্মদ (সা) সত্য নিয়ে এসেছেন, কুরআন ও তাওহীদ নিয়ে এসেছেন এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণ সত্য এই ঘোষণা নিয়ে এসেছেন।

৩৮. (اِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ) নিশ্চয়ই তোমরা হে মক্কাবাসীগণ! যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে জাহান্নামে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে।

৩৯. (وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা ফল পাবে আখিরাতে, যা করতে তারই, দুনিয়াতে যা করতে কুফরী শিরকী তারই ফল পাবে।

(٤٠) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝
(٤١) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۝
(٤٢) فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۝
(٤٣) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝
(٤٤) عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝
(٤٥) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝
(٤٦) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝
(٤٧) لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ۝
(٤٨) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۝

৪০. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।
৪১. তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযক–
৪২. ফলমূল; এবং তারা হবে সম্মানিত,
৪৩. সুখদ কাননে,
৪৪. তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।
৪৫. তাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র,
৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।

৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হুরীগণ।

৪০. (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা, কুফরী-শিরকী থেকে পবিত্র বান্দা। অপর ব্যাখ্যায় ইবাদতে ও একত্ববাদে একনিষ্ঠ বান্দা, লাম বর্ণে যের যোগে مُخْلِصِيْنَ পাঠ করলে শেষোক্ত অর্থ হবে।

৪১. (أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) ওদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযক, দুনিয়াতে সকাল সন্ধ্যার সময়ের অনুপাতে সেখানে তারা খাবার ও আপ্যায়ন গ্রহণ করবে। ওখানে দিবা-রাত্র এবং সকাল-সন্ধ্যা ঘটবেনা।

৪২. (فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ) ফলমূল বিভিন্ন প্রকারের এবং তারা হবে সম্মানিত উপহার-উপঢৌকন পেয়ে,

৪৩. (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) সুখদ কাননে, যে সুখ শেষ হবার নয়।

৪৪. (عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ) ওরা মুখোমুখি হয়ে আসনে বসবে, পরস্পর দেখা সাক্ষাতে আরো প্রাণবন্ত হবে।

৪৫. (يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ) ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে সেবার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সুরা।

৪৬. (بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ) শুভ্র, উজ্জ্বল, সুস্বাদু আকর্ষণীয় পানকারীদের জন্য, সেটিতে ওই পানীয় পানে।

৪৭. (لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ) তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না, পেট ব্যাথা, বিচার-বুদ্ধি লোপ এবং পাপ কিছুই থাকবে না এবং তারা মাতালও হবে না। ওই পানীয় শেষ হবে না। অপর ব্যাখ্যায় তাতে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না এবং মাথা ব্যথা ও সর্দি-কাশি হবে না।

৪৮. (وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ) তাদের নিকট থাকবে, জান্নাতে আনত নয়না দৃষ্টি আনতকারিণী, নিজ নিজ সাথী ব্যতীত অন্যের দিকে তাকানো থেকে নিজেদেরকে রক্ষাকারিণী, আপন সাথী ছাড়া কাউকে কামনা করা থেকে আত্মরক্ষাকারিণী কুমারীগণ আয়তলোচনা হুরীগণ, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দরী রমণীগণ।

(٤٩) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝

(٥٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

(٥١) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

(٥٢) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝

(٥٣) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ۝

(٥٤) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۝

৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

৫০. তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

৫১. তাদের কেউ বলবে, আমার ছিল এক সংগী।

৫২. সে বলত, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে,

৫৪. আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?

৪৯. (كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ) তারা যেন স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতায়, সৌন্দর্যে সুরক্ষিত ডিম্ব, গরম ও ঠান্ডা থেকে নিরাপদে থাকা ডিমের মত।

৫০. (فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ) ওরা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞেস করবে আলাপ আলোচনা করবে।

৫১. (قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ) ওদের কেউ বলবে, জান্নাতী লোকদের মধ্যে থেকে একজন বলবে, তার নাম ইয়াহূযা, সে ঈমানদার মানুষ, আমার ছিল এক সংগী-সাথী, নাম ছিল তার আবূ কুতরূস, সে মূলত তার ভাই।

৫২. (يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ) সে বলত, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে,

৫৩. (ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ) আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, মাটি ও জীর্ণশীর্ণ হাড্ডিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদের প্রতিফল দেয়া হবে, আমরা অন্যের অধীনস্থ থাকব? আমাদের হিসেব নেয়া হবে? সে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এরূপ বলত।

৫৪. (قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ) সে বলবে, মু'মিন লোকটি তার জান্নাতী সাথীদেরকে ডেকে বলবে তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? জাহান্নামে তোমরা হয়ত তাকে দেখতে পাবে।

(٥٥) فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○

(٥٦) قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ○

(٥٧) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

(٥٨) اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ○

(٥٩) اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

(٦٠) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(٦١) لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ○

(٦٢) اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○

(٦٣) اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

৫৫. অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং ওকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;
৫৬. বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস-ই করেছিলে,
৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।
৫৮. আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না
৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না।

৬১. এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।
৬২. আপ্যায়নের জন্যে কি এটিই শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ?
৬৩. যালিমদের জন্য আমি এটি সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।

৫৫. (فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ) তারপর সে ঝুঁকে দেখবে নিজে এবং তাকে দেখতে পাবে তার কাফির ভাইকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে, আগুনের মাঝখানে।

৫৬. (قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ) সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে, তুমি চেয়েছিলে যে, আমাকে দীন থেকে বিচ্যুত করে ফেল, আর আমি যদি তখন তোমার কথা মানতাম তাহলে তুমি আমাকে ধ্বংসই করে দিতে।

৫৭. (وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে, আমাকে ঈমান আনয়নের তাওফীক প্রদান এবং কুফরী থেকে পবিত্র রাখার এই দয়া না থাকলে আমি তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম তোমার সাথে, যারা জাহান্নামের মধ্যে আযাব ভোগ করছে তাদের দলভুক্ত হতাম। তখন সে শুনতে পেল যে, জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছেঃ হে জান্নাতবাসীগণ! মৃত্যুকে জবাই করে দেয়া হয়েছে। এখন আর কারো মৃত্যু হবে না। তা শুনে মু'মিন ব্যক্তি তার জান্নাতী ভাইদেরকে বলবে,

৫৮. (اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ) আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না মৃত্যুকে জবাই করে দেবার পর।

৫৯. (اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের দুনিয়ার মৃত্যুর পর। ওরা বলবে, হাঁ, আর মৃত্যু হবে না। এরপর সে ব্যক্তি শুনতে পাবে যে, জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে, হে জাহান্নামবাসীগণ! জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে; এখন আর জাহান্নামে প্রবেশ করানোও হবে না। ভেতরে যারা আছে তাদেরকে বেরও করা হবে না। তখন মু'মিন ব্যক্তিটি তার সাথীদেরকে বলবে, আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না জাহান্নামে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার পর, ওরা বলবে, হাঁ তাইতো।

৬০. (اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) এটি মহাসাফল্য পরিপূর্ণ মুক্তি ও পূর্ণাঙ্গ নাজাত, আমরা জান্নাত লাভ করে ধন্য হয়েছি এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামের সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছি। এটি দু'ভাইয়ের ঘটনা, সূরা 'কাহাফ'-এ আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ওদের একভাই ছিল ঈমানদার। তাঁর নাম ইয়াহূযা, অন্য ভাই ছিল কাফির, তার নাম ছিল আবূ কুতরূস। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ওই লোককে ডেকে পাঠাবেন।

৬১. (لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ) এরূপ সাফল্যের জন্য, এই চিরস্থায়ী ও অফুরান নিয়ামত প্রাপ্তির আশায়, সাধকদের উচিত সাধনা করা। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহর পথে যারা প্রচুর দান-সাদকা করে, অপর ব্যাখ্যায় ইলম ও ইবাদতে তারা যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায়।

৬২. (اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ) এটি কি উত্তম? যা আমি জান্নাতীদেরকে দেবার কথা বলেছি অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয়, আপ্যায়নরূপে খাদ্য-পানীয় ও ঈমানদারকে পুরস্কৃত করা, না কি যাক্কুম বৃক্ষ? আবূ জাহল ও তার সাথীদের জন্যে যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

৬৩. (اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ) আমি সেটি সৃষ্টি করেছি, এই বিষয়ের উল্লেখ করেছি যালিমদের [illegible] সাথীদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তারাতো বলেছে, যাক্কুম হল খেজুর

(٦٤) اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۙ
(٦٥) طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ
(٦٦) فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۗ
(٦٧) ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۚ
(٦٨) ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ
(٦٩) اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۙ
(٧٠) فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ
(٧١) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

৬৪. এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে।
৬৫. এটির মোচা যেন শয়তানের মাথা।
৬৬. ওরা সেটি হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে সেটি দ্বারা।
৬৭. তদুপরি ওদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।
৬৮. আর ওদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত আগুনের দিকে।
৬৯. ওরা ওদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী।
৭০. এবং তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।
৭১. ওদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।

৬৪. (اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ) এই বৃক্ষ উদগত হয়, জন্মে জাহান্নামের তলদেশ হতে জাহান্নামের মধ্যস্থলে।

৬৫. (طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ) সেটির মোচা, ফল যেন শয়তানের মাথা, শয়তানের আকৃতিবিশিষ্ট সাপের মাথা, ইয়ামান অঞ্চলে সেগুলো পাওয়া যায়।

৬৬. (فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ) ওরা, মক্কার অধিবাসীগণ এবং অন্যান্য সকল কাফিররা সেটি হতে ভক্ষণ করবে, যাক্কুম বৃক্ষ হতে আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা, যাক্কুম দ্বারা।

৬৭. (ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ) তদুপরি ওদের জন্য থাকবে, যাক্কুমের উপর থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, মিশ্রিত গরম পানি যা চূড়ান্ত ও প্রচণ্ড গরম।

৬৮. (ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ) আর তাদের গন্তব্য হবে প্রত্যাবর্তনস্থল হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে, জাহান্নামের মধ্যস্থলে।

৬৯. (اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ) ওরা পেয়েছিল ওদের পিতৃপুরুষদেরকে দুনিয়াতে বিপথগামী, সত্য ও হিদায়াতের পথ থেকে বিভ্রান্ত।

৭০. (فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ) এবং তারা ধাবিত হয়েছিল দ্রুত দৌড়ে চলেছিল ওদের পদাংক অনুসরণ করে ওদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে এবং তারা ওদের কর্মের ন্যায় কর্ম করেছে।

৭১. (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الاَوَّلِيْنَ) ওদের পূর্বেও হে মুহাম্মদ (সা) তোমাদের সম্প্রদায়ের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল, অতীত উম্মতদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

(৭২) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝
(৭৩) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝
(৭৪) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝
(৭৫) وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝
(৭৬) وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝
(৭৭) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝
(৭৮) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

৭২. এবং আমি ওদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।
৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।
৭৪. তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।
৭৫. নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।
৭৬. তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।
৭৭. তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশপরম্পরায়,
৭৮. আমি এটি পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

৭২. (وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ) আমি প্রেরণ করেছিলাম ওদের মধ্যে ওদের প্রতি সতর্ককারী ওদের সাবধানকারী রাসূলগণ, কিন্তু তারা ওই রাসূলদের প্রতি ঈমান আনেনি। তাই আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

৭৩. (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ) সুতরাং লক্ষ্য কর হে মুহাম্মদ (সা) যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, রাসূল প্রেরণ করে আমি যাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং তবুও তারা ঈমান আনেনি, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল, কিভাবে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। এরপর ব্যতিক্রমধর্মী লোকদের কথা বলছেনঃ

৭৪. (اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ) তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র, কুফরী ও শিরক থেকে পবিত্র বান্দাদের কথা আলাদা। অপর ব্যাখ্যায় ইবাদত ও তাওহীদে যারা একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল তাদের কথা আলাদা। 'লাম' বর্ণে যের পড়লে শেষোক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। বস্তুত এরা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেনি, আর আমি ওদেরকে ধ্বংস করিনি।

৭৫. (وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ) নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ কাফিরগণের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না। دَيَّارًا আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি।

৭৬. (وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ) তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে যারা তার প্রতি ঈমান এনেছিল তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে, প্লাবনে ডুবে যাওয়া থেকে।

৭৭. (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ) তার বংশধরদেরকে আমি বহাল রেখেছি বংশ পরম্পরায় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত, বস্তুত তাঁর ছিল তিন পুত্র। সাম, হাম, ইয়াফিছ। সাম হল আরব জাতির পিতৃপুরুষ এবং ওই দ্বীপে যারা বসবাসকারী তাদের পিতৃপুরুষ। হাম হল হাবশী, বার্বার ও সিন্ধু অববাহিকায় বসবাসরত জাতির পিতৃপুরুষ। আর ইয়াফিছ হল অবশিষ্ট সকল মানব সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষ।

৭৮. (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ) আমি তা রেখেছি নূহের সুনাম ও প্রশংসা চলমান রেখেছি পরবর্তীদের স্মরণে তার পরবর্তী লোকদের মধ্যে।

(৭৯) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ○

(৮০) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(৮১) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(৮২) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

(৮৩) وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ○

(৮৪) اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

৭৯. সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

৮০. এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

৮১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

৮২. অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

৮৩. আর ইবরাহীম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধচিত্তে।

৭৯. (سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ) নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও সৌভাগ্য নূহের প্রতি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তার সমসাময়িক বিশ্ববাসীর মধ্যে।

৮০. (اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) আমি এভাবে, এরূপে সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি কথা দিয়ে, কাজ দিয়ে, সুনাম-প্রশংসা দিয়ে এবং মুক্তি দিয়ে।

৮১. (اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ) সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, সত্যানুসারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৩. (وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ) তার অনুগামীদের মধ্যে আছে নূহ (আ)-এর দলের মধ্যে রয়েছে, অপর ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (সা)-এর দলের মধ্যে রয়েছেন ইব্রাহীম অর্থাৎ নূহের (আ) মতাদর্শ ও দীনের অনুগামী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ), আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন ও মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)!

৮৪. (اِذْ جَاۤءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ) যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তাঁর প্রতিপালকের আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত অন্তর নিয়ে।

(٨٥) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ○

(٨٦) اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ○

(٨٧) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٨٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ○

(٨٩) فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ○

(٩٠) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ○

৮৫. যখন সে তার পিতাকে এবং তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কিসের পূজা করছ?

৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে অলীক উপাস্যগুলোকে চাও?

৮৭. জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

৮৮. এরপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাল

৮৯. এবং বলল, আমি অসুস্থ।

৯০. এরপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।

৮৫. (اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ) যখন সে তার পিতাকে আযরকে এবং তার সম্প্রদায়কে মূর্তি পূজারীদেরকে বলেছিল, তোমরা কিসের পূজা করছ? আল্লাহকে ছেড়ে, ওরা বলেছিল, আমরা দেব-দেবীর পূজা করছি। তখন ইবরাহীম (আ) ওদেরকে বললেন,

৮৬. (اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ) তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অলীক উপাস্যগুলোকে চাও মিথ্যা ও বাতিল উপাস্যগুলোর উপাসনা করছ?

৮৭. (فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? তোমরা যখন তাঁকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা করছ, তখন তিনি তোমাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেবেন ভেবেছ?

৮৮. (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ) তারপর সে তারকারাজির দিকে তাকাল নক্ষত্ররাজির দিকে তাকাল। অপর ব্যাখ্যায় আপন মনে কিছুক্ষণ ভেবে নিল।

৮৯. (فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ) এবং বলল, আমি অসুস্থ রোগগ্রস্ত, আঘাতপ্রাপ্ত। এটা এজন্য বলেছিলেন যে,

৯০. (فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ) তারপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে তাঁকে রেখে নিজেদের আনন্দ মেলায় চলে গেল।

(٩١) فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ○
(٩٢) مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ○
(٩٣) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ○
(٩٤) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ○
(٩٥) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○
(٩٦) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ○
(٩٧) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ○
(٩٨) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ○

৯১. পরে সে সন্তর্পণে ওদের দেবতাগুলোর নিকট গেল এবং বলল, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?
৯২. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ না?
৯৩. এরপর সে ওগুলোর উপর সবলে আঘাত করল।
৯৪. তখন ওই লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসল।
৯৫. সে বলল, তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি ওগুলোরই পূজা কর?
৯৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও।
৯৭. ওরা বলল, 'এর জন্য এক ইমারত তৈরি কর' এরপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।
৯৮. ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি ওদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।

৯১. (فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُوْنَ) পরে সে সন্তর্পণে ওদের দেবতাগুলোর নিকট গেল ইব্রাহীম (আ) ওগুলোর নিকট এগিয়ে গেল এবং বলল ওগুলোকে, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন? তোমাদের সম্মুখে যে মধু ইত্যাদি রাখা হয়েছে তা খাচ্ছ না কেন? ওগুলো তো তাঁর কথার কোন জবাব দেয়নি, এবং তিনি ওগুলোকে সম্বোধন করে বললেনঃ

৯২. (مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ) তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ না? উত্তর দিচ্ছ না?

৯৩. (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ) তারপর সে ওগুলোর উপর সবলে আঘাত হানল কুঠার দ্বারা, অপর ব্যাখ্যায় তাঁর ডান হাত দ্বারা।

৯৫. (قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ) সে বলল ইব্‌রাহীম (আ) ওদেরকে বললো, তোমরা নিজেরা যা খোদাই করে নির্মাণ কর নিজ হাতে তৈরি কর কাঠ ও পাথর দিয়ে তোমরা কি তাদের পূজা কর?

৯৬. (وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ) অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমরা তাঁর ইবাদত বর্জন করে চলেছ এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের কর্ম নৈপুণ্য ও প্রস্তুতকৃত বস্তু সবই আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন।

৯৭. (قَالُوْا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ) ওরা বলল, তার জন্য একটি ইমারত তৈরি কর ওকে আমাদের নিকট নিয়ে এস এবং তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।

৯৮. (فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ) ওরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্য কিন্তু আমি ওদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম, জাহান্নামের গভীরতম স্থানে অবস্থানকারীদের শামিল করে দিলাম। অপর ব্যাখ্যায় শাস্তিভোগযোগ্য করে জঘন্য ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম।

(৯৯) وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ○

(১০০) رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(১০১) فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ○

(১০২) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৯৯. সে বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন।

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।

১০১. তারপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।

১০২. অতঃপর সে যখন তার পিতার সংগে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, "বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?" সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

৯৯. (وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ) সে বলল, ইব্‌রাহীম (আ) বলল লূত (আ)-কে, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, প্রতিপালকের আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হলাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। অতিসত্তর তিনি আমাকে সৎপথ দেখাবেন এবং আমার প্রতিপালক আমাকে ওদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে মুক্তিদান করবেন। তারপর তিনি বললেন ঃ

১০০. (رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর বাস্তব ক্ষেত্রে যেন সন্তান দান কর।

১০১. (فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ) তারপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের, জ্ঞানবান পুত্রের, যে কৈশোরে থাকবে বুদ্ধিমান আর বার্ধক্যে থাকবে ধৈর্যশীল।

১০২. (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) তারপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল, আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করার বয়সে পৌঁছল। অপর ব্যাখ্যায় পিতার সাথে পাহাড়ে যাবার মত বয়সে পৌঁছল, (قَالَ يٰبُنَيَّ) সে বলল, ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে বলল। অপর ব্যাখ্যায় ইসহাককে বলল (اِنِّيْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ) হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবাহ করছি, (فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى) এখন তোমার অভিমত কি, বল? পরামর্শ দাও, সিদ্ধান্ত নাও (قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন, যবাহের নির্দেশ পালন করুন, (سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, যবাহ করার সময়েও।

(١٠٣) فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۚ

(١٠٤) وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۙ

(١٠٥) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

(١٠٦) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ

(١٠٧) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ

(١٠٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۖ

(١٠٩) سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

(١١٠) كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

১০৩. যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল,
১০৪. তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম!
১০৫. তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে, এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
১০৬. নিশ্চয়ই এটি ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।
১০৭. আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কঠিন কুরবানীর বিনিময়ে।
১০৮. আমি এটি পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।
১০৯. ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
১১০. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১০৩. (فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল উভয়ে একমত হল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে নিল এবং তাকে কাত করে শোয়াল, উপুড় করে শোয়াল, অপর ব্যাখ্যায় কাত করে

১০৪. (وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্‌রাহীম!

১০৫. (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا) তুমি তো স্বপ্নাদেশ পালন করলে, স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে পালন করেছ, (اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) আমি এভাবেই, এরূপে পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে, কথায় ও কাজে যারা সৎ ও নিষ্ঠাবান তাদেরকে।

১০৬. (اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ) নিশ্চয়ই এটি ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা, প্রকাশ্য পরীক্ষা।

১০৭. (وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ) আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে, হৃষ্টপুষ্ট দুম্বার বিনিময়ে।

১০৮. (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ) আমি এটি পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি ইব্‌রাহীমের সুনাম ও প্রশংসা পরবর্তী উম্মতের মধ্যে বহাল রেখেছি।

১০৯. (سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ) ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও সৌভাগ্য বর্ষিত হোক।

১১০. (كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) এভাবে, এরূপে আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে সুনাম প্রশংসা এবং মুক্তির মাধ্যমে।

(١١١) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١١٢) وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(١١٣) وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۭ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ○

(١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

(١١٥) وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ○

(١١٦) وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○

(١١٧) وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ○

১১১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

১১২. আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

১১৩. আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

১১৪. আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি।

১১৫. এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।

১১১. (اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ) নিশ্চয়ই সে অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ) আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম, ঈমানে সত্যবাদীদের অন্যতম।

১১২. (وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম, অন্যতম রাসূল।

১১৩. (وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ) আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম সুনাম, প্রশংসা এবং সুসন্তান প্রদান করে এবং ইসহাককেও (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ) তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ, ইব্রাহীম ও ইসহাক (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে কতক তাওহীদবাদী একত্ববাদী এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট যুলুমকারী, প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত।

১১৪. (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি নবুওয়াত ও ইসলাম প্রদান করে।

১১৫. (وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ) তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম, সম্প্রদায়ের ঈমানদার লোকদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম মহা সংকট হতে, সমুদ্র-ডুবি থেকে।

১১৬. (وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী, দলিল-প্রমাণে ওদেরকে পরাস্তকারী।

১১৭. (وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ) আমি তাদেরকে দান করেছিলাম, প্রদান করেছিলাম বিশদ কিতাব তাওরাত, স্পষ্টভাবে হালাল-হারাম বর্ণনাকারী।

(١١٨) وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۚ

(١١٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ

(١٢٠) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

(١٢١) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

(١٢٢) اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ

(١٢٣) وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

(١٢٤) اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ

(١٢٥) اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۙ

১১৮. এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।

১১৯. আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

১২১. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১২২. তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

১২৪. স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না?
১২৫. তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা–

১১৮. (وَهَدَيْنَٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে সত্য, সরল-সঠিক পথে অবিচল রেখেছিলাম।

১১৯. (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ) আমি তাদের উভয়কে মূসা ও হারূন দুজনকে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি সুনাম ও প্রশংসার মাধ্যমে পরবর্তী লোকদের নিকট স্মরণীয় করে রেখেছি।

১২০. (سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ) মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকুক।

১২১. (إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) এভাবে, এরূপে আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মশীলদেরকে সুনাম ও প্রশংসার মাধ্যমে।

১২২. (إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত সত্যবাদী ও সত্যায়নকারীদের অন্যতম।

১২৩. (وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) ইলয়াসও ছিল রাসূলদের একজন, প্রেরিত হয়েছিল তার সম্প্রদায়ের প্রতি।

১২৪. (إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ) স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা করার এ বদভ্যাস পরিত্যাগ করবে না?

১২৫. (أَتَدْعُونَ بَعْلًا) তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে, আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালকের উপাসনা করবে? অপর ব্যাখ্যায় তোমরা কি গরুর উপাসনা করবে? অপর ব্যাখ্যায় তোমরা কি বা'ল মূর্তির পূজা করবে? কথিত আছে যে, ওদের বা'আল নামে এক মূর্তি ছিল। দৈর্ঘ্যে ৩০ গজ, তার ছিল ৪টি মুখ। (وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ) আর তোমরা কি পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে? সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ছেড়ে? তাঁর ইবাদত করবে না?

(١٢٦) اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○
(١٢٧) فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ○
(١٢٨) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○
(١٢٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ○
(١٣٠) سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ ○
(١٣١) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○
(١٣٢) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১২৬. আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের– প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের।
১২৭. কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। কাজেই ওদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

১২৯. আমি এটি পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

১৩০. ইলয়াসীনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১৩১. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১৩২. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

১২৬. (اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ) আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের, সৃষ্টিকর্তা তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের পূর্বপুরুষদের, সৃষ্টিকর্তা তোমাদের পিতৃপুরুষদের।

১২৭. (فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ) কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাঁর রিসালাত অস্বীকার করেছিল, কাজেই ওদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে, জাহান্নামে তারা শাস্তি ভোগ করবে।

১২৮. (اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ) তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র ইবাদতে ও একত্ববাদে নির্ভেজাল ও খাঁটি বান্দাদের বিষয়টি আলাদা, তারা তো ওদের মত নয়।

১২৯. (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ) আমি স্মরণে রেখেছি তা ইলিয়াসের সুনাম ও প্রশংসা পরবর্তীদের মধ্যে, তারপর আগমনকারী লোকদের মধ্যে।

১৩০. (سَلٰمٌ عَلٰى اٰلْ يَاسِيْنَ) শান্তি বর্ষিত হোক, আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য ও নিরাপত্তা বর্ষিত হোক ইলিয়াসের উপর অর্থাৎ নবী ইদরীস (আ)-এর উপর। অপর ব্যাখ্যায় শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষিত হোক। 'আল-ই-ইয়াসীন' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনের উপর।

১৩১. (اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ) এভাবে আমি এরূপে আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে কথা দিয়ে কাজ দিয়ে এবং সুন্দর প্রশংসা ও সুনাম দিয়ে।

১৩২. (اِنَّهٗ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ) সে আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম, সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

(١٣٣) وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(١٣٤) اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝

(١٣٥) اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝

(١٣٦) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

(١٣٧) وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝

(١٣٨) وَبِالَّيْلِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(١٣٩) وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৩৩. লূতও ছিল রাসূলদের একজন.

১৩৪. আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম;

১৩৫. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩৮. ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?
১৩৯. ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন।

১৩৩. (وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) লূতও ছিল রাসূলগণের একজন। প্রেরিত হয়েছিল তার সম্প্রদায়ের প্রতি।

১৩৪. (إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ) আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে তার দু'কন্যা যাউরা এবং রীছাকে।

১৩৫. (إِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَبِرِيْنَ) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, তাঁর মুনাফিক স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংস হওয়া লোকদের সাথে পেছনে রয়ে গিয়েছিল।

১৩৬. (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ) এরপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম লূত (আ) ও তাঁর দু'কন্যাকে উদ্ধার করার পর আমি অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

১৩৭. (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ) তোমরা তো হে মক্কাবাসীগণ ওদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক, লূত এর সম্প্রদায়, সাদূম, আমূরা, সাবূরা ও দাউদামা সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে তো তোমরা যাতায়াত করছ সকালে দিনের বেলায়,

১৩৮. (وَبِالَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) ও সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ওদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তা সত্য বলে মেনে নেবে না? তারপর ওদের উপাসনা ছেড়ে দিবে না? ওদের পদাংক বর্জন করবে না?

১৩৯. (وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) ইউনুসও ছিল রাসূলগণের একজন। প্রেরিত হয়েছিল তার সম্প্রদায়ের প্রতি।

(١٤٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

(١٤١) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝

(١٤٢) فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝

(١٤٣) فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝

(١٤٤) لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

(١٤٥) فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝

(١٤٦) وَأَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۝

(١٤٧) وَأَرْسَلْنٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝

১৪০. স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল,

১৪৩. সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত
১৪৪. তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত সেটির উদরে।
১৪৫. তারপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।
১৪৬. পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম।
১৪৭. তাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।

১৪০. (اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ) স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে পৌঁছল, তার সম্প্রদায় থেকে গোপনে বেরিয়ে গেল, পালিয়ে গিয়ে উঠল বোঝাই নৌযানে, বিশাল ও সুন্দরভাবে সাজানো নৌকায়।

১৪১. (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ) তারপর সে লটারীতে যোগদান করল, নৌকার মধ্যে লটারীতে অংশ নিল এবং পরাভূত হল, পরাজিত হল দলীল-প্রমাণবিহীন ব্যক্তিতে পরিণত হল এবং নিজেকে পানিতে ফেলে দিল।

১৪২. (فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ) পরে তাকে গিলে ফেলল একটি বৃহদাকার মাছ, মৎস্য তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল, সম্প্রদায়কে ছেড়ে আসাতে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করছিল।

১৪৩. (فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ) সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী না হত ইতিপূর্বে নামায আদায়কারী না হত।

১৪৪।.(لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ) তবে তাকে থাকতে হত মাছের পেটে, মৎস্যের উদরে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত কবর থেকে বের হওয়ার দিবস পর্যন্ত।

১৪৫. (فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ) তারপর তাকে আমি নিক্ষেপ করেছিলাম তুলে দিয়েছিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে বিশাল ময়দানে এবং সে ছিল রুগ্ন, রোগাক্রান্ত। তার শরীর হয়ে পড়েছিল নবজাতক বাচ্চার শরীরের ন্যায়।

১৪৬. (وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنٍ) এরপর আমি তার উপর একটি লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম কাণ্ড বিহীন লতা গুল্মকে 'ইয়াকতীন' বলা হয়।

১৪৭. (وَاَرْسَلْنَهُ اِلَى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ) আমি তাকে প্রেরণ করেছিলাম লক্ষ কিংবা ততোধিক লোকের প্রতি, বরং অধিক লোক তথা এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের প্রতি।

(١٤٨) فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

(١٤٩) فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ○

(١٥٠) اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ○

(١٥١) اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ○

(١٥٢) وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(١٥٣) اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ○

(١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

১৪৮. এবং তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।
১৪৯. এখন ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং ওদের জন্যে

১৫০. অথবা আমি কি ফিরিশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল?
১৫১. দেখ, ওরা তো মনগড়া কথা বলে যে,
১৫২. "আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।" ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।
১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন?
১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?

১৪৮. (فَامَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ) তারা ঈমান এনেছিল তাঁর প্রতি, ফলে আমি তাদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিলাম, অবকাশ দিলাম কিছু কালের জন্য, মৃত্যু পর্যন্ত মেয়াদের জন্য তাদের শাস্তি বিহীন রেখে জীবনোপভোগের সুযোগ দিলাম।

১৪৯. (فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ) এখন ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, মক্কার অধিবাসী বানূ মালীহ গোত্রকে জিজ্ঞেস কর তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান নারীগণ আর ওদের জন্যে রয়েছে পুত্র সন্তান! পুরুষগণ! জিজ্ঞেস করার পর তারা বলেছিল, হাঁ, তাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ওদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে তা নির্ধারণ করছ যা নিজেদের জন্য পছন্দ করছ না?

১৫০. (اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ) অথবা আমি কি ফিরিশতাদেরকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছিলাম? যেমনটি তোমরা বলছ। আর ওরা তা প্রত্যক্ষ করছিল? উপস্থিত ছিল তখন?

১৫১. (اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ) দেখ, ওরা মনগড়া কথা বলে যে, ওরা বরং মিথ্যাচারিতায় বলে যে,

১৫২. (وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ) আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, কারণ তারা বলে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা। ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী তাদের বক্তব্য অনুযায়ী।

১৫৩. (اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ) তিনি কি মনোনীত করেছেন কন্যা সন্তান, পসন্দ করেছেন মেয়েদেরকে? পুত্র সন্তানের পরিবর্তে, ছেলেদের পরিবর্তে?

১৫৪. (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ) তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর, তোমরা কেন বেইনসাফী ও অন্যায় বিচার করছ যে, নিজেদের জন্য যা পসন্দ করছ না, আল্লাহ্র জন্য তা নির্ধারিত করছ?

(١٥٥) اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ

(١٥٦) اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ

(١٥٧) فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(١٥٨) وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۙ

(١٥٩) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ

(١٦٠) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ

১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।

১৫৮. ওরা আল্লাহ্ ও জিন্ন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিন্নেরা জানে ওদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য।

১৫৯. ওরা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ পবিত্র মহান-

১৬০. আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত,

১৫৫. (اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? নসীহত মেনে নিবেনা?

১৫৬. (اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ) তোমাদের কী হে মক্কাবাসীগণ! সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে? এমন কোন গ্রন্থ আছে, যাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা।

১৫৭. (فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তোমাদের সেই কিতাব উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও এই দাবিতে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা?

১৫৮. (وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا) ওরা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে মক্কার কাফির বানূ মালীহ গোত্রের লোকেরা আত্মীয়তা স্থির করেছে আল্লাহ্ ও জিন্ন জাতির মধ্যে, আল্লাহ ও ফিরিশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে। তারা বলে যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা। অপর ব্যাখ্যায় যিন্দীক ও সত্য দ্রোহীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা বলে যে, জগত সৃজনে অভিশপ্ত ইব্লীস মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক ও অংশীদার। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন কল্যাণসমূহ আর ইব্লীস সৃষ্টি করে অকল্যাণসমূহ। (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ) অথচ জিন্নেরা জানে, ফিরিশতাগণ জানে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে শাস্তি ভোগের জন্য, মক্কার কাফির বানূ মালীহ্ গোত্রকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার জন্য।

১৫৯. (سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) ওরা যা বলে, যে মিথ্যাচার করে, তা হতে আল্লাহ্ পবিত্র মহান আল্লাহ্ নিজেই নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।

১৬০. (اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ) আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত, ইবাদতে ও একত্ববাদে বিশ্বাসী নির্ভেজাল বান্দাগণ ব্যতীত, কারণ তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে না। অপর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত মিথ্যাচারীরা জাহান্নামে আযাব ভোগ করবে। কিন্তু কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র খাঁটি ও নির্ভেজাল বান্দাগণ আযাব ভোগ করবে না।

(١٦١) فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۝

(١٦٢) مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۝

(١٦٣) اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ۝

১৬১. তোমরা এবং তোমরা যেগুলোর উপাসনা কর ওরা-

১৬২. তোমরা কাউকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না-

১৬৩. কেবল জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

১৬১. (فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ) তোমরা হে মক্কাবাসীগণ! এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর আল্লাহ্কে ছেড়ে।

১৬২. (مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ) তোমরা কেউই কাউকে তাঁর সম্পর্কে, আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কে বিভ্রান্ত

১৬৩. (اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ) কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত তোমাদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশকারী ইবলীস ব্যতীত। অপর ব্যাখ্যায় আমি যার তাকদীরে লিখে দিয়েছি যে, সে তোমাদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশকারী হবে, তাকে ব্যতীত।

(١٦٤) وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

(١٦٥) وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ۝

(١٦٦) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۝

(١٦٧) وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ۝

(١٦٨) لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٦٩) لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

(١٧٠) فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٧١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৬৪. আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে।
১৬৫. আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।
১৬৬. এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।
১৬৭. ওরাই তো বলে এসেছে,
১৬৮. পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত,
১৬৯. আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।
১৭০. কিন্তু ওরা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে;
১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে,

১৬৪. (وَمَا مِنَّا اِلاَّ لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ) আমাদের প্রত্যেকের জন্য, জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত স্থান পরিচিত ও নির্দিষ্ট স্থান আকাশে।

১৬৫. (وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ) আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি নামায আদায়কালে।

১৬৬. (وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ) এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী, নামায আদায়কারী।

১৬৭. (وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ) ওরা তো বলত, মক্কার অধিবাসীগণ মুহাম্মদ (সা) তাদের নিকট আসার পূর্বে বলত।

১৬৮. (لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ) পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব ... যেমনিভাবে এসেছিলেন আমাদের নিকট যদি তেমন রাসূল আগমন করতেন।

১৬৯. (لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম তাওহীদপন্থী একত্ববাদী বান্দা হতাম।

১৭০. (فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল মুহাম্মদ (সা) যখন তাদের নিকট কুরআন নিয়ে এলেন তখন তারা কুরআনকে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে মৃত্যুর সময়, কবর জগতে এবং কিয়ামত দিবসে ওদের প্রতি কী আচরণ করা হয়।

১৭১. (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ) আমার প্রেরিত বান্দাদের ক্ষেত্রে আমার বাণী সাহায্য ও বিজয়ের বাণী স্থির হয়েছে, অনিবার্যভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে,

(١٧٢) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝
(١٧٣) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُونَ ۝
(١٧٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝
(١٧٥) وَّأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝
(١٧٦) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝
(١٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝
(١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

১৭২. অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।

১৭৪. অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর।

১৭৫. তুমি ওদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা প্রত্যক্ষ করবে।

১৭৬. ওরা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

১৭৭. তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ!

১৭৮. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর।

১৭২. (اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, দলীল-প্রমাণ দ্বারা এবং সংখ্যাধিক্য দ্বারা।

১৭৩. (وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ) আর আমার বাহিনীই, রাসূলগণ ও মু'মিনগণই হবে জয়ী দলীল-প্রমাণ, যুক্তি-তর্ক এবং সংখ্যাধিক্য দ্বারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

১৭৪. (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰي حِيْنٍ) অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও হে মুহাম্মদ (সা) মক্কার কাফিরদেরকে উপেক্ষা কর কিছু কালের জন্য, বদর দিবসে তাদের ধ্বংস হবার সময় পর্যন্ত।

১৭৫. (وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ) এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর। আল্লাহ্‌র আযাবের কথা তাদেরকে জানিয়ে দাও, শীঘ্রই ওরা প্রত্যক্ষ করবে

১৭৬. (اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ) তবে ওরা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? নির্ধারিত সময় আসার পূর্বে আমার আযাব পেতে চায়?

১৭৭. (فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ) অথচ তাদের আংগিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ! যাদেরকে রাসূলগণ সতর্ক করেছিলেন তবুও ঈমান আনেনি, তাদের প্রভাত হবে কত দুঃখময়!

১৭৮. (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ) তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর, হে মুহাম্মদ (সা) ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও কিছু কালের জন্য, বদর দিবসে ওদের ধ্বংস হবার সময়ের অপেক্ষায়।

(۱۷۹) وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○

(۱۸۰) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

(۱۸۱) وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○

(۱۸۲) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৭৯. তুমি ওদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০. ওরা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১. শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি।

১৮২. আর প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

১৭৯. (وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ) এবং ওদেরকে পর্যবেক্ষণ কর। ওদেরকে জানিয়ে দাও শীঘ্রই ওরা প্রত্যক্ষ করবে, জানতে পারবে ওদের প্রতি কি আচরণ করা হবে।

১৮০. (سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) ওরা যা আরোপ করে ওরা যা মিথ্যাচার করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সন্তান সন্ততি ও শরীক থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করলেন, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী, সকল নিরাপত্তা ও ক্ষমতার মালিক।

১৮১. (وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ) শান্তি বর্ষিত হোক আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি তাঁদের রিসালাতের বাণী প্রচারের প্রেক্ষিতে।

১৮২. (وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, সকল কৃতজ্ঞতা ও একত্ববাদ একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, রাসূলগণকে মুক্তি দান ও তাঁদের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করার জন্য। তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, জিন্ন ইনসান সকলের মালিক।

সূরা সাদ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮৮ আয়াত, ৭৩২ শব্দ ৩০৬৬ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(۱) صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ ○

(۲) بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّۃٍ وَّشِقَاقٍ ○

(۳) کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ ○

১. সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের। তুমি অবশ্যই সত্যবাদী।

২. কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।

৩. এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন ওরা আর্তচিৎকার করেছিল; কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

১. (صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ) সাদ ওয়াল কুরআন অর্থাৎ তোমরা বারবার কুরআন অধ্যয়ন কর, যাতে তোমরা কুফরী ও ঈমানের পরিচয় লাভ করতে পার, সুন্নাত ও বিদ'আত, হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, হালাল ও হারাম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিচয় লাভ করতে পার। অপর ব্যাখ্যায় 'সাদ' অর্থ 'সাদ আনিল হুদা' অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ হক ও হিদায়াত থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় আবূ জাহ্ল সত্য থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় সাদ অর্থ যিনি আপন বাক্যে সত্যবাদী। অপর ব্যাখ্যায় সাদ দ্বারা 'সাদিক' বা সত্যবাদী বুঝানো হয়েছে, এটি আল্লাহ্র একটি নাম। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাচক অক্ষর, সেটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের। আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন ঃ মর্যাদাবান ও বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ কুরআন মজীদের, এটি মর্যাদাবান বানিয়ে দেয় তাকে, যে এটিতে ঈমান আনে এবং এটিতে রয়েছে পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলের বর্ণনা ও বিবরণ।

২. (بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّۃٍ وَّشِقَاقٍ) কিন্তু কাফিররা, মক্কার কাফিররা ডুবে আছে ঔদ্ধত্যে, দম্ভ ও অহংকারে এবং বিরোধিতায় বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতায়। এজন্য এটির উপর শপথ করা হয়েছে।

৩. (کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ) আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস

কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না অর্থাৎ ওদের ধ্বংসের সময় ফিরিশতাগণ ওদেরকে ডেকেছিলেন। কিন্তু তখন মুক্তি লাভের কোন সুযোগ ছিল না। তারা তখন আক্রমণ করার বা পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে না, তাদেরকে থেমে থাকতে বলা হয়েছিল, তারা দাঁড়িয়ে ছিল। অবশেষে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিলেন। ইতিপূর্বে ওদের নিয়ম ছিল যে, কেউ শত্রুপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাদের একে অন্যকে বলত 'মানাস্ মানাস্' অর্থাৎ সবাই বুঝে নিত যে, এখনই একযোগে আক্রমণ হবে, তাই পালাও পালাও, ফলে যারা মুক্তি পাওয়ার তারা মুক্তি পেয়ে যায় এবং যারা ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হয়ে যায়। যদি শত্রু পক্ষ এদের উপর জয়লাভ করত তখন একে অন্যকে জোরেশোরে ডেকে বলত, মানাস্, মানাস্, মুক্তির স্থান খুঁজে নাও, পালাও পালাও, তারপর ওরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করত। এটি তখনকার যুগে মানুষের রীতি ছিল যে, কোন শত্রুর উপর আক্রমণ করতে চায় অথবা শত্রুর ভয়ে পালাতে চায়, তবে এভাবে ডাকাডাকি করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংসের ইচ্ছা করেছেন তখন ফিরিশতাগণ তাদেরকে ডাকাডাকি করেছিল এবং বলেছিল, এটা আক্রমণ করার কিংবা পলায়ন করার সময় নয়।

(٤) وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

(٥) أَجَعَلَ الْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۝

(٦) وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ ۝

(٧) مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْـَٔاخِرَةِ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا اخْتِلَـٰقٌ ۝

৪. এরা বিস্ময়বোধ করছে যে, এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল এবং কাফিররা বলে, "এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।"

৫. "সে কি বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এতো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!"

৬. ওদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে, "তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় অবিচল থাক। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।"

৭. "আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। এটি এক মনগড়া উক্তিমাত্র।"

৪. (وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ) এরা বিস্ময়বোধ করছে, মক্কার কাফির কুরায়শরা অবাক হচ্ছে এজন্য যে, ওদের নিকট এসেছে একজন সতর্ককারী, সাবধানকারী রাসূল এবং কাফিরেরা বলে, মক্কার কাফিরগণ বলে, এতো অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) একজন যাদুকর, যে দু'জনের মধ্যে ফাটল ধরায়, মিথ্যাবাদী, আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে।

৫. (اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ) সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আমাদের এতগুলো প্রয়োজন পূরণে কি এক আল্লাহ্ যথেষ্ট হবে? যেমন মুহাম্মদ (সা) এক আল্লাহ্র কথা বলছে নিশ্চয়ই এটি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যা বলেছেন একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, অবাক কাণ্ড।

৬. (وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰۤى اٰلِهَتِكُمْ) ওদের প্রধানেরা সরে পড়ে কুরায়শের শীর্ষ স্থানীয় লোকজন যেমন উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, উবায় ইব্ন খালফ জুমাহী এবং আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ বেরিয়ে যায় এবং বলে, তোমরা চলে যাও, আবূ জাহ্ল ওদেরকে বলত,

উপাস্যগুলোর উপাসনায় অবিচল থাক, (اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ) নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যা বলছে উদ্দেশ্যমূলক, সে চায় যে, এসব কথাবার্তা বলে দুনিয়াটা ধ্বংস করুক। অপর ব্যাখ্যায় রাসূল (সা) যা বলছেন এবং করছেন তার পেছনে রয়েছে পার্থিব স্বার্থপরতা।

৭. (مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ) আমরা তো এটি শুনিনি, মুহাম্মদ (সা) যা বলেছেন তা শ্রবণ করিনি অন্যান্য ধর্মাদর্শে ইয়াহূদী ধর্মে খৃস্টান ধর্মে অর্থাৎ আমরা কোন ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টানের মুখে শুনিনি যে, আল্লাহ্ এক একক, নিশ্চয়ই এটি মুহাম্মদ (সা) যা বলছেন, তা এক মনগড়া উক্তি মুহাম্মদ (সা) নিজের পক্ষ থেকে তা রচনা করে নিয়েছে।

(৮) ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۝
(৯) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝
(১০) اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ ۝
(১১) جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝
(১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝

৮. "আমাদের মধ্য হতে কি তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হল?" প্রকৃতপক্ষে ওরা তো আমার কুরআনে সন্দিহান, ওরা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।

৯. ওদের নিকট কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার তোমার প্রতিপালকের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?

১০. ওদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওই দুটোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকলে ওরা সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক!

১১. বহুদলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।

১২. এদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, 'আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফির'আউন,

৮. (ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ) আমাদের মধ্য হতে কি তারই উপর যিক্‌র অবতীর্ণ হল? নবুওয়াত ও কিতাব প্রদানের মাধ্যমে শুধু তাকেই কি মহিমান্বিত করা হল আমাদের মধ্য থেকে? ওরা বরং, মক্কার কাফিরেরা বরং, আমার যিক্‌র সম্পর্কে আমার কিতাব সম্পর্কে এবং আমার নবীর নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দিহান। তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি আমার আযাব ভোগ করেনি, এজন্য আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে।

৯. (اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) ওদের নিকট কি আছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার অর্থাৎ তাদের হাতে কি আছে নবুওয়াত ও কিতাব যে, তারা যাকে চাইবে তাকে তা দিবে যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা, ওই আল্লাহ্ তো বেঈমান থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অপ্রতিরোধ্য পরম দানশীল, মুহাম্মদ (সা)কে নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছেন।

১০. (اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ) ওদের নিকট কি

সব কিছুর উপর সৃষ্টি জগত ও বিস্ময়কর বিষয়গুলোর উপর, থাকলে ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসুক আকাশের দরজা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠুক, যদি তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে ওগুলোর উপর এবং তারা দেখে যাক উপরে এসে যে, তাঁর উপর কিতাব ও নবুওয়াত নাযিল হয়েছে কিনা?

১১. (جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ) বহুদলের এই বাহিনীও পরাজিত হবে, এই বাহিনী যখন বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার প্রয়াস পায় তখন তারা নিজেরাই নিহত ও বন্দী হয়।

১২. (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ) ওদের পূর্বেও হে মুহাম্মদ (সা) তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায় নূহকে, 'আদ সম্প্রদায় হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল হূদ (আ)-কে এবং বহু শিবিরের অধিপতি ফির'আউন, শক্তিশালী রাজ্যের রাজা ফির'আউন। অপর ব্যাখ্যায় পেরেক মেরে শাস্তি দানকারী ফির'আউন, তাকে পেরেক ওয়ালা বলা হয়েছে এজন্য যে, কারো প্রতি সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হলে তাকে এনে ৪টি পেরেক মেরে ফেলে রাখত, বস্তুত ফিরআউন প্রত্যাখান করেছে মূসা (আ)-কে।

(١٣) وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ۚ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ○

(١٤) اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ○

(١٥) وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ○

(١٦) وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ○

(١٧) اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

১৩. সামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আয়কার অধিবাসীগণ, ওরা ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী।

১৪. ওদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব।

১৫. এরা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচন্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না।

১৬. এরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্রই দিয়ে দাও না!

১৭. এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

১৩. (وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحَابُ لْئَيْكَةِ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابِ) সামূদ সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে সালিহ (আ)-কে, লূত সম্প্রদায় লূত (আ)-কে ও 'আয়কার' অধিবাসী জঙ্গলবাসী, ওরা হল শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়, তারা শু'আয়ব (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ওরা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী কাফির বাহিনী।

১৪. (اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ) ওদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে অর্থাৎ এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যেমন কুরায়শ সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে মুহাম্মদ

১৫. (وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ) ওরা তো অপেক্ষা করছে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে মূলত তারা অপেক্ষা করছে একটি প্রচণ্ড নিনাদের, যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। অর্থাৎ পুনরুত্থানের জন্যে শিঙার ফুৎকার, যাতে কোন বিরাম থাকবে না অবকাশ ও ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না।

১৬. (وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) তারা বলে, মক্কার কাফিররা বলে, যখন কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা (فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ) উল্লেখ করেছেন তখন তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শীঘ্র আমাদের প্রাপ্য অর্থাৎ আমাদের আমলনামা দিয়ে দিন বিচার দিবসের পূর্বে, যাতে আমরা জেনে নিতে পারি তার মধ্যে কি কি বিধৃত আছে।

১৭. (اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ) তুমি ধৈর্য ধারণ কর হে মুহাম্মদ (সা) ওরা যা বলে মুখে মিথ্যাচারের মুকাবিলায় এবং স্মরণ কর আমার বান্দা দাউদ (আ)-কে অর্থাৎ আমার বান্দা দাউদ (আ)-এর বৃত্তান্ত ওদের নিকট পেশ কর, সে ছিল শক্তিশালী এবং অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী ইবাদতে শক্তিমান এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল, তাঁর ইবাদতে অগ্রসরমান।

(১৮) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ

(১৯) وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

(২০) وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

(২১) وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۙ

(২২) اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ○

১৮. আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এসব সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

১৯. এবং সমবেত বিহংগকুলকেও; সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী।

২০. আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।

২১. তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে এল 'ইবাদত খানায়,

২২. এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। ওরা বলল, ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ– আমাদের একে অপরের প্রতি যুলুম করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন।

১৮. (اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ) আমি অনুগত করে দিয়েছিলাম,

১৯. (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ) এবং সমবেত পক্ষীকুলকেও বাধ্য করে দিয়েছি, তাঁরা সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী, পাহাড়-পর্বত এবং পক্ষীকুলসহ সব কিছু আল্লাহ্‌র অনুগত।

২০. (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ) আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম প্রহরী দ্বারা, প্রতিরাতে তেত্রিশ হাজার মানুষ তাঁর প্রাসাদ পাহারা দিত, আমি তাকে দিয়েছি, প্রদান করেছি প্রজ্ঞা নবুওয়াত ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা, বিচার ক্ষমতা। বিচারের রায় ঘোষণার সময় তিনি কোন দ্বিরুক্তি ও জড়তা দেখাতেন না। দলীল ও শপথের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন, অর্থাৎ বাদী পেশ করবে দলিল-প্রমাণ আর তা না থাকলে বিবাদী শপথ করবে আল্লাহ্‌র নামে।

২১. (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) তোমার নিকট কি এসেছে বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত, আসেনি, পরে এসেছে হে মুহাম্মদ (সা) যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এল ইবাদতখানায় তাতে প্রবেশ করল মিহরাবের উপর দিয়ে।

২২. (إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ) এবং যখন দাউদের নিকট এসে পৌঁছল তখন সে ভীত হল, দাউদ (আ) ভয় পেলেন, ওরা বলল, অর্থাৎ তাঁর নিকট প্রবেশকারী ফিরিশতা দুজন বললেন, হে দাউদ! ভয় পাবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছি, সীমালঙ্ঘন করেছি (فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ) সুতরাং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, ইনসাফ ভিত্তিক রায় দিন, কোন অবিচার করবেন না কারো প্রতি অন্যায় করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন, সরল-সঠিক পথের দিশা দান করুন।

(٢٣) إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ○

(٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ○

(٢٥) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ○

২৩. এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও, এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।

২৪. দাউদ বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে— করেনা কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তারপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল।

২৫. তারপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ

২৩. (إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ) এই যে আমার ভাই তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, ৯৯টি স্ত্রী, আর আমার আছে একটি দুম্বা, একটি স্ত্রী, তবুও সে বলে আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও, তোমার স্ত্রী আমায় দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে, বাক্য বিনিময়ে সে আমার উপর জয় লাভ করেছে; এটি একটি উদাহরণ, ফিরিশতাগণ দাউদ (আ)-এর নিকট তা পেশ করেছেন যাতে 'উরিয়া'কে উপলক্ষ করে তিনি যে আচরণ করেছেন তা অনুধাবন করতে পারেন।

২৪. (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلٰى نِعَاجِهٖ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ) সে বলল, দাঊদ (আ) বললেন, তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে তো তোমার প্রতি যুলুম করেছে, তার প্রচুর দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমারটি নিতে চেয়ে সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, শরীকদের অনেকে, ভাই-বেরাদার হোক কিংবা অন্য কোনভাবে অংশীদার হোক, একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, যুলুম করে থাকে, (إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ) করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ, কেবল আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও নিজ নিজ প্রতিপালকের প্রতি সদ্ভাব রক্ষাকারীগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প; যারা যুলুম করে না তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এরপর ওই দুজন ফিরিশতা যে পথে প্রবেশ করেছিল সে পথে বেরিয়ে গেল। (وَظَنَّ دَاوٗدُ أَنَّمَا فَتَنّٰهُ) দাঊদ বুঝতে পারলে উপলব্ধি করলো এবং নিশ্চিত হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম, তার ভুলের কারণে তাকে এই ঘটনার সম্মুখীন করলাম (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ) তখন সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল ভুলের জন্য এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল, সিজদাবনত হলো এবং তাঁর অভিমুখী হল তাওবা ও অনুতপ্ত হওয়া সূত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি এগিয়ে গেলো।

২৫. (فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ) তারপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম, ত্রুটি মাফ করে দিলাম, আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা সম্মানের ক্ষেত্রে গভীর নৈকট্য এবং শুভ পরিণাম আখিরাতে চমৎকার বাসস্থান।

(٢٦) يٰدَاوٗدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۟

(٢٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۟

২৬. হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা এটি তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।

... কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যদিও কাফিরদের ধারণা

২৬. (يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, বনী ইসরাঈলের জন্য রাজা এবং নবী করে পাঠিয়েছি, সুতরাং তুমি লোকদের প্রতি সুবিচার কর, ইনসাফ কর (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যেমনটি করেছিলো উরিয়া এর স্ত্রী বতশয়ূ (বতশেবা) এর ক্ষেত্রে[১], ওই মহিলা ছিল দাউদ (আ)-এর চাচাত বোন। কেননা এটি তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে, আল্লাহর আনুগত্য হতে বিচ্যুত করবে (اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ) যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাঁর আনুগত্য হতে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি- কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে, বিচার দিবসের উত্তরণের জন্য কাজ করা বর্জন করেছে।

২৭. (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টি জগত ও বিস্ময়কর বিষয়াদি অনর্থক সৃষ্টি করিনি উদ্দেশ্যহীন, অনুমাননির্ভর এবং আদেশ-নিষেধ ব্যতীত সৃষ্টি করিনি (ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ) যদিও কাফিরদের ধারণা তাই, কাফিরগণ মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে থাকে, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ, জাহান্নামের মধ্যে কঠিন শাস্তি।

(২৮) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

(২৯) كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

(৩০) وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

(৩১) اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ○

২৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

২৯. এক কল্যাণময় কিতাব, এটি আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এটির আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

৩০. আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

৩১. যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল,

২৮. (اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি, সৎকর্ম করে, স্বীয় প্রতিপালকের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখে, ওরা হলেন হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা), হামযা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা) এবং

১. এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন- এখানে মুফাসসিরগণ একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশ ইসরাঈলীদের বরাত থেকে গৃহীত, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে গ্রহণযোগ্য কোন বর্ণনা নেই। তাই কুরআনে বর্ণিত ঘটনা তিলাওয়াত করে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করাই উত্তম।

উবায়দাহ্ ইব্‌ন হারিছ (রা) প্রমুখ এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, উতবা ইব্‌ন রাবীআ', শায়বা ইব্‌ন রাবীআ' এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা প্রমুখ মুশরিকগণ, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ) আমি কি মুত্তাকীদেরকে, কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা বর্জনকারীদেরকে যেমন আলী (রা) ও তাঁর দুই সাথীকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব? উতবা, শায়বা ও ওয়ালীদের মত কাফিরদের সমান গণ্য করব? এরা বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রা), হামযা (রা) এবং উবায়দা (রা)-এর মুকাবিলা করেছিল। তখন হযরত আলী (রা) তাঁর প্রতিপক্ষ ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবাকে হত্যা করলেন, হামযা (রা) তাঁর প্রতিপক্ষ উতবা ইব্‌ন রাবীআ'কে হত্যা করলেন এবং উবায়দা (রা) তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাকে হত্যা করলেন।

২৯. (كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ) এক কিতাব এটি, এটি আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, জিব্‌রাঈলকে এই কিতাবসহ তোমার প্রতি নাযিল করেছি, এটি কল্যাণময় এতে আছে বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহ, রহমত ও মাগফিরাত যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এগুলো নিয়ে গবেষণা করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিবেকবান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ নসীহত।

৩০. (وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ) আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তার আনুগত্যের প্রতি অগ্রসরমান।

৩১. (اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ) যখন তার সম্মুখে উপস্থিত করা হল অপরাহ্নে দুপুরের পর ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি, খাঁটি আরবী দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহ। অপর ব্যাখ্যায় 'সাফিনাত' হল দৌড়ানোর জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত ঘোড়া, যেগুলো তিন পায়ে দাঁড়িয়ে এক পা উপরে তুলে শুধু ক্ষুরের সামান্য অংশ মাটিতে ঠেকিয়ে রাখে।

(٣٢) فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۟

(٣٣) رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۚ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

(٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

(٣٥) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৩২. তখন সে বলল, "আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে;"

৩৩. "এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" অতঃপর সে ওগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।

৩৪. আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়; তারপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হল।

৩৫. সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।"

৩২. (فَقَالَ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتّٰي تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) তখন সে বলল, "আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত ছেড়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি " ধন-সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়েছে, কাফ পর্বতের উল্টো দিকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

৩৩. (رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ) ওগুলোকে পুনরায় আমার নিকট আনয়ন কর ইতিপূর্বে যেগুলো উপস্থিত করা হয়েছিল সেগুলো পুনরায় নিয়ে আস তারপর সে ওগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল, পা ও ঘাড় কাটতে শুরু করলো। অপর ব্যাখ্যায় তিনি ওই ঘোড়াগুলোকে আদর করে ঘাড়ে ও পায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। তিনি আসরের নামায আদায় করতে পারেননি। এজন্য তিনি পুনরায় ওগুলো আনিয়ে পা ও ঘাড় কাটতে শুরু করেন।

৩৪. (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰي كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ) আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম, যাচাই করলাম, চল্লিশ দিন যাবত তাকে রাজ্যহারা রেখে। এটি ছিল তার গৃহে মূর্তির পূজা করা হয়েছিল তার মেয়াদ। একদিনের মূর্তি পূজার জন্য একদিন রাজ্য হারা। ৪০ দিনের পূজার জন্য ৪০ দিনের রাজ্য হারা। আমি তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়, একটি শয়তান, বসিয়ে রাখলাম, এরপর সে ফিরে এল তাঁর রাজত্বের দিকে, তাঁর প্রতিপালকের আনুগত্যের দিকে এবং তাওবা করলো দোষ-ত্রুটি থেকে।

৩৫. (قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ) সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর আমার ত্রুটিগুলো মাফ কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়, কারো সেই যোগ্যতা না হয়। অপর ব্যাখ্যায় যেন ওই রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া না হয়, যেমন প্রথমবার নেয়া হয়েছিল, (اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ) তুমি তো পরম দাতা, যাকে চাও রাজত্ব, নবুওয়াত ইত্যাদি দান কর।

(٣٦) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

(٣٧) وَالشَّيٰطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝

(٣٨) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

(٣٩) هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(٤٠) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَآبٍ ۝

(٤١) وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۘ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝

৩৬. তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত,

৩৮. এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরো অনেককে।

৩৯. এসব আমার অনুগ্রহ। এটি হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।

৪০. এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

৪১. স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, "শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।"

৩৬. (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ) অতঃপর আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে পরবর্তীতে যা তার আদেশে আল্লাহ্‌র আদেশে অথবা সুলায়মানের আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত মৃদুমন্দ গতিতে, স্বাভাবিক ও নম্র গতিতে প্রবাহিত হত।

৩৭. (وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ) আমি তার অধীন করে ছিলাম শয়তানকে, যারা ছিল নির্মাণকারী ও সমুদ্রের তলদেশে ডুবুরী।

৩৮. (وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ) এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ লোহার শিকলে বন্দী আরো অনেককে ওরা হল বিদ্রোহী ও উদ্ধত শয়তান, যাদেরকে কাজে পাঠালে ফিরে আসে।

৩৯. (هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) এটি আমার অনুগ্রহ হে সুলায়মান! এটি আমার রাজত্ব, শয়তানদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে এই সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব প্রদান করলাম, অতএব তুমি অনুগ্রহ করতে পার উদ্ধত শয়তানদের যাকে ইচ্ছা শিকল থেকে ছেড়ে দিতে পার অথবা নিজে রাখতে পার, শিকলে আবদ্ধ রাখতে পার, এর জন্য তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না, তোমাকে দোষারোপও করা হবে না এই কাজের জন্য।

৪০. (وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ) এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা, মর্যাদায় নৈকট্য ও সান্নিধ্য এবং শুভ পরিণাম, আখিরাতে সুন্দর বাসস্থান।

৪১. (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ) স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ূবকে, বান্দা আইয়ূবের ঘটনা মক্কার কাফিরদেরকে অবগত কর যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, প্রতিপালকের নিকট দু'আ করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে, আমার বিরুদ্ধে তুমি শয়তানকে যে ক্ষমতা দিয়েছ তাতে আমি কষ্টে পতিত হয়েছি, বিপদ ও অসুস্থতায় পড়েছি, তখন জিব্‌রাঈল (আ) বললেনঃ হে আইয়ূব!

(٤٢) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ○

(٤٣) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৪২. আমি তাকে বললাম, "তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।"

৪২. (اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ) আপন পায়ে ভূমিতে আঘাত কর, মাটিতে পদাঘাত কর। তিনি পদাঘাত করলেন, সেখান থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হল, জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, এটি গোসলের সুশীতল পানি, এখান থেকে গোসল কর। হযরত আইয়ূব (আ) গোসল করলেন, তাতে তাঁর শরীরের সবগুলো জখম ও ঘা নিরাময় হল। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, আবার পদাঘাত কর। তিনি পদাঘাত করলেন, সেখান থেকে অন্য একটি ফোয়ারা প্রবাহিত হল, এবার জিব্‌রাঈল বললেন, بَارِدٌ وَّشَرَابٌ এটি সুশীতল পানীয় অর্থাৎ এটি ঠাণ্ডা ও সুমিষ্ট পানীয়। তুমি তা পান কর, তিনি ওই পানি পান করলেন তাতে তাঁর পেটের ভেতরের সকল জখম ও ঘা নিরাময় হল।

৪৩. (وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا) আমি তাকে দিলাম তার পরিবার-পরিজন যাদেরকে ইতিপূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং তাদের মত আরও দেব আখিরাতে। অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াতে আমার অনুগ্রহ স্বরূপ (وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ) আমার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দয়া স্বরূপ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ, বিবেকবান লোকদের জন্য নসীহত স্বরূপ।

(٤٤) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

(٤٥) وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ○

(٤٦) اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۚ○

৪৪. আমি তাকে আদেশ করলাম, এক মুষ্টি তৃণ লও ও সেটি দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভংগ করোনা, আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী।

৪৫. স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, ওরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষদর্শী।

৪৬. আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল পরকালের স্মরণ।

৪৪. (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ) এবং এক মুষ্টি তৃণ হাতে লও হে আইয়ূব! যাতে থাকবে ১০০টি শীষ তারপর সেটি দ্বারা আঘাত কর তোমার স্ত্রী রহমত (রহীমা) বিন্‌ত ইউসুফ সিদ্দীক-কে এবং শপথ ভংগ করো না, শপথে পাপ অর্জন করো না। ইতিপূর্বে তিনি শপথ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ যদি তাঁকে রোগ থেকে মুক্তি দেন তবে স্ত্রীর একটি অসংগত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করবেন। তাঁর স্ত্রী এমন একটি অসংগত কথা বলেছিলেন যা আল্লাহ্‌র পছন্দ হয়নি। (اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ) আমি তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল বিপদের মুখে, কত উত্তম বান্দা সে, সে ছিল আমার অভিমুখী, আল্লাহ্‌র অনুগত, আল্লাহ্‌র ইবাদতে অগ্রগামী।

৪৫. (وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ) স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্‌রাহীম দয়াময় আল্লাহ্‌র বন্ধু, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা। ওরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষদর্শী আল্লাহ্‌র ইবাদতে শক্তিমান ও সুদৃঢ় এবং আল্লাহ্‌র দীনের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

৪৬. (اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, সেটি ছিল পরলোকের স্মরণ অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং

(৪৭) وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۝

(৪৮) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۝

(৪৯) هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۝

(৫০) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ۝

(৫১) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝

৪৭. অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
৪৮. স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল ইয়াসা'আ ও যুলকিফলের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।
৪৯. এটি এক স্মরণীয় বর্ণনা, মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস,
৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত সেটির দ্বার।
৫১. সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেথায় তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে।

৪৭. (وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الاَخْيَارِ) ওরা আমার নিকট ছিল মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্গত, দুনিয়াতে যাদেরকে আমি নবুওয়াত ও ইসলাম দিয়ে বেছে নিয়েছিলাম। আর ওরা হবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম লোকদের অন্তর্গত।

৪৮. (وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الاَخْيَارِ) স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল ইয়াসা'আ ইলিয়াস (আ)-এর চাচাত ভাই এবং যুলকিফলের কথা, যুলকিফল হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য কতক বিষয়ের জিম্মাদারী নিয়েছিলেন এবং সেগুলা পূরণ করেছিলেন। অপর ব্যাখ্যায় তিনি আল্লাহ্‌র জন্য কতক জিম্মাদারী নিয়েছিলেন এবং সেগুলো পুরোপুরি আদায় করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় তিনি একশত নবীর ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে খাওয়াতেন, অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ওই নবীগণকে মারা যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দান করেন। যুলকিফ্‌ল একজন নেককার লোক ছিলেন, কিন্তু নবী ছিলেন না, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন আল্লাহ্‌র নিকট।

৪৯. (هٰذَا ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ) এটি এক স্মরণীয় বাণী, সৎকর্মশীলদের বিবরণ। অপর ব্যাখ্যায় এই কুরআনে বিবৃত আছে অতীত যুগের ও পরবর্তী যুগের সকলের কথা, মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে, কুফরী, শির্‌ক ও অশ্লীলতা বর্জনকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস আখিরাতে, এরপর আখিরাতে তার বাসস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

৫০. (جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الاَبْوَابُ) চিরস্থায়ী জান্নাত নবী রাসূল ও সৎকর্মশীল লোকদের বাসস্থান তাদের জন্য উন্মুক্ত যার দ্বার কিয়ামত দিবসে।

৫১. (مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ) সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে মঞ্চে, খাটের উপর উপবিষ্ট এবং জান্নাতে মহা আনন্দে থাকবে তারা। সেখানে তারা উপস্থিত করার নির্দেশ দিবে, জান্নাতে চাইবে বহুবিধ ফলমূল বিভিন্ন রংয়ের ফলমূল ও পানীয় বিভিন্ন প্রকারের।

(٥٢) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ○

(٥٣) هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

(٥٤) اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ○

(٥٥) هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ○

(٥٦) جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(٥٧) هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ○

৫২. এবং তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।

৫৩. এটিই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

৫৪. এটিই আমার দেয়া রিয্‌ক যা নিঃশেষ হবে না।

৫৫. এটিই, আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম–

৫৬. জাহান্নাম, সেথায় ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

৫৭. এটি সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

৫২. (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ) এবং তাদের পাশে থাকবে জান্নাতে কুমারী মেয়েগণ আনত নয়না অবনত দৃষ্টি, আপন সাথী নিয়ে তৃপ্ত সমবয়স্কা মেয়েগণ, জন্ম ও বয়সে সকলে সমান, আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে বলবেন :

৫৩. (هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ) এটি হিসাব দিবসের জন্য কিয়ামত দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, যখন তোমরা দুনিয়াতে ছিলে তখন এটিরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

৫৪. (اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ) এটি আমার দেয়া রিয্‌ক, তাদের জন্য আমার দেয়া খাদ্যদ্রব্য ও নিয়ামতসমূহ যা নিঃশেষ হবে না শেষও হবে না, থেমেও থাকবে না।

৫৫. (هٰذَا وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ) এটি ঈমানদারদের জন্য আর সীমালংঘনকারীদের জন্য, আবূ জাহল ও তার সাথীসহ সকল কাফিরের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম, আখিরাতে নিকৃষ্টতম বাসস্থান,

৫৬. (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا، فَبِئْسَ الْمِهَادُ) জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে ঢুকবে কিয়ামত দিবসে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল বিছানা ও বাসস্থান তাদের জন্য ওই জাহান্নাম।

৫৭. (هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ) এটি কাফিরদের জন্য, সুতরাং তারা আস্বাদন করুক জাহান্নামের আযাব, ফুটন্ত পানি, চূড়ান্ত গরম পানি এবং পুঁজ দুর্গন্ধময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি, যা তাদেরকে জ্বালিয়ে

(٥٨) وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ؕ

(٥٩) هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ

(٦٠) قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ

(٦١) قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ

(٦٢) وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ؕ

৫৮. আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

৫৯. "এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সংগে প্রবেশ করছে। ওদের জন্য নেই অভিনন্দন, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।"

৬০. অনুসারীরা বলবে, বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো পূর্বে সেটি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

৬১. ওরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটি আমাদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।"

৬২. ওরা আরো বলবে, "আমাদের কী হল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না।"

৫৮. (وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ) আরও আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি গরম পানি ও দুর্গন্ধময় কনকনে ঠাণ্ডা পানির ন্যায় অন্যান্য শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন একদল একদল করে, যখনই কোন দল প্রবেশ করবে তারা তাদের পূর্ববর্তী প্রবেশকৃত দলকে লা'নত ও অভিসম্পাৎ করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তীদলকে বলবেন :

৫৯. (هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ) এই তো এক বাহিনী, একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে, ঢুকছে জাহান্নামে, তখন পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে লক্ষ্য করে বলবে, ওদের জন্য কোন অভিনন্দন নেই, আল্লাহ্ ওদের জন্য কোন সুবিধা রাখেননি, ওরা তো জাহান্নামে জ্বলবে, জাহান্নামেই প্রবেশ করবে।

৬০. (قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ) তারা বলবে, পরবর্তীতে প্রবেশকারী দল বলবে, বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই, আল্লাহ্ কোন সুবিধা রাখেননি তোমরাই তো পূর্বে এটি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছ, আমাদের জন্য এই জীবনাদর্শের রেওয়াজ করে গিয়েছ। আর আমরা তোমাদের অনুসরণ করেছি, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল তোমাদের এবং আমাদের বাসস্থান।

৬১. (قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ) ওরা বলবে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ... "হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! যে আমাদের জন্য পূর্বে এটির ব্যবস্থা করেছে, এই

জীবনাদর্শের রেওয়াজ করেছে, অর্থাৎ ইবলীস ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ করে দাও আমাদের অপেক্ষা।

৬২. (وَقَالُوْا مَالَنَا لاَ نَرٰى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الاَشْرَارِ) তারা আরো বলবে, "আমাদের কী হল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম, গরীব ও দরিদ্র মু'মিন ব্যক্তিগণ, যাদেরকে আমরা তুচ্ছ ও ফকীর বলে হেয় করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না জাহান্নামে।

(٦٣) اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝

(٦٤) اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۝

(٦٥) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

(٦٦) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

(٦٧) قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۝

(٦٨) اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۝

৬৩. তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম? না, ওদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?

৬৪. এটি নিশ্চিত সত্য, জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

৬৫. বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এবং কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক পরাক্রমশালী।

৬৬. যিনি আকাশরাজি, পৃথিবী ও উভয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী মহাক্ষমাশীল।

৬৭. বল, এটি এক মহা সুসংবাদ,

৬৮. যা হতে তোমরা মুখ ফিরায়ে নিচ্ছ।

৬৩. (اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الاَبْصَارُ) তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম দুনিয়াতে ওদেরকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম, না, ওদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে" আমরা ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তির কারণে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা?

৬৪. (اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ) এটি নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের সম্পর্কে যা আমি উল্লেখ করেছি তা অকাট্য সত্য, জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ এক দলের সাথে অপর দলের তর্ক-বিতর্ক নিশ্চিত সত্য।

৬৫. (قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কাবাসীদেরকে, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, সাবধানকারী রাসূল এবং কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত, তিনি একক, তার নেই কোন সন্তান-সন্ততি আর নেই কোন শরীক, সমকক্ষ, তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর সৃষ্টি [illegible]

৬৬. (رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ) যিনি আকাশরাজি, পৃথিবী ও উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, সৃষ্টি জগত ও বিস্ময়কর সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, যিনি পরাক্রমশালী, বেঈমানকে শাস্তি প্রদানে অপ্রতিরোধ্য, মহাক্ষমাশীল যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে ও তাওবা করে তার প্রতি।

৬৭. (قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ) বল, হে মুহাম্মদ (সা) এটি অর্থাৎ কুরআন এক মহা সংবাদ, মর্যাদাময় গ্রন্থ, তাতে প্রথম-শেষ সকলের সংবাদ বিদ্যমান,

৬৮, (اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ) যা হতে তোমরা মুখ ফিরায়ে নিচ্ছ, সেটিকে মিথ্যা বলছ, সেটি বর্জন করছ?

(٦٩) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

(٧٠) اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٧١) اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○

(٧٢) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

(٧٣) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○

(٧٤) اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৯. ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

৭০, আমার নিকট তো এই ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

৭১. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদামাটি হতে।

৭২. যখন আমি সেটিকে সুষম করব এবং সেটিতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সেটির প্রতি সিজদাবনত হবে।

৭৩. তখন ফিরিশতারা সকলে সিজদাবনত হল,

৭৪. কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

৬৯. (مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ) ঊর্ধ্বলোকে ওদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ আমি যদি রাসূল না হতাম তবে ফিরিশতাদের কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান থাকত না। যখন তারা মানব সৃষ্টির প্রতিবাদ করে বলেছিল, "তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে?"

৭০. (اِنْ يُوْحٰى اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) আমার নিকট তো এই ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী সাবধানকারী রাসূল, তোমাদেরকে সাবধান করি এমন ভাষায় যা তোমরা জান, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের বাদানুবাদের বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! ওদের নিকট উল্লেখ কর

৭১. (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কর্দম হতে, অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেছি কাদা হতে।

৭২. (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) যখন আমি তাকে সুষম করব তার সৃজন শেষ করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ সঞ্চার করব, তার মধ্যে রূহ স্থাপন করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে, সিজদায় ঝুঁকে পড়বে,

৭৩. (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) তখন ফিরিশতারা সকলে সিজদাবনত হল আদমের উদ্দেশ্যে।

৭৪. (إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করল,, আদমকে সিজদা করা থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে মনে করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার কারণে কাফির হয়ে গেল।

(٧٥) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ○

(٧٦) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ○

(٧٧) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○

(٧٨) وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ○

(٧٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

(٨٠) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ○

৭৫. তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?

৭৬. সে বলল, আমি ওটি হতে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি হতে।

৭৭. তিনি বললেন, এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

৭৮. "এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত।"

৭৯. সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবকাশ দাও পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"

৮০. তিনি বললেন, "তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে–

৭৫. (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, হে ইবলীস! হে খবীছ-অপবিত্র, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি আকৃতি দিয়েছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমায় কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে

৭৬. (قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ) সে বলল, আমি সেটি হতে শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কর্দম হতে, আগুন তো কাদাকে খেয়ে ফেলে, এজন্যে আমি তাকে সিজদা করিনি।

৭৭. (قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও এখান থেকে ফিরশতার আকৃতি হতে। অপর ব্যাখ্যায়, পৃথিবী হতে, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত, লানতপ্রাপ্ত, আমার রহমত ও দয়া হতে বহিষ্কৃত।

৭৮. (وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ) এবং তোমার উপর আমার লা'নত, আমার শাস্তি ও আমার অসন্তুষ্টি স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌লীসকে সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে চোরের মতো মুখ লুকিয়ে আসা ছাড়া লোকালয়ে প্রবেশ করতে পারে না, তার একটি পুরনো জামা আছে। ওই জামায় মুখ লুকিয়ে পরিচয় গোপন করে সে আসে।

৭৯. (قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ) সে বলল, ইব্‌লীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবকাশ দিন, সুযোগ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত, মানুষের কবর থেকে বের হওয়ার দিবস পর্যন্ত, তার ইচ্ছা ছিল তার যেন মৃত্যু না হয়।

৮০. (قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে, সুযোগপ্রাপ্ত হলে।

(٨١) اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

(٨٢) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٨٣) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

(٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ○

(٨٥) لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٨٦) قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

(٨٧) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(٨٨) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ○

৮১. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।"

৮২. সে বলল, তোমার ক্ষমতার শপথ, আমি ওদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব,

৮৩. তবে ওদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।

৮৪. তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি।

৮৫. তোমার দ্বারা এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।

৮৬. বল, আমি এটির জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮৭. এটি তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

৮৮. এটির সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে।

৮১. (اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত, ইসরাফীল (আ)-এর শিঙায় প্রথম ফুৎকারের দিন পর্যন্ত।

৮২. (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ) সে বলল, তোমার ক্ষমতার শপথ, তোমার নিয়ামত ও কুদরতের শপথ, আমি ওদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব, তোমার দীন ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করব।

৮৩. (اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ) তবে ওদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়, আদম সন্তানদের মধ্যে যারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে তাদেরকে নয়।

৮৪. (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, সত্য অর্থাৎ আমি সত্য এবং আমি সত্যই বলি, সত্য সহকারে বলি।

৮৫. (لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ) আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব তোমার দ্বারা এবং তোমার বংশধর দ্বারা এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা, বনী আদমের মধ্যে যারা তোমার মতাদর্শের অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা।

৮৬. (قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কাবাসীদেরকে, আমি এটির জন্য, তাওহীদ ও কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, কোন পারিশ্রমিক ও জীবিকা চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্তও নই, আমি স্ব-উদ্যোগে মিথ্যা রচনাকারীদের দলভুক্ত নই।

৮৭. (اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ) এটি অর্থাৎ কুরআন বিশ্ব জগতের জন্যে উপদেশ মাত্র, জিন্ন ইনসান সকলের জন্য নসীহত।

৮৮. (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ) এটির সংবাদ কুরআনের সংবাদ এবং তাতে বর্ণিত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা তোমরা অবশ্যই জানবে কিয়ৎকাল পরে ঈমান আনয়নের পরে, অপর ব্যাখ্যায় মৃত্যুর পরে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যা বলেছেন তা সত্য, এটা ঈমানদারগণ উপলব্ধি করেছে ঈমান আনয়নের পর আর কাফিরগণ উপলব্ধি করে তাদের মৃত্যুর পর।

সূরা যুমার

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ, মক্কায় অবতীর্ণ,

আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ

৭৫ আয়াত, ১১৯২ শব্দ, ৪০০০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

(٣) اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○

১. এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে।

২. আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।

৩. জেনে রাখবে অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, "আমরা তো এদের পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে। ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্ তার ফায়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

১. (تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ) এই কিতাব অবতীর্ণ অর্থাৎ এই কিতাব হল বাণী আল্লাহ্‌র নিকট হতে, যিনি পরাক্রমশালী, বেঈমানকে শাস্তি প্রদানে অপ্রতিরোধ্য, যিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর নির্দেশ ও সিদ্ধান্তে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না।

২. (اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ) আমি তোমার প্রতি কিতাব ... সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর

৩. (اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ) জেনে রাখবে অবিমিশ্র আনুগত্য মানুষের পক্ষ থেকে নির্ভেজাল দীনের অনুসরণ একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, ওই আনুগত্যে যেন কোন মিশ্রণ না থাকে। (وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ) যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য দেবতা যথা লাত, উয্‌যা ও মানাতের পূজা করে, অর্থাৎ মক্কার কাফিরেরা, তারা বলে (مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى) আমরা তো এগুলোর পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দিবে মর্যাদা ও সুপারিশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দিবে (اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) আল্লাহ্ ফায়সালা করে দিবেন ওদের মাঝে এবং মু'মিনদের মাঝে কিয়ামত দিবসে, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে দীনের বিষয়ে বিরোধিতা করছে, (اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ) আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন না, তাঁর দীনের দিকে পথ দেখান না ওই ব্যক্তিকে যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ সম্পর্কে এবং কাফির আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীকে এরা হল ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, বানূ মালীহ গোত্র, অগ্নি উপাসক ও আরবের মুশরিকগণ।

(٤) لَوْاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

(٥) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি, তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

৫. তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৪. (لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ سُبْحٰنَهٗ) আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে, ফিরিশতা থেকে কিংবা মানুষ থেকে কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতে চাইলে, যেমনটি ইয়াহূদী, নাসারা ও বানূ মালীহ গোত্র বলে থাকে, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জান্নাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন, বেছে নিতেন, অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশতাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি, এ সব বিষয় থেকে তিনি নিজেই নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন (هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) তিনি আল্লাহ্ একক, নেই কোন সন্তান-সন্ততি আর নেই কোন শরীক-সমকক্ষ, প্রবল পরাক্রমশালী তাঁর সৃষ্টি জগতের উপর, সর্বাধিপতি ও ক্ষমতাবান।

৫. (خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ) তিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, সত্যভাবে, বাতিল ও অনর্থকভাবে নয়, তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাত্রকে [illegible] উপর, ফলে দিন দীর্ঘ হয় রাত থেকে (وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ)

রাত দীর্ঘ হয় দিন থেকে। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন, সূর্যের কিরণকে ও চন্দ্রের আলোককে করেছেন মানব জাতির জন্য কল্যাণকর ও অনুগত। (كُلٌّ يَّجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ) প্রত্যেকেই চন্দ্রসূর্য এবং দিন-রাত্র সকলেই পরিভ্রমণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। জেনে রাখবে, তিনি পরাক্রমশালী যিনি এসব করেছেন, তিনি বেঈমানকে শাস্তি প্রদানে অপ্রতিরোধ্য, ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি শিরক ছেড়ে তাওবা করে এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে তার প্রতি।

(٦) خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

(٧) اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۗ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আন্‌'আম। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্‌; তোমাদের প্রতিপালক; সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরায়ে কোথায় চলছ?

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্‌ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য তাই পসন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।

৬. (خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে, হযরত আদম (আ) থেকে, তারপর তিনি তা হতে, আদম হতে সৃষ্টি করেছেন তার সংগিনী হযরত হাওয়া (আ)-কে, তাঁর ছোট্ট পাঁজরের হাড্ডি থেকে, তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আট প্রকার গবাদি পশুঃ মেষের নর ও মাদী, বকরীর নর ও মাদী, উটের নর ও মাদী এবং গরুর নর ও মাদী (يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে- পেটের অন্ধকার, মাতৃ জঠরের অন্ধকার, জরায়ুর অন্ধকার এবং ঝিল্লীর আচ্ছাদনের অন্ধকার, পর্যায়ক্রমে বীর্য, জমাট

তাঁর রাজত্বের বিলুপ্তি নেই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, কোন আকৃতিদাতা নেই, তিনি ছাড়া। অতএব তোমরা মুখ ফিরায়ে কোথায় চলছ মিথ্যার অনুসরণ করে? অপর ব্যাখ্যায় কোথা থেকে তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আনয়ন কর আর তাঁর শরীক ও অংশীদার সাব্যস্ত কর?

৭. (اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ) তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে অস্বীকার কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তোমাদের ঈমানের মুখাপেক্ষী নন (وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) তিনি তাঁর বান্দাদের কুফরী পসন্দ করেন না, মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে এবং কুরআন সম্পর্কে কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা তিনি গ্রহণ করেন না, কারণ এইগুলো তো তাঁর দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, (وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ) আর তোমরা যদি শোকরগুজারী কর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, ঈমান আনয়ন কর, তিনি তোমাদের জন্য এটাই পসন্দ করেন, তোমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করবেন, কারণ এটি তাঁর দীনের অন্তর্ভুক্ত। (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى) একের ভার অন্যে বহন করবে না কোন পাপ-বহনকারী অন্যের পাপ বহন করবে না। অপর ব্যাখ্যায় প্রত্যেকেই নিজের পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবে, একের পাপের জন্য অন্যজন শাস্তিভোগ করবে না। অপর ব্যাখ্যায় পাপ নেই, পাপ করেনি এমন ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করবে না (ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তারপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর পর এবং তিনি তোমাদেরকে অবগত করাবেন কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবহিত করবেন যা তোমরা করতে এবং বলতে দুনিয়াতে (اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) তিনি সম্যক অবগত, অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে, হৃদয়ে যা আছে ভাল মন্দ তার সবকিছু সম্পর্কে।

(৮) وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ڰ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ○

৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে, পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করায় অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল, "কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।"

৮. (وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, কাফির ব্যক্তি যেমন আবূ জাহ্ল ও তার সাথীগণকে যখন বিপদাপদ স্পর্শ করে, তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করার জন্য একনিষ্ঠভাবে একান্ত মনোযোগের সাথে (ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ) পরে তিনি যখন তার প্রতি অনুগ্রহ করেন দুঃখের পরিবর্তে সুখ দেন। (نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় ইতিপূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে, সুখ পাওয়ার পূর্বে যে জন্য, ডেকেছিল (وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ) এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করায় শরীক ও অংশীদার সাব্যস্ত করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্র দীন ও আনুগত্য হতে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য (قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا) বল, আবূ জাহ্লকে, কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ কর, কুফরী কেন্দ্রীক জীবন যাপন কর অল্প সময়ের জন্য, (اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ) বস্তুত তুমি

(٩) اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۟

(١٠) قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(١١) قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۟

(١٢) وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৯. যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন সময়ে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বল, "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"

১০. বল, "হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।"

১১. বল, "আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদত' করতে;

১২. আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।"

৯. (اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ) যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আনুগত্য প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র প্রতি অর্থাৎ নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে নামাযে আখিরাতকে ভয় করে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে জান্নাত প্রাপ্তির আশা রাখে, এরা কি আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদের মত হবে? (قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে যারা জানে, উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং তার আদেশ-নিষেধ অর্থাৎ আবূ বকর (রা) ও তাঁর সাথীগণ এবং যারা জানে না, অবগত হয় না আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং তার আদেশ-নিষেধ, যেমন আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ, উভয়ে কি সমান? ছাওয়াবের পুরস্কারে এবং আনুগত্যে? (اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ) উপদেশ গ্রহণ করে কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্ত ও উপমা থেকে নসীহত গ্রহণ করে কেবল বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই, বুদ্ধিমান লোকেরাই।

১০. (قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) বল, হে মুহাম্মদ (সা) ওদেরকে, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ফারূক, উসমান যুন্নূরাইন ও

করে, তাদের জন্য আছে কিয়ামতের দিবসে কল্যাণ, জান্নাত (وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ) এবং প্রশস্ত আল্লাহ্র পৃথিবী, নিরাপদ মদীনার মাটি, শত্রুমুক্ত ওই পবিত্র অঞ্চল, সুতরাং তোমরা ওই দিকে হিজরত কর, এটি হিজরতের পূর্বেকার নির্দেশ, (اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) ধৈর্যশীলদেরকে তো দুঃখ-কষ্টে সবর অবলম্বনকারীদেরকে তো দেয়া হবে পুরস্কার তাদের ছাওয়াব অপরিমিত, কোন মাপ, পরিমাপ এবং খোঁটা দেয়া ছাড়া।

১১. (قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার অধিবাসীদের যখন তারা বলে, তুমি তোমার পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাও, আমি আদিষ্ট হয়েছি কুরআনে আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে, খাঁটিভাবে তাঁর ইবাদত ও একত্ববাদ পালন করতে।

১২. (وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ) এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি কুরআনে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই, ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রথম হই।

(١٣) قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

(١٤) قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ ۝

(١٥) فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۚ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝

(١٦) لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۚ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝

১৩. বল, "আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।"

১৪. বল, "আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।

১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত কর।" বল, "কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের এবং নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

১৬. তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। এতদ্বারা আল্লাহ্ বান্দাদের সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

১৩. (قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে আমি তো ভয় করি আমি জানি যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই এবং তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই মহাদিবসের শাস্তির, কঠিন শাস্তির, বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির।

১৪. (قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ) বল, "আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ রেখে" ইবাদতে ও তাওহীদে খালিস ও নির্ভেজাল থেকে।

১৫. (فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ) অতএব তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত কর

ওদেরকে হে মুহাম্মদ (সা)! কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তো, প্রতারিত তো তারাই, যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করে দুনিয়া ও আখিরাত হারিয়ে এবং কিয়ামত দিবসে নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে জান্নাতের সেবক-সেবিকা ও বাসস্থান হারায়, (اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ) জেনে রেখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি প্রকাশ্য ক্ষতি, দুনিয়া ও আখিরাত হারানোর ক্ষতি।

১৬. (لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) ওদের জন্য থাকবে, মক্কার কাফিরদের জন্য থাকবে ঊর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন, উপরের দিকে অগ্নি এবং নিম্ন দিকেও অগ্নির আচ্ছাদন আগুনের বিছানা (ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ) এতদ্বারা অগ্নির আচ্ছাদনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করে দেন কুরআনের মাধ্যমে হে আমার বান্দাগণ! অর্থাৎ আবূ বকর ও তার সাথীগণ। তোমরা আমাকে ভয় কর, নির্দেশ পালনে আমার আনুগত্য কর।

(১৭) وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

(১৮) الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(১৯) اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۚ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۝

(২০) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَعْدَ اللّٰهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

১৭. যারা 'তাগুতের' পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে;

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং সেটির মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, ওদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বোধশক্তি সম্পন্ন।

১৯. যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সে ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে?

২০. তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

১৭. (وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ) যারা তাগুতের পূজা থেকে দূরে থাকে, শয়তান, দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমার পূজা বর্জন করে এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় আল্লাহ্‌র প্রতি অগ্রসর হয় তাওবা, ঈমান এবং অন্য সকল ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে (لَهُمُ الْبُشْرٰى) তাদের জন্যে আছে সুসংবাদ, মৃত্যুর সময় জান্নাতের সুসংবাদ এবং জান্নাতের দরজায় পৌঁছলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির সুসংবাদ।

১৮. (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ) অতএব সুসংবাদ দাও আমার

সৎপথে পরিচালিত করেন সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। অপর ব্যাখ্যায় ভাল ও সুন্দর কাজের পথে পরিচালিত করেন। (وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) এবং ওরা বোধশক্তি সম্পন্ন বিবেকবান মানুষ, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সাথীগণ এবং তাঁদের অনুসারী সুন্নাত ও জামাআতপন্থীগণ।

১৯. (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ) যার উপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, অনিবার্য হয়েছে অর্থাৎ আবূ জাহ্ল ও তার সাথীগণ, (أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) তুমি কি রক্ষা করতে পারবে মুক্ত করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে? যার জাহান্নামে যওয়া নির্ধারিত হয়ে আছে।

২০. (لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, একত্ববাদের অনুসরণ করে, যেমন আবূ বকর (রা) ও তাঁর সাথীগণ, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, সুউচ্চ প্রাসাদ যার উপরে নির্মিত আরো প্রাসাদ, আরো উঁচু উঁচু প্রাসাদ, শূন্যে স্থাপিত সুদৃঢ় সুসজ্জিত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত বৃক্ষ ও প্রাসাদসমূহের তলদেশে শরাব, পানি, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত। (وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ) আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না ঈমানদারদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

(٢١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

(٢٢) أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর সেটি শুকিয়ে যায় এবং তোমরা সেটি পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি সেটি খড়কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালকের আলোকে আছে, সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ, ওরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

২১. (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ) তুমি কি দেখ না হে মুহাম্মদ (সা)! কুরআনের মাধ্যমে তুমি কি অবগত হওনি, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন বৃষ্টি নাযিল করেন তারপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন তা হতে ভূমিতে নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেন (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) এবং তা দ্বারা, বৃষ্টি দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপাদন করেন, শস্য উৎপন্ন করেন এর পর সেটি শুকিয়ে যায় পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং

খড় কুটায় পরিণত করেন, দুনিয়াও তেমনি শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, স্থায়ী থাকবে না (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ) এতে দুনিয়া ধ্বংস হবার যে কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে নসীহত রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য, বিবেকবান মানুষদের জন্য।

২২. (اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ) আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রশস্ত ও নম্র করে দিয়েছেন, ইসলামের আলোর বরকতে, তারপর সে তার প্রতিপালকের আলোর মধ্যে আছে তাঁর প্রতিপালকের দেয়া মর্যাদা ও ব্যাখ্যায় অবিচল আছে, যেমন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির, সে কি তার মত হবে, আল্লাহ্ যার বক্ষকে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অর্থাৎ আবূ জাহ্‌লের মত হবে, (فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি, অপর ব্যাখ্যায় জাহান্নামের পুঁজ ও রক্ত-পূর্ণ ওয়ায়ল প্রান্তর, সেই কঠিনহৃদয় মানুষদের জন্য, শুষ্ক ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ আল্লাহ্‌র যিক্‌রেও যাদের অন্তর নম্র ও কোমল হয় না, তারা হল আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ, ওরা এই চরিত্রের লোকেরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, প্রকাশ্য কুফরীতে আছে।

(٢٣) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

(٢٤) اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে, এটিই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা সেটি দ্বারা পথপ্রদর্শন করেন, আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মত, যে নিরাপদ? যালিমদেরকে বলা হবে; "তোমরা যা অর্জন করতে, তার শাস্তি আস্বাদন কর।"

২৩. (اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তমবাণী উৎকৃষ্ট বাণী অর্থাৎ কুরআন মজীদ কিতাব যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, রহমত, সাহায্য, মাগফিরাত এবং ক্ষমা বিষয়ক আয়াতগুলো একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে শাস্তির ধমক, আযাব, সাবধানবাণী এবং সতর্কীকরণ বিষয়ক আয়াতগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যা পুন পুন আবৃত্তি করা হয় জোড়া জোড়া যেমন রহম ও আযাবের আয়াত, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ধমক

ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, (ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَالِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ) তারপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে রহমতের আয়াতের প্রভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে ফিরে আসে এটি অর্থাৎ এই কুরআন আল্লাহ্‌র দেয়া পথনির্দেশ আল্লাহ্‌র দেয়া বিবরণ ও বর্ণনা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দ্বারা পথ দেখান তাঁর দীনের প্রতি আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাঁর দীন থেকে তার কোন পথপ্রদর্শক নেই আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি পথ দেখানোর কেউ নেই তার জন্য।

২৪. (اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে কঠোর শাস্তি প্রতিরোধ করতে চাইবে, তারা হল আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ, তাদের দু'হাত গলার সাথে বেঁধে রাখা হবে লোহার বেড়ি দিয়ে, তখন তারা মুখ দ্বারা শাস্তি ঠেকানোর চেষ্টা করবে (وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ) এবং যালিমদেরকে বলা হবে, কাফিরদেরকে বলা হবে, আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের প্রহরীগণ ওদেরকে বলবে তোমরা যা অর্জন করতে, দুনিয়াতে যে সকল গুনাহের কাজ করতে এবং বলতে, তার শাস্তি আস্বাদন কর, ভোগ কর।

(২৫) كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(২৬) فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

(২৭) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ○

(২৮) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

(২৯) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاۤءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৫. ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করল, ওদের অজ্ঞাতসারে।

২৬. ফলে আল্লাহ্ ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠোরতর, যদি তারা জানত!

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।●

২৫. (كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ) ওদের পূর্ববর্তী লোকেরাও

সম্প্রদায়, এবং শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় এবং অন্যান্যরা মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করল, ওদের অজ্ঞাতসারে, শাস্তির আগমন সম্পর্কে ওদের কোনই অবগতি ছিল না।

২৬. (فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) ফলে আল্লাহ্ ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন, দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর, দুনিয়াতে যেমন ছিল তা অপেক্ষা কঠোরতর, যদি তারা জানত; কিন্তু তারা তো তা জানেনা।

২৭. (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য বর্ণনা করেছি মানব জাতির জন্য উল্লেখ করেছি সব ধরনের দৃষ্টান্ত উপমা ও উদাহরণ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, নসীহত গ্রহণ করে।

২৮. (قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ) আরবী ভাষায় এই কুরআন আরবী ভাষার রীতিতে বিবৃত, বক্রতামুক্ত তাওহীদ, কতক বিধি-বিধান ও কতক দণ্ডবিধিতে এটি তাওরাত ইনজিল, যাবূর ও অবশিষ্ট আসমানী কিতাবগুলোর বিপরীত নয়। অপর ব্যাখ্যায় বক্র নয় অর্থ সৃষ্ট নয়, এটি তাফসীরকার সুদ্দী (র)-এর মন্তব্য, যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে কুরআনের অনুসরণ করে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে আত্মরক্ষা করে।

২৯. (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, একটি লোকের উপমা পেশ করছেন, এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, মালিক অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, একজন অন্যজনের বিরোধী, একজন তাকে একটি কাজ করতে বলে, অন্যজন তাতে বাধা দেয়, নিষেধ করে, এটি কাফির মানুষের দৃষ্টান্ত। তারা বিভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করে। আর একজনের প্রভু কেবল একজন, শুধুই একজন, এটি ঈমানদার ব্যক্তির উপমা যে, সে এককভাবে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে, তাঁরই দীনের অনুসরণ করে এবং একক আল্লাহ্‌র, উদ্দেশ্যে কাজ করে (هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) এই দুজনের অবস্থা কি সমান? মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, কৃতজ্ঞতা ও একত্ববাদ আল্লাহ্‌র প্রতিই নিবেদিত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানেনা কুরআনের দৃষ্টান্ত ও উপমাগুলো অধিকাংশই উপলব্ধি করতে পারে না।

(٣٠) اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝

(٣١) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

৩০. তুমি তো মরণশীল এবং ওরাও মরণশীল।

৩১. অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাকবিতণ্ডা করবে।

৩০. (اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ) তুমি তো মরণশীল হে মুহাম্মদ (সা)! অতি সত্বর তোমার মৃত্যু হবে এবং ওরাও মরণশীল অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণও মরণশীল, অতিসত্বর তাদের মৃত্যু হবে।

৩১. (ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ) এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের

(٣٢) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

(٣٣) وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

(٣٤) لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٣٥) لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٣٦) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۚ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

৩৩. যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারা তো মুত্তাকী।

৩৪. তাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, এটাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

৩৫. কারণ এরা যেসব মন্দ কর্ম করেছিল আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করবেন।

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই।

৩২. (فَمَنْ اَظْلَمُ) কুফরী জীবনে কে তদপেক্ষা যালিম (مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং কুরআন প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে এবং শরীক ও অংশীদার আছে। এরা হল আবূ জাহ্ল ও তার সাথীগণ (وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ) এবং যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, কুরআন ও তাওহীদ প্রত্যাখ্যান করে (اِذْ جَاءَهٗ) তা আসবার পর, মুহাম্মদ (সা) তা নিয়ে আসার পর (اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى) জাহান্নামে কি বাসস্থান ও আবাসস্থল নয় (لِّلْكَافِرِيْنَ) কাফিরদের, আবূ জাহ্ল ও তার সাথীদের?

৩৩. (وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ) যিনি সত্য এনেছেন, কুরআন ও তাওহীদ এনেছেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) (وَصَدَّقَ بِهٖ) এবং যিনি সত্যকে সত্য বলে মেনেছেন, আবূ বকর ও তাঁর সাথীগণ (اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ) তারাই তো মুত্তাকী, কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা হতে নিজেদেরকে রক্ষাকারী।

৩৪. (لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ) তাদের জন্যে রয়েছে তারা যা চাইবে, যা কামনা করবে (عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতের মধ্যে (ذٰلِكَ) এই সম্মান ও মর্যাদা (جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ) সৎকর্মপরায়ণদের একত্ববাদীদের পুরস্কার।

৩৫. (لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا) কারণ তারা যা মন্দ কর্ম করেছিল, পাপাচারিতা সংঘটিত করেছিল, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন (وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ) এবং তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন ছাওয়াব দিবেন (بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তাদের সৎ কর্মের ভাল কাজের।

৩৬. (اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ) আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্যে, মতান্তরে খালিদ

জন্যে যথেষ্ট ক্ষমতাশীল নন? (وَيُخَوِّفُوْنَكَ) অথচ ওরা তোমাকে ভয় দেখায় হে মুহাম্মদ (সা)! (بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের অর্থাৎ লাত, মানাত এবং উয্‌যা প্রতিমার। তারা তোমাকে বলে যে, সাবধান ওই প্রতিমাগুলোকে গালি দিওনা, দুঃখ দিওনা, তাহলে ওরা তোমাকে পাগল বানিয়ে দিবে (وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ) আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাঁর দীন হতে (فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ) তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই। তাঁর দীনের দিকে পথনির্দেশ করার কেউ নেই। বিভ্রান্তদের দল আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথী-সংগীগণ।

(٣٧) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ○

(٣٨) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۗ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

(٣٩) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৩৭. এবং যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তার জন্যে কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী দণ্ডবিধায়ক নন?

৩৮. তুমি যদি এদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশরাজি ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, "তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে?" বল, আমার জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে।

৩৯. বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে।

৩৭. (وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ) এবং আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করেন তাঁর দীনের প্রতি (فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ) তার জন্যে কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহর দীন হতে বিভ্রান্ত করতে পারে তেমন কেউ নেই। হিদায়াতপ্রাপ্তরা হলেন হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা) এবং তাঁর সাথী-সংগীগণ, মতান্তরে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। (اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ) আল্লাহ্ কি নন পরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে? (ذِي انْتِقَامٍ) অপ্রতিরোধ্য বেঈমানদেরকে শাস্তি প্রদানে?

৩৮. (وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ) তুমি যদি ওদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর (مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ) আকাশরাজি ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহই এগুলো সৃষ্টি করেছেন (قُلْ) হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি ওদেরকে বল (اَفَرَءَيْتُمْ ...) তোমরা

লাত, মানাত ও উয্‌যা প্রতিমাগুলো (اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ) আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাইলে বিপদ আপদ ও দুঃখ-দৈন্যের মাধ্যমে (هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّهٖٓ) তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? লাত, উয্‌যা ও মানাত প্রতিমাগুলো কি আমাকে বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশা হতে রক্ষা করতে পারবে? (اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ) অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে, ক্ষমা-সুস্থতা ও স্বচ্ছলতা দানের মাধ্যমে (هَلْ هُنَّ) ওগুলো কি, ওই লাত উযযা ও মানাত নামের প্রতিমাগুলো কি (مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ) তাঁর অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে, আমার নিকট থেকে ওই অনুগ্রহ দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে যে,তোমরা আমাকে ওগুলোর উপাসনা করতে বলছ! (قُلْ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! (حَسْبِيَ اللّٰهُ) আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তাঁর প্রতিই আমার আস্থা ও নির্ভরতা (عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ) নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে। আস্থা স্থাপন কারীগণ তাঁর উপরই আস্থা রাখে। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ঈমানদারদের কর্তব্য হল আল্লাহ্‌র উপরই তাওয়াক্কুল ও নির্ভর করা।

৩৯. (قُلْ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিরদেরকে (يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কাজ করে যাও আমাকে ধ্বংস করার জন্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে নিজেদের ধর্মমতে অবস্থান করে এবং নিজেদের ঘাঁটিসমূহে অবস্থান করে। (اِنِّيْ عَامِلٌ) আমিও কাজ করে যাচ্ছি তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে (فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, এটি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের জন্যে শাস্তির ঘোষণা।

(٤٠) مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

(٤١) اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

(٤٢) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪০. কার ওপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪১. আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্যে অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তো তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্যে এবং তুমি ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

৪২. আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখেদেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

৪০. (مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ) কার উপর আসবে শাস্তি যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং ধ্বংস করবে

৪১. (اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ) আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, জিবরাঈলকে প্রেরণ করেছি কুরআনসহ, (لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ) সত্যসহ মানুষের জন্যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যসহ মানুষের কল্যাণের জন্যে। (فَمَنِ اهْتَدٰى) সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করে কুরআনের অবলম্বনে সৎপথ প্রাপ্ত হয় এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে (فَلِنَفْسِهٖ) সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে, ছাওয়াব পাবে সেই। (وَمَنْ ضَلَّ) যে বিপথগামী হয়, কুরআন অস্বীকার করে (فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্যে, ওই কুফরীর শাস্তি বাধ্য করে নেয় তার জন্যে (وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ) তুমি তো তাদের জন্যে মক্কার কাফিরদের জন্যে (بِوَكِيْلٍ) তত্ত্বাবধায়ক নও যে, ওদের দোষের জন্যে দায়ী থাকবে।

৪২. (اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ) আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের রূহ কবয করেন (حِيْنَ مَوْتِهَا) ওদের মৃত্যুর সময় অর্থাৎ ওদের নিদ্রার সময় (وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ) এবং যার মৃত্যু আসেনি তারও প্রাণ হরণ করেন (فِيْ مَنَامِهَا) তার নিদ্রার মধ্যে (فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى) অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরায়ে দেন অর্থাৎ নিদ্রার সময় যেগুলোর মৃত্যু হয়নি সেগুলো ফিরায়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে (প্রাণ গ্রহণ ও প্রেরণের মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে) (لَاٰيٰتٍ) বহু নিদর্শন ও শিক্ষা (لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তাদের জন্যে।

(٤٣) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٤٤) قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٤٥) وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

(٤٦) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? বল, ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না বুঝলেও?

৪৪. বল, সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে, আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।

৪৫. আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬. বল, হে আল্লাহ! আকাশরাজি ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আপনার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে আপনি সে বিষয়ের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন।

৪৩. (اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ) তবে কি ওরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সুপারিশ ধরেছে মক্কার

হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে বলে দাও (اَوَلَوْ كَانُوْا لاَيَمْلِكُوْنَ شَيْئًا) ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও, সুপারিশের কোন সামর্থ্য না থাকলেও (وَّلاَ يَعْقِلُوْنَ) এবং ওরা না বুঝলেও যে, সুপারিশ কী? তাহলে তারা কি ভাবে সুপারিশ করবে?

৪৪. (قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا) বল, সকল সুপারিশ আখিরাতে আল্লাহ্‌রই হাতে (لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর সকল কোষাগার তথা বৃষ্টি ও ফল, ফসল সব তাঁরই অধীন (ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে আখিরাতে। তিনি সেখানে তোমাদের কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন।

৪৫. (وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ) যখন একক আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, ওদেরকে বলা হয় যে, তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল (اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তথা মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় (وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) এবং যখন আল্লাহ্‌র পরিবর্তে লাত, উয্‌যা ও মানাত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয় (اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ) তারা আনন্দে উল্লসিত হয়, ওদের দেব-দেবীর আলোচনায় খুশী হয়।

৪৬. (قُلِ اللّٰهُمَّ) বল, হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণ করুন (فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ) ওহে আকাশ রাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! (عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) বান্দাদের গোচরীভূত ও অগোচরীভূত সব কিছুর পরিজ্ঞাতা (اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ) আপনি তো ফায়সালা করে দিবেন আপনার বান্দাদের মাঝে কিয়ামতের দিনে। (فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) তারা যে দীন ও ধর্মমতের বিরোধিতা করছে সে বিষয়ে।

(٤٧) وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

(٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৪৭. যারা যুলুম করেছে যদি তাদের থাকে দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং তার সমপরিমাণ সম্পদও তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সব কিছু তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

৪৮. ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

৪৭. (وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) যারা যুলুম করেছে শিরক করেছে তাদের যদি থাকে (مَا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ) দুনিয়াতে যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ (لاَفْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ) তাদের নিজেদের মুক্তিপণ রূপে তার সবই তারা দিয়ে দিত (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) কিয়ামতের দিন। (وَبَدَا لَهُمْ) এবং তাদের জন্যে প্রকাশিত হবে (مِنَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর আযাব (مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ) যা তারা কল্পনাও করেনি।

৪৮. (وَبَدَا لَهُمْ) এবং তাদের জন্যে প্রকাশিত হবে (سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا) তাদের চরম ঘৃণ্যরূপ (وَحَاقَ)

আল্লাহ্‌র কিতাবাদি নিয়ে তারা যে ঠাট্টা-মস্করা করত তার শাস্তি। পক্ষান্তরে তারা যে আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে ঠাট্টা-মস্করা করত সেই আযাব ও শাস্তি তাদের উপর অবতীর্ণ হবে।

(٤٩) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا لا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(٥٠) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

(٥١) فَأَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوا ط وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوا لا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ○

(٥٢) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ○

(٥٣) قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৪৯. মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে, অতঃপর আমি যখন তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে আমি তো এটি লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুত এটি এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

৫০. তাদের পূর্ববর্তীগণও এটা বলত, কিন্তু ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসেনি।

৫১. ওদের কর্মের মন্দ ফল ওদের উপর আপতিত হয়েছে, ওদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থ করতে পারবে না।

৫২. তারা কি জানে না আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযুক বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

৫৩. বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ– আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪৯. (فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ) কাফিরদেরকে যখন দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ আক্রমণ করে। (دَعَانَا) তারা আমাকে ডাকে বিপদ হতে মুক্তি দান করার জন্যে (ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا) অতঃপর আমি যখন তার প্রতি অনুগ্রহ করি, বিপদ মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করি। (قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ) সে বলে, আমি যে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছি তা তো আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। আমার যে সততা ও নিষ্ঠার কথা আল্লাহ্‌র জানা আছে তার বিনিময়ে। (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ) বস্তুত এটি একটি পরীক্ষা আমার পক্ষ থেকে ওদের প্রতি কৌশল (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূলতঃ সকলেই তা উপলব্ধি করতে পারে না।

৫০. (قَدْ قَالَهَا) এটি এই বক্তব্যই বলেছিল (الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) তাদের পূর্ববর্তীগণ, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকজন যেমন কারূন ও অন্যান্যরা (فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ) কিন্তু তাদের কোন কাজে আসেনি, আল্লাহ্‌র আযাবের বিপরীতে কোন উপকারে আসেনি। (مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)

৫১. (فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا) ওদের কর্মের মন্দ ফল ওদের উপর আপতিত হয়েছে, তারা যা বলেছে, যা করেছে এবং দুনিয়াতে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছে তার শাস্তি তাদের উপর নাযিল হয়েছে। (وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ) এদের মধ্যে যারা যুলুম করে শিরক করে (سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا) তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে, তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় কর্মের শাস্তি অবতীর্ণ হবে (وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) এবং এরা ব্যর্থও করতে পারবে না, আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা পাবে না।

৫২. (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا) এরা কি জানে না? মক্কার কাফিররা কি জানে না? (أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ) আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযক বৃদ্ধি করেন ধন-ঐশ্বর্যে প্রাচুর্য দান করেন,এটি তাঁর কৌশল বটে (وَيَقْدِرُ) এবং হ্রাস করেন, যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করেন, এটি তাঁর পক্ষ হতে অবকাশ প্রদান (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ) নিশ্চয় এর মধ্যে অর্থাৎ রিযক বর্ধিত করণ ও সংকোচনে (لَآيَاتٍ) বহু নিদর্শন রয়েছে, আলামত ও শিক্ষা রয়েছে (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে, মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে।

৫৩. (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ) বল, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ কুফরী শিরকী, নর হত্যা ও যেনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে (لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হতে আল্লাহ্‌র ক্ষমা হতে নিরাশ হয়ো না (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন, (إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ) তিনি ক্ষমাশীল যারা কুফরী হতে তাওবা করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাদের জন্যে (الرَّحِيمُ) তিনি দয়াময় যারা তাওবা করা অবস্থায় মারা যায় তাদের জন্যে।

(৫৪) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۝

(৫৫) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

(৫৬) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ۝

৫৪. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে; তৎপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

৫৫. অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার তোমাদের উপর অতর্কিত ভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে।

৫৬. যাতে কাকেও বলতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্যে আফসোস, আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

৫৪. (وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও কুফরী হতে তাওবা করতঃ (وَأَسْلِمُوا لَهُ) এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কর, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর আনুগত্য কর (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ) তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে (ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ) তৎপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না, আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করা হবে না। আয়াতটি নাযিল হয়েছে ওয়াহশী ও তার

৫৫. (وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَاأُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ) অনুসরণ কর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তার অর্থাৎ অনুসরণ কর কুরআন মজীদের, কুরআন মজীদে ঘোষিত হালালকে হালালরূপে গ্রহণ কর এবং হারামকে হারাম রূপে গ্রহণ কর, স্পষ্ট আয়াতগুলো বাস্তবায়ন কর এবং মুতাশাবিহ আয়াতগুলো বিশ্বাস কর (مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً) তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বে (وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ) তোমাদের অজ্ঞাতসারে এমন যে তোমরা ওই আযাবের আগমন সম্পর্কে অবহিত থাকবে না।

৫৬. (اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ) যাতে কাকেও বলতে না হয় (يٰحَسْرَتٰى) হায় আফসোস, আক্ষেপ (عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী তরক করেছি (وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ) আমি তো কিতাব ও রাসূল নিয়ে ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

(৫৭) اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(৫৮) اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(৫৯) بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(৬০) وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৫৭. অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।

৫৯. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে, আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন।

৬০. কিয়ামতের দিনে তুমি দেখতে পাবে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের মুখমণ্ডল কালো, অহংকারীদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয়?

৫৭. (اَوْ تَقُوْلَ لَوْ) অথবা এটা বলতে না যে, (اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ) আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে ঈমানের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলে (لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ) আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম একত্ববাদীদের দলে শামিল হতাম।

৫৮. (اَوْ تَقُوْلَ) অথবা যেন এটা বলতে না হয় (حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ) আযাব দেখার পর (لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً) আহা যদি একবার আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত দুনিয়াতে (فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ) তবে আমি সৎকর্মশীলদের একত্ববাদীদের দলভুক্ত হতাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ওদেরকে ঃ

অহংকার করেছিলে, দম্ভ দেখিয়ে ঈমান আনয়ন করনি (وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ) আর তুমি ছিলে কাফিরদের সাথে তাদের দীনানুসারী।

৬০. (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে উযায়র (আ), ঈসা (আ) ও ফিরিশতাদেরকে উপলক্ষ করে। যারা বলে যে, উযায়র (আ) ও ঈসা (আ) আল্লাহ্র পুত্র। আর ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা, কিয়ামতের দিন তুমি তাদেরকে দেখবে (وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) তাদের মুখমণ্ডল কালো এবং চক্ষুগুলো নীলাভ (اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ) অহংকারীদের কাফিরদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয়?

(٦١) وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۖ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٦٢) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

(٦٣) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(٦٤) قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○

(٦٥) وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬১. আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে মুক্তি দিবেন তাদের সাফল্য সহকারে, কোন দুঃখ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি সকল বিষয়ে কর্মবিধায়ক।

৬৩. আকাশরাজি ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই নিকট। যারা অস্বীকার করে আল্লাহ্র নিদর্শনাদি তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪. বল, ওহে নির্বোধগণ! তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দাও যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করি?

৬৫. বস্তুত তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, শিরক করলে তোমার সকল কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬১. (وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا) মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ্ মুক্তি দিবেন, যারা ঈমান আনয়ন করে এবং তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করে আল্লাহ্ তাদেরকে নাজাত দিবেন (بِمَفَازَتِهِمْ) ওদের ঈমান ও সৎকর্মের প্রেক্ষিতে (لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ) বিপদ ও আযাব তাদেরকে স্পর্শ করবেনা। (وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ) এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেনা যখন অন্যরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

৬২. (اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ) তিনি সকল কিছুর কর্মবিধায়ক, সব কিছুর কর্মবিধায়ক, খাদ্য সরবরাহের জিম্মাদার, অপর ব্যাখ্যায় ওদের সকল বিষয়ের সাক্ষ্য।

৬৩. (لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশের ভাণ্ডার, বৃষ্টি এবং পৃথিবীর ভাণ্ডার তাঁরই অধীন (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাদি তথা মুহাম্মদ (সা)কে এবং কুরআনকে অস্বীকার

৬৪. (قُلْ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিরদেরকে। ওরা রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলেছিল যে,আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মমতে ফিরে আসুন, আয়াতটি সেই প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। (أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ) তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য দীন অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছ। (أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ) ওহে নির্বোধগণ! কাফিরগণ!

৬৫. (وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ) বস্তুত তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে কুরআন মজীদে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি তথা কাফিরদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে এই শিরক অবস্থায় তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে (وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ) এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শাস্তিযোগ্য হয়ে।

(٦٦) بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(٦٧) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(٦٨) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○

৬৬. বরং আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাক।

৬৭. ওরা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশরাজি থাকবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

৬৮. এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশরাজি ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা দণ্ডায়মান তাকাতে থাকবে।

৬৬. (بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ) তুমি বরং আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর, তাঁর একত্ববাদ অনুসরণ কর (وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ) এবং আল্লাহ্ তোমাকে যে নিয়ামত দান করেন তথা নবুওয়াত, কিতাব ও ইসলাম দান করেছেন তার জন্যে শোকর কর কৃতজ্ঞদের দলভুক্ত হও।

৬৭. (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ) ওরা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না বরং তারা তাঁর অবমূল্যায়ন করে বলে যে, "আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ" "আল্লাহ্ দরিদ্র, অভাবী, আমাদের নিকট ঋণ চান" এগুলো হল কমবখত মালিক ইব্‌ন সায়ফ ইয়াহূদীর মন্তব্য (وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টির মধ্যে (وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ) এবং আকাশরাজি থাকবে তাঁর করায়ত্ত তাঁর অধীন। বস্তুত আল্লাহ্‌র উভয় হাতই বরকতময়। (سُبْحٰنَهٗ) পবিত্র তিনি। আল্লাহ্ নিজেই নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহূদীদের ঘোষিত দুর্নাম হতে ([illegible]) এবং তিনি ঊর্ধ্বে ([illegible]) ওরা

৬৮. (وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটি মৃত্যুর ফুৎকার (فَصَعِقَ) ফলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে, মৃত্যুবরণ করবে (مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ) যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশরাজি ও পৃথিবীর সকলে অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামে যারা রয়েছে তারা ব্যতীত অপর ব্যাখ্যায় জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল ফিরিশতা ব্যতীত অন্য সকলে, কারণ এরা প্রথম ফুৎকারে মারা যাবেনা বরং পরবর্তীতে তাদের মৃত্যু হবে, (ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ) অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, এটি পুনরুত্থানের ফুৎকার। উভয় ফুৎকারের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকবে। এরপর মানব বীর্যের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। তৎক্ষণাত তারা কবর হতে উঠে দণ্ডায়মান হয়ে অপেক্ষায় থাকবে তাদেরকে কী নির্দেশ দেয়া হয়।

(٦٩) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِائْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(٧٠) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

(٧١) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٧٢) قِيْلَ ادْخُلُوْٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৬৯. বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৭০. প্রত্যেকের কৃত কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। ওরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৭১. কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭২. তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!'

৬৯. (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ) বিশ্ব উদ্ভাসিত হবে, আলোকময় হবে (بِنُوْرِ رَبِّهَا) তার প্রতিপালকের

লেখক ফিরিশতাদের তৈরী আমলনামা (وَجِايْءَ بِالنَّبِيِّنَ) উপস্থিত করা হবে রিসালত বিহীন নবীগণকে (وَالشُّهَدَاءِ) এবং সাক্ষীগণকে অর্থাৎ রাসূলগণকে অপর ব্যাখ্যায় উপস্থিত করা হবে নবীগণকে, রাসূলগণকে এবং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নবী-রাসূলদের পক্ষীয় সাক্ষীগণকে (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ) এবং সকলের মাঝে সম্প্রদায় ও নবী-রাসূলদের মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে (وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না, পুণ্য কমিয়ে দিয়ে কিংবা পাপ বৃদ্ধি করে।

৭০. (وَوُفِّيَتْ) এবং পুরোপুরি দেয়া হবে (كُلُّ نَفْسٍ) প্রত্যেককে, পুণ্যবান ও পাপীকে (مَّا عَمِلَتْ) যা সে অর্জন করেছে ভাল কিংবা মন্দ (وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ) তারা যা করে ভাল কিংবা মন্দ সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৭১. (وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا) কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে দলে দলে, এক দলের পর অপর দল (حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا) যখন তারা তার নিকট অর্থাৎ জাহান্নামের নিকট উপনীত হবে (فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا) জাহান্নামের দরজাগুলো, প্রবেশ পথগুলো ওদের জন্যে খুলে যাবে। পূর্ব হতে খোলা থাকবে না। (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) জাহান্নামের প্রহরীরা তাদেরকে বলবে (اَلَمْ يَأْتِكُمْ) ওহে কাফিরগণ, তোমাদের নিকট কি আসেনি (رُسُلٌ مِّنْكُمْ) তোমাদের মত মানুষ রাসূলরূপে (يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ) (اٰيٰتِ رَبِّكُمْ) যারা পাঠ করত তোমাদের নিকট আদেশ-নিষেধ সম্বলিত তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত (وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا) এবং তোমাদেরকে সতর্ক করত ভয় দেখাত এই দিবসের শাস্তির সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে? (قَالُوْا بَلٰى) তারা বলবে হাঁ, রাসূলগণ রিসালাতের বাণী নিয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন। (وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) বস্তুত তার পূর্বে কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছিল।

৭২. (قِيْلَ) তাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে (ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ) (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করার জন্যে (فَبِئْسَ مَثْوَى) (الْمُتَكَبِّرِيْنَ) কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল, কিতাবের প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নে দম্ভ প্রদর্শন কারীদের বাসস্থান।

(৭৩) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

(৭৪) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

(৭৫) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে

৭৪. তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

৭৫. এবং তুমি ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা 'আর্‌শের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

৭৩. (وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত আনুগত্য করত তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে (اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا) জান্নাতের দিকে দলে দলে (حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا) যখন তারা তার নিকট অর্থাৎ জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে (وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا) এ অবস্থায় যে, তার দরজাগুলো খোলা পূর্ব থেকে (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) এবং জান্নাতের রক্ষীরা, জান্নাতের দরজায় অবস্থানকারী প্রহরীরা তাদেরকে বলবে (سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ) তোমাদের প্রতি সালাম, ওরা জান্নাতীদেরকে সালাম দিবে (طِبْتُمْ) তোমরাতো সফল হয়েছে, নাজাত পেয়েছ, মতান্তরে তোমরা পবিত্র হয়েছ, পরিশুদ্ধ হয়েছ (فَادْخُلُوْهَا) সুতরাং তোমরা তার মধ্যে অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ কর (خٰلِدِيْنَ) চিরস্থায়ীভাবে, সেখানে তোমাদের মৃত্যুও হবে না সেখান হতে তোমরা বহিষ্কৃতও হবেনা।

৭৪. (وَقَالُوْا) এরপর তারা বলবে, যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের জন্যে নির্ধারিত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বলবে (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ) যাবতীয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি কার্যকর করেছেন আমাদের ব্যাপারে (وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ) আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন জান্নাতে স্থান দিয়েছেন, (نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ) আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার কত উত্তম।

৭৫. (وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) তুমি দেখতে পাবে ফিরিশতাদেরকে আরশের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণরত (يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) আর ওদের মাঝে নবীগণ ও উম্মতদের মাঝে বিচার করা হবে (بِالْحَقِّ) সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে (وَقِيْلَ) অতঃপর হিসাব-নিকাশ শেষে তাদেরকে বলা হবে যে, সকলে বল (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যিনি জিন্ন-ইনসান সকলের মালিক, যিনি আমাদের মাঝে ও আমাদের শত্রুদের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। তিনি حم সূরা নাযিলকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, সর্ববিষয়ে অবগত।

সূরা গাফির/মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ

৮২ আয়াত, ১১৯৯ শব্দ, ৪৯৬০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) حٰمٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

(٣) غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

(٤) مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নিকট হতে,

৩. যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

৪. কেবল কাফিররাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে। সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে।

১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তাআ'লার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন (حــم) অর্থাৎ ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে অথবা বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সব কিছু। অপর ব্যাখ্যায় এটি শপথ বাক্য। এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কসম করেছেন।

২. (تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ) এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে (مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ) মুহাম্মদ (সা)-এর উপর মহান আল্লাহ্র নিকট হতে যিনি বেঈমানকে শাস্তি দানে অপ্রতিরোধ্য এবং যিনি কারা ঈমান এনেছেন কারা ঈমান আনেনি সে বিষয়ে অবগত।

৩. (غَافِرِ الذَّنْبِ) যিনি ক্ষমাশীল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ঘোষণা দানকারীর প্রতি (وَقَابِلِ التَّوْبِ) তাওবাকারী যে শিরক হতে তাওবা করে তার জন্যে (شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ) কঠোর শাস্তি দানকারী যে

আনে তাদের প্রতি দয়াশীল ও অনুগ্রহশীল আর যারা ঈমান আনে না তাদের প্রতি অমুখাপেক্ষী (لَا إِلٰهَ) কোন ইলাহ নেই যে এমনটি করতে পারে (إِلَّا هُوَ) তিনি ব্যতীত (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট, যারা ঈমান আনে তাদের প্রত্যাবর্তন এবং যারা ঈমান আনে না তাদের প্রত্যাবর্তন।

৪. (مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّٰهِ) আল্লাহর নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিতর্ক করে না মুহাম্মদ (সা)কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করে না। (إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) আল্লাহ্ একথা এক অস্বীকারকারীগণ ব্যতীত অন্য কেউ অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ (فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ) কাফিরদের সফরে যাতায়াত যেন হে মুহাম্মদ (সা)! তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। কারণ ওদের কোনই ভিত্তি নেই।

(৫) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

(৬) وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ النَّارِ ○

(৭) اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○

৫. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল সত্য ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে; ফলে আমি ওদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি।

৬. এ ভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হল তোমার প্রতিপালকের বাণী- এরা জাহান্নামী।

৭. যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

৫. (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) তাদের পূর্বে তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে মিথ্যা আরোপ করেছিল (قَوْمُ نُوحٍ) নূহের সম্প্রদায়ের পূর্বে মিথ্যা আরোপ করেছে হযরত নূহ (আ)-এর উপর (وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ) এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের পরে অন্যান্য কাফের সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট রাসূলদের উপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। যেমন তোমার সম্প্রদায় তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ) প্রত্যেক সম্প্রদায় অভিসন্ধি করেছিল নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করবার, প্রত্যেক সম্প্রদায় ইচ্ছা করেছিল তাদের রাসূলকে হত্যা করার (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ) এবং তারা অসার বিষয় নিয়ে, শিরক নিয়ে রাসূলদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল (لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ) তা

ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, মিথ্যা আরোপের প্রেক্ষাপটে তাদেরকে শাস্তি দিলাম। (فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) এবং মুহাম্মদ (সা)! ভেবে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা আরোপের প্রেক্ষাপটে ওদের প্রতি আমার শাস্তি কেমন কঠোর ছিল।

৬. (وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ) এভাবে তোমার প্রতিপালকের শাস্তির বাণী সত্য হল (عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করল তাদের উপর (اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ) তারা আখিরাতে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

৭. (اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ) যারা দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশ ধারণ করে আছে। এরা হল আরশ বহনে নিয়োজিত দশ ফিরিশতা (وَمَنْ حَوْلَهُ) এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে (يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করে তাঁর নির্দেশে (وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ওরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনয়ন করে (وَيَسْتَغْفِرُوْنَ) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, দু'আ করে (لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে তাদের জন্যে এবং তারা বলে : (رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً) ওহে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো রহমতের, দয়ায়, (وَّعِلْمًا) এবং জ্ঞানে সব কিছু ভরপুর করে দিয়েছেন, আপনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا) সুতরাং আপনি ক্ষমা করে দিন যারা তওবা করেছে শিরক থেকে (وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ) এবং অনুসরণ করেছে আপনার পথ দীনই ইসলামের (وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ) এবং তাদেরকে রক্ষা করুন জাহান্নামের শাস্তি হতে।

(৮) رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟

(৯) وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۟

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও, আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯. এবং আপনি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করুন, সেদিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন তাকে তো অনুগ্রহই করবেন; এটিই তো মহা সাফল্য।

১০. কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক; যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে।

৮. (رَبَّنَا) ওহে আমাদের প্রতিপালক! (وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ) তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে নবীগণ ও সৎকর্মশীলদের বাসস্থান জান্নাতে (الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ) যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন

সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে একত্ববাদের অনুসরণ করেছে তাদেরকেও (اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ) আপনি তো অপ্রতিরোধ্য আপনার ক্ষমতায় ও রাজত্বে (الْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময় আপনার কর্মে ও সিদ্ধান্তে।

৯. (وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ) এবং আপনি ওদেরকে রক্ষা করুন কিয়ামতের দিনের শাস্তি হতে (وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ) যাকে আপনি সেদিনের শাস্তি অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন (فَقَدْ رَحِمْتَهٗ) তাকে তো অনুগ্রহই করবেন, তাকে ক্ষমা করবেন, পবিত্র রাখবেন এবং সম্মানিত করবেন (وَذٰلِكَ) এবং এই ক্ষমা ও রক্ষা (هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) মহা সাফল্য, পূর্ণ নাজাত ও মুক্তি। তারা জান্নাত লাভে ধন্য হবে এবং জাহান্নাম হতে রক্ষা পাবে।

১০. (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করেছে, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে, কিতাব ও রাসূলকে অস্বীকার করেছে তারা যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তাদের প্রত্যেকে বলবে, ওহে আমার আত্মা! ক্ষোভ ও ঘৃণা তোমার জন্য (يُنَادَوْنَ) তাদেরকে বলা হবে ফিরিশতাগণ তাদেরকে ডেকে বলবে (لَمَقْتُ اللّٰهِ) দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ঘৃণা ও ক্ষোভ তোমাদের প্রতি (اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ) কঠোর ও অধিক ছিল, আজকে জাহান্নামে তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের ক্ষোভ ও ঘৃণা অপেক্ষা (اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ) যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে।

(١١) قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ○

(١٢) ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ○

(١٣) هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ○

১১. ওরা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলবে কি?"

১২. তোমাদের এই শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্‌রই সকল কর্তৃত্ব।

১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিযৃক, আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

১১. (قَالُوْا) অর্থাৎ জাহান্নামে কাফিরগণ বলবে (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! (اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ) আপনি আমাদেরকে দু'বার প্রাণহীন করেছেন। একবার মুনকার নাকীরের প্রশ্নের পূর্বে আর একবার পুনরুত্থানের জন্যে। (وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। (فَاعْتَرَفْنَا) অতঃপর আমরা স্বীকার করেছি (بِذُنُوْبِنَا) আমাদের অপরাধসমূহ শিরক ও ঈমান প্রত্যাখানের বিষয়টি (فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ) সুতরাং নিষ্ক্রমণের কোন পথ আছে কি? দুনিয়াতে ফিরে যাবার কোন উপায় আছে কি?

১২. (ذٰلِكُمْ) জাহান্নামের এই শাস্তি ও ঘৃণা (بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ) এজন্যে যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হত, তোমাদেরকে বলা হত যে, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল, (كَفَرْتُمْ) তোমরা তা অস্বীকার করতে, তা বলতে রাজী হতে না। (وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ) আর যদি তাঁর সাথে দেব-দেবীকে শরীক করা হত (تُؤْمِنُوْا) তোমরা তা বিশ্বাস করতে স্বীকৃতি দিতে (فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ) সুতরাং সমস্ত কর্তৃত্ব, বিচার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কাফিরদের জন্যে জাহান্নামের (الْعَلِيِّ) যিনি সর্বোচ্চ (الْكَبِيْرِ) যিনি সকল বড় এর বড় সুমহান।

১৩. (هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ) তিনি তোমাদেরকে দেখান, ওহে মক্কাবাসীগণ (اٰيٰتِهٖ) তাঁর নিদর্শনাদি, তাঁর একত্ববাদের প্রতীকগুলো, তাঁর ক্ষমতা ও বিস্ময়কর শক্তির প্রমাণসমূহ যালিমদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا) এবং তিনি আকাশ হতে তোমাদের জন্যে প্রেরণ করেন জীবিকা-বৃষ্টি (وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ) উপদেশ গ্রহণ করে কুরআন দ্বারা শুধু আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিই।

(١٤) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

(١٥) رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ○

(١٦) يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

(١٧) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৪. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।

১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরশের অধিপতি। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

১৬. যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।

১৭. আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

১৪. (فَادْعُوا اللّٰهَ) সুতরাং আল্লাহকে ডাক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর (مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ) তাঁর আনুগত্যে এক ও ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে, একত্ববাদী হয়ে (وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ) যদিও কাফিরগণ মক্কাবাসীগণ তা অপসন্দ করে।

১৫. (رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ) তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আকাশরাজির সৃষ্টিকর্তা, সেটিকে সর্বোচ্চে স্থাপন করেছেন (ذُوْ الْعَرْشِ) আরশ ও মহা আসনের অধিকারী (يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ) তাঁর নির্দেশ তথা কুরআনসহ জিব্‌রাঈলকে প্রেরণ করেন (عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ) তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন পছন্দ করেন তার প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি (لِيُنْذِرَ) যাতে তিনি সতর্ক করেন মুহাম্মদ (সা) কুরআন দ্বারা সতর্ক করেন (يَوْمَ التَّلَاقِ) কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যে দিন আকাশরাজি ও পৃথিবী মিলিত হয়ে যাবে, অপর ব্যাখ্যায় সেদিন সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জগত মুখোমুখি হবে।

১৬. (يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ) যে দিন তারা বের হবে কবর থেকে (لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْئٌ) সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কোন কিছু কোন আমল গোপন থাকবে না, মৃত্যু-ফুৎকার হবার পর তিনি বলবেন (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) আজ সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব কার? জবাব দেবার কেউই থাকবে না তখন, অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিয়ে বলবেন (لِلّٰهِ الْوَاحِدِ) একক আল্লাহ্‌রই, যার কোন সন্তান নেই, শরীক নেই (الْقَهَّارِ) যিনি পরাক্রমশালী সৃষ্টি জগতের জন্যে মৃত্যু সৃষ্টি করে যিনি সর্বোচ্চ অজেয়।

১৭. (اَلْيَوْمَ) আজ দিনে অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে (تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ) পুণ্যবান-পাপী প্রত্যেককে তার কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে (لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ) আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না ছাওয়াব কমিয়ে দিয়ে কিংবা পাপ বৃদ্ধি করে দিয়ে অবিচার করা হবে না (اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী যখন হিসাব গ্রহণ করবেন। অপর ব্যাখ্যায় কঠিন শাস্তি দানকারী যখন শাস্তি দিবেন।

(١٨) وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝

(١٩) يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۝

(٢٠) وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

১৮. ওদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, যালিমদের জন্য কোন অন্তরংগ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশও নেই।

১৯. চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

২০. আল্লাহ্‌ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৮. (وَاَنْذِرْهُمْ) তুমি ওদের সতর্ক কর হে মুহাম্মদ (সা) (يَوْمَ الْاٰزِفَةِ) আসন্ন দিবস সম্পর্কে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে, যেদিন মানুষ পরস্পর দ্রুত দৌড়াবে (اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ) যখন দুঃখে ব্যথা-বেদনায় তাদের প্রাণ হয়ে উঠবে কণ্ঠাগত। দেহ অভ্যন্তরে কষ্ট ও বেদনা উথলিয়ে উঠবে (مَا لِلظّٰلِمِيْنَ) যালিমদের জন্য মুশরিকদের জন্য থাকবেনা (مِنْ حَمِيْمٍ) কোন নিকটাত্মীয়, যে তার উপকার করবে (وَلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ) এবং থাকবেনা এমন কোন সুপারিশকারী যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।

১৯. (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ) তিনি অবগত আছেন চক্ষুর অপব্যবহার সম্পর্কে, এক দৃষ্টির পর বিশ্বাস ভঙ্গ করে পরবর্তী দৃষ্টিদান সম্পর্কে (وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ) এবং অন্তরে যা গোপন আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি দানের সময়ে অন্তরে যে ভাব ও মানসিকতা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কেও অবহিত।

২০. (وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ) আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিবসে ন্যায়পরায়ণতা সহকারে কিয়ামতের দিবসে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাকে ইচ্ছা করেন তাকে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ বিচার করেন ন্যায়পরায়ণতার সাথে (وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, যে সব

সুপারিশ করার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না। কারণ তাদের যে এ বিষয়ে কোনই ক্ষমতা নেই, অপর ব্যাখ্যায় তারা দুনিয়াতে কোন কল্যাণকর কর্মের নির্দেশ দিতে পারবে না। যেহেতু তারা নিজেরাই মূক ও বধির (اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ) আল্লাহই সর্বশ্রোতা শুনেন ওদের কথা (الْبَصِيْرُ) সর্বদ্রষ্টা, দেখেন ওদেরকে এবং ওদের কর্মকাণ্ডকে।

(٢١) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

(٢٢) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(٢٣) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٤) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

২১. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন ওদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি হতে ওদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।

২২. তা এ জন্যে যে, ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ নির্দেশসহ এলে ওরা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দিলেন, তিনি তো শক্তিশালী। শাস্তি দানে কঠোর।

২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম,

২৪. ফির'আওন, হামান ও কারূনের নিকট, কিন্তু ওরা বলেছিল, এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

২১. (اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ) তারা কি, মক্কার কাফিররা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? (فَيَنْظُرُوْا) তাহলে তো তারা দেখতে পেত, চিন্তা-ভাবনা করতে পারত (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) কী হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম, প্রতিফল (كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) ওরা ছিল এদের অপেক্ষা প্রবলতর দৈহিক শক্তিতে (وَاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ) এবং পৃথিবী ভ্রমণে, পার্থিব স্বার্থ অর্জনে অধিক লোভাতুর এবং তা অর্জনের জন্যে দূর-দূরান্তে সফরকারী (فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন, তাদের অপরাধের কারণে শাস্তি দিলেন রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ) আল্লাহ থেকে রক্ষা করার, আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার জন্যে তাদের (مِنْ وَّاقٍ) কোন রক্ষাকারী ছিল না।

২২. (ذٰلِكَ) এটি দুনিয়াতে তাদের এই আযাব (بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) এ জন্যে যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিল নিদর্শনাদিসহ, আদেশ-নিষেধ চিহ্ন সমূহসহ (فَكَفَرُوْا) তখন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল রাসূলদেরকে এবং রাসূলদের আনীত বিষয়গুলোকে (فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন শাস্তি দ্বারা। (اِنَّهٗ قَوِىٌّ) তিনি তো শক্তিশালী পাকড়াও করণে (شَدِيْدُ الْعِقَابِ)

২৩. (وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى) আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি (بِاٰيٰتِنَا) আমার নিদর্শনাদিসহ, নয়টি মুজিযাসহ (وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ) এবং স্পষ্ট প্রমাণসহ,

২৪. (اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ) ফিরআ'ওন এবং তার উজির হামানের নিকট এবং (وَقَارُوْنَ) মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই কারূনের নিকট (فَقَالُوْا) তখন তারা মূসা (আ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, এই ব্যক্তি (سٰحِرٌ) যাদুকর, দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় (كَذَّابٌ) মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে।

(٢٥) فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

(٢٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ○

(٢٧) وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

২৫. অতঃপর মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে উপস্থিত হলে ওরা বলল, "মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং ওদের নারীদেরকে জীবিত রাখ" কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

২৬. ফির'আওন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক, আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২৭. মূসা বলল, যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সে সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি।

২৫. (فَلَمَّا جَاءَهُمْ) যখন তাদের নিকট এল মূসা (بِالْحَقِّ) সত্য সহকারে কিতাব সহকারে (مِنْ عِنْدِنَا) আমার পক্ষ হতে (قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ) তারা বলেছিল মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেল (وَاسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ) ওদের নারীদেরকে জীবিত রেখ, খিদমতে নিয়োজিত কর, ওদেরকে হত্যা করো না (وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ) বস্তুত কাফিরদের ষড়যন্ত্র, ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের চক্রান্ত (اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ) অবশ্যই ব্যর্থ হবে, ভুল পথে পরিচালিত।

২৬. (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوْسٰى) ফিরআওন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে খুন করব (وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ) এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক যে প্রতিপালকের পক্ষ হতে সে রাসূলরূপে এসেছে বলে দাবী করছে (اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ) আমি আশংকা করছি যে, তোমরা এখন যে ধর্মমতের অনুসরণ করছ সে তোমাদের ওই ধর্মমত পরিবর্তন করে দিবে (اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ) (الْفَسَادَ) অথবা এই আশংকা করছি যে, সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা

সেবায় নিয়োজিত করেছ। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের দীন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের দীন পরিত্যাগ করে তোমাদেরকে তার দীনে ঢুকিয়ে সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে বলে আমি আশংকা করছি, ইয়া (ي) এবং হা (ه) বর্ণে যবর যোগে পাঠ করলে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করা যায়।

২৭. (وَقَالَ مُوْسٰى) মূসা বলল, (اِنِّيْ عُذْتُ) আমি শরণাপন্ন হয়েছি আশ্রয় প্রার্থনা করেছি (بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ) ঈমান আনয়নে দম্ভ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হতে (لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ) বিচার দিবসে কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না।

(২৮) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

২৮. ফির'আওন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে,সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে দায়ী হবে, আর সে যদি সত্যবাদী হয় সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৮. (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ) ফিরআ'ওন বংশের এক ব্যক্তি বলল, সে ছিল ফিরআ'ওনের চাচাত ভাই হিযকীল (يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ) সে নিজের ঈমান আনয়নের কথা গোপন রাখত ফিরআওন ও তার সম্প্রদায় থেকে। এভাবে তার ঈমানের বিষয়টি গোপন রেখেছিল একশত বৎসর পর্যন্ত, কেউ কেউ বলেছেন যে, আয়াতে কিছু অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে। মূল ভাষ্য এই ঃ একজন ঈমানদার লোক হিযকীল যে ফিরআ'ওন ও তার সম্প্রদায় হতে ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল, বলল (اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ) তোমরা কী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যে বলে- আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ আমাকে রাসূলরূপে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। (وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ) অথচ সে তোমাদের নিকট এনেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আদেশ নিষেধ ও নুবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ। (وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا) সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তার বক্তব্যে ও দাবীতে (فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ) তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে দায়ী হবে- মিথ্যাবাদিতার শাস্তি সে ভোগ করবে (وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا) আর সে যদি সত্যবাদী হয় তার দাবী ও বক্তব্যে আর তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। (يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ) সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে দুনিয়াতে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবে (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ) আল্লাহ হিদায়াত করেন না, তাঁর দীনের প্রতি পথ দেখান না (مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) সীমা লংঘনকারীকে

(۲۹) يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

(۳۰) وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ○

(۳۱) مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

(۳۲) وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ○

(۳۳) يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল, কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফির'আওন বলল, আমি যা বুঝি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।

৩০. মু'মিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি,

৩১. যেমন ঘটেছিল নূহ এর সম্প্রদায়, 'আদ, ছামূদ, এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।

৩২. হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের,

৩৩. যে দিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে, আল্লাহ্র শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই।

২৯. (يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ) হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের মিসর রাজ্যে তোমরাই প্রবল (فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَاْسِ اللّٰهِ) কিন্তু আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি হতে কে আমাদেরকে রক্ষা করবে। (اِنْ جَآءَنَا) যখন শাস্তি আমাদের নিকট আসবে (قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ) ফিরআ'ওন বলল,আমি তোমাদেরকে দেখাই, নির্দেশ দিই (اِلَّا مَآ اَرٰى) শুধু তাই যা আমি আমার জন্যে সত্য বলে বুঝি যে, তোমরা আমার উপসনা করবে (وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ) আমি তোমাদেরকে কেবল সত্য ও হিদায়াতের পথ দেখিয়ে থাকি।

৩০. (وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ) মু'মিন ব্যক্তি হিযকীল বলল (يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ) হে আমার সম্প্রদায় আমি আশংকা করছি তোমাদের জন্যে আমি জানি যে, তোমাদের উপর আপতিত হবে (مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ, পূর্ববর্তী কাফিরদের শাস্তির ন্যায় দুর্দিনের,

৩১. (مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ) নূহ-সম্প্রদায়ের উপর আপতিত আযাবের ন্যায় (وَعَادٍ وَّثَمُوْدَ) এবং হুদ (আ) সম্প্রদায় আ'দ ও সালিহের (আ) সম্প্রদায় সমূহের উপর আপতিত শাস্তির ন্যায় (وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ) এবং তাদের পরে যে সকল কাফির এসেছে তাদের শাস্তির ন্যায় (وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ) আল্লাহ্

৩২. (وَيٰقَوْمِ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ) হে আমার সম্প্রদায়! আমি আশংকা করছি তোমাদের জন্যে আমি জানি যে, তোমাদের উপর আপতিত হবে শাস্তি কিয়ামতের দিনে। যে দিন একে অন্যকে ডাকবে আরাফবাসীগণ তোমাদেরকে ডাকবে। অপর ব্যাখ্যায় পলায়নের দিনে। দাল (د) বর্ণে তাশ্দীদ যোগে পড়লে এই অর্থ হবে।

৩৩. (يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ) যে দিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি হতে পালাতে চাইবে (مَالَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ) আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। (وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ) আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাঁর দীন হতে বিচ্যুত করেন। (فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ) তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই, আল্লাহ ব্যতীত কোন মুরশিদ নেই।

(٣٤) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُۨ ۝

(٣٥) الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩৪. পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ (আ) এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের (আ) মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ্ কাউকে রাসূল করে প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমা লংঘনকারী এবং সংশয়বাদীদেরকে।

৩৫. যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এই কর্ম আল্লাহ্ ও মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ, এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।

৩৪. (وَلَقَدْ جَآئَكُمْ يُوْسُفُ) তোমাদের নিকট ইউসুফ (আ) এসেছিলেন, এটি হিযকীল বলেছিল ওদেরকে (مِنْ قَبْلُ) ইতিপূর্বে অর্থাৎ মূসা (আ) এর আগমনের পূর্বে (بِالْبَيِّنٰتِ) স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে (فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ) তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে (حَتّٰى اِذَا هَلَكَ) অবশেষে তিনি যখন মারা গেলেন (قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا) তোমরা বলেছিলে যে, তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আর কাউকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন না (كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ) আল্লাহ এভাবে তাঁর দীন হতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করেন (مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) সীমালংঘনকারী ও (مُرْتَابٌ) সংশয়বাদী মুশরিক ব্যক্তিকে।

৩৫. (اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়- মুহাম্মদ (সা)-কে এবং কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে (بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ) ওদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কোন

নিকট কিয়ামতের দিনে (وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং ঈমানদারদের নিকট দুনিয়াতে (كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ) এইভাবে আল্লাহ্ মোহর করে দেন (عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) প্রত্যেক উদ্ধত বেঈমান সত্য ও হিদায়াত প্রত্যাখ্যানকারী স্বৈরাচারের অন্তরে।

(٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ

(٣٧) اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۗ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۧ

(٣٨) وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ

(٣٩) يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

৩৬. ফির'আওন বলল, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক উচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি পাই অবলম্বন।

৩৭. আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহ্কে, তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবে ফির'আওনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফির'আওনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।

৩৮. মু'মিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।

৩৬. (وَقَالَ فِرْعَوْنُ) ফিরআওন বলেছিল তার উযীরকে (يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا) হে হামান! তুমি আমার জন্যে নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ (لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ) যাতে আমি অবলম্বন পাই, দরজাগুলোতে উঠতে পারি,

৩৭. (اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ) আকাশের দরজাগুলোতে (فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى) অতঃপর আমি যেন দেখতে পাই মূসা এর ইলাহ্কে। সে যে দাবী করছে ওই ইলাহ্ আকাশে আছে তাকে আমার নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছে (وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا) তবে আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি, আমি মনে করি যে, আকাশে কোন ইলাহ্ নেই। এরপর সে আর ওই প্রাসাদ নির্মাণ করেনি, মূসার পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, (وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ) এ ভাবে ফিরআওনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ) এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল, ফিরআওনকে বিচ্যুত করা হয়েছিল সত্য ও হিদায়াত হতে (وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ) ফিরআওনের সকল কর্ম ও ষড়যন্ত্র (اِلَّا فِيْ تَبَابٍ) ব্যর্থ হয়েছিল, বিফল হয়েছিল।

৩৮. (وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ) মু'মিন ব্যক্তিটি বলল অর্থাৎ হিযকীল বলল, (يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর দীনে, ধর্মমতে (اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ) আমি তোমাদেরকে সঠিক

৩৯. (يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ) এই পার্থিব জীবন গৃহের আসবাব পত্রের ন্যায় অস্থায়ী উপভোগের বস্তু (وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ) আর আখিরাত জান্নাত (هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) চিরস্থায়ী আবাস, ওখান হতে স্থানান্তর হবে না।

(٤٠) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(٤١) وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ○

(٤٢) تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ○

(٤٣) لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ○

৪০. কেউ মন্দ কর্ম করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কর্ম করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে।

৪২. তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে এবং তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে।

৪৩. নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করছ এমন একজনের দিকে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪০. (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً) কেউ মন্দ কর্ম করলে, শিরক করলে (فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا) তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে জাহান্নামে (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا) যে সৎ কর্ম করবে নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ সৎকর্ম করবে (مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى) নারী কিংবা পুরুষ (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) মু'মিন থাকা অবস্থায়, খাঁটি ঈমানদার হয়ে (فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ) তারা দাখিল হবে জান্নাতে (يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) সেথায় তারা ভোগ করবে জান্নাতে তারা ভোগ করবে অপরিমিত জীবনোপকরণ বিনা কষ্টে,বিনা খোঁটায়।

৪১. (وَيٰقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجَاةِ) হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, একত্ববাদের দিকে, এটিও হিযকীলের বক্তব্য (وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ) তুমি আমাকে

৪২. (تَدْعُوْنَنِيْ لِأَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَأُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ) তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে এবং শরীক দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই যে, এটি আল্লাহ্‌র শরীক ও সমকক্ষ। বরং আমার সুস্পষ্ট জানা আছে যে, আল্লাহ্‌র কোন শরীক-সমকক্ষ নেই (وَأَنَا أَدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ) আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি এমন এক পরাক্রমশালীর একত্ববাদের দিকে, যিনি তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দানে অপ্রতিরোধ্য (الْغَفَّارِ) যিনি ক্ষমাশীল তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি।

৪৩. (لَا جَرَمَ) নিশ্চয়ই (أَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ) নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করছ এমন একজনের দিকে, যে আহ্বানযোগ্য নয়, যার কোন শক্তি নেই (فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ) দুনিয়াতেও আখিরাতেও (وَأَنَّ مَرَدَّنَا) বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন আমাদের ফিরে যাওয়া (إِلَى اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র নিকট মৃত্যুর পর (وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ) এবং সীমালংঘনকারীগণ, মুশরিকগণ (هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) জাহান্নামের অধিবাসী।

(٤٤) فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ أَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْٓ إِلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝

(٤٥) فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

(٤٦) اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ أَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৪. আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তে অর্পণ করছি, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরআ'ওন সম্প্রদায়কে।

৪৬. সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে উপস্থিত করা হবে আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফিরআ'ওন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

৪৪. (فَسَتَذْكُرُوْنَ) তোমরা অচিরেই স্মরণ করবে, জানতে পারবে কিয়ামতের দিবসে (مَا أَقُوْلُ لَكُمْ) আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে যে আযাবের কথা বলছি তা (وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ) আমি আমার ব্যাপার অর্পণ করছি, সোপর্দ করছি (إِلَى اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর উপরই আস্থা রাখছি (إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে এবং যারা ঈমান আনেনি তাদের ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৪৫. (فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا) অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের হত্যা-ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন (وَحَاقَ) এবং নাযিল হল পরিবেষ্টন করল (بِآلِ فِرْعَوْنَ) ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়কে (سُوْءُ الْعَذَابِ) কঠিন শাস্তি, তাহ ল সমুদ্র-ডুবি, সলিল সমাধি।

৪৬. (اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا) ওদেরকে উপস্থিত করা হবে অর্থাৎ ফিরআওন সম্প্রদায়ের রূহগুলোকে

(السَّاعَةُ আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন أَدْخِلُوْا آلَ) (فِرْعَوْنَ ফিরআওনের সম্প্রদায়কে দাখিল কর। (أَشَدَّ الْعَذَابِ) কঠিন শাস্তিতে, জাহান্নামের গহীন গর্ভীরে।

(٤٧) وَإِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ○

(٤٨) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

(٤٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

(٥٠) قَالُوْٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

৪৭. যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?

৪৮. দাম্ভিকেরা বলবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।

৪৯. জাহান্নামীগণ তার প্রহরীদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শাস্তি একদিনের।

৫০. তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিল, প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর: আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

৪৭. (وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ) যখন তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে (فِي النَّارِ) জাহান্নামে নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীগণ (فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ) তখন দুর্বলগণ অনুসারীগণ বলবে (لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا) দাম্ভিকদেরকে-বেঈমান নেতৃবৃন্দকে (اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا) আমরা তো দুনিয়াতে আপনাদের অনুসারী ছিলাম আপনাদের দীনের অনুগত ছিলাম (فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ) এখন কি আপনারা আমাদের জাহান্নামের আযাবের কিয়দংশ আমাদের কিছু আযাব আপনাদের ঘাড়ে তুলে নিবেন?

৪৮. (قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا) দম্ভ দেখিয়ে ঈমান আনয়নে বিরত থাকা নেতাগণ বলবে তাদের অনুসারীদেরকে (اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا) আমরা উপাস্য উপাসক, নেতা-অনুসারী সকলেই তো জাহান্নামে আছি (اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) আল্লাহ্ তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। উপাস্য-উপাসক এবং নেতা ও অনুসারী সকলের জন্যে জাহান্নামের ফায়সালা দিয়ে দিয়েছেন, অপর ব্যাখ্যায় ফায়সালা করেছেন মু'মিন ও কাফিরের মাঝে জান্নাত ও জাহান্নামের বাসস্থান নির্ধারণ করে।

৪৯. (وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ) জাহান্নামীরা বলবে আগুন যখন সুতীব্র হয়ে উঠবে, যখন তারা অধৈর্য হয়ে উঠবে এবং দু'আ করবার ব্যাপারে যখন নিরাশ হয়ে পড়বে ([illegible]) জাহান্নামের প্রহরীগণকে

যেন আমাদের উপর হতে লাঘব করেন প্রত্যাহার করেন এক দিনের শাস্তি দুনিয়ার দিনের হিসেবে। তারা বলবে, জাহান্নামের প্রহরীরা বলবে কাফিরদেরকে,

৫০. (قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আদেশ-নিষেধ নিদর্শনাদি ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রিসালাত প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে তোমাদের রাসূলগণ আসেনি। (قَالُوْا بَلٰى) তারা বলবে, হ্যাঁ, তাঁরা তো রিসালাতের বাণী নিয়ে আমাদের নিকট এসেছে (قَالُوْا) তখন প্রহরীগণ ঠাট্টাচ্ছলে জাহান্নামীদেরকে বলবে (فَادْعُوْا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ) তোমরা প্রার্থনা করতে থাক, জাহান্নামে অবস্থানকারী কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হবে, অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াতে কাফিরদের ইবাদত-উপাসনা ভুলে ভরপুর।

(٥١) اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

(٥٢) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

(٥٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝

(٥٤) هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হবে,

৫২. যে দিন যালিমদের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, ওদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং ওদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

৫৩. আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের,

৫৪. পথনির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

৫১. (اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আমরা সাহায্য করব রাসূলদেরকে এবং রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে (فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) পার্থিব জীবনে সহায়তা দান ও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দানের মাধ্যমে (وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ) এবং কিয়ামতের দিনে যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে তথা ফিরিশতাগণ এবং রাসূলগণ ওযর পেশ, যুক্তি প্রদর্শন এবং সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করবে। অপর ব্যাখ্যায় সাক্ষী দ্বারা আমল লেখক সম্মানিত ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আমল ও কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

৫২. (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ) যেদিন যালিমদের ওযর কোন কাজে লাগবেনা (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ) তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত অসন্তুষ্টি ও শাস্তি (وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস, জাহান্নাম।

৫৩. (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى) আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম হিদায়াত অর্থাৎ তাওরাত, দাউদকে দিয়েছিলাম যাবূর এবং ঈসাকে দিয়েছিলাম ইনজীল (وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ) কিতাব,

৫৪. (هُدًى) যা পথনির্দেশ গোমরাহী হতে (وَذِكْرٰى) এবং উপদেশ (لِأُولِى الْأَلْبَابِ) বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে, বিবেকবান মানুষদের জন্যে।

(৫৫) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

(৫৬) إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

(৫৭) لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৫৬. যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে রয়েছে কেবল অহংকার যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৭. মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করা কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ তা জানে না।

৫৫. (فَاصْبِرْ) সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর হে মুহাম্মদ (সা) ইয়াহূদী খৃষ্টান ও মুশরিকদের নির্যাতন ও অত্যাচারের মুখে (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ওদেরকে ধ্বংস করা বিষয়ক ওয়াদা সত্য, অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) তোমার ত্রুটির জন্যে তোমার প্রতি ও তোমার সাথীদের প্রতি আল্লাহ্র দেয়া নে'য়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনে কমতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর, তাঁর নির্দেশে নামায আদায় কর (بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ) সকালে ও সন্ধ্যায়।

৫৬. (اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, মুহাম্মদ (সা)কে এবং কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, এরা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায়, উপরন্তু তারা দাজ্জালের বিবরণ, তার বিশালত্ব, দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় রাজত্ব তাদের নিকট ফিরে আসা ইত্যাদি বিষয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তর্কে লিপ্ত হত। (بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ) তাদের ধারণার অনুকূলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে কোন দলীল না আসা সত্ত্বেও (اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ) তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার সত্য গ্রহণে অনীহা (مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ) যা সফল হবার নয়, তাদের অন্তরে যে অহংকার রয়েছে এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় রাজত্ব তাদের নিকট ফিরে আসার যে বিশ্বাস রয়েছে তা বাস্তবায়িত হবার নয় (فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ) সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা)! দাজ্জালের ফিতনা হতে তুমি আশ্রয় কামনা কর আল্লাহ্র নিকট (اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ) তিনি সর্বশ্রোতা, ইয়াহূদীদের কথাবার্তা শোনেন। (الْبَصِيْرُ) সর্বদ্রষ্টা, দেখেন ইয়াহূদীদেরকে, তাদের কার্যকলাপকে,দাজ্জালের ফিতনা ও তার আবির্ভাবকে।

৫৭. (لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) নিশ্চয়ই আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করা (اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) মানব সৃষ্টি অপেক্ষা, দাজ্জাল সৃষ্টি করা অপেক্ষা কঠিনতর (...) কিন্তু অধিকাংশ তথা

(٥٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ○

(٥٩) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

(٦٠) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ○

(٦١) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৫৮. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

৫৯. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেন; তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, ওরা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

৬১. আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিবসকে। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৫৮. (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, কাফির আর মু'মিন দাওয়াত ও মর্যাদায় সমান নয় (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ঈমান আনয়নকারী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী আর সৎকর্মশীল নিজের ও তার প্রতিপালকের মাঝে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপনকারী (وَلَا الْمُسِيءُ) এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি, মুশরিক ব্যক্তি সমান নয় (قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ) তোমরা অল্পও উপদেশ গ্রহণ কর না, অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদির কম অংশ হতেও তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না, বেশী অংশ হতে তো নয়ই।

৫৯. (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ) কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে (لَّا رَيْبَ فِيهَا) সেটির অনুষ্ঠানে কোনই সংশয়-সন্দেহ নেই (وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, মক্কাবাসীগণ তাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতে বিশ্বাস করে না।

৬০. (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي) তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা আমাকে ডাক, আমার একত্ববাদ প্রচার কর, একত্ববাদের ঘোষণা দাও (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব- তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব অপর ব্যাখ্যায় তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, তোমাদের আরজি শুনব তোমাদের আবেদন গ্রহণ করব (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) যারা দম্ভ প্রদর্শন করতঃ আমার ইবাদত হতে বিরত থাকে, আমার একত্ববাদ ও আনুগত্য হতে বিরত থাকে (سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) তারা অবিলম্বে জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে, অপমানিত হয়ে।

(ولكن اكثر الناس لا) আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, মক্কাবাসীদের প্রতি (فضل على الناس) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তথা মক্কাবাসীগণ এটির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি (يشكرون) বিশ্বাস স্থাপন করে না।

(٦٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

(٦٣) كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

(٦٤) اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٥) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬২. এই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা কীভাবে বিপথগামী হচ্ছ?

৬৩. এ ভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

৬৪. আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান!

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তাঁকেই ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

৬২. (ذٰلكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ) এই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক, যিনি এতসব করেন তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, তোমরা তাঁরই শুকরিয়া জ্ঞাপন কর (خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) তিনি সব কিছুর স্রষ্টা (فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ) সুতরাং তোমরা কীভাবে বিপথগামী হচ্ছ- কেমন করে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ কর।

৬৩. (كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি মুহাম্মদ (সা) কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করত, তারা এভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

৬৪. (اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا) মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে করেছেন পৃথিবীকে বাসযোগ্য জীবিত ও মৃতদের অবস্থান ক্ষেত্র (وَالسَّمَآءَ بِنَآءً) আকাশকে করেছেন উচুঁ ছাদ (وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট অন্যান্য পশু-প্রাণীর আকৃতি অপেক্ষা। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের আকৃতিকে মজবুত ও সুন্দর করেছেন (وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ) তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক- তোমাদের খাদ্যরূপে নির্ধারণ করেছেন এমন সব দ্রব্যাদি যা অন্যান্য জীব-জন্তু অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন নরম ও কোমল। অপর ব্যাখ্যায় হালাল বস্তুকে তোমাদের খাদ্য রূপে নির্ধারণ করেছেন (ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ) এই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক যিনি এত সব করলেন, সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা

৬৫. (هُوَ الْحَيُّ) তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই (لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই যে, এসব করতে পারে (فَادْعُوْهُ) সুতরাং তোমরা তাঁকে ডাক, তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা কর (مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ) তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, একত্ববাদ ও ইবাদত একান্ত করে তাকেই নিবেদন করে। (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, কৃতজ্ঞতাও প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য (رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক পৃথিবীতে বিচরণকারী সকল প্রাণীর পালনকর্তা।

(٦٦) قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ز وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٧) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৬. বল, আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।

৬৭. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে তারপর আলাকা হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যেন উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ, তোমাদের মধ্যে কারো এর পূর্বে মৃত্যু ঘটে এবং এটা এজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৬৬. যখন মক্কাবাসীগণ প্রিয়নবী (সা)কে বলেছিল, তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মমতে ফিরে যাও তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বললেন (قُلْ) বল, হে মুহাম্মদ (সা.)! মক্কাবাসীদেরকে (اِنِّيْ نُهِيْتُ) আমাকে নিষেধ করা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে (اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে ডাক যার উপাসনা কর, তার ইবাদত করতে (لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ) যখন আমার নিকট বর্ণনা এল (مِنْ رَّبِّيْ) আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে, আল্লাহ্ একক, তাঁর কোন শরীক-সমকক্ষ নেই (وَاُمِرْتُ) এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে (اَنْ اُسْلِمَ) আমি যেন আত্মসমর্পণ করি, আত্মসমর্পণে ও ইসলামে অবিচল থাকি (لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল জীবজন্তুর পালনকর্তা।

৬৭. (هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, আদম থেকে, আর আদমকে বানিয়েছেন মাটি থেকে (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) এরপর তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন পিতাদের বীর্য হতে (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) এরপর জমাট রক্ত হতে (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) এরপর তোমাদেরকে বের করেন তোমাদের মায়েদের উদর হতে ছোট্ট শিশু রূপে (ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ) অতঃপর তোমরা যেন উপনীত হও যৌবনে ১০ হতে ৩০ বৎসর বয়সী (ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا) এরপর হও, যৌবনের পর হও বৃদ্ধ (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى)

(مُسَمًّى) এবং এটা এজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও– তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট আয়ুর শেষ পর্যন্ত পৌছতে পার (وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যাতে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান যে সত্য তা উপলব্ধি করতে পার।

(٦٨) هُوَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۟

(٦٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۟

(٧٠) الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۟

(٧١) اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ۟

(٧٢) فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۟

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন 'হও' এবং তখন তা হয়ে যায়।

৬৯. তুমি কি লক্ষ্য করো না ওদের প্রতি, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে? কিভাবে ওদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে?

৭০. যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে–

৭১. যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, ওদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে

৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।

৬৮. (هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ) তিনিই জীবিত করবেন পুনরুত্থানের জন্য (وَيُمِيْتُ) এবং মৃত্যু দিবেন দুনিয়াতে (فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا) তিনি যখন কিছু করা স্থির করেন পিতা বিহীন পুত্র সৃষ্টির ইচ্ছা করেন ঈসা (আ) এর ন্যায় (فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ) তখন তিনি বলেন 'হও' (فَيَكُوْنُ) এবং তা হয়ে যায়, পিতাবিহীন পুত্র হয়ে যায়। অপর ব্যাখ্যায় তিনি যখন কিয়ামত অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করবেন তখন কিয়ামতের উদ্দেশ্যে (كُنْ) বলতে শুরু করবেন। (ك) উচ্চারণের সাথে সাথে এবং নুন (ن) উচ্চারণের পূর্বেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।

৬৯. (اَلَمْ تَرَ) তুমি কি অবগত হওনি হে মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের মাধ্যমে (اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ) সে সব ব্যক্তি সম্পর্কে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে কুরআন প্রত্যাখ্যান করে (اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ) কি ভাবে ওদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে? কিভাবে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে আসছে?

৭০. (اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ) যারা অস্বীকার করে কিতাব কুরআন মজীদ (وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا) এবং যা দিয়ে আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি অর্থাৎ কিতাব দিয়ে, তা অস্বীকার করে শীঘ্রই তারা জানতে পারবে কিয়ামত দিবসে জানতে পারবে তাদের সাথে কেমন আচরণ

৭১. (اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ) যখন ওদের গলদেশে থাকবে বেড়ি লোহার তৈরী বেড়ি, থাকবে তাদের ঘাড়ে (وَالسَّلٰسِلُ يُسْحَبُوْنَ) তাদের গলদেশে থাকবে শিকল, শয়তানের সাথে তাদেরকে টেনে নেওয়া হবে।

৭২. (فِي الْحَمِيْمِ) ফুটন্ত পানিতে, জাহান্নামে (ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ) অতঃপর তাদেরকে পোড়ানো হবে আগুনে, দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।

(٧٣) ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

(٧٤) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٧٥) ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝

(٧٦) اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৭৩. পরে ওদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে?

৭৪. আল্লাহ্ ব্যতীত, ওরা বলবে, ওরা তো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে। বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

৭৫. এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ জন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে।

৭৬. তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতইনা নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।

৭৩. (ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ) এরপর ওদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের প্রহরীগণ বলবে (اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ) কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে, তোমরা যাদের উপসনা করতে?

৭৪. (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্ ব্যতীত এবং বলতে এরা আল্লাহ্র শরীক-সমকক্ষ? (قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا) তারা বলবে, ওরা তো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। এরপর তারা এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং বলবে (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا) আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুকেই ডাকিনি, কোন কিছুরই ইবাদত করিনি (كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ) এভাবেই আল্লাহ্ তাআ'লা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন, যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে অসমর্থ করে দেন।

৭৫. (ذٰلِكُمْ) জাহান্নামে তোমাদের এই শাস্তি (بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) এ জন্য যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে, দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করতে (وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ) এবং এজন্য যে, তোমরা শিরক অবস্থায় গর্ব করতে।

৭৬. (اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য, সেখানে তোমাদের মৃত্যুও হবে না, ওখান থেকে বেরও হওয়া যাবে না। (فَبِئْسَ مَثْوٰى)

(৭৭) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ○

(৭৮) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ○

(৭৯) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

(৮০) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই– ওদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

৭৮. আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়, আল্লাহ্‌র আদেশ এলে ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৭৯. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্যে আন'আম সৃষ্টি করেছেন কতক আরোহণ করবার জন্য এবং কতক তোমরা আহারও করে থাক।

৮০. এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার, তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটি দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

৭৭. (فَاصْبِرْ) ধৈর্য ধারণ কর হে মুহাম্মদ (সা.)!.কাফিরদের অবিচার-নির্যাতনে (إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) ওদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) আমি ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি বদর দিবসে শাস্তি প্রদান সম্পর্কিত, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই তা দেখানোর পূর্বে (فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ) ওদের প্রত্যাবর্তন তো মৃত্যুর পর আমারই নিকট, তুমি ওদের শাস্তি দেখতে পাও কিংবা দেখতে না পাও।

৭৮. (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ) আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি ওদের সম্প্রদায়ের নিকট। (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ) তাদের কারো কারো কথা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করেছি, ওদের নাম উল্লেখ করেছি যাতে তোমরা তাঁদের সম্পর্কে অবগত হতে পার তাদেরকে (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি– নাম উল্লেখ করিনি যে তাদের কথা জানবে (وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত নির্দেশ ব্যতীত, কোন নিদর্শন আনয়ন করা কোন নবীর কাজ নয়। এটি তখনকার নাযিল হওয়া আয়াত, যখন কাফিররা ... নির্দেশ

করা হয়েছে, ওদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় কিয়ামতের দিনে রাসূলগণ ও তাদের উম্মতদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে (وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ) তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কাফিরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৭৯. (اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে আনআ'ম সৃষ্টি করেছেন (لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا) কতক আরোহণ করার জন্য আর কতকের গোশত খাওয়ার জন্য। (وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ)

৮০. (وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ) এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে দুধ পান, পশম কাজে লাগানোসহ প্রচুর উপকার (وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ) তোমরা যা প্রয়োজন মনে কর, তোমাদের অন্তরে যে প্রয়োজনীয়তার ভাব সৃষ্টি হয়, এটি দ্বারা তোমরা তা পূরণ করে থাক। (وَعَلَيْهَا) এবং স্থলভাগে এটির পিঠে চড়ে (وَعَلَى الْفُلْكِ) এবং জলপথে নৌযানের উপর (تُحْمَلُوْنَ) তোমরা আরোহণ করে থাক ,সফর করে থাক।

(٨١) وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ○

(٨٢) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٨٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৮১. তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

৮২. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

৮৩. ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল।

৮১. (وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ) হে মক্কাবাসীগণ! তিনি তোমাদেরকে দেখান তাঁর নিদর্শনাদি সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি রাত-দিন, পাহাড়-পর্বত, মেঘমালা, সাগর-নদী ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্ময়কর বিষয়াদি। এর প্রত্যেকটিই এক একটি নিদর্শন। (فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? একথা বলবে যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে নয়?

৮২. (اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ) তারা কি, মক্কার কাফিররা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? (فَيَنْظُرُوْا) এবং দেখেনি, চিন্তা-ভাবনা করেনি। (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল, রাসূলদেরকে প্রত্যাখানের পর কীভাবে আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি (كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ) তারা ছিল সংখ্যায় মক্কাবাসীদের অপেক্ষা অধিক (وَاَشَدَّ قُوَّةً) এবং দৈহিক শক্তি (وَاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ) ও কীর্তিতে প্রবলতর, বেশী কৃতিত্ব চাইত, কিন্তু শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। (فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) তাদের দীন সম্পর্কিত কথা ও কাজ আল্লাহর আযাব হতে রক্ষায় তাদের কোন উপকারে আসেনি,

৮৩. (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আদেশ-নিষেধ বিষয়ক স্পষ্ট বর্ণনাসহ রাসূলগণ আসত (فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) তখন তারা নিজের জ্ঞানের দম্ভ করত, নিজেদের দীন ও আমল সম্পর্কে অহংকার করত। তাদের এটা ছিল নিতান্ত সম্ভাবনা জাত; তাতে কোন ইয়াকীন বা স্থির বিশ্বাস ছিল না। (وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, নবী রাসূলদেরকে নিয়ে উপহাস করত তার শাস্তি তাদের উপর নাযিল হল, তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

(٨٤) فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ○

(٨٥) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۭ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮৪. অতঃপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।

৮৫. ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন ওদের ঈমান ওদের কোন উপকারে এলনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৮৪. (فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا) অতঃপর তারা যখন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে প্রেরিত আমার আযাব প্রত্যক্ষ করল (قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ) তখন তারা বলল, আমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। বস্তুত আযাব দেখার সময় তাদের এই ঘোষণা ছিল নিতান্ত মৌখিক, অন্তরে এ বিষয়ে বিশ্বাস ছিল না।

৮৫. (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا) ওরা যখন তাদেরকে ধ্বংসের জন্য আমার প্রেরিত আযাব প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন উপকারে এলনা, সুতরাং আযাব দেখার পর ঈমান আনয়নে কোন লাভ হবে না, এর পূর্বে ঈমান আনয়ন করলে তাতে লাভ হবে। তাওবার বিষয়টিও এরূপ। (سُنَّةَ اللّٰهِ) এটি আল্লাহ্‌র নিয়ম (الَّتِيْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ) পূর্ব হতে তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে চলে আসছে যে, সত্য প্রত্যাখ্যান করলে আযাব আসবে, আযাব দেখে ঈমান আনয়ন করলে এবং তাওবা করলে তাতে কোন লাভ হবে না। (وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ) এবং তখন অর্থাৎ আযাব দেখার পর আযাব ভোগ করে কাফিরগণ আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূরা হা-মীম আস্‌সাজদা

মক্কীয় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৪

৮২ আয়াত, ১১৯৯ শব্দ, ৪৯৬০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ

(٣) كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ

(٤) بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

(٥) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ

১. হা-মীম।

২. ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ।

৩. এ এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে ইহার আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শুনবে না।

৫. ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ - আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।

১. (حٰمٓ) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী (হা-মীম) এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যা হবার আল্লাহ্ তা'আলা তা নির্ধারিত করে ফেলেছেন। এ হচ্ছে একটি শপথ, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন।

২. (تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ কিতাব, এ

৩. (كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ আদেশ নিষেধ ও হালাল হারামের ব্যাপারে আয়াতগুলো সুস্পষ্ট। আরবী ভাষায় কুরআন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল (আ)কে আরবী ভাষার এই কিতাব সহকারে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিকট প্রেরণ করেছেন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য যারা মুহাম্মাদ (সা) ও কুরআনকে সত্য বলে মেনে নেয়।

৪. (بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا) জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী রূপে যারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেয় আর যারা কুরআন অস্বীকার করে তাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। (فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ) ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে মক্কার কাফিররা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনার ব্যাপারে মুখ ফিরায়ে নিয়েছে। (فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ) সুতরাং তারা শুনবে না মুহম্মদ (সা) ও কুরআনকে সত্য বলে মেনে নেবে না এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করবেনা।

৫. (وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) ওরা বলে অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার সংগী-সাথী মক্কার কাফিররা বলে, আমাদের অন্তরগুলো আবরণে আচ্ছাদিত অর্থাৎ পর্দায় ঢাকা। যে বিষয়ে তুমি আহ্বান করছ কুরআন ও তাওহীদ সে ব্যাপারে আমাদের কানে আছে বধিরতা, তাই আমরা তোমার বক্তব্য শুনি না, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আছে অন্তরাল আবরণ; ওরা কাপড় দিয়ে নিজেদের মস্তক আবৃত করে, উপহাস করে তারা বলত, হে মুহাম্মদ! আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে এখন পর্দা, আমরা তোমাদের কথা শুনছি না, (فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ) সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর, তোমার দীনের বিধান অনুযায়ী তুমি তোমার মা'বূদের ইবাদত করে যাও, যাতে আমরা ধ্বংস হই এবং আমরা আমাদের কাজ করি, আমাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে আমাদের মা'বূদের জন্য উপাসনা করে যাই তোমার ধ্বংসের উদ্দেশ্যে।

(٦) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝

(٧) الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

৬, বল, "আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য"

৭, যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

৮, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

(আ)-কে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়, আমি তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিই যে, তোমাদের ইলাহ্ তো একই ইলাহ্, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, নেই কোন অংশীদার, (فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ) অতএব তাঁরই দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হও অর্থাৎ শির্‌ক হতে তাওবা করে তাঁরই দিকে অগ্রসর হও এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও তাঁর একত্বের ঘোষণার মাধ্যমে (وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ) এবং দুর্ভোগ, কঠোর শাস্তি, মতান্তরে ওয়ায়ল হচ্ছে পুঁজ ও রক্তে পরিপূর্ণ জাহান্নামের একটি উপত্যকা, মুশরিকদের জন্য অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার সংগীদের জন্যে,

৭. (اَلَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ) যারা যাকাত প্রদান করে না ,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর স্বীকৃতি দেয়না এবং আখিরাতের ব্যাপারে, মৃত্যু পরবর্তী উত্থান এবং জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাসী অস্বীকারকারী।

৮. (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং সৎকর্ম করে তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, পর্যাপ্ত প্রতিদান। 'গায়রু মামনুন' এর ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিদান তারা অবিরত পেতে থাকবে, যা কখনো নিঃশেষ হবে না। আবার এ-ও বলা যায় যে, এমন প্রতিদান, যা তারা কামনা করতে পারেনা। কথিত আছে যে, বার্ধক্যের পরেও অথবা মৃত্যুর পরেও কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এ সকল কর্মের পুরোপুরি সাওয়াব লিখিত হতে থাকবে।

(৯) قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

(১০) وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

(১১) ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ○

৯, বল, "তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও"? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক।

১০, তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

১১, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন,'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' এরা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।'

৯. (قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! হে মক্কাবাসীগণ তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার করবে, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, রবিবার ও সোমবারে এবং প্রতিটি দিনের দৈর্ঘ্য ছিল তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান এবং প্রতিমাগুলোকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাবে? তিনিই তো, যিনি এ দু'টো সৃষ্টি

১০. (وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا) তিনি তাতে উপরের দিক থেকে সুদৃঢ় পাহাড়গুলো কীলক হিসাবে স্থাপন করেছেন অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন, তাতে পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ পানি, গাছপালা, উদ্ভিদ, ফলের আকারে, (وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ) এবং চারদিনের মধ্যে সে গুলোতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। জীবিকার বন্দোবস্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি ভূ-ভাগের জন্য পৃথক পৃথক জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। কথিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বছরের হিসেবে দেহ সৃষ্টির চার হাজার বছর পূর্বে রূহ সৃষ্টি করেছেন। এবং রূহ সৃষ্টির চার হাজার বছর পূর্বে দেহের জীবনোপকরণ নির্ধারণ করেছেন। (سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ) প্রার্থীদের জন্য যারা জীবিকা কামনা করে এবং যারা জীবিকা কামনা করে না, সকলের জন্য সমভাবে। আরও বলা যায় যে, "কিভাবে তিনি সৃষ্টি করলেন"? এ প্রশ্ন যারা তোলে তাদের উত্তরে বলা যায়, এভাবে চার দিনে সৃষ্টি করেছেন।

১১. (ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ) তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তা ছিল ধূম্রপুঞ্জ, জলীয় বাষ্প (فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ) অতঃপর সেটাকে, আকাশকে এবং পৃথিবীকে এতদুভয়ের সৃজন শেষ হওয়ার পর বললেন, তোমরা উভয়ে দিয়ে দাও, তোমরা বের করে দাও তোমাদের মধ্যকার পানি ও উদ্ভিদ যা আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা উভয়ে বলল, আমরা দিলাম, দান করলাম আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয়ে, জগতকে অত্যাচার না করে।

(١٢) فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

(١٣) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ○

(١٤) اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

১২. অতঃপর তিনি আকাশনমন্ডলকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

১৩. তবুও এরা যদি মুখ ফিরায়ে নেয় তবে বল, 'আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, 'আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ।'

১৪. যখন ওদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে এবং বলেছিলেন 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ও 'ইবাদত করবে না।' তখন ওরা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হলে

১২. (فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا) তিনি সেগুলোকে বিন্যস্ত করলেন সৃষ্টি করলেন সপ্তাকাশে, একটি অপরটির উপরে দু'দিনে, প্রত্যেক দিনের ব্যাপ্তি হাজার বছরের সমান। প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন প্রতি আকাশের অধিবাসী সৃষ্টি করলেন এবং তাদের কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করলেন। (وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا) নিকটবর্তী আকাশকে প্রথম আকাশকে আমি সুশোভিত করলাম তারকা নিক্ষেপ করে শয়তান তাড়িয়ে সেগুলো হতে আকাশকে সংরক্ষণ করেছি। কতক তারকা আকাশের অলংকার, এগুলো নড়াচড়া করে না। কতক জলে-স্থলে বিচরণকারীদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং অপর কতক তারকা শয়তানগুলোর জন্য তীর হিসেবে নির্ধারিত। (ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ) এ সবই পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র বিন্যাস, যিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি দানে সক্ষম যিনি সর্বজ্ঞ পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ। কে ঈমান আনল আর কে ঈমান আনল না, সবার ব্যাপারে অবহিত।

১৩. (فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ) তারা, উতবা ও তার সাথী মক্কার কাফিররা যদি মুখ ফিরায়ে নেয় ঈমান আনয়ন হতে তবে বলে দাও, আমি সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে সজাগ করে দিচ্ছি ধ্বংসকর শাস্তির আযাবের, যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল 'আদ ও ছামূদ গোত্র, যখন ওদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন ওদের সম্মুখ হতে 'আদ ও ছামূদ গোত্রের পূর্বে রাসূলগণ এসেছিলেন আপন আপন সম্প্রদায়ের নিকট এবং এসেছিলেন তাদের পশ্চাৎ হতে।

১৪. (اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ) ওদের পূর্বেও রাসূলগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিলেন এ দাওয়াত নিয়ে যে, তোমরা ইবাদত করবে না একত্ববাদ মেনে নিবেনা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো, (قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ) তারা বলেছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন রাসূলকে বলেছিল, যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণের তাহলে অবশ্যই ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করতেন তার নিকট রক্ষিত ফিরিশ্‌তাকূল হতে, এরপর তোমরা যা সহকারে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম তোমাদের দাবি অস্বীকার করত বললাম, তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষ বৈ কিছু নও।

(١٥) فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

(١٦) فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১৫. আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' অথচ ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

১৬. অতঃপর আমি ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং ওদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১৫. (فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) আর হূদ এর জাতি আ'দ সম্প্রদায় পৃথিবীতে দম্ভ করেছিল ঈমান না এনে অহংকার করেছিল অন্যায়ভাবে যুক্তিসঙ্গত অধিকার ব্যতীত এবং হূদ (আ) কে বলেছিল, আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? শারীরিক ও সামরিক দিক থেকে এমন কে আছে, যে আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে? (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, ওদের চেয়ে শক্তিশালী, তিনি ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম, তারা আমার নিদর্শনাদি আমার কিতাব ও আমার রাসূল হূদকে অস্বীকার করত প্রত্যাখ্যান করত।

১৬. (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ) অতঃপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ওদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে শাস্তির সে দুর্ভাগ্যের দিনে। ঝঞ্ঝাবায়ু হিম শীতল বাতাস, মতান্তরে প্রচণ্ড বাতাস (نَحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ) পার্থিব জীবনে তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি চরম শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য আর আখিরাতের শাস্তি তা অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক। ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেনা।

(১৭) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(১৮) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

(১৯) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

(২০) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(২১) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(২২) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ

১৭. আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর ওদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ।

১৮. আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।

... বিনাশ করা হবে

২০. পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন ওদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের বিরুদ্ধে।

২১. জাহান্নামীরা ওদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে,'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?' উত্তরে ওরা বলবে, 'আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।' তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২. তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না - উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

১৭. (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَي الْهُدَىٰ) আর ছামূদ গোত্র সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় আমি তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, হযরত সালিহ (আ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং কুফরী, ঈমান, সত্য ও অসত্য সব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলাম। অনন্তর তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল, ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করেছিল, ফলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, বজ্রনিনাদ তাদের উপর আঘাত হানল, তাদের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি স্বরূপ যা তারা বলত, কুফরীর পথে যা তারা করত এবং তাদের উষ্ট্রি হত্যার পরিণামে।

১৮. (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল হযরত সালিহ্ এর উপর এবং যারা আত্মরক্ষা করত কুফরী, শিরক ও উষ্ট্রি হত্যা থেকে।

১৯. (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) যেদিন জাহান্নাম অভিমুখে পরিচালনা করা হবে কিয়ামতের দিনে, আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে, সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা, তার দুই জামাতা রাবীআ' ইব্‌ন আ'মর ও হাবীব ইব্‌ন আ'মর এবং সকল কাফিরদেরকে তখন তাদেরকে একত্রিত করা হবে, সম্মুখবর্তী দল গুলোকে দাঁড় করায়ে রাখা হবে যাতে পিছনের দলগুলো এসে জড়ো হয়।

২০. (حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) পরিশেষে তারা যখন সন্নিকটে পৌঁছবে সেটির, জাহান্নামের, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের কর্ণ যা শুনেছে এবং তাদের চক্ষু যা দ্বারা দেখেছে তাদের ত্বক তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে যে কর্ম তারা করত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে সকল কুফ্‌রী কর্ম সম্পাদন করত।

২১. (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) তারা বলবে, নিজেদের ত্বককে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে, অপর ব্যাখ্যায় নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহকে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? অথচ তোমাদের পক্ষে যুক্তিতর্ক করে, ঝগড়া-বিবাদ করে আমরা তোমাদেরকে তো রক্ষা করতাম। তারা উত্তর দিবে, আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, কথা বলাচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি বাকশক্তি দিয়েছেন সমস্ত কিছুকে সকল পশু-প্রাণীকে আজকের জন্য (وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বাকশক্তি দিয়েছেন, প্রথমবার দুনিয়াতে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২. (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ) মৃত্যুর পর তোমরা গোপন রাখতে পারবে না অঙ্গ গুলোকে বিরত রাখতে পারবেনা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হতে আখিরাতে, কর্ণকেও নয়, চক্ষুকেও নয়, ত্বকগুলোকেও নয়। আয়াতের ব্যাখ্যায় এ-ও বলা হয় যে, তোমাদের বিরুদ্ধে যাতে কোন সাক্ষ্য দিতে না পারে সে উদ্দেশ্যে নিজেদের অঙ্গগুলো হতে কর্মগুলোকে গোপন রাখতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তোমরা তা করতে সক্ষম হতে না। এও বলা যায় যে, আখিরাতে তোমাদের কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এটি তোমরা বিশ্বাস করতে না, অনুরূপভাবে চক্ষু ও ত্বকের

ব্যাপারে, বরং তোমারা মনে করতে এবং বলতে যে, তোমাদের অনেক কিছু আল্লাহ্ জানেন না যেগুলো তোমরা গোপনে করতে এবং গোপনে বলতে, তোমাদের এ ধারণা-কল্পনাপ্রসূত এ বক্তব্য।

(٢٣) وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(٢٤) فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝

২৩. তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত।

২৪. এখন ওরা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং ওরা অনুগ্রহ চাইলেও ওরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না।

২৩. (وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ) তোমাদের প্রভু সম্বন্ধে তোমরা যা ধারণা করতে এবং আপন প্রভুর ব্যাপারে মিথ্যা মন্তব্য করতে, তা তোমাদের ধ্বংস করেছে তোমাদের অনিষ্ট করেছে, অনন্তর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

২৪. (فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ) এখন তারা ধৈর্য ধারণ করুক জাহান্নামে, কিংবা ধৈর্য ধারণ না করুক জাহান্নামই তাদের বাসস্থান, সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ও তার সাথী-সংগীদের আবাসস্থল, আর যদি তারা অনুগ্রহ চায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ করে তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না, দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ করতে পারবে না।

(٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

(٢٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝

(٢٧) فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٢٨) ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

২৫. আমি ওদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়েছিল এবং ওদের ব্যাপারেও ওদের পূর্ববর্তী মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

২৭. আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি ওদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

২৮. জাহান্নাম, ওটাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের পরিণাম; সেথায় তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

২৫. (وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর শয়তান হতে অংশীদার ও সহযোগী, তারা তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছিল যা রয়েছে ওদের সম্মুখে আখিরাত সম্পর্কিত বিষয়গুলো যে, জান্নাত-জাহান্নাম, উত্থান ও হিসাব-নিকাশ কিছুই হবে না, এবং যা রয়েছে তাদের পশ্চাতে দুনিয়া সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো যে, তোমরা দান-খয়রাত করো না, দুনিয়া চিরস্থায়ী, ধ্বংস হওয়ার নয়। (وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ) এবং বাস্তবায়িত হয়েছে কার্যকর হয়েছে তাদের ব্যাপারে বাণী শাস্তির ঘোষণা ওদের পূর্ববর্তী জিন্ন ও মানুষদের ন্যায় কাফির জিন্ন ও মানুষদের সাথে তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে লোকসানগ্রস্ত।

২৬. (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) কাফিরগণ বলে অর্থাৎ মক্কার কাফির আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গীগণ বলে, তোমরা শ্রবণ করো না কুরআন মুহাম্মাদ (সা) যেটি পড়ছেন এবং তাতে শোরগোল সৃষ্টি কর, তিলাওয়াত কালে হৈ-চৈ কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার মুহাম্মদ (সা)-এর উপরে এবং যেন তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান।

২৭. (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) আমি আস্বাদন করাব কাফিরদেরকে আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদেরকে কঠিন শাস্তি দুনিয়াতে বদর দিবসে এবং আমি ওদেরকে ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব, দুনিয়াতে যা করত, তার চেয়েও মন্দ প্রতিদান দিব।

২৮. (ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) এটি দুনিয়াতে ওদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, আল্লাহ্‌র শত্রুদের পরিণাম এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র শত্রুদের পরিণাম হল জাহান্নাম-তাদের জন্য সেথায় রয়েছে অর্থাৎ জাহান্নামে রয়েছে স্থায়ী আবাস অনন্তকালের বাসস্থান আমার নিদর্শনগুলোকে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে অস্বীকার করার প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল স্বরূপ।

(٢٩) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۝

২৯. কাফিররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জিন্ন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের দেখিয়ে দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করব, যাতে ওরা লাঞ্ছিত হয়।

২৯. (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) কাফিররা বলবে জাহান্নামে অবস্থান কালে হে আমাদের প্রভু! যেসব জিন্ন ও মানব আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে সত্য ও হিদায়াত হতে, ... দেখিয়ে দিন, বিভ্রান্তকারী জিন্ন মানে ইবলীস আর বিভ্রান্তকারী মানুষ মানে 'কাবীল'

সে আপন ভ্রাতা 'হাবীল' কে হত্যা করেছিল। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, জিন্ন মানে ইবলীস ও অন্যান্য শয়তানগুলো আর মানব মানে নেতৃস্থানীয় কাফির ব্যক্তিবর্গ (نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ)। আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে দেব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় শাস্তি ভোগ করে।

(৩০) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(৩১) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○

(৩২) نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

৩০. যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশ্তা এবং বলে, তোমরা ভীত হবেনা, চিন্তিত হবেনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।

৩১. আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; যেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর।

৩২. এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।

৩০. (اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ) যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যারা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করে তারপর অবিচল থাকে ঈমানে, যারা কুফরী করে না। অপর ব্যাখ্যায় অতঃপর ফরায়েয ও কর্তব্য সম্পাদনে অটল থাকে, শৃগালের ন্যায় পিছু টান দেয় না তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা তাদের মৃত্যুকালে এবং বলে। (اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ) তোমরা ভয় করো না আসন্ন শাস্তিকে এবং চিন্তিত হয়ো না তোমাদের ছেড়ে আসা বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের জন্য আনন্দিত হও, দুনিয়াতে যে জান্নাতের ভবিষ্যদ্বাণী তোমরা শুনতে।

৩১. (نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ) আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়াতে ইহকালীন সময়ে আমরা তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম। এবং আখিরাতে পরকালেও আমরা তোমাদের বন্ধু হিসেবে থাকবো, এরা হল নিরাপত্তারক্ষী ফিরিশতাকুল। তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে জান্নাতে যা কিছু তোমাদের মনে চায় যা তোমরা কামনা করবে (وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ) এবং তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে জান্নাতে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে যা চাইবে আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন হিসাবে এ তোমাদের জন্য ছাওয়াব, খাদ্য ও পানীয় হিসেবে ক্ষমাশীলের পক্ষ থেকে তাওবাকারীদের জন্য পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে তাওবার সাথে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য।

(৩৩) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(৩৪) وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۭ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○

(৩৫) وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

৩৩. **কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।**

৩৪. **ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।**

৩৫. **এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী কেবল করা হয় তাদেরকে যারা মহা ভাগ্যবান।**

৩৩. (وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) কথায় কে উত্তম, কথায় সুদৃঢ়, অপর ব্যাখ্যায় দাওয়াত ও আহ্বানে কে উত্তম সে ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে মানুষকে একত্ববাদের প্রতি ডাকে, তিনি মুহাম্মদ (সা) এবং সৎ কর্ম করে ফরায়েয তথা কর্তব্যকর্মসমূহ সম্পাদন করে। আয়াতের ব্যাখ্যায় এও বলা হয় যে, আয়াতটি মুআয্‌যিনদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। মর্ম এই, যারা আযানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে তথা মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য আযানের পর দু'রাকাত সালাত আদায় করে– তার চেয়ে উত্তম আহ্বানকারী আর কে আছে এবং বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত? ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমি সত্যিকারের মু'মিন। তিনি হলেন মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবী (রা) গণ।

৩৪. (وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ) সমান হতে পারে না ভাল, মুহাম্মদ (সা) এর তাওহীদের দাওয়াত এবং মন্দ, আবূ জাহ্‌লের শিরকের প্রতি আহ্বান। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বুদ নেই) এর সাক্ষ্য দেওয়ার মহান কাজ এবং আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করার মন্দ কাজ সমান হতে পারে না। শিরক যেন তোমাকে বিপদগ্রস্ত করতে না পারে, তাই হে মুহাম্মদ (সা)! আবূ জাহ্‌লের শিরককে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ দ্বারা। (فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ) ব্যাখ্যায় এও বলা যায় যে, আবূ জাহ্‌লের পক্ষ হতে তোমার উপর আগত অসদাচরণকে রুচি সম্পন্ন বাক্যালাপ, সালাম প্রদান, দয়া প্রদর্শন ও ইত্যকার উৎকৃষ্ট আচরণ দ্বারা প্রতিহত কর। যখন তুমি এরূপ করবে তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে দীন নিয়ে সে এমন হয়ে যাবে যেন অন্তরংগ বন্ধু দীনের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী এবং বংশের ক্ষেত্রে আত্মীয়।

৩৫. (وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ) এই গুণের অধিকারী করা হয় অর্থ আখিরাতে জান্নাত প্রদান করা হয় কেবল মাত্র ধৈর্যশীলদের যারা কষ্টের স্থানে অবিচল থাকে, দুনিয়াতে

অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ জান্নাতে পরিপূর্ণ সাওয়াব লাভে ধন্য হবেন। তারা ব্যতীত কেউ এ গুণের অর্থাৎ নেকী দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করার অধিকারী হতে পারবে না।

(৩৬) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

(৩৭) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

(৩৮) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ○

৩৬. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ নেবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৭. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করবেনা চন্দ্রকেও না; সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

৩৮. ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।

৩৬. (وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে আবূ জাহ্‌লের নির্যাতনের মুকাবিলায় শয়তান যদি তোমাকে নির্যাতন চালাতে উৎসাহিত করে তাহলে আল্লাহ্‌র শরণ নিবে অভিশপ্ত শয়তান হতে, তিনি তো শ্রবণ করেন আবূ জাহ্‌লের বক্তব্য, জানেন তার পরিণামফল সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, তিনি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা শোনেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

৩৭. (وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একত্ববাদ ও অসীম ক্ষমতার দলীলাদির মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন সূর্য ও চন্দ্র এর প্রত্যেকটি এক একটি নিদর্শন। (لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ) তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, সূর্যের ইবাদত করো না, চন্দ্রকেও নয়, চন্দ্রেরও ইবাদত করোনা। (وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ) সিজদা করো আল্লাহ্‌কে, তারই ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন এগুলোকে অর্থাৎ যিনি চন্দ্র, সূর্য, রাত, দিন সৃষ্টি করেছেন যদি প্রকৃতই তোমরা তাঁর ইবাদত করে থাক অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত করার ইচ্ছা কর তবে চন্দ্র-সূর্যের ইবাদত করো না; বরং যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর। আয়াতের ব্যাখ্যায় এ-ও বলা হয়েছে যে, চন্দ্র-সূর্যের উপাসনার মাধ্যমে যদি আল্লাহ্‌র ইবাদতই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তোমরা এগুলোর ইবাদত করো না। কারণ সেগুলোর ইবাদত করার মধ্যে নয় বরং সেগুলোর ইবাদত ত্যাগের মধ্যেই তাঁর ইবাদত নিহিত।

৩৮. (فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ) তারা অহংকার করলেও আল্লাহ্‌তে ঈমান আনয়ন ও তাঁর ইবাদত হতে ফিরে থাকলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সালাত আদায় করে

(৩৯) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(٤٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۭ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(٤١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝

৩৯. এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদায়কারী। তিনি তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৪০. যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে! তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।

৪১. যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে; এ অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ-

৩৯. (وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) তার নিদর্শনাদির মধ্যে একত্ববাদ ও অসীম কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক পরিত্যক্ত, চৌচির ও মৃত। অতঃপর আমি যখন তাতে পানি অবতীর্ণ করি বারি বর্ষণ করি সেটি আন্দোলিত হয়, বৃষ্টি পেয়ে আনন্দিত হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শ্যামল উদ্ভিদ ও চারা গাছে ঢেউ খেলতে থাকে এবং স্ফীত হয় প্রচুর উদ্ভিদ জন্মে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে উদ্ভিদ ও ফলে ফসলে ফুলে ফেঁপে ওঠে। (اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) যিনি ভূমিকে জীবিত করেন মৃত ও শুষ্ক হয়ে যাবার পর, তিনিই মৃতের জীবন দানকারী পুনরুত্থানের জন্য, তিনি তো সব বিষয়ে জীবন দান, জীবন হরণ সর্বকাজে সর্বশক্তিমান।

৪০. (اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا) যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে আমার নিদর্শন মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আমার নিদর্শন মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে মিথ্যা বলে। 'ইয়াতে' পেশ যোগে يُلْحِدُوْنَ পড়ার ক্ষেত্রে এ-ও বলা যায় যে, আমার নিদর্শন মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে যারা মিথ্যা বলে তারা আমার আগোচর নয়, তাদের কোন কর্মই আমার নিকট গোপন নয়। (اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ) শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে? আবূ জাহ্‌ল ও তার অনুচরগণ (اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ) না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে সে? অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবী (রা)। (اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর, এ হচ্ছে তাদের প্রতি চরমপত্র তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা,

৪১. (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে এই যিকরকে, কুরআনকে এটি যখন তাদের নিকট এসেছে মুহাম্মদ (সা) যখন এটি তাদের নিকট এনেছেন; এ প্রত্যাখ্যানকারী দল ছিল আবূ জাহ্ল ও তার অনুচরগণ। তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নামের অগ্নি নির্ধারিত রয়েছে। (وَاِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ) এটি এই কুরআন অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ, মার্যাদাবান ও সম্মানিত গ্রন্থ।

(٤٢) لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ○

(٤٣) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَّذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ○

(٤٤) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهُ ۖ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَّشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○

৪২. কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না- অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ।

৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

৪৪. আমি যদি 'আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা 'আজমী, অথচ রাসূল আরবীয়;' বল, 'মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। এরা এমন যে, যেন তাদেরকে আহবান করা হয় বহুদূর হতে।

৪২. (لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ) কোন মিথ্যা এটিতে অনুপ্রবেশ করে না, অগ্র হতেও নয়; তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূরসহ কোন কিতাবই এটিকে মিথ্যা বলেনি। পশ্চাত হতেও নয়, কুরআনের পর কোন কিতাবই আসবেনা যাতে এটির বিরোধিতার অবকাশ থাকতে পারে। যাবূরসহ পূর্ববর্তী কোন কিতাবই এটিকে মিথ্যা বলেনি এবং এর পরে তো কোন কিতাবই আসবে না, যাতে এটিকে মিথ্যা বলার অবকাশ থাকতে পারে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট জিব্‌রাঈল এর আগমনের পূর্বে তাঁর নিকট ইবলীস আসেনি, যাতে কুরআন বর্ধিত হতে পারে। আবার জিব্‌রাঈল এর প্রস্থানের পরেও ইবলীস কখনো তাঁর নিকট আসেনি, যাতে কুরআনে হ্রাস ঘটতে পারে। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, কুরআনের একাংশ অপর অংশের বিরোধিতা করে না; বরং একাংশ আরেক অংশের সমর্থন করে। (تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ) এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসারযোগ্য আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। এ হচ্ছে আপন কর্মে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাময় ও নিজ কার্যে প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র বাক্যালাপ।

৪৩. (مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) তোমার সম্বন্ধে তাই বলা হবে হে মুহাম্মদ (সা)! তোমাকে সেসকল গালি দেওয়া হবে, সেভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে, যে ভাবে তোমার পূর্ববর্তী রাসূল

(إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَذُوْ عِقَابٍ أَلِيْمٍ) হে মুহাম্মদ (সা)! নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল যারা কুফরী থেকে তাওবা করে এবং ঈমান আনে তাদের জন্য, এবং কঠিন শাস্তিদাতা যারা কুফরীতে মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য।

৪৪. (وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْ لَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ) আমি যদি আ'জমী ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম জিব্‌রাঈল-কে যদি আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কুরআন দিয়ে প্রেরণ করতাম, তারা বলত, মক্কার কাফিররা অভিযোগ করতো, সেটির আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হল না কেন? কেনই বা আরবী ভাষায় এল না? সুস্পষ্ট হলো না? এ টি কি আ'জমী ও আরবী? ব্যক্তিটি আরব আর কুরআন অনারবীয়, এ কেমন কথা! (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ) হে মুহাম্মদ (সা) ওদেরকে বলে দিন, সেটি কুরআন মু'মিনদের জন্য আবুবকর (রা) ও তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য হিদায়াত ভ্রান্তি হতে এবং প্রতিকার, অন্তরের প্রতিষেধক। যারা ঈমান আনে না মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাস করে না, এরা হচ্ছে আবু জাহ্‌ল ও তার শিষ্যবর্গ, তাদের জন্য রয়েছে বধিরতা এবং সেটি অর্থাৎ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব তাদের বিরুদ্ধে দলীল। তারা আবু জাহ্‌ল ও তার সাথী মক্কার অধিবাসীরা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর থেকে তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে আকাশ থেকে।

(٤٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

(٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

(٤٧) اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ۚ

৪৫. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেন না।

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ ওদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন ওরা বলবে, 'আমরা তোমার নিকট নিবেদন করেছি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

৪৫. ([illegible]) আমি প্রদান করেছিলাম মূসাকে কিতাব তাওরাত

অপর দল সেটিকে মিথ্যা বলেছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে এ উম্মতের শাস্তি বিলম্বিত হবে এ বাণী স্থিরকৃত না থাকলে, ওদের মীমাংসা হয়ে যেত ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদেরকে এতদিনে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, এ প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা বলার সাথে সাথে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন, যেমনটি ওদের পূর্বের উম্মতগণ সত্য প্রত্যাখ্যানের সাথে সাথে ওদের উপর শাস্তি নাযিল হত, এবং তারা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকগণ এতদ সম্পর্কে কুরআন সম্পর্কে, অপর ব্যাখ্যায় মূসা এর কিতাব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে, প্রকাশ্য সন্দেহে রয়েছে।

৪৬. (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) যে সৎকর্ম করে প্রভুর প্রতি নিষ্ঠা সহকারে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে, এর ছাওয়াব সে পাবে আর যে কেউ মন্দ করে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করে তার প্রতিফল সে ভোগ করবে, শাস্তি তার উপরই পতিত হবে (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ) হে মুহাম্মাদ (সা) তোমার প্রভু বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না, বিনা অপরাধে শাস্তি দেন না।

৪৭. (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার জ্ঞান, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এতদ সম্পর্কে অবহিত নয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, বেরিয়ে আসতে পারে না তার খোসা হতে (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না তাঁর অনুমতি ব্যতীত, এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, যখন তারা জাহান্নামে থাকবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? তোমরা যেগুলোর ইবাদত করতে এবং বলতে যে, ওরা আমার শরীক তারা কোথায়, তখন তারা বলবে, আমরা তো তোমার নিকট নিবেদন করছি আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষী নেই যে এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে তোমাকে ছেড়ে অন্য কারো ইবাদত করছে।

(٤٨) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ○

(٤٩) لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ○

(٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

৪৮. পূর্বে ওরা যাদেরকে আহবান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

৪৯. মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে;

৫০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলেই থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত

প্রত্যাবর্তিত হই-ও তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং ওদেরকে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।

৪৮. (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ) তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে তাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে ওগুলো তারা যেগুলোকে আহ্বান করত ইবাদত করত ইতিপূর্বে দুনিয়াতে এবং তারা মনে করবে জানবে এবং বিশ্বাস করবে যে, ওদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই আশ্রয় স্থান নেই, সাহায্যকারী নেই, এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিরও কোন উপায় নেই।

৪৯. (لَا يَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ) মানুষ ক্লান্তি বোধ করে না, কাফিররা ক্লান্তিবোধ করেনা এবং বিরতিও দেয়না কল্যাণ কামনায় ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সুস্থতা কামনায়। যদি তার অকল্যাণ হয় যদি বিপদ ও দারিদ্র্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে কাংখিত বস্তুর আশা ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে পড়ে।

৫০. (وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ) আমি যদি তাকে আস্বাদ দিই, পৌছিয়ে দিই আমার অনুগ্রহ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা আমার করুণা তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করবার পর, বিপদগ্রস্ত হবার পর তখন সে বলে, এটি তো আমার প্রাপ্য, আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্ঞানে বিদ্যমান যে, এটি আমার জন্যেই নির্ধারিত (وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, পুনরুত্থান অস্বীকার করত সে বলে যে, মুহাম্মদ (সা) যা বলে তা অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি না। (وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى) মুহাম্মদ (সা) এর কথা মত আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাঁর নিকট তো আখিরাতে আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে, জান্নাতই থাকবে। এ ধরনের মন্তব্যকারী ব্যক্তি হচ্ছে উতবা ইব্‌ন আবূ রাবী'আ ও তার সঙ্গী-সাথীবৃন্দ (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ) আমি অবশ্যই অবহিত করবো জানিয়ে দিব কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে কুফরী জনিত কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং তাদের আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি ক্রমান্বয়ে গাঢ় ও কঠোর হওয়া জাহান্নামের কঠিন আগুন।

(৫১) وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ○

(৫২) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ○

(৫৩) سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۗ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

(৫৪) اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ○

৫১. যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরায়ে লয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

৫২. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা

৫৩. আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব-জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত?

৫৪. জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান; জেনে রাখবে, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

৫১. (وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰبِجَانِبِهٖ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْدُعَاءٍ عَرِيْضٍ) যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে কাফির ব্যক্তিকে করুণা করি, সে মুখ ফিরায়ে নেয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হতে এবং দূরে সরে যায় ঈমান গ্রহণ হতে আর যখন অনিষ্ট তাকে আক্রমণ করে, দারিদ্র্য তাকে স্পর্শ করে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয় ধন-সম্পদ ভিক্ষা করে দক্ষিণা প্রার্থনা করে। এ হচ্ছে কাফিরদের নেতা উতবার চরিত্র।

৫২. (قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ) হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা দেখছো কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে যদি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসে থাকে এবং তোমরা প্রত্যাখ্যান কর এটিকে কুরআনকে যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসেনি, তাহলে তোমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কী আচরণ করবেন তা খতিয়ে দেখেছ কি? সে ব্যক্তি থেকে অধিক বিভ্রান্ত কে আছে সত্য ও হিদায়াত হতে বহুদূরে অবস্থানকারী। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, মুহাম্মদ (সা) এর সাথে চরম শত্রুতায় নিয়োজিত, সে হচ্ছে আবূ জাহ্ল।

৫৩. (سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ) হে মুহাম্মদ (সা) আমি তাদেরকে দেখাব মক্কাবাসীদের দেখাব আমার নিদর্শনাদি আমার অসীম কুদরতের, আমার একত্ববাদের এবং আমার বিস্ময়কর সৃষ্টির নিদর্শনাদি দেখাব, যেগুলো বিদ্যমান বিশ্ব জগতে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেমন আ'দ জাতি, ছামূদ জাতি ও ওদের পরবর্তী জাতিসমূহের ঘর-বাড়ি, ইমারত, প্রাসাদ ও জনবসতিগুলো। তাদের নিজেরদের মাঝেও আমি নির্দশনাবলী দেখাব, তাদের শরীরের মধ্যে, যথা রোগ-ব্যাধি, ব্যথা-বেদনা, বিপদাপদ, (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ) ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটিই সত্য নবী (সা) তাদেরকে যা বলছেন তা নির্ভুল, তা যথার্থ। (اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ) তোমার প্রতিপালকের কর্ম কি যথেষ্ট নয়? চাক্ষুষ না দেখায়ে তোমার প্রতিপালক অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে ওদের নিকট যা ব্যক্ত করলেন তা কি ওদের জন্যে যথেষ্ট নয়? তিনি সকল বিষয়ে তাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত।

৫৪. (اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ) জেনে রাখবে তারা মক্কার অধিবাসীরা সন্দেহে নিমজ্জিত। সংশয়ে পতিত ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে মৃত্যু পরবর্তী উত্থান সম্পর্কে। জেনে রাখবে, তিনি সব কিছুকে তাদের কর্মকাণ্ড তাদের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়কে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, সর্ব বিষয়ে তিনি অবহিত।

সূরা শূরা

এই সূরা মক্কী তবে এর ৭টি আয়াত মাদানী। সে ৭টি আয়াত হল
وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হওয়া ৫টি আয়াত وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ হতে اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ পর্যন্ত।

এই সূরায় মোট ৫০টি আয়াত ৮৮৬টি শব্দ ৩৫৮৮ অক্ষর আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) حٰمٓ ۝

(২) عٓسٓقٓ ۝

(৩) كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(৪) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

১. হা-মীম।
২. 'আইন-সীন- কাফ,
৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।
৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

১. (حٰمٓ) হা-মীম।

২. (عسق) আইন-সীন-কাফ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ এ হচ্ছে স্তুতি প্রকাশ, এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। 'হা' দ্বারা বুঝিয়েছেন তাঁর হিল্‌ম তথা সহিষ্ণুতা, 'মীম' দ্বারা বুঝিয়েছেন তাঁর মুল্‌ক তথা রাজত্ব, আইন দ্বারা বুঝিয়েছেন তাঁর ইলম তথা জ্ঞান, সীনে তাঁর সানা তথা শ্রেষ্ঠত্ব, কাফে তাঁর কুদরত তথা সৃষ্টিকুলের উপর অসীম ক্ষমতা। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় 'হা'তে অনুষ্ঠিতব্য সকল হারব বা যুদ্ধ, মীমে মুলকসমূহে ঘটিতব্য পরিবর্তন, আইনে আসন্ন সকল ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি, সীনে

সানুন দুর্ভিক্ষ। অর্থাৎ ইউসুফ যুগের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় দুর্ভিক্ষের বছর। কাফে অনুষ্ঠিতব্য সকল কাযফ বা অপবাদ। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন যে, সাক্ষ্য দিলে যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তাদেরকে কখনও জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে না।

৩. (كَذٰلِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) এভাবেই ওহী প্রেরণ করেন তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অর্থাৎ রাসূলগণের প্রতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন তোমার প্রতি যেমন এ হা-মীম- আইন-সীন-কাফ এর ওহী প্রেরণ করছি অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতিও ওহী প্রেরণ করেছি। পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনে না তাদেরকে শাস্তি দানে অপ্রতিরোধ্য, প্রজ্ঞাময়, আপন নির্দেশ ও সিদ্ধান্তে, তিনি নির্দেশ করেছেন যেন তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা না হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, আপন কাজ ও রাজত্বে তিনি পরাক্রমশালী, আপন কর্ম ও বিচারে তিনি প্রজ্ঞাময়।

৪. (لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ) আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই সৃষ্টির সবগুলোই তাঁর, সবই তাঁর আজ্ঞাবহ দাস ও দাসী, তিনি সমুন্নত সকলের উর্ধ্বে, মহান সবকিছুর চেয়ে।

(٥) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

(٦) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

(٧) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

৫. আকাশমন্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।

৭. এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৫. (تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ) আকাশরাজি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে উর্ধ্বদেশ হতে আল্লাহ্র ভয়ে, যা ভেঙ্গে একটি অপরটির উপর পতিত হবার আশংকা দেখা

(يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) আকাশে অবস্থানকারী ফিরিশতাকুল তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আপন প্রতিপালকের নির্দেশ মুতাবিক সালাত আদায় করে (وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র দরবারে, ক্ষমার আবেদন করে মর্তবাসীদের জন্য নিষ্ঠাবান অকপট মু'মিনদের জন্য। (اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) জেনে রাখ আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল তাওবাকারীদের জন্য পরম দয়ালু তাওবার সাথে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য।

৬. (وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ) যারা গ্রহণ করে ইবাদত করে তাঁকে ছেড়ে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অভিভাবক প্রতিমাগুলোকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে (اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ) আল্লাহ্ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন তাদের ও তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন (وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ) তুমি তাদের কর্ম বিধায়ক নও দায়বহনকারী নও যে, ওদের অপরাধে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। অবশ্য এরপর ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

৭. (وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا) এভাবে, অনুরূপভাবে তোমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেছি, জিব্‌রাঈল (আ)-কে কুরআনসহ তোমার নিকট পাঠিয়েছি, আরবী কুরআন আরবী ভাষায় কুরআন দিয়ে (لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا) যাতে তুমি সতর্ক করে দাও কুরআন দিয়ে, সচেতন করে দাও মক্কাকে মক্কাবাসীদেরকে এবং যারা তার চারিদিকে আছে মক্কার চতুর্দিকের শহরবাসীদেরকে (وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ) এবং যাতে তুমি সতর্ক করতে পার ভয় দেখাতে পার সম্মেলনের দিন সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যে দিন আকাশের অধিবাসীবৃন্দ ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ একত্রিত হবে যাতে কোন সন্দেহ নেই, যে দিনের আগমন সম্পর্কে সংশয় নেই, (فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ) ওদের একদল কিয়ামতে সম্মিলিত অধিবাসী বৃন্দের একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এরা হচ্ছে মু'মিনগণ এবং অপর একদল ওদের অপর গোষ্ঠী জাহান্নামে প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। এরা হচ্ছে কাফিরগণ।

(৮) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

(৯) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

(১০) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৮. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন; বস্তুত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারী নেই।

৯. ওরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন– তার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। বল, ইনিই আল্লাহ্- আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

৮. (وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ওদেরকে একই উম্মত করতে পারতেন ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিক সকলকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করত একই মাযহাবের অনুসারী করতে পারতেন। (وَلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ) বস্তুত তিনি প্রবেশ করান মহিমান্বিত করেন যাকে ইচ্ছা করেন আপন করুণায় আপন ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত করে (وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ) আর যালিমগণ ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকগণ ওদের কোন অভিভাবক নেই, এমন কোন ঘনিষ্ঠজন নেই, যে তাদের কল্যাণ করতে পারে এবং কোন সাহায্যকারী নেই রক্ষক নেই যে তাদের কল্যাণ করতে পারে।

৯. (أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَاءَ) তারা কি তার পরিবর্তে অভিভাবক গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে প্রভু বিশ্বাসে অন্য কারো ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে (فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى) কিন্তু আল্লাহ্-তিনিই তো অভিভাবক তাদের সকলের তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে পুনরুত্থানের জন্য (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) তিনি সকল বিষয়ে জীবন দান-জীবন হরণ সব কাজে সক্ষম।

১০. (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ إِلَى اللّٰهِ) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন দীনের ব্যাপারে, তার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাব হতে তার সমাধান খুঁজে নাও, (ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ) ইনিই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) (وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ) তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি ভরসা রাখি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী তাঁর নিকট ফিরে যাই।

(١١) فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۭ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

(١٢) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আন'আমের জোড়া; এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁর নিকট, তিনি যার ইচ্ছা রিযুক বর্ধিত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১১. (فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) সৃষ্টিকর্তা আকাশরাজির অর্থাৎ তিনিই আকাশরাজির সৃজনকর্তা এবং পৃথিবীর, (جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا) সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ন্যায় মানুষ হতে তোমাদের জোড়া নর ও নারী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া ষাঁড় ও গাভী ইত্যাদি। (يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন সেটির মাঝে জরায়ুর মধ্যে তোমাদেরকে সৃজন করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, জোড়ায় জোড়ায় মিলনের মাধ্যমে তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বংশ বিস্তার করেন। (لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ) কোন কিছু তাঁর সদৃশ নয় গুণাবলীতে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নয়, শক্তিতে নয়, চিন্তা পরিকল্পনায়ও নয়। তিনি শোনেন তোমাদের কথাবার্তা, তিনি দেখেন তোমাদের কর্ম।

যাকে ইচ্ছা তিনি রিযক বর্ধিত করে দেন ধন-সম্পদে-সমৃদ্ধি দান করেন এবং সংকুচিত করেন যার (وَيَقْدِرُ) ক্ষেত্রে সংকোচনের ইচ্ছা করেন। (اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) তিনি সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধি দান ও সংকোচনে সম্যক জ্ঞাত। হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ!

(١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

(١٤) وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

১৩. তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহবান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪. তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়; নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

১৩. (شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ) তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, মনোনীত করেছেন দীন, দীন-ই-ইসলাম, (مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا) যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, যে ওহী তিনি নূহ (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন নিজে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকেন এবং সৃষ্টি জগতকে সেদিকে আহ্বান করেন। (وَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ) আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে আর হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার প্রতি আমি যা ওহী করেছি অর্থাৎ কুরআন তাতে আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আপন সৃষ্টিকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে এবং তুমি নিজেও তার উপর সুদৃঢ় অটল থাকবে (وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى) এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীমকে ইসলামের জন্য আরো যাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম বা মনোনীত করেছিলাম তিনি হলেন ইব্‌রাহীম। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম ইসলামে অবিচল থাকতে এবং সৃষ্টিকে এদিকে আহ্বান করতে এবং মূসা ও ঈসাকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, (اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ) তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা কর আল্লাহ্ তা'আলা সকল নবীকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন এ বলে যে, এ-দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং দীনের ব্যাপারে সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাক (وَلَا تَتَفَرَّقُوْا) ... করো না। (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ) বিরাট মনে হয় ভারী

তাদেরকে আহ্বান কর যে টির প্রতি তাওহীদ ও কুরআনের দিকে (اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ) আল্লাহ্ তা'আলা সেটির জন্য মনোনীত করেন তাঁর দীনের জন্য বাছাই করেন যাকে চান এরা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করে এবং ইসলাম নিয়েই মৃত্যু বরণ করে এবং সেদিকে পরিচালিত করে, (وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ) যে তাঁর অভিমুখী তাঁর দীনের দিকে পথ দেখান যে কুফরী ত্যাগ করে তাঁর প্রতি এগিয়ে আসে।

১৪. (وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ) তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়েছে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ মুহাম্মদ (সা) কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন মতের অবতারণা করেছে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা)-এর নাম গুণাবলী ও পরিচিতি বিবৃত হওয়ার পরই (بَغْيًا بَيْنَهُمْ) পারস্পরিক বিদ্বেষবশত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই তারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। (وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى) তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত যদি না থাকত যে, এ উম্মতের শাস্তি বিলম্বিত করা হবে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ) তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ফায়সালা হয়েই যেত এত দিনে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেই দিতেন (وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ) যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তাওরাত যাদেরকে দেয়া হয়েছে ওদের পরে রাসূলদের পরে, অপর ব্যাখ্যায় প্রাথমিক যুগের লোকদের পরে। (لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ) তারা বিভ্রান্তির সন্দেহে রয়েছে তাওরাত সম্পর্কে, অপর ব্যাখ্যায় কুরআন সম্পর্কে প্রকাশ্য সংশয়ে নিমজ্জিত রয়েছে।

(১৫) فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

১৫. সুতরাং তুমি ওটার দিকে আহবান কর এবং তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।'

১৫. (فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ) সুতরাং তুমি আহ্বান কর আপন প্রতিপালকের একত্ববাদের দিকে, আপন প্রতিপালকের কিতাবের দিকে। এবং তুমি দৃঢ়ভাবে স্থির থাক তাওহীদের উপর যেমনটি তুমি আদিষ্ট হয়েছ কুরআনে, তুমি অনুসরণ করবে না ওদের খেয়াল-খুশির ইয়াহূদীদের দীন ও কিবলার (وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ) এবং তুমি বল আমি ঈমান এনেছি সে কিতাবে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন নবীগণের প্রতি এবং (وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) আমি আদিষ্ট হয়েছি কুরআনে তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক [illegible]

কল্যাণ করবে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য মূর্তি প্রতিমার উপাসনা এবং শয়তানের দীন অনুসরণের ক্ষতি তোমাদের উপরই আপতিত হবে। (لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ) আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই, দীনের ক্ষেত্রে ঝগড়াঝাটি নেই। (اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) আল্লাহ্ একত্রিত করবেন আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে। এবং তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন, মু'মিন ও কাফির উভয় দলের ফিরে যাওয়া। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

(١٦) وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

(١٧) اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝

(١٨) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۝

১৬. আল্লাহ্‌কে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১৭. আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কী জান, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

১৮. যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওটাকে ভয় করে এবং জানে এটা সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

১৬. (وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ) যারা বিতর্ক করে আল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁকে স্বীকার করে নেওয়ার পর তাদের কিতাব তাওরাতে, অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, বিবাদ সৃষ্টিকারী হচ্ছে মুশরিকগণ। রূহ জগতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নেওয়ার পর। এখন তারা ঝগড়া সৃষ্টি করছে। (حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে তাদের যুক্তিতর্ক অসার তাদের যুক্তি প্রদর্শন অমূলক ও ভিত্তিহীন এবং তাদের উপর ক্রোধ (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ) আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি যত কঠোর হতে পারে।

১৭. (اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ) আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করেছেন কিতাব জিব্‌রাঈল-এর মাধ্যমে কুরআন মজীদ সত্যসহ সত্য মিথ্যা বর্ণনা করার জন্য এবং তুলাদণ্ড অর্থাৎ এতে ন্যায় বিচারের বর্ণনা রয়েছে। তুমি কি জান হে মুহাম্মদ (সা)! ইতিপূর্বে তো জানতে না সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন, কিয়ামত যে সন্নিকটে।

যারা এটি বিশ্বাস করেনা কিয়ামতের আগমনে ঈমান

(مِنْهَا) আর যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা), কুরআন ও কিয়ামতের উপরে তাঁরা হলেন আবূ বকর (রা) ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ, তারা তা ভয় করে, কিয়ামতের বিভীষিকা ও যন্ত্রণাদায়ক কষ্টসমূহের ভয়ে ভীত-শংকাগ্রস্ত থাকে (وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ) এবং তারা জানে যে, সেটি কিয়ামত সত্য অবশ্যম্ভাবী। (اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ) জেনে রাখবে, যারা বাক-বিতণ্ডা করে সন্দেহ করে কিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে, তারা নিশ্চয়ই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে, সত্য ও হিদায়াত হতে বহুদূরে অবস্থান করছে।

(١٩) اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

(٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

(٢١) اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাকে ইচ্ছা রিযক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

২০. যে-কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফল বর্ধিত করে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।

২১. এদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৯. (اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ) আল্লাহ্ অতি দয়ালু তাঁর বান্দাদের প্রতি, সৎ অসৎ নির্বিশেষে সবার প্রতি। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও তিনি অবহিত। যাকে ইচ্ছা রিযক দান করেন, ধন সম্পদে সমৃদ্ধ করে দেন। (وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ) তিনি সক্ষম বান্দার রিযক সরবরাহে পরাক্রমশালী যারা ঈমান আনেনা তাদেরকে শাস্তি প্রদানে।

২০. (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ) যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদনের বিনিময়ে পরকালের প্রতিদান কামনা করে। আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই, তার সাওয়াব বাড়িয়ে দেই। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় তার কর্মের শক্তি, আগ্রহ ও পুণ্য বাড়িয়ে দেই, (وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا) আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর যে সকল কর্ম ফরজ করেছেন, অবশ্য পালনীয় করেছেন, তা সম্পাদন করত দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, (نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ) আমি তাকে উহার, দুনিয়া হতে কিছু দেই আর কিছু দেই

২১. (أَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ) এদের কি এমন কতগুলো শরীক আছে, মক্কার কাফিরদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে ? যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের, মনোনীত করেছে এমন দীন, যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা দেননি যে দীন পালনে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গী-সাথী কাফিরদেরকে নির্দেশ দেন নি। (وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে, এ উম্মত-কে আযাব বিলম্বে দেওয়া হবে, এ সত্য বাণী যদি না থাকত, তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত, তাদের ধ্বংস সাধনের কাজ শেষ হয়ে যেত (وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) নিঃসন্দেহে যালিমদের জন্য রয়েছে, আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গী-সাথী কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, বেদনাদায়ক আযাব।

(٢٢) تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

(٢٣) ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

(٢٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২২. তুমি যালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃত কর্মের জন্য; আর ওটাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের প্রতি পালকের নিকট তাই পাবে। ওটাই তো মহা অনুগ্রহ।

২৩. এ সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

২৪. ওরা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, যদি তাই হতো তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

২২. (تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ) তুমি দেখবে যালিমদেরকে, কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিনে ভীত-সন্ত্রস্ত আতংকগ্রস্ত তাদের কৃত-কর্মের জন্য, কুফরীজাত কথা-বার্তা ও কাজের জন্য। আর এটাই তাদের উপর আপতিত হবে, অবধারিত হবে সেটি তারা যেটির ভয় করে। (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে

মনোরম স্থানে, জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে তারা যা চাইবে যা কামনা করবে, যা আগ্রহ করবে তাদের প্রভুর নিকট তাই পাবে জান্নাতে। এটি, জান্নাত লাভ মহা অনুগ্রহ বিরাট অনুদান।

২৩. (ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এটি-তাই এই অনুগ্রহ তো তাই, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দেন দুনিয়াতে যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং সৎকর্ম করে তাদের ও তাদের প্রভুর বিষয়ে (قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى) তুমি বলে দাও হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার সাথীদেরকে। অপর ব্যাখ্যায় মক্কার অধিবাসীদেরকে। আমি তোমাদের নিকট চাইনা এটির বিনিময়ে, তাওহীদ ও কুরআন প্রচারের বিনিময়ে প্রতিদান, বিনিময়, আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত, শুধু এতটুকু চাই যে, আমার তিরোধানের পর তোমরা আমার আত্মীয়দের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে। আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলেন, শুধু এটুকু চাই যে, তাওহীদের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করবে। ফাররা (র) এর ব্যাখ্যা অনুসারে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করবে। (وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا) যে ব্যক্তি উপার্জন করে অর্জন করে পুণ্য, তাতে আমি পুণ্য বর্ধিত করে দেই, নয়গুণ বৃদ্ধি করি (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, যারা তাওবা করে তাদের জন্যে, গুণগ্রাহী, স্বল্পতেই খুশি হন এবং বিরাট বিনিময় দান করেন।

২৪. (اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) তারা বরং বলে সে রচনা করেছে মুহাম্মদ (সা) উদ্ভাবন করেছে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা। এতদশ্রবণে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনক্ষুণ্ন হলেন, অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ (فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে সুদৃঢ় করে দিতেন মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিতেন। অপর ব্যাখ্যায় তোমার অন্তরকে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ হতে সংরক্ষণ করতেন। (وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা মুছে দেন, শির্‌ক ও শির্‌ককারীদেরকে ধ্বংস করে দেন। (وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, স্বীয় কর্ম দ্বারা তিনি দীন-ই-ইসলামকে বিজয়ী করেন। তিনি সবিশেষ অবহিত অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে, সৎ ও অসৎ কল্পনা সম্পর্কে।

(٢٥) وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(٢٦) وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

(٢٧) وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝

২৫. তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।

২৬. তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহবানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২৭. আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মত পরিমাণেই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

২৫. (وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا

২৬. (وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ) তিনি সাড়া দেন সে সকল লোকের আহ্বানে যারা ঈমান আনে, যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন এবং যারা সৎকর্ম করে তাদের ও তাদের প্রভু সম্পর্কিত বিষয়ে এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন, সাওয়াব দান করেন এবং জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন দান করত অনুগ্রহ বর্ধিত করেন। (وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ) কাফিরদের জন্য রয়েছে আবূ জাহ্ল ও তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

২৭. (وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ) আল্লাহ্ যদি জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিতেন, ধন-দৌলত বৃদ্ধি করে দিতেন, তাঁর সকল বান্দাকে, তাহলে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করত, দম্ভ ও অহংকার করত পৃথিবীতে, কিন্তু তিনি দিয়ে থাকেন, স্বচ্ছলতা দিয়ে থাকেন সে পরিমাণ যা তিনি ইচ্ছা করেন, যার জন্য ইচ্ছা করেন। (اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ) তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে বান্দাদের কল্যাণ সম্পর্কে তিনি অবহিত ও দ্রষ্টা।

(২৮) وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

(২৯) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۝

(৩০) وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۝

(৩১) وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

(৩২) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

২৮. ওরা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

২৯. তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।

৩০. তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

৩২. তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ।

২৮. (وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ) তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন বারি বর্ষণ করেন তারা হতাশ হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ বৃষ্টি হতে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন, তাঁর রহমত বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করেন- তিনিই তো অভিভাবক, যুগ যুগ ধরে তিনিই তো বারি বর্ষণের অধিকারী (وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ) তিনি প্রশংসার্হ, আপন কর্মকাণ্ডে প্রশংসিত।

দু'য়ের মধ্যে পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এর প্রত্যেকটিই তোমাদের জন্য এক একটি নিদর্শন। (وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ) এবং তিনি যখনি ইচ্ছা করেন তখনি এগুলোকে সমবেত করতে জীবিত করতে সক্ষম।

৩০. (وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ) তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে, ব্যক্তিগত জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট আসে, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল, তোমাদের হস্ত যা অর্জন করে তা তোমাদের উপর আসে। (وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ) এবং তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন, অনেক পাপ তিনি মোচন করে দেন, সেগুলোর শাস্তি দেন না।

৩১. (وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ) তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না, আল্লাহ্‌র আযাব হতে পালিয়ে থাকতে পারবে না। এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আযাব হতে রক্ষা করার তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, আত্মীয় নেই, যে তোমাদের উপকার করবে এবং কোন সাহায্যকারী নেই, এমন কোন রক্ষাকারী নেই, যে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করবে।

৩২. (وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ) তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে, তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নিদর্শনাদির মধ্যে একটি, পর্বত সদৃশ পাহাড়ের ন্যায় সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ, জাহাজসমূহ।

(٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۙ

(٣٤) اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۟

(٣٥) وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۟

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন।

৩৪. অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন;

৩৫. আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

৩৩. (اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ) তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, যে বায়ুতে নৌযান চলে, অতঃপর এগুলো স্থির নিশ্চল হয়ে যাবে সমুদ্র পৃষ্ঠে পানির উপরে, নিঃসন্দেহে এটিতে, নৌযান সম্পর্কিত আলোচনায় নিদর্শন রয়েছে প্রমাণ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, ইবাদতে ধৈর্যশীল ও আল্লাহ্‌র নি'আমতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩৪. (اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ) অথবা তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন অর্থাৎ সমুদ্রে চলমান নৌযানগুলো বিনষ্ট করে দিতে পারেন। ওদের কৃতকর্মের জন্য নৌযান আরোহী ও মালিকদের পাপাচারের কারণে এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন অর্থাৎ ক্ষমাকৃত পাপে শাস্তি দেন না।

৩৫. (وَ يَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ) আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে মুহাম্মদ (সা) কে মিথ্যা বলে, তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই আশ্রয়স্থল নেই

(৩৬) فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(৩৭) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝

(৩৮) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

(৩৯) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۝

৩৬. বস্তুত তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

৩৭. যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়,

৩৮. যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে

৩৯. এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৩৬. (فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ) বস্তুত তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে ধন-সম্পদ এবং বিলাস বৈভব তা পার্থিব জীবনের ভোগমাত্র স্থায়ী নয় আর আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম দুনিয়াতে তোমাদের নিকট যা আছে তার চেয়ে এবং স্থায়ী দুনিয়ার ভোগ বিলাসের চেয়ে। কারণ এটিতো ধ্বংসশীল অস্থায়ী। (وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) এরপর সে পুরস্কার কাদের জন্য তা বর্ণনা করে বলেছেন এগুলো তাদের জন্য যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে, অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও তাঁর সাথীবৃন্দ এবং যারা নির্ভর করে তাদের প্রতিপালকের উপর ধন-সম্পদের উপর নয়।

৩৭. (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) এবং যারা বেঁচে থাকে গুরুতর পাপ হতে শির্‌ক হতে এবং অশ্লীল কর্ম হতে যিনা ও অন্যান্য পাপাচার হতে এবং তারা যখন ক্রোধান্বিত হয় অন্যায় আচরণের প্রেক্ষিতে তখন ক্ষমা করে দেয় মাফ করে দেয়-প্রতিশোধ গ্রহণ করে না।

৩৮. (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, তাওহীদ ও ইবাদাতের প্রতি তাঁদের প্রভুর আহ্বান গ্রহণ করে, এবং সালাত কায়েম করে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পূর্ণভাবে আদায় করে (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) এবং পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে তারা কোন কর্মের ইচ্ছা করলে কিংবা কোন জরুরী বিষয় উপস্থিত হলে নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করে তারপর সে কাজ সম্পাদন করে (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) এবং আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি, যে ধন-সম্পদ দান করেছি, তা হতে ব্যয় করে, সাদকা করে।

৩৯. (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) এবং তারা অত্যাচারিত হলে, যুলুমগ্রস্ত হলে প্রতি...

(٤٠) وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

(٤١) وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ○

(٤٢) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(٤٣) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ○

(٤٤) وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِىٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ○

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট। আল্লাহ্ যালিমদেরকে পসন্দ করেন না।

৪১. তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না;

৪২. কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

৪৩. অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় উহা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

৪৪. আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?

৪০. (وَجَزٰؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আঘাতের প্রতিফল আঘাত করা, সুতরাং যে ক্ষমা করে দিবে তৎপ্রতি কৃত অন্যায় ও অসদাচরণ ক্ষমা করে দেয় এবং মীমাংসা করে দেয়, প্রতিশোধ গ্রহণ ক্ষমা করে দেয়, প্রতিশোধ গ্রহণ করে না, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট সাওয়াব আল্লাহ্র নিকট, যালিমদের তিনি পছন্দ করেন না, যারা যুলুমের সূচনা করে।

৪১. (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ) তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে, কিসাস বা বদলা গ্রহণের বিধান মুতাবিক প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ করলে তাদের অপরাধ ও পাপ হবে না।

৪২. (اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সকল লোকের, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে, কিসাস মুতাবিক নয়, বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত

৪৩. (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ) যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় কিসাস ও বদলা গ্রহণ না করে ক্ষমাই করে দেয়, সেটিতো, এ ধৈর্য ও ক্ষমা তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ উত্তম কাজ। (وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ) হতে (لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ) পর্যন্ত আয়াতগুলো হযরত আবূ বকর (রা) ও আ'মর ইব্‌ন গাযিয়্যাহ্‌ আনসারী (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তাঁদের উভয়ের মাঝে একদা কথা কাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। এতে আনসারী ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে গালি দিয়েছিল, তাদেরকে উপলক্ষ করে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

৪৪. (وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাঁর দীন হতে তার জন্য কোন অভিভাবক নেই পথ দেখানোর কোন মুর্শিদ নেই তারপরে আল্লাহ্‌ ছাড়া, (وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ) যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ যখন কিয়ামত দিবসে নির্ধারিত আযাব দেখবে তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে যে, প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

(٤٥) وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ○

(٤٦) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ○

(٤٧) اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○

৪৫. তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে যে ওদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাচ্ছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।' জেনে রাখ যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬. আল্লাহ্‌ ব্যতীত ওদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই।

৪৭. তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও সে দিবস আসার পূর্বে, যা আল্লাহ্‌র বিধানে অপ্রতিরোধ্য, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করার কেউ থাকবে না।

৪৫. (وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওদেরকে উপস্থিত করা হচ্ছে সেটির নিকটে, জাহান্নামের নিকটে অপমানে তারা অবনত মস্তকে দুঃখে-লাঞ্ছনায় জর্জরিত হয়ে তোমার দিকে তাকাচ্ছে অর্ধ নির্মিলিত চক্ষে চোরাই দৃষ্টিতে (وَقَالَ)

ক্ষতি করেছে এবং ক্ষতি করেছে নিজেদের পরিজনবর্গের অর্থাৎ নাবালেগ সন্তান, যারা জান্নাতে গিয়ে খাদিম-সেবক হতে পারত। (اَلاَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ) জেনে রেখ, যালিমগণ আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গী-সাথী মুশরিকগণ স্থায়ী শাস্তিতে আপতিত থাকবে, অনন্ত অসীম কাল অবস্থান করবে।

৪৬. (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) ওদের কোন অভিভাবক থাকবে না, ঘনিষ্ঠজন থাকবে না, যারা তাদেরকে সাহায্য করবে, রক্ষা করবে আল্লাহ্ হতে আল্লাহ্র আযাব হতে (وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلٍ) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাঁর দীন থেকে যেমন করেছেন আবূ জাহ্‌লকে, তার কোন গতি নেই তার জন্য কোন দীন নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি নেই।

৪৭. (اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ) তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও, তাওহীদ গ্রহণ কর, সে দিবস আগমনের পূর্বেই, কিয়ামত আগমনের পূর্বেই, যেদিন রক্ষাকারী কেউ থাকবে না যেদিনে প্রতিরোধ করার কেউ থাকবে না। (مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَاٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيْرٍ) আল্লাহ্ থেকে আল্লাহ্র আযাব থেকে সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না, আল্লাহ্র আযাব হতে মুক্তির কোন উপায় থাকবে না এবং তোমাদের জন্য থাকবে না তা নিরোধ করার কেউ, থাকবেনা সাহায্যকারী কেউ।

(٤٨) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

(٤٩) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○

৪৮. ওরা যদি মুখ ফিরায়ে লয়, তবে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ।

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন,

৪৮. (فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلٰغُ) তারা যদি মুখ ফিরায়ে নেয় ঈমান হতে, তবে তোমাকে তো আমি ওদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি যে তুমি ওদের হিফাজত করবে। তোমার কাজতো কেবল প্রচার করে দেওয়া, আল্লাহ্র পক্ষ হতে পৌঁছায়ে দেওয়া, তার পরে অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। (وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا) আমি মানুষকে, কাফির মানুষদেরকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, আমার পক্ষ হতে নি'আমত ও পুরস্কার দান করি, তখন সে তাতে উৎফুল্ল হয়, আনন্দিত হয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, (وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الاِنْسَانَ كَفُوْرٌ) আর যখন ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোন বিপদ ঘটে

৪৯. (لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই পৃথিবী ও আকাশের কোষাগার তথা ফল ফসল ও বৃষ্টির মালিকানা তাঁরই (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا) তিনি সৃষ্টি করেন যা-ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা (وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ) তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন যেমন লূত, তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (রা), তাঁর কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

(৫০) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

(৫১) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ○

(৫২) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(৫৩) صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ○

৫০. অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫১. মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন; তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

৫২. এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি: পক্ষান্তরে আমি এটাকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ-

৫৩. সে আল্লাহর পথ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

৫০. (اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا) অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই যেমন মুহাম্মদ (সা) তাঁর পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয়ই ছিল। এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন, সন্তানহীন করে দেন যেমন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া। (اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ) তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুত্র-কন্যা প্রদানে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৫১. (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ) মানুষের এমন অবস্থা নেই আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন বিনা অন্তরায়ে মুখোমুখি আলাপ করবেন ওহীর মাধ্যমে ব্যতিরেকে নিদ্রায় অথবা অন্তরাল ব্যতিরেকে, পর্দা ব্যতিরেকে, যেমনটি মূসা-এর সাথে কথা বলেছিলেন (اَوْ يُرْسِلَ)

যেমনটি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর সে ওহী প্রেরণ করে তাঁর অনুমতিক্রমে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, তিনি যা ইচ্ছা করেন আদেশ নিষেধ, তিনি সমুন্নত, সব কিছুর ঊর্ধ্বে, প্রজ্ঞাময় আপন কর্মে ও সিদ্ধান্তে।

৫২. (وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا) এভাবে অনুরূপভাবে তোমার প্রতি প্রেরণ করেছি, রূহ আমার নির্দেশ দিয়ে অর্থাৎ জিব্‌রাঈল (আ)-কে কুরআন দিয়ে, (مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ) তুমি তো জানতে না কিতাব কি? জিব্‌রাঈল আগমনের পূর্বে কুরআন কি তুমি তা জানতে না এবং কুরআন অবতরণের পূর্বে তুমি যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি জানতে না এবং (وَلَا الْاِيْمَانُ) তুমি জানতে না ঈমান কি? তাওহীদের প্রতি আহ্বান কি তা জানতে না। (وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) পক্ষান্তরে আমি এটিকে করেছি কুরআনকে আখ্যায়িত করেছি আলো, আদেশ নিষেধ, হালাল হারাম ও সত্য-অসত্যের বর্ণনা রূপে। এতদ্বারা আমি পথ নির্দেশ করি কুরআন দ্বারা আমার বান্দাদের থেকে যাকে আমি ইচ্ছা করি যারা এটির যোগ্য, (وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) তুমি হিদায়াত এর আহ্বান কর সরল পথের দিকেই, সুদৃঢ়-সত্য দীনের দিকে,

৫৩. (صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ) আল্লাহ্‌র পথ, আল্লাহ্‌র দীন, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমুদয় সৃষ্টি সব তাঁরই, (اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ) জেনে রাখবে, সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতে সকল বিষয়ের পরিণাম প্রজ্ঞাময় মালিক আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৮৯, শব্দ ৮৩৩, অক্ষর ৩৪০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۟

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۟

(٣) اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۟

(٤) وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۟

(٥) اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۟

১. হা-মীম।
২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;
৩. আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।
৪. এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।
৫. আমি কি তোমাদের থেকে এ উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

১. (حٰمٓ) হা-মীম এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : যা হওয়ার তা তিনি ফায়সালা করে রেখেছেন। অর্থাৎ প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২. (وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, তিনি বলেন, হালাল হারাম ও আদেশ-নিষেধে সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, যা যা হওয়ার তিনি তার ফায়সালা করে দিয়েছেন, তথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। হাকীম (র) তাঁর কবিতায় বলেছেন, "হে আমার সম্প্রদায়! সিদ্ধান্তকৃত বিষয়গুলো সংঘটিত হবেই। পাখি উড়বে এবং নক্ষত্ররাজি উদিত হবে।" অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এর পুরোটাই শপথ, আল্লাহ্ তা'আলা হা-মীম এবং হালাল হারাম ও আদেশ-নিষেধ বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ করেছেন।

৩. (اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) আমি এটা অবতীর্ণ করেছি, ব্যক্ত করেছি, তৈরি করেছি

৪. (وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ) এটি রয়েছে এই কুরআন উম্মুল কিতাবে লাওহ-ই-মাহফূযে লিপিবদ্ধ। আমার নিকট আমার কাছে এটি মহান সু-উচ্চ সম্মানযোগ্য। জ্ঞানগর্ভ, হালাল-হারাম বর্ণনায় সুদৃঢ়।

৫. (اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ) আমি কি তোমাদের নিকট হতে একটি উপদেশ বাণী প্রত্যাহার করে নিব? হে মক্কাবাসীগণ! আমি কি তোমাদের থেকে ওহী ও রাসূল উঠিয়ে নিব? অথবা আমি কি তোমাদেরকে দায়-দায়িত্বহীন ও আদেশ-নিষেধ বিহীন ছেড়ে দিব? এজন্য যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়, মুশরিক সম্প্রদায়। আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্ঞানে আছে যে, তোমরা ঈমান আনবে না।

(٦) وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ○

(٧) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ○

(٨) فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ○

(٩) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ○

(١٠) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ○

৬. পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম।
৭. এবং যখনই তাদের নিকট কোন নবী এসেছে ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।
৮. তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।
৯. তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'এ গুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্',
১০. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং তাতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;

৬. (وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِىٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ) আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার পূর্বে পূর্ববর্তীদের নিকট, অতীত উম্মতদের নিকট। আমি জানতাম যে, তারা ঈমান আনবে না। তবুও আমি তাদেরকে কিতাবহীন ও রাসূল বিহীন ছেড়ে দেইনি।

৭. (وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) যখনই ওদের নিকট পূর্ববর্তীদের নিকট কোন নবী এসেছে তারা তাঁকে, নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, নবীকে উপহাস করেছে।

৮. (فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ) অতঃপর যারা এদের অপেক্ষা, মক্কাবাসীদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল শক্তি ও আক্রমণ প্রতিরোধে সুদৃঢ় ছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং এভাবে চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত, রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে পরে উম্মতদেরকে শাস্তি দানের বিধান।

৯. (وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ) তুমি যদি

কাফিররা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন তিনি, যিনি পরাক্রমশালী, আপন রাজ্য ও রাজত্বে যিনি অভিজ্ঞ আপন পরিকৌশল ও সৃজনে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হাঁ ওগুলো সৃষ্টি করেছেন,

১০. (اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ) যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন শয্যা, বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য করেছেন পথ চলাচলের রাস্তা, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার, যথাযথ পথ খুঁজে নিতে পার।

(١١) وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

(١٢) وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝

(١٣) لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝

১১. এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। এবং আমি তদ্দারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখন্ডকে। এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

১২. এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর,

১৩. যাতে তোমরা তাদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা উহার উপর স্থির হয়ে বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে।

১১. (وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا) এবং যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে যা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ফিরিশতার জানা আছে। অতঃপর তা দ্বারা সজীব করি বৃষ্টি দিয়ে সজীব করি নির্জীব ভূখণ্ডকে ঘাস-পাতাহীন স্থানকে, (كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ) এভাবে অনুরূপভাবে তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং তোমরা গোর হতে বেরিয়ে আসবে যেমন বৃষ্টি দ্বারা আমি পৃথিবীকে সজীব করেছি।

১২. (وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ) এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন, নারী-পুরুষ সর্ব প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য করেন, সৃষ্টি করেন নৌযান সমুদ্র বক্ষে নৌকা-জাহাজ এবং আন'আম উট।

১৩. (لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ) যাতে তোমরা আরোহণ কর সেটিতে তোমরা চড়তে পার সেটির পৃষ্ঠে, আন'আমের পৃষ্ঠে অর্থাৎ উটের পৃষ্ঠে স্থিরভাবে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি এটিকে তোমাদের অনুগত করে দিলেন, যেন তোমরা সেটির উপরে স্থির হয়ে বস, যখন সেটির পিঠে বস, এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেটিকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, (وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا) এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি, (وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ) যদিও আমরা এটিকে

(١٤) وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۝

(١٥) وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝

(١٦) أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ۝

(١٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(١٨) أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

১৪. 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।'

১৫. ওরা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৬. তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

১৭. দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি ওরা যা আরোপ করে তাদের কাকেও সে সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

১৮. ওরা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

১৪. (وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ) আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব, মৃত্যুর পরে ফিরে যাব।

১৫. (وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ) তারা তাঁর বান্দাদেরকে মানে ফিরিশতাদেরকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে সন্তান নির্ধারণ করেছে, তারা বলেছে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা। এ ধরনের বক্তব্যের প্রবক্তা ছিল বানূ মালীহ সম্প্রদায়। এ সকল লোক বানূ মালীহ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌র প্রতি এদের অকৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট।

১৬. (اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ) তিনি কি নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন মনোনীত করে নিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি হতে ফিরিশতাদেরকে কন্যা এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন হে বানূ মালীহ তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা, পুরুষ দ্বারা।

১৭. (وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ) যখন তাদের কাউকে– বানূ মালীহের কোন লোককে সংবাদ দেওয়া হয় সে সন্তানের দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি তারা যা আরোপ করে অর্থাৎ কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায়, এবং দুঃখসহ মর্মযাতনায় সে ক্লিষ্ট হয়, ক্ষোভে-দুঃখে সে অস্থির হয়ে যায়, চরম ক্রোধ তার পেটের মধ্যে ঘুরপাক খায়, তোমরা নিজে যেটি পছন্দ করনা আল্লাহ্‌র জন্য কি সেটি পছন্দ কর?

১৮. (اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ) তারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে লালিত-পালিত হয় জীবন যাপন করে, কালাতিপাত করে অলংকার মণ্ডিত হয়ে, স্বর্ণ ও

(١٩) وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنٰثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ○

(٢٠) وَقَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُم بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○

(٢١) أَمْ ءَاتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ ○

১৯. ওরা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

২০. ওরা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলছে।

২১. আমি কি ওদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা ওরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?

১৯. (وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنٰثًا) তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে আল্লাহ্‌র কন্যা বলেছে (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) এগুলোর সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তারা কি উপস্থিত ছিল, যখন ফিরিশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে তারা জানতে পারে যে, এগুলো মহিলা। অবশ্য তারা বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ (সা)! আমরা তখন উপস্থিত ছিলাম না। তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখে আমরা এটি শুনেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! (سَتُكْتَبُ شَهٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ) লিপিবদ্ধ করা হবে ওদের সাক্ষ্য, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা বলে ওরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে এবং ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এদতসম্পর্কে কিয়ামত দিবসে। অর্থাৎ তারা যখন বলল যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা তখন তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা কি সৃজনকালে তথায় উপস্থিত ছিলে? তারা বলল, 'না' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তাহলে ফিরিশতাগণ মহিলা, এ তথ্য তোমরা কোথায় পেলে? উত্তরে তারা বলল, আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে আমরা এটি শুনেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তারা যে অশালীন বক্তব্য রেখেছে তা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং কিয়ামত দিবসে এতদসম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২০. (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) তারা বলল, বানূ মালীহ সম্প্রদায় বলেছে, দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তিনি যদি আমাদেরকে নিষেধ করতেন কিংবা ফিরিয়ে দিতেন তাহলে আমরা ওগুলোর পূজা করতাম না, কিন্তু তিনি তো আমাদেরকে ওদের পূজা থেকে নিষেধ করেননি বরং ফিরিশতাদের পূজা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ওদের এ বক্তব্য উপহাসমূলক। এক্ষেত্রে, এ বক্তব্যে তাদের কোন জ্ঞান নেই কোন দলীল-প্রমাণ নেই। তারা তো শুধু মিথ্যাই বলেছে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করেছে, আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে ফিরিশতা-পূজা থেকে নিষেধ করেছেন।

২১. (أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) আমি কি তাদেরকে এটির পূর্বে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা সেটি সে কিতাবটি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? সে কিতাব অনুযায়ী তারা বলছে

(٢٢) بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٢٣) وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

(٢٤) قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٢٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

২২. বরং ওরা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'

২৩. এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'

২৪. সে সতর্ককারী বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?' তারা বলত, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।'

২৫. অতঃপর আমি ওদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে!

২২. (بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ) বরং ওরা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এ মতাদর্শের অনুসারী, এ দীনের অনুসারী এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসারী, তাদের দীন ও কর্মের অনুগামী।

২৩. (وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ) এভাবে, অনুরূপভাবে অর্থাৎ তোমার সম্প্রদায় যেভাবে মন্তব্য করেছে তোমার পূর্বে কোন জনপদে জনপদের অধিবাসীদের নিকট যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, ভীতি প্রদর্শনকারী নবী পাঠিয়েছি তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিবর্গ বলত, অহংকারকারীগণ বলত, আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে পেয়েছি, এ মতাদর্শের উপর, এ দীনের উপর এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক, দীন ও কর্ম অনুসরণ করছি, মেনে চলছি। হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে বলে দাও

২৪. (قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ) যদি আমি তোমাদের নিকট নিয়ে আসি, অবশ্য নিয়ে এসেছিই তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, তোমরা কি তা গ্রহণ করবে না? তারা বলল, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ যে কিতাবটিসহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি, অস্বীকার করি।

২৫. (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ) অতঃপর আমি তাদেরকে কর্মের প্রতিফল দিলাম, রাসূলগণকে এবং কিতাবগুলোকে প্রত্যাখ্যানের সময় আযাব ও শাস্তি দিয়ে তাদের অপকর্মের

(٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝

(٢٧) إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ۝

(٢٨) وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(٢٩) بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۝

(٣٠) وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كٰفِرُونَ ۝

২৬. স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই;

২৭. সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।'

২৮. এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য, যাতে ওরা প্রত্যাবর্তন করে।

২৯. বরঞ্চ আমিই ওদেরকে এবং ওদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।

৩০. যখন তাদের নিকট সত্য এলো, ওরা বলল, 'এ তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি।'

২৬. (وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ) স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম যখন তার পিতাকে– আযরকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, যখন সে তাদের নিকট এসেছিল, তোমরা যেগুলোর পূজা কর সেগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

২৭. (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমার ইলাহ্ ও মা'বুদ। যিনি আমাকে সৃজন করেছেন, যিনি আমাকে সৎপথে পরিচালনা করবেন তাঁর দীন পালনে ও ইবাদত সম্পাদনে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।

২৮. (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) এ ঘোষণাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে, ইব্‌রাহীম তাঁর বংশধরদের মধ্যে রেখে গেছেন যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে কুফরী ছেড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ -এর দিকে ফিরে আসে।

২৯. (بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ) বরঞ্চ আমিই এ ভোগের সুযোগ দিয়েছলাম একটি নির্দিষ্ট সময় তাদেরকে, মক্কাবাসীদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে, তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, অবশেষে তাদের নিকট এল সত্য কিতাব এবং সুস্পষ্ট রাসূল যিনি এ সমস্ত ব্যাপার ওদের নিকট বর্ণনা করেন তাদেরই ভাষায়, এমন ভাষায় যা তারা জানে।

৩০. (وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كٰفِرُونَ) যখন ওদের নিকট সত্য এলো অর্থাৎ কিতাব ও রাসূল ...

(٣١) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝

(٣٢) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

(٣٣) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝

(٣٤) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۝

(٣٥) وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

৩১. এবং ইহারা বলে; 'এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?

৩২. ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করায়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

৩৩. সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যারা অস্বীকার করে, ওদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যাতে ওরা আরোহণ করে;

৩৪. এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য-নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক, যাতে তারা হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারে।

৩৫. এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার পতিপালকের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।

৩১. (وَقَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ) এবং তারা বলে, ওয়ালিদ ও তার সাথী মক্কার কাফিরগণ বলে, এ কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর? মক্কা ও তাইফ এ দুই জনপদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেমন ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা ও আবূ মাসউদ সাকাফী প্রমুখের নিকট কেন নাযিল হল না?

৩২. (اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে তোমার প্রতিপালকের নবুওয়াত ও কিতাব কি তারাই বণ্টন করে যে, তারা যাকে ইচ্ছা বণ্টন করে দিবে? আমিই ওদের মাঝে জীবিকা বণ্টন করি অর্থাৎ ওদের পার্থিব জীবনে

সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে। যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করায়ে নিতে পারে, অপরকে অধীনস্থ করতে পারে। দাস-দাসী হিসেবে তারা যা জমা করে দুনিয়াতে কাফিররা যে সকল ধন-সম্পদ ও সাজ-সজ্জা সঞ্চয় করে রাখে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ নবুওয়াত কিতাব অপর ব্যাখ্যায় মু'মিনদের জন্য জান্নাত উৎকৃষ্টতর।

৩৩. (وَلَوْلَا أَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ) সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ একই মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এ আশংকা না থাকলে একই আদর্শ তথা কুফরী আদর্শের অনুসারী হয়ে যাবার আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে ওদেরকে আমি দিতাম ওদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি সোপান, যাতে তারা আরোহণ করে এ রৌপ্য নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে এবং দিতাম ওদের গৃহের জন্য দরজা রৌপ্যের ও পালংক তাও রৌপ্য নির্মিত, যাতে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে, নিদ্রা যাপন করতে পারে এবং দিতাম স্বর্ণ ও ওদের গৃহের সকল আসবাবপত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে গড়ে দিতাম। আর এ সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার (اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ) বাক্যাংশ (مَا كُلُّ ذٰلِكَ) অর্থে ব্যবহৃত। م বর্ণ টি صله অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় এর সবই দুনিয়ায় ভোগ্য لما শব্দটি صله এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট আখিরাত রয়েছে জান্নাত রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য যারা কুফরী শিরকী ও অশ্লীলতা থেকে আত্মরক্ষা করে। দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে এটি বহু উত্তম।

(٣٦) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝

(٣٧) وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

(٣٨) حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝

(٣٩) وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।

৩৭. শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৮. অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত।' কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

৩৯. আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।'

৩৬. (وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তাওহীদ তথা একত্ববাদ ও তাঁর কিতাব ছেড়ে দিয়ে জীবন যাপন করে। 'যের' যোগে يعش পড়লে অর্থ হবে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ে আবার 'যবর' যোগে يعش পড়লে অর্থ হবে, যে অন্ধ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত...

৩৭. (وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ) এবং তারা শয়তানগুলো এদেরকে মানুষকে সৎপথ হতে সত্য ও হিদায়াতের পথ হতে বিরত রাখে এবং তারা মনে করে যে ধারণা করে যে, তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে, সত্য ও হিদায়াতের পথে চলছে।

৩৮. (حَتّٰى اِذَا جَاءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ) অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে সে মানুষ ও শয়তান একই শিকলে বাঁধা অবস্থায় আমার দরবারে আনীত হবে সে তার সাথীদেরকে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত দু' উদয়স্থলের ব্যবধান থাক, শীত কালের উদয় স্থল ও গ্রীষ্ম কালের উদয়স্থল, কত নিকৃষ্ট সহচর শয়তান সাথী ও শয়তান বন্ধু।

৩৯. (وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ) আজ কোন কাজে আসবে না আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, কোন উপকারে আসবে না এ বক্তব্য যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে দুনিয়াতে কুফরী করেছিলে। তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক মানুষ ও শয়তান সকলেই শাস্তি ভোগ করবে। হে মুহাম্মদ (সা)!

(٤٠) اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٤١) فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○

(٤٢) اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

(٤٣) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪০. তুমি কি শুনাতে পারবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে?

৪১. আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবু আমি ওদেরকে শাস্তি দিব;

৪২. অথবা আমি ওদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাই, তবে তাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রয়েছ।

৪০. (اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ) তুমি কি শুনাতে পারবে সত্য ও হিদায়াতের কথা বধিরকে যারা বধিরতা গ্রহণ করে মানে কাফিরকে অথবা তুমি কি পথ দেখাতে পারবে অন্ধকে, যে সে সত্য ও হিদায়াতের পথ দেখবে তথা কাফিরকে এবং যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে? কুফরীতে বিদ্যমান, তুমি তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে যেতে পারবে না।

৪১. (فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ) আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই মৃত্যু ঘটাই তবু আমি ওদের প্রতিশোধ নিব শাস্তি দিয়ে।

৪২. (اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ) অথবা ওদেরকে আমি যে শাস্তির ভীতি ... উপর তো আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে

৪৩. (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) সুতরাং তুমি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর বাস্তবায়িত কর, তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা অর্থাৎ কুরআন। হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তো সরল পথে রয়েছ আল্লাহর মনোনীত সুদৃঢ় ধর্মেই রয়েছ।

(٤٤) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝

(٤٥) وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ۝

(٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ۝

৪৪. কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

৪৫. তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম, যার 'ইবাদত করা যায়?

৪৬. মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করেছিলাম; সে বলেছিল, 'আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'

৪৭. সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসামাত্র ওরা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

৪৪. (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ) এটি তো অর্থাৎ কুরআন তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু মর্যাদার বিষয়। যেহেতু এটি ওদেরই ভাষায় এবং অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এ মর্যাদার তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কিনা হে মুহাম্মদ (সা)!

৪৫. (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا) তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যেমন– ঈসা, মূসা, ইবরাহীম (আ) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর এটি ছিল মি'রাজ রাত্রির ঘটনা, সে দিন ইবরাহীম (আ), মুসা (আ), ঈসা (আ) সহ ৭০ জন নবী নিয়ে সালাত আদায় করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা) তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, (أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ) তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দেবতা নির্ধারণ করেছি, যাদের ইবাদত করা যেতে পারে? অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছি। ব্যাখ্যায় এও বলা যায় যে, তোমার পূর্বে যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি সে আহ্‌লি কিতাব তথা ইয়াহূদী খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা কর তো, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতযোগ্য কোন দেবতা স্থির করেছি, তথা ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাওহীদ ব্যতীত অন্য কোন বার্তা নিয়ে কি রাসূলগণ এসেছেন? এতদ সম্পর্কে রাসূল (সা) স্থির নিশ্চিত

৪৬. (وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ) আমি তো মূসাকে প্রেরণ করেছি আমার নিদর্শনাদিসহ শুভ্র উজ্জ্বল হস্ত ও লাঠিসহ ফির'আওন ও তার পরিষদবর্গের নিকট তার সম্প্রদায় কিবতীদের প্রতি, (فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) তিনি বলেছিলেন, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল তোমাদের প্রতি প্রেরিত।

৪৭. (فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ) যখন ওদের নিকট এলেন, মূসা (আ) যখন ওদের নিকট উপস্থিত হলেন আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে শুভ্র হস্ত ও লাঠি নিয়ে তখন তারা সেগুলো নিয়ে নিদর্শনাদি নিয়ে হাসা-হাসি করতে লাগল বিস্ময় বোধ করতে লাগল, ঠাট্টা-উপহাস করতে লাগল এবং তারা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনেনি।

(٤٨) وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۚ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(٤٩) وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

(٥٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

(٥١) وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৪৮. আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নি যা তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে ওরা প্রত্যাবর্তন করে।

৪৯. ওরা বলেছিল, 'হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন; তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।'

৫০. অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল।

৫১. ফির'আওন তার সম্প্রদায়ের মধ্য এই বলে ঘোষণা করল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এটা দেখ না?

৪৮. (وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَاَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) আমি তাদেরকে এমন নিদর্শন দেখাইনি যা তার অনুরূপ নিদর্শন হতে শ্রেষ্ঠ নয়, এর প্রত্যেকটিই পূর্বতনটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি। আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ফসল হানি ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে তাদের কুফরী থেকে ফিরে আসে।

৪৯. (وَقَالُوْا يٰاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ) তারা বলেছিল, হে যাদুকর, বিজ্ঞ ব্যক্তিকে যাদুকর নামে আখ্যায়িত করে তারা সম্মান দেখাতো। তাদের সমাজে যাদুকরের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে

আনে তবে আমি তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করে নিব। এজন্য তারা বলেছিল, আল্লাহ্ প্রদত্ত অঙ্গীকার দিয়ে প্রার্থনা কর। আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব তোমাকে এবং তোমার আনীত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনব।

৫০. (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ) এরপর আমি যখন তাদের উপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম আযাব প্রত্যাহার করলাম তখন তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল প্রদত্ত চুক্তি ভঙ্গ করল, ঈমান আনলো না।

৫১. (وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ) ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে কিবতীদের মধ্যে ঘোষণা দিল, বক্তৃতা দিল, সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? ১২০ বর্গ মাইলের এ রাজ্য কি আমার নয়? এ নদীগুলো আমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত, (اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ) তোমরা কি তা দেখ না? আমার নীচ দিয়ে মানে আমার পার্শ্ব দিয়ে অন্য ব্যাখ্যায় তার চারপাশের ঘোড়াগুলো।

(٥٢) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ○

(٥٣) فَلَوْلَاۤ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

(٥٤) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

(٥٥) فَلَمَّاۤ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٥٦) فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ○

৫২. 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি হতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম।'

৫৩. 'মূসাকে কেন দেওয়া হল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সংগে কেন আসল না ফিরিশতাগণ দলবদ্ধভাবে?'

৫৪. এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫. যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে।

৫৬. তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি ওদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

৫২. (اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ) আমি তো শ্রেষ্ঠ উত্তম এই ব্যক্তি হতে যে হীন শারীরিকভাবে দুর্বল, স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম, যে আপন যুক্তি-প্রমাণ স্পষ্টভাবে পেশ করতে পারে না।

৫৩. (فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ) কেন দেয়া হল না তাকে স্বর্ণ বলয়? তাকে স্বর্ণের কংকন কেন পরানো হলো না, যেমনটি তোমাদের আছে। অথবা কেন আসলো না ফিরিশতাগণ দলবদ্ধভাবে তার সাহায্যকারী হিসেবে, তার রিসালাতের সত্যায়নকারী হিসেবে।

৫৪. (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ) এভাবে সে হতবুদ্ধি করে দিল সত্য বিচ্যুত করে দিল তার সম্প্রদায়কে [illegible] তার কথা মেনে নিল তার বক্তব্যে আনুগত্য প্রকাশ করল, (اِنَّهُمْ)

৫৫. (فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ) তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমার নবী মূসা (আ)-কে বিক্ষুব্ধ করল এবং আমার ক্রোধের পথের দিকে আকৃষ্ট হল তখন আমি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম শাস্তির মাধ্যমে এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম সমুদ্রে।

৫৬. (فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ) তৎপর তাদেরকে আমি করে রাখলাম অতীত ইতিহাস আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ওদের পর আগত লোকদের জন্য শিক্ষণীয়।

(৫৭) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○

(৫৮) وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ○

(৫৯) اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ○

(৬০) وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ○

৫৭. যখন মরইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়,

৫৮. এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না 'ঈসা?' ইহারা কেবল বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যই তোমাকে একথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৯. সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত।

৫৭. (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ) যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয় যখন তারা ঈসা (আ)-কে তাদের দেবতাদের সাথে তুলনা করে। তখন তোমার সম্প্রদায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব্‌আ'রী ও তার সাথীদের কথা নিয়ে শোরগোল আরম্ভ করে দেয়, হাসাহাসি জুড়ে দেয়।

৫৮. (وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ) এবং তারা বলে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব্‌আ'রী বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না সে? অর্থাৎ ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম। সে আরো বলল, খ্রিস্টানদের সাথে ঈসা (আ) যদি জাহান্নামে যেতে পারে তবে আমাদের জন্যও তা সম্ভব যে, আমাদের ইলাহ্‌গুলোর সাথে আমরা জাহান্নামে থাকবো। ওরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথাগুলো বলে ঈসা (আ) সম্পর্কে যা তারা এক্ষণে বলছিল। ওরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায় যারা অসত্য কথা নিয়ে তর্ক করে।

৫৯. (اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) সে তো ছিল ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম আমার এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম রিসালাত দ্বারা, সে তো ওদের দেবতাগুলোর ন্যায় নয়। এবং আমি তাকে দৃষ্টান্ত করেছিলাম শিক্ষণীয় করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পিতৃ ব্যতীত সন্তান হিসেবে প্রেরণ করে।

৬০. (...) আমি ইচ্ছা করলে সৃষ্টি করতে

ফিরিশতা যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত, তোমাদের পরিবর্তে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করত। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের স্থলে ওরা পৃথিবীতে চলাচল করত।

(٦١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

(٦٢) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

(٦٣) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

(٦٤) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

(٦٥) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ○

৬১. 'ঈসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করবে না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ওটাই সরল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. 'ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসল, সে বলেছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।

৬৪. 'আল্লাহ্‌ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তাঁর 'ইবাদত কর; এটাই সরল পথ।'

৬৫. অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির।

৬১. (وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ) তিনি তো ঈসা (আ) ইব্‌ন মারইয়ামের অবতরণ কিয়ামতের নিদর্শন, কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বাভাস। আ'ইন (ع) অক্ষর ও লাম (ل) অক্ষরে যবর পড়ে বলা যায় কিয়ামত সংঘটনের নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না, কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারে কোন সংশয় যেন না থাকে এবং আমার অনুসরণ কর তাওহীদের এটিই তো এই তাওহীদই তো সরল পথ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত দীন। দীন-ই ইসলাম।

৬২. (وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে ফিরাতে না পারে দীন-ই-ইসলাম থেকে এবং কিয়ামত অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি থেকে, সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু, তার শত্রুতা প্রকাশ্য।

৬৩. (وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ ... اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এলো আদেশ-নিষেধ, বিস্ময়কর

নবুওয়াতসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ দীন সম্পর্কে যে মতপার্থক্য করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনে তাঁকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর, আমার বক্তব্য ও উপদেশ মেনে চল।

৬৪. (إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ) আল্লাহ্‌ই তো আমার প্রতিপালক আমার সৃষ্টিকর্তা এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, অতএব তাঁরই ইবাদত কর তাঁর একত্ব ঘোষণা কর। এটি এই তাওহীদ সরল পথ, আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন।

৬৫. (فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ) অতঃপর তাদের কতিপয় দল খ্রিস্টানগণ নিজেদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করল ঈসা (আ) সম্পর্কে। একদল বলল, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র, এরা হল নাসতারিয়া দল। আর একদল বলল, ঈসা (আ) আল্লাহ্-ই। এরা হল মারয়াকূবিয়া দল। আর একদল বলল, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র শরীক তথা অংশীদার, এরা হল মুলকানিয়্যা দল। অপর দল বলল, ঈসা (আ) তিন মাবূ'দের একজন, এরা হল মারকুসিয়্যাহ্। সুতরাং যালিমদের জন্য ঈসা (আ) সম্পর্কে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্তদের জন্য দুর্ভোগ চরম শাস্তি কঠোর শাস্তির দিবসের, যাতনাদায়ক শাস্তির দিনের।

(٦٦) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

(٦٧) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝

(٦٨) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

(٦٩) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝

(٧٠) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝

(٧١) يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৬৬. ওরা তো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে।
৬৭. বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।
৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখিতও হবে না তোমরা-
৬৯. যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল–
৭০. তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।
৭১. স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেথায় রয়েছে সমস্ত কিছু অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে।

৬৬. (هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ) তারা তো কিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে যেহেতু তারা নিজেদের বক্তব্য হতে তাওবা করছে না। এ কিয়ামত আসবে আকস্মিকভাবে হঠাৎ, তারা বুঝতে পারবে না, তাদের উপর শাস্তি আসার সংবাদ জানবে না।

৬৭. (اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ) বন্ধুগণ প্রাণপ্রাচুর্যের সাথীগণ যেমন উকবা

যারা শিরক কুফরী ও অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা করতেন, তারা ব্যতীত। যেমন আবূ বকর (রা), উমর (রা) উসমান (রা), আলী (রা) ও তাঁদের সাথীগণ। তারা কিন্তু ওদের ন্যায় পরস্পর শত্রু হবেন না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ

৬৮. (يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ) হে আমার বান্দাগণ! "আজ তোমাদের কোন ভয় নেই" যখন অন্যরা ভয়ে জর্জরিত এবং দুঃখিতও হবে না যখন অন্যরা দুঃখে জর্জরিত।

৬৯. (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ) তোমরাই তো বিশ্বাস করেছিলে আমার আয়াতে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং তোমরাই ছিলে মুখলিস, তাওহীদ ও ইবাদাতে নিষ্ঠাবান।

৭০. (اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ) তোমরা ও তোমাদের সাথীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদের সাথীগণ মানে তোমাদের স্ত্রীগণ আনন্দ সহকারে হাদিয়া, তোহফা, উপঢৌকন দ্বারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে এবং তোমরা জান্নাতে সুখও উপভোগ করবে।

৭১. (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَّفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ) ওদেরকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্রে তাদের সেবায় নানা প্রকারের খাদ্য ভর্তি থালা ও পানীয় ভর্তি বৃত্তাকার পেয়ালা পরিবেশন করা হবে। এবং সেথায় রয়েছে জান্নাতে রয়েছে অন্তরে যা চায় তা, মন যা কামনা করে তা এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় যা দেখে চক্ষু সান্ত্বনা লাভ করে (وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) এবং তোমরা সেথায় জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে, চিরকাল থাকবে। সেথায় মৃত্যুও হবে না। সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

(৭২) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(৭৩) لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

(৭৪) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

(৭৫) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

(৭৬) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

(৭৭) وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

৭২. ওটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।

৭৩. সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করবে তা হতে।

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী–

৭৫. তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা হতাশ হয়ে পড়বে।

৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং ওরা নিজেরাই ছিল যালিম।

৭৭. ওরা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক, তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।' সে বলবে,

৭২. (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) এটিই জান্নাত, জান্নাত তো এটিই, তোমাদের যার অধিকারী করা হয়েছে তোমরা যাতে অবতরণ করেছ। আমি তোমাদেরকে এটির উত্তরাধিকারী করেছি তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ যা তোমরা দুনিয়াতে করতে এবং যা বলতে।

৭৩. (لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ) তোমাদের জন্য রয়েছে সেথায় জান্নাতে ফলমূল নানা প্রকারের ফল-ফলাদী তোমরা তা হতে আহার করবে সে অসংখ্য প্রকারের ফলমূল হতে তোমরা ভক্ষণ করবে।

৭৪. (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ) অপরাধীগণ আবূ জাহল ও তার সাথীগণ তথা সকল মুশ্‌রিক জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী থাকবে মৃত্যুও হবে না, সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

৭৫. (لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না, বিরতিও দেয়া হবে না এবং শাস্তি ভোগ করতে করতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে শাস্তি প্রত্যাহার ও কোন প্রকার সুবিধা লাভ হতে নিরাশ হয়ে পড়বে।

৭৬. (وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ) আমি ওদের প্রতি যুলুম করিনি ধ্বংস করে, শাস্তি দিয়ে; কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে কুফরি করে ও শির্‌ক করে।

৭৭. (وَنَادَوْا يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ) তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! অধৈর্য হয়ে পড়লে তারা জান্নামের প্রহরী মালিককে ডেকে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন মৃত্যুর ফায়সালা করে দেন। ৪০ বছর পর মালিক বলবে, তোমরা তো একইভাবে থাকবে এ আযাব ও শাস্তিতে থাকবে, বের হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

(৭৮) لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ۝

(৭৯) أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۝

(৮০) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝

(৮১) قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ ۝

৭৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছায়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্য বিমুখ।'

৭৯. ওরা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

৮০. ওরা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশতাগণ তো তাদের নিকট থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

৮১. বল, 'দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী;

৭৮. (لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ) আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে

৭৯. (اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ) তারা কি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে? আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদেরকে ধ্বংস করার।

৮০. (اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ) তারা কি মনে করে যে, সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা ও তার দু'সাথী কি ধারণা করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় পারস্পরিক আলোচনা ও মন্ত্রণা, কা'বা শরীফ এলাকায় কৃত একান্ত আলাপ সম্পর্কে খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি, নিশ্চয়ই শুনি এবং আমার দূতগণ তাদের নিকট থেকে লিখে তাদের গোপনালাপ ও একান্ত পরামর্শ। এ দূতগণ হচ্ছেন প্রহরী তথা কিরামান কাতিবীন। হে মুহাম্মদ (সা)! নাদর ইব্ন হারিছ ও আল্-কামাকে।

৮১. (قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ) বলে দিন যে, আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই, আমি ইবাদতকারীদের অগ্রণী, যারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই কোন শরীক নেই তাদের মধ্যে আমি অগ্রণী।

(٨٢) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

(٨٣) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ۝

(٨٤) وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

(٨٥) وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮২. ওরা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং 'আরশের অধিকারী।'

৮৩. অতএব, ওদেরকে যে দিবসের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।

৮৪. তিনিই ইলাহ্ নভোমন্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৫. কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৮২. (سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) তারা যা আরোপ করে সন্তান ও শরীক সম্পর্কিত তারা যা মন্তব্য করে, তা হতে তিনি পবিত্র, মহান, আকাশরাজি ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী হে মুহাম্মদ (সা)!

৮৩. (فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَ هُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ) তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর ছেড়ে দাও তারা বাক-বিতণ্ডা করুক বাতিল ও অসত্য নিয়ে এবং ক্রীড়া-কৌতুক করুক কুরআন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করুক সে পর্যন্ত যখন তারা সম্মুখীন হবে দেখবে সে প্রতিশ্রুতির দিন মৃত্যু ও আযাবের প্রতিশ্রুতি দিবসে।

৮৪. (وَهُوَ الَّذِيْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِى الاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ) তিনি ইলাহ্ নভোজগতে আকাশের সব কিছুর ইলাহ্ এবং তিনি ইলাহ্ ভূতলে ভূ-জগতের সব কিছুর ইলাহ্ তিনি প্রজ্ঞাময়

৮৫. (وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ) কত মহান তিনি সমুচ্চ, শরীক ও সন্তান হতে পবিত্র যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি, সকল সৃষ্টির মালিক কিয়ামতের জ্ঞান কিয়ামত অনুষ্ঠানের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে (وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আখিরাতে পরকালে।

(٨٦) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(٨٧) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

(٨٨) وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

(٨٩) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৮৬. আল্লাহ্র পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে উহার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।

৮৭. যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে, ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

৮৮. আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি– 'হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনবে না।'

৮৯. সুতরাং তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; ওরা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৮৬. (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) আল্লাহ্র পরিবর্তে যারা ওদেরকে ডাকে আল্লাহ্কে ব্যতীত যাদের ইবাদত করে সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। বলা হচ্ছে যে, ফিরিশতাগণ কারো জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম নয়। তবে সত্য উপলব্ধি করে যারা সেটির নিষ্ঠা সহকারে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর সাক্ষ্য দেয় এবং তারা জানে যে, নিজেদের বিশ্বাস মুতাবিক এটি সত্য। উপরোক্ত আয়াতটি বনূ মালীহ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে, তারা বলেছিল যে ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা।

৮৭. (وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ) যদি তুমি জিজ্ঞেস কর ওদেরকে বনূ মালীহকে কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্, আল্লাহ্ই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে, স্বীকার করার পরও তারা কোত্থেকে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?

৮৮. (وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ) আমি অবগত আছি তার উক্তি, মুহাম্মদ (সা) বলেছেন হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনবে না তোমার প্রতি ও কুরআনের প্রতি, সুতরাং ওদেরকে যা ইচ্ছা তাই করুন।

৮৯. (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ) সুতরাং তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে বলা হল যে, তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও। এবং বল 'সালাম'। সঠিক কথা তারা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে বদর দিবসে, উহুদ ও খন্দকের লড়াইয়ের দিবসে। এটি তাদের জন্য চরমপত্র। তারপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর

সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৯ আয়াত, ৩৪৬ শব্দ, ১৪৩১ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

(٣) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ

(٤) فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ

(٥) اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ

১. হা-মীম।

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের,

৩. আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী।

৪. এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়;

৫. আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি,

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

১. (حٰمٓ) হা-মীম এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যা হওয়ার আল্লাহ্ তা'আলা তার ফায়সালা করেছেন। অর্থাৎ তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২. (وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের অর্থাৎ সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, যা কিছু হওয়ার সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর পূরোটিই শপথ। আল্লাহ্ শপথ করেছেন হা-মীম ও সুস্পষ্ট কুরআনের যা হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ প্রকাশক।

৩. (اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ) আমি তা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ জিব্‌রাঈলকে প্রেরণ করেছি কুরআনসহ। এই বিষয়টি শপথ করে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈল (আ)-কে দুনিয়ার আকাশে ... লিপিকারদেরকে তা পড়ে শুনান। এ লেখকগণ দুনিয়ার

আকাশের অধিবাসী এক মুবারক রজনীতে রহমত, ক্ষমা ও বরকতের রাত্রিতে. সেটি হল লাইলাতুল কদর। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈলকে প্রয়োজন মুতাবিক আয়াত ও সূরা নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। প্রথম অবতরণ ও সর্বশেষ অবতরণের মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল ২০ বছর। (انا كنا منذرين) আমি তো সতর্ককারী, কুরআন দিয়ে ভয় প্রদর্শনকারী।

৪. (فيها يفرق كل امر حكيم) সেই রাত্রিতে লাইলাতুল কদরে স্থিরীকৃত হয় বর্ণিত হয় প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক বছর হতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত যা ঘটবে।

৫. (امرا من عندنا انا كنا مرسلين) আমার আদেশক্রমে, এতো আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা। দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈল (আ), মীকাঈল (আ), ইস্‌রাফীল ও মালাকুল মাওতকে এক বছর হতে অপর বছরের সূচনা পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব জানিয়ে দিই। আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি, কিতাবসহ রাসূলগণকে পাঠাই।

(٦) رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ

(٧) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

(٨) لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(٩) بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

(١٠) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۙ

(١١) يَّغْشَى النَّاسَ ۚ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ-

৭. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সে দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক- যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

৯. বস্তুত তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।

১০. অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ,

১১. এবং তা আবৃত করে ফেলবে। এটা হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. (رحمة من ربك انه هو السميع العليم) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ, নি'য়ামত স্বরূপ, কিতাবসহ রাসূল প্রেরণ করত বান্দাদেরকে তিনি করুণা করেন। তিনি শুনেন কুরায়শদের মন্তব্য। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন। তিনি অবহিত ওদের সম্পর্কে এবং ওদের শাস্তি

৭. (رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ) যিনি আকাশরাজি, পৃথিবী ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা, সেই আল্লাহ্, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও এটির সত্যায়ন করে থাক। যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

৮. (لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ) তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সৃষ্টিকর্তা নেই, তিনি জীবন দান করেন পুনরুত্থানের জন্য এবং মৃত্যু ঘটান দুনিয়াতে, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও সৃষ্টিকর্তা।

৯. (بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ) বস্তুত তারা, মক্কার কাফিররা কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে, কিয়ামত অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্রূপ-উপহাস করছে।

১০. (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ) অতএব তুমি অপেক্ষা কর হে মুহাম্মদ (সা) তাদের উপর শাস্তি আগমনের প্রতীক্ষায় থাক। যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সুস্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে।

১১. (يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তা আবৃত করে ফেলবে,এ ধূম্র ঢেকে ফেলবে মানব জাতিকে, এটি হবে এই ধোঁয়া হবে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং তা হল দুর্ভিক্ষ ও অনাহার।

(١٢) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٣) اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

(١٤) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝

(١٥) اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝

(١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝

১২. তখন ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই শাস্তি হতে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনব।'
১৩. তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;
১৪. অতঃপর তারা তাঁকে অমান্য করে বলে, 'সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল!'
১৫. আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি- তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।
১৬. যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।

১২. (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ) তখন তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনব।" তোমাতে, তোমার রাসূল ও তোমার কিতাবে ঈমান আনব।

হয়েছে যে, যখন আমি বদরের যুদ্ধে তাদেরকে ধ্বংস করে দেব; তখন তারা ঈমান আনবে কেমন করে? এও বলা হয় যে, কিয়ামতের দিনে তারা কেমন করে ঈমান আনবে? ওদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যাদাতা রাসূল মুহাম্মদ (সা), যিনি তাদের জানা ভাষায় তাদের নিকট সব বিষয় স্পষ্ট করে বলেছেন।

১৪. (ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ) তারপর তারা তাদেরকে অমান্য করেছে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে বিমুখ হয়েছে এবং বলেছে, "সে তো শিখানো বুলি বলছে" যবর ও ইয়াসার তাকে যা শিখায় সে তো তা-ই বলে, সে তো পাগল, রুদ্ধকণ্ঠ।

১৫. (اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ) আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করলে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, স্বল্প কালের জন্য তথা বদর দিবস পর্যন্ত প্রত্যাহার করলে তোমরা তো আবার ফিরে যাবে পাপাচারের দিকে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের আযাব প্রত্যাহার করে দিলেন তখন তারা পুনরায় পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল এবং বদর দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পরবর্তী বাণীতে তা স্পষ্ট।

১৬. (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ) যেদিন আমি প্রবলভাবে আক্রমণ করব চরম শাস্তি দান করব, বদর দিবসে তরবারি দিয়ে সেদিন আমি প্রতিশোধ নিবই ওদের থেকে, শাস্তি দিয়ে।

(١٧) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝

(١٨) اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

(١٩) وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٠) وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۝

(٢١) وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ۝

১৭. এদের পূর্বে আমি তো ফির'আওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল,
১৮. সে বলল, 'আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।'
১৯. 'এবং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে উদ্ধত হবে না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।'
২০. 'তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিতেছি।'
২১. 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তবে তোমরা আমা হতে দূরে থাক।'

১৭. (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ) আমি পরীক্ষা করেছিলাম, যা করেছিলাম ওদের পূর্বে কুরায়শদের পূর্বে ফিরআ'উনের সম্প্রদায়কে, ফিরআ'উন ও তার জাতিকে আযাব দিয়ে এবং ওদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাবান, তিনি হযরত মূসা (আ)।

১৮. (اَنْ اَدُّوْا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ) তিনি বলতেন, আমার নিকট দিয়ে দাও, আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর এবং আমার সাথে যেতে দাও আল্লাহ্র বান্দাদেরকে, বনী ইসরাঈলকে, আমি

১৯. (اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ) তোমরা উদ্ধত হয়ো না, দম্ভ করো না এবং মিথ্যারোপ করো না আল্লাহ্‌র উপর, আমি উপস্থিত করেছি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ, প্রকাশ্য দলীল ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি।

২০. (وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ) আমাকে হত্যা করা হতে আমি শরণ নিতেছি আমার প্রতি তোমাদের প্রস্তর নিক্ষেপ হতে আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট।

২১. (وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ) তোমরা যদি আমার কথায় ঈমান না আন, আমার রিসালাত বিশ্বাস না কর তবে তোমরা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করো না, আমাকে একা থাকতে দাও। আমার পক্ষেও কিছু করো না, বিপক্ষেও নয়।

(٢٢) فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝

(٢٣) فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝

(٢٤) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۝

(٢٥) كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(٢٦) وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝

(٢٧) وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۝

২২. অতঃপর মূসা তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করল, 'এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

২৩. আমি বলছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাকে নিয়ে রজনী যোগে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।'

২৪. সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, এরা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে।

২৫. তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,

২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

২৭. কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত!

২২. (فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ) অতঃপর মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করলেন : এরা এক অপরাধী সম্প্রদায়," মুশরিক জাতি নিজেদেরকে ধ্বংস করার অপরাধে লিপ্ত, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে বললেনঃ

২৩. (فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ) তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড় বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রির প্রথমাংশে যাত্রা কর। তোমাকে পশ্চাদ্ধাবন করা হবে সমুদ্রে।

২৪. (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ) সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, মূসা (আ) ও তার সম্প্রদায় অতিক্রম করতে পারে এ পরিমাণ প্রশস্ত পথ। নিঃসন্দেহে তারা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় এমন

২৫. (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ) তারা রেখে গেছে, ছেড়ে গেছে কত উদ্যান কত বাগান কত প্রস্রবণ, বাগানে বহমান ঝর্ণা।

২৬. (وَزُرُوْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ) কত শস্যক্ষেত্র ফসলের ক্ষেত এবং সুরম্য প্রাসাদ, মনোরম বাসস্থান।

২৭. (وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ) এবং কত বিলাস উপকরণ যা ওদেরকে আনন্দ দিত, যাতে তারা আনন্দ উপভোগ করত।

(২৮) كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

(২৯) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ○

(৩০) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ○

(৩১) مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

(৩২) وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

(৩৩) وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ○

২৮. এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।
২৯. আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করে নি এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হয় নি।
৩০. আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে,
৩১. ফির'আওনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে।
৩২. আমি জেনেশুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম,
৩৩. এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা;

২৮. (كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ) এভাবে ওদের সাথে যে আচরণ করেছি সেভাবে এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে, ওদের পর বনী ইসরাঈলকে এগুলোর উত্তরাধিকারীত্ব দিয়েছিলাম।

২৯. (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ) তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের জন্য আকাশ আকাশের দরজা এবং পৃথিবী এবং পৃথিবীতে তাদের সালাতের স্থান তথা জায়নামায। কারণ কোন মু'মিন লোকের মৃত্যু হলে আকাশের যে দরজা দিয়ে তার আ'মল তথা কর্ম উপরে যেত এবং তার রিযক অবতীর্ণ হত সে দরজা তার শোকে ক্রন্দন করে আবার পৃথিবীর যে স্থানে সে সালাত আদায় করত সে মুসল্লা তথা সালাত-স্থান তার জন্য ক্রন্দন করে। কিন্তু ফিরআ'উন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর আকাশের কোন দরজা কাঁদেনি। কারণ তার আমল ওঠার জন্য আকাশে কোন দরজা ছিল না। তার জন্য পৃথিবীও কাঁদেনি, যেহেতু পৃথিবীতে তার সালাতের স্থান ছিল না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি, নিমজ্জিত না হয়ে বেঁচে থাকার কোন সুযোগ দেয়া হয়নি।

৩০. (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ) আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনী

৩১. (مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ) ফিরআ'উন থেকে ও তার সম্প্রদায় থেকে, তারা ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত, মহিলাদেরকে দাসী বানাত আরো কত কী! সে তো ছিল পরাক্রান্ত বিরোধিতাকারী, সত্যদ্রোহী, সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শিরকে লিপ্তদের মধ্যে।

৩২. (وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) আমি জেনেশুনে ওদেরকে মনোনীত করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম বিশ্বে তাদের যুগের অধিবাসীদের উপরে মান্না-সালওয়া দিয়ে, কিতাব দিয়ে এবং সমুদ্রে ডুবে যাওয়া হতে উদ্ধার করে।

৩৩. (وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ) এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম, দান করেছিলাম নিদর্শনাবলী, চিহ্নসমূহ, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা, বিরাট পুরস্কার, অপর ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট পরীক্ষা আর তা হল, তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন ফির'আওন থেকে, সমুদ্র ডুবি থেকে এবং তীহ্ ময়দানে তাদের জন্য মান্না-সালওয়া নাযিল করেছেন ইত্যাদি। হে মুহাম্মদ (সা)!

(٣٤) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ

(٣٥) اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ○

(٣٦) فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٣٧) اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

(٣٨) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

৩৪. ওরা বলে থাকে,

৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না।'

৩৬. 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।'

৩৭. শ্রেষ্ঠ কি ওরা, না তুব্বা' সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই ওরা ছিল অপরাধী।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি;

৩৯. আমি এই দু'টি অযথা সৃষ্টি করি নি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

৩৪. (اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُوْلُوْنَ) ওরা তোমার সম্প্রদায় বলে থাকে যে,

৩৫. (اِنْ هِيَ اِلاَّ مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ) আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আর পুনরুত্থিত হব না, মৃত্যুর পর আর আমাদেরকে জীবিত করা হবে না। সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা)! আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব এ কথায়।

৩৬. (فَاْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব

৩৭. (اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ) শ্রেষ্ঠ কি তারা উত্তম কি তোমার সম্প্রদায়, না তুব্বা' সম্প্রদায়, হিময়ারের সম্প্রদায়। তুব্বা' এর মূল নাম আস'আদ ইব্ন মালকী কুব, উপনাম আবূ কুরাব। তার অনুসারীর সংখ্যা প্রচুর হওয়ায় তাকে তুব্বা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ও তাদের পূর্ববর্তীগণ, তুব্বা' সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী লোকগণ আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি, তারা ছিল অপরাধী মুশরিক, তাদের আযাব ও ধ্বংস দেখেও কি তোমার সম্প্রদায় সতর্ক হচ্ছে না?

৩৮. (وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, এ দু'য়ের মাঝখানে, মধ্যবর্তী সৃষ্ট জগত এগুলো আমি ক্রীড়ার ছলে সৃষ্টি করিনি, খেলাচ্ছলে সৃজন করিনি।

৩৯. (مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) এ দু'টো আমি সৃষ্টি করেছি সত্য ও যথাযথভাবে সত্যের জন্য, বাতিল ও অসত্যের জন্য নয়। কি তাদের অধিকাংশই মক্কার অধিবাসীগণ জানে না সেটি এবং তা সত্য বলেও মেনে নেয় না।

(٣٩) مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤٠) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٤١) يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(٤٢) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

(٤٣) اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ○

(٤٤) طَعَامُ الْاَثِيْمِ ○

(٤٥) كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ○

(٤٦) كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ○

(٤٧) خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○

৪০. সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস।

৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না, এবং ওরা সাহায্যও পাবে না।

৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে-

৪৪. পাপীর খাদ্য;

৪৫. গলিত তাম্রের মত; তা উদরে ফুটতে থাকবে,

৪৬. ফুটন্ত পানির মত।

৪৭. তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,

৪০. (اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ) নিঃসন্দেহে বিচারের দিন জগতরাজির মধ্যে ফায়সালা

৪১. (يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ) সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না অর্থাৎ আত্মীয় আত্মীয়ের জন্য, কাফির অপর কাফিরের জন্য এবং ঘনিষ্ঠ জন অপর ঘনিষ্ঠ জনের জন্য সুপারিশ করা কিংবা আল্লাহ্‌র আযাব হতে মুক্ত করার কোন কাজে আসবে না। এবং তারা সাহায্যও পাবে না, তাদের জন্য নির্ধারিত আযাব হতে রক্ষাও পাবে না।

৪২. (اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ) তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, মু'মিনগণ, তাদের অবস্থা এরূপ হবে না, বরং একে অপরের জন্য সুপারিশ করবে। তিনি তো পরাক্রমশালী, কাফিরদের শাস্তিদানে অপ্রতিরোধ্য, পরম দয়ালু মু'মিনদের জন্য।

৪৩. (اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে

৪৪. (طَعَامُ الْاَثِيْمِ)পাপীর খাদ্য, জাহান্নামে অবস্থানকারী আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথী-সঙ্গী সত্যত্যাগীদের খাদ্য,

৪৫. (كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ) গলিত তাম্রের মত, ঘন কাল, তৈলের খৈলের ন্যায়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় গলিত রৌপ্যের ন্যায় উত্তপ্ত। উদরের মধ্যে ফুটতে থাকবে

৪৬. (كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ) ফুটন্ত পানির মত, উত্তপ্ত পানির ন্যায়, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের প্রহরীগণকে নির্দেশ দিয়ে বলবেন ঃ

৪৭. (خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ) তাকে ধর, আবূ জাহ্‌লকে এবং টেনে নিয়ে যাও পিছনে রেখে টেনে নিয়ে যাও, অপর ব্যাখ্যায় তাড়িয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, মাঝখানে।

(٤٨) ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝

(٤٩) ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝

(٥٠) اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝

(٥١) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

(٥٢) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(٥٣) يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

(٥٤) كَذٰلِكَ ۟ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝

(٥٥) يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝

৪৮. অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও-

৪৯. এবং বলা হবে, 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।'

৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

৫৩. তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে।

৫৪. এরূপই ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হুর,

৫৫. সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।

৪৮. (ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ) তারপর ঢেলে দাও তার মাথার উপর মাথায় ফুটন্ত পানি। লৌহ মুদগর দিয়ে মাথায় আঘাত করে তারপর গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে।

৪৯. (ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ) এবং বলা হবে, আস্বাদ গ্রহণ কর হে আবূ জাহ্‌ল, তুমি তো ছিলে প্রতাপশালী তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে, অভিজাত তা দের নিকট। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, তুমি তো আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে দম্ভকারী, অহংকারী ছিলে এবং তাদের মাঝে ছিলে অভিজাত।

৫০. (اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ) এটা তো সেটিই এ শাস্তিতো সেটিই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে দুনিয়াতে যে, এগুলো অনুষ্ঠিত হবে না।

৫১. (اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ) মুত্তাকীরা থাকবেন আবূ বকর (রা) ও তাঁর অনুসারীরা যারা কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা থেকে আত্মরক্ষা করে নিরাপদ স্থানে মৃত্যু, শাস্তি ও প্রাপ্ত সুবিধা হারানো থেকে নিরাপদ স্থানে।

৫২. (فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ) উদ্যানে বাগানসমূহে এবং ঝর্ণাসমূহে মদ্য, পানি, দুধ ও মধুর প্রস্রবণে।

৫৩. (يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ) তারা পরিধান করবে মিহি রেশমী বস্ত্র যা খুবই হাল্কা এবং পুরু রেশমী বস্ত্র যা মোটা এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে একে অন্যের সামনা সামনি বসবে।

৫৪. (كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ) এভাবেই, জান্নাতে মু'মিনদের স্থান এ রকমই, তাদেরকে সংগিণী দিব জান্নাতে শান্তির ব্যবস্থা করে দিব আয়তলোচনা হুর দিয়ে, শ্বেত ধবধবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট সুশ্রী রমণী দিয়ে।

৫৫. (يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ) সেথায় তারা আনতে বলবে, জান্নাতে তারা চাইবে, অপর ব্যাখ্যায় পরস্পর আদান প্রদান করবে প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যু, শাস্তি ও প্রাপ্ত সুযোগ হারানো থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে বিবিধ ফলমূল সকল প্রকারের ফলমূল তারা সেথায় জান্নাতে।

(٥٦) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ

(٥٧) فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(٥٨) فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

(٥٩) فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন-

৫৮. আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাও তো প্রতীক্ষমান।

৫৬. (لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ الاَّ الْمَوْتَةَ الاُوْلٰى وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ) তারা প্রথম মৃত্যুর পর দুনিয়ার মৃত্যুর পর আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না এবং তাদেরকে রক্ষা করবেন তাদের প্রভু সরিয়ে রাখবেন তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি, দোজখের আযাব।

৫৭. (فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তোমার প্রতিপালকের ইহসান ও দয়া প্রদর্শন হিসেবে। অপর ব্যাখ্যায় তোমার প্রতিপালকের দান হিসেবে। এটি তো এই অনুগ্রহই তো মহা সাফল্য, পরিপূর্ণ মুক্তি যে, তারা জান্নাত লাভে সফলকাম ও জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি লাভ করল।

৫৮. (فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কুরআন পঠন তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে কুরআন এর মাধ্যমে।

৫৯. (فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ) সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, বদর দিবসে তারা ধ্বংস হবে এ অপেক্ষায় থাক, তারাও তো প্রতীক্ষমান, তোমার ধ্বংসের অপেক্ষায় আছে, অনন্তর বদর দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

সূরা জাছিয়া

মক্কী, ৩৭ আয়াত, ৬৪৪ শব্দ, ২৬০০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

(٣) اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٤) وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

(٥) وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

১. হা-মীম।

২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

৪. তোমাদের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য;

৫. নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

১. (حٰمٓ) হা-মীম এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যা হবার তা সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছেন, অর্থাৎ প্রকাশ করে দিয়েছেন। অপর ব্যাখ্যায় এ হল একটি শপথ, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন।

২. (تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ) এ কিতাব অবতীর্ণ, এ কিতাব বাক্যালাপ পরাক্রমশালী যারা ঈমান আনে না তাদের শাস্তি দানে, যিনি অপ্রতিরোধ্য ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র, তিনি নির্দেশ

৩. (إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) নিঃসন্দেহে আকাশরাজিতে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ও মেঘ ইত্যাদি যা কিছু আকাশে আছে সেগুলোতে এবং পৃথিবীতে বৃক্ষ, পর্বতমালা ও সমুদ্র ইত্যাদি যা কিছু পৃথিবীতে আছে সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে চিহ্নসমূহ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ রয়েছে মু'মিনদের জন্য, ঈমানে যারা সত্যবাদী তাদের জন্য।

৪. (وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ) তোমাদের সৃজনে এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরে পরিবর্তনে তোমাদের জন্য নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে ও সৃজিত প্রাণী কুলে নিদর্শন রয়েছে, চিহ্ন ও শিক্ষা রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য, সত্যায়নকারীদের জন্য।

৫. (وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, রাত ও দিনের রূপান্তরে, হ্রাস-বৃদ্ধিতে ও আগমন-নির্গমনে তোমাদের জন্য চিহ্ন ও শিক্ষা রয়েছে এবং আল্লাহ্ আকাশ হতে যে জীবিকা অবতীর্ণ করেন, বারি বর্ষণ করেন এরপর তা দ্বারা, বারি দ্বারা ধরিত্রীকে পুনরুজ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর, নির্জীব ও শুষ্ক হবার পর, তাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে (وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) এবং বায়ুর পরিবর্তনে উত্তরে, দক্ষিণে, সম্মুখ পানে, পিছনের দিকে এবং কখনো আযাব হয়ে, কখনো করুণা হয়ে বাতাসের রূপান্তরে নিদর্শন রয়েছে প্রমাণ ও শিক্ষা রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, যারা বিশ্বাস করে যে, এগুলো সব আল্লাহ্র পক্ষ হতে সংঘটিত হচ্ছে।

(٦) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

(٧) وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ○

(٨) يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٩) وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۣ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৬. এগুলি আল্লাহ্র আয়াত, যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ্র এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

৮. যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে যেন সে তা শুনেইনি। তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির;

৯. যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৬. (تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ) এগুলো আল্লাহ্র আয়াত আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি, জিব্রাঈল (আ) এগুলো নিয়ে তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে যথাযথভাবে সত্য ও অসত্য বর্ণনার জন্য, (فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং আল্লাহ্র, তাঁর বাণীর ও তাঁর আয়াতের তাঁর পরিবর্তে তারা আর কোন কথায় কোন বাণীতে বিশ্বাস করবে?

৭. (وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ) দুর্ভোগ, কঠোর আযাব অপর ব্যাখ্যায় ওয়ায়ল হচ্ছে জাহান্নামে রক্ত ও পুঁজের উপত্যকা, প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী, পাপী, সত্যত্যাগীর জন্য। এ লোক হচ্ছে নযর ইবন হারিস।

৮. (يَسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا) যে আল্লাহ্‌র আয়াত শুনে, আল্লাহ্‌র আয়াতের তিলাওয়াত শ্রবণ করে যা তার নিকট আবৃত্তি করা হয় আদেশ নিষেধ সহকারে তার নিকট তিলাওয়াত করা হয় অথচ ঔদ্ধত্য সহকারে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান না এনে অটল থাকে অবিচল থাকে কুফরীতে, যেন সে শুনেনি, মনে রাখেনি। (فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ) হে মুহাম্মদ (সা)! তাকে সংবাদ দাও মর্মান্তিক শাস্তির। অবশেষে সে বদর দিবসে অসহায়ভাবে নিহত হয়েছে।

৯. (وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا نِ اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) সে যখন অবগত হয় শুনে আমার কোন আয়াত কুরআনের কোন আয়াত সে তা নিয়ে উপহাস করে হাসাহাসি করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। এ ব্যক্তি নযর ইবন ইযরিম।

(১০) مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

(১১) هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

(১২) اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(১৩) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

১০. ওদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসবে না, ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে, তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

১১. এ কুরআন সৎপথের দিশারী; যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

১২. আল্লাহ্‌ই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও,

১৩. তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন।

১০. (مِنْ وَّرَآءِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا) ওদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম ভবিষ্যতে মৃত্যুর পরে রয়েছে জাহান্নাম, ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসবে না, সঞ্চিত মালামাল এবং কৃত পাপাচার আল্লাহ্‌র আযাব হতে উদ্ধারে কোন উপকারে আসবে না। (وَلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক প্রভু ও মালিক স্থির করেছে

১১. (هٰذَا هُدًى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ) এটি হিদায়াত, এই কুরআন ভ্রান্তি হতে সত্যের দিকে পথপ্রদর্শনকারী, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন প্রত্যাখ্যান করে, এ হচ্ছে নযর ইব্‌ন হারিস ও তার সাথীরা, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মান্তিক শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১২. (اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) আল্লাহ্ই তো নিয়োজিত করে দিয়েছেন অনুগত করে দিয়েছেন তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে, যাতে সেথায় নৌযানসমূহ নৌকা, জাহাজ, স্টীমার চলাচল করতে পারে তাঁর অনুমতিতে তাঁর নির্দেশে এবং যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার অর্জন করতে পার তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর জীবিকা এবং যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁর অবদানের শোকরিয়া জ্ঞাপন কর।

১৩. (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ) এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের উপকারে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন আকাশের সব কিছু চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি, মেঘমালা ইত্যাদি এবং পৃথিবীর সব কিছু- বৃক্ষ, জীব-জন্তু, পর্বতমালা ও নদ-নদী ইত্যাদি তাঁর অনুগ্রহে তাঁর পক্ষ হতে এটিতে আলোচিত বিষয়াদিতে নিদর্শন রয়েছে, প্রমাণ ও শিক্ষা রয়েছে চিন্তাশীল সম্পদায়ের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

(١٤) قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

(١٦) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٧) وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১৪. মু'মিনদেরকে বল, 'তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে, যারা আল্লাহ্‌র দিবসগুলোর প্রত্যাশা করে না; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

১৫. যে সৎ কর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৬. আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর।

১৭. তদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশত বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন।

১৪. (قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا

জানিয়ে দাও তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে, যারা আল্লাহ্‌র দিবসগুলোর আল্লাহ্‌র আযাবের প্রত্যাশা করে না ভয় করে না অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে যাতে আল্লাহ্ প্রতিদান প্রদান করেন সে সম্প্রদায়কে, উমার (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদের কৃত ভাল কাজের বিনিময়ে। এ ছিল হিজরতের পূর্বের বিষয়, তারপর কিন্তু তারা জিহাদে আদিষ্ট হয়েছেন।

১৫. (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ) যে সৎকর্ম করে ঈমান যোগে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সে করে তারই কল্যাণের জন্য, সাওয়াব তো সে-ই পাবে; আর যে কেউ মন্দ কর্ম করে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে; শাস্তি তারই উপর বর্তাবে তারপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে মৃত্যুর পর, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃত কর্মের প্রতিদান দিবেন।

১৬. (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ) আমি তো দান করেছিলাম দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও কর্তৃত্ব, জ্ঞান ও প্রতিভা এবং নবুওয়াত, ওদের মধ্যে বহু নবী ছিলেন এবং কিতাবরাজিও ছিল এবং আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম মান্না-সালওয়া দিয়েছিলাম। অপর ব্যাখ্যায় গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের জন্য হালাল করেছিলাম (وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) এবং তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম বিশ্বজগতের উপর কিতাব ও রাসূল দিয়ে তাদের যুগের অধিবাসীদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম।

১৭. (وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ) এবং আমি দিয়েছি ওদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দীনের ব্যাপারে খোলাখুলি দলীল এরপর ওদের নিকট জ্ঞান আসবার পর তাদের কিতাবে সব কিছুর বর্ণনা পাবার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত হিংসা বশত বিরোধিতা করেছিল কুরআন ও মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করেছিল। (اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে ইয়াহূদী খ্রিস্টান ও মু'মিনদের মধ্যে সে বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত দীনের যে বিষয়ে তারা দুনিয়াতে ভিন্নমত পোষণ করত।

(১৮) ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(১৯) اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

(২০) هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১৮. এর পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করোনা।

১৯. আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্‌তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০. এই কুরআন মানব জাতির জন্য

১৮. (ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) তারপর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের জন্য আমার ইবাদত ও আনুগত্যের নিয়ম ও পদ্ধতি প্রচারের জন্য, সুতরাং সেটির অনুসরণ কর সেটিতে অবিচল থাক এবং তা কর্মে পরিণত কর।

অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, যে ইসলাম দিয়ে আমি তোমাকে মর্যাদাবান করেছি এবং জগতকে সেটির প্রতি আহ্বান করতে নির্দেশ দিয়েছি, তুমি তাদের খেয়াল-খুশির, দীনের অনুসরণ করবে না, যারা জানেনা তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, অর্থাৎ ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকগণ।

১৯. (اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا) তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র আযাবের মুকাবিলায় তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তা হলেও। (وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ) যালিমরা কাফিরগণ একে অপরের বন্ধু একে অপরের দীনের সমর্থক। আর আল্লাহ্ তো বন্ধু মুত্তাকীদের, যারা কুফরী শিরক ও অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা করে।

২০. (هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ) এটি কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল, প্রকাশ্য বর্ণনা এবং পথনির্দেশ ভ্রান্তি হতে সত্যের দিকে এবং রহমত আযাব হতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে সত্য বলে গ্রহণ করে।

(٢١) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۟

(٢٢) وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۟

(٢٣) اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۟

২১. দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে ওদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? ওদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

২২. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

২৩. তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২১. (اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে শিরকবাদী উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ ইবন উতবা প্রমুখ যারা বদর দিবসে আলী (রা)

আখিরাতে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকব, যেমনটি দুনিয়াতে আছি, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন যে, তারা কি ধারণা করে আমি তাদেরকে কাফিরদেরকে আখিরাতে সওয়াবের দিক থেকে সমান গণ্য করব তাদের, যারা ঈমান আনে আলী (রা) ও তাঁর সাথীদ্বয় এবং সৎকর্ম করে নিজেদের প্রভুর আনুগত্য করে যে (سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) ওদের জীবন ঈমান সহকারে মু'মিনদের জীবন এবং ওদের মৃত্যু ঈমানের সাথে তাদের মৃত্যু এবং কুফরীর সাথে কাফিরদের জীবন এবং কুফরীতে তাদের মৃত্যু কি সমান গণ্য করব? উভয় পক্ষ সমান নয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, মু'মিনদের জীবন ও মৃত্যু, ঈমান, আনুগত্য ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে তাদের মৃত্যু এক সমান। আবার কাফিরদের জীবন ও কুফরী পাপাচার ও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিতে তাদের মৃত্যু সমান সমান। ওদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ, নিজেদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করে।

২২. (وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে সত্যের জন্য এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি পুণ্যবান পাপী নির্বিশেষে তার কর্মানুযায়ী ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক ফল পেতে পারে, ওদের প্রতি যুলুম করা হবে না। পুণ্য হ্রাস করা হবে না এবং পাপ বর্ধিত করা হবে না। হে মুহাম্মদ (সা)!

২৩. (اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً) তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিমত ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? যে নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে উপাস্য নির্ধারণ করেছে, তার প্রবৃত্তি যখন যেটিকে চায় তখন সে সেটিকে পূজা করে, এ ব্যক্তি হচ্ছে নযর। অপর ব্যাখ্যায় আবু জাহ্ল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হারিস ইব্ন কায়স। এবং যাকে আল্লাহ্ জেনে-শুনেই বিভ্রান্ত করেছেন ঈমান হতে। আল্লাহ্ জানেন যে, সে ভ্রান্তপন্থী এবং মোহর করে দিয়েছেন তার কর্ণে যাতে সত্য না শুনে ও হৃদয়ে যাতে সত্য উপলব্ধি করতে না পারে। তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ অন্তরায়, যাতে সে সত্য দেখতে না পায় (فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ) অতএব কে তাকে হিদায়াত করবে, কে তাকে আল্লাহ্র দীনের প্রতি পথ দেখাবে? আল্লাহ্র পরে, আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করার পর, (اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ) তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করবে না যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

(٢٤) وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

(٢٥) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٢٦) قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৫. তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।

২৬. বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

২৪. (وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا) তারা বলে, মক্কার কাফিরগণ বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি ক্রমাগত পিতৃকুল মৃত্যু বরণ করে সন্তানগণ বেঁচে থাকে (وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ) আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে অর্থাৎ রাত, দিন ও মাস-বৎসরের অতিক্রমন ও দীর্ঘায়ন আমাদেরকে মৃত্যু দেয়, এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্যের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, দলীল-প্রমাণ নেই। তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে, কল্পনাপ্রসূত বক্তব্য রাখে।

২৫. (وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তাদের নিকট, আবু জাহ্ল ও তার সঙ্গীদের নিকট যখন তিলাওয়াত করা হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াত আদেশ-নিষেধের বর্ণনায় যা পরিপূর্ণ, স্পষ্ট, তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না আত্মপক্ষ সমর্থন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যের কোন উত্তর তারা দিতে পারে না কেবল এ উক্তি ছাড়া যে, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর হে মুহাম্মদ (সা)! আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দাও, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখব যে, তোমার বক্তব্য সত্য কি মিথ্যা। যদি তোমরা সত্যবাদী হও যে, মৃত্যুর পর আমরা পুনরুজ্জীবিত হব।

২৬. (قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ) হে মুহাম্মদ (সা) বলে দাও আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গীদেরকে, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করবেন কবরের মধ্যে তারপর মৃত্যু দিবেন কবরের মধ্যে তারপর তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, প্রথমত আল্লাহ্ তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, তারপর জীবিত করবেন এবং তারপর কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, সংশয় নেই। (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কাবাসীগণ তা জানে না এবং বিশ্বাস করে না।

(٢٧) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ○

(٢٨) وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٩) هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٣٠) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত,

২৮. এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার 'আমলনামার প্রতি

২৯. 'এ-ই আমার লিপি, এ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।'

৩০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে। এটাই মহা সাফল্য।

২৭. (وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ) আকাশের সার্বভৌমত্ব আকাশের সম্পদরাজি তথা বৃষ্টি এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব গাছপালা-উদ্ভিদ ফসলাদি আল্লাহ্‌রই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে কিয়ামতের দিনে সে দিন মিথ্যাশ্রয়ীরা মুশরিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুনিয়া ও আখিরাত হারিয়ে লোকসানগ্রস্ত হবে।

২৮. (وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً) এবং তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে দেখবে নতজানু একত্রিত (كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا) প্রত্যেক সম্প্রদায়কে প্রত্যেক ধর্মানুসারীদেরকে নিজেদের আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে; পুণ্যকর্মের দপ্তর ও পাপাচারের দপ্তর পড়তে বলা হবে। তাদের এক পক্ষকে কিতাব দেওয়া হবে ডান হাতে অপর পক্ষকে দেওয়া হবে বাম হাতে। (اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে এবং দুনিয়াতে বলতে।

২৯. (هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) এই আমার লিপি, প্রহরীদের রক্ষিত দপ্তর এটি তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে (اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) আমি লিপিবদ্ধ করতাম লিখে রাখতাম যা তোমরা করতে এবং বলতে দুনিয়াতে।

৩০. (فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং সৎকর্ম করে, আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর জান্নাতে (ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ) এটাই মহা সাফল্য, পূর্ণ মুক্তি, জান্নাত ও তদস্থিত সুখ লাভে তারা ধন্য হবে এবং জাহান্নাম ও তদস্থিত দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করবে। এদেরকেই আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

(٣١) وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

(٣٢) وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ○

(٣٣) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٣٤) وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৩১. পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছ এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

৩২. যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য, এবং কিয়ামত- এতে কোন সন্দেহ নেই', তখন তোমরা

৩৩. তাদের মন্দ কর্মগুলি তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

৩৪. আর বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব, যেমন তোমরা এ দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৩১. (وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে (اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ) আমার আয়াতগুলো কি তোমাদের নিকট পাঠ করা হয়নি? আদেশ-নিষেধ সম্বলিত আয়াতগুলো দুনিয়াতে কি তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে (وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ) এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়, মুশরিক জনসমষ্টি।

৩২. (وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا) যখন বলা হত তোমাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ঘোষণা তো যথার্থ এবং কিয়ামত অনুষ্ঠানে তো কোন সন্দেহ নেই, তার আগমনে কোন সংশয় নেই। (قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ) তখন তোমরা বলতে, "আমরা জানিনা কিয়ামত কী" কিয়ামত অনুষ্ঠান তা আবার কী আমরা বুঝি না, (اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ) আমরা মনে করি এটি একটি ধারণা মাত্র, আমরা যা বলি তা কল্পনাপ্রসূত বলি, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, কিয়ামত অনুষ্ঠানে আমরা স্থির বিশ্বাসী নই।

৩৩. (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) ওদের মন্দ কর্মগুলো কদর্য কার্যগুলো ওদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়বে স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত কিতাব ও রাসূলদেরকে উপহাস করার শাস্তি তা তাদেরকে বেষ্টন করবে, তাদের উপর আপতিত হবে।

৩৪. (وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا) তাদেরকে বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব, তোমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে দিব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে, তোমরা যেমন এ দিনের আগমনের স্বীকারোক্তি ত্যাগ করেছিলে। (وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ) তোমাদের আশ্রয়স্থল আশ্রয় ক্ষেত্র জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই, আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষাকারী নেই।

(٣٥) ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

(٣٦) فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٣٧) وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৩৫. 'ইহা এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং সে দিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

৩৬. প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, জগৎসমূহের প্রতিপালক।

৩৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৩৫. (ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) এটি এই শাস্তি এজন্য যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলকে তোমরা বিদ্রূপ করেছিলে উপহাস করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল দুনিয়ার জীবনের বিষয়াদি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল (فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ) সুতরাং সে দিন তাদেরকে সেখান হতে বের করা হবে না, জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে দেওয়া হবে না, দুনিয়াতে ফিরে আসতেও দেয়া হবে না। যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তারা এরাই।

৩৬. (فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) প্রশংসা শুকর, কৃতজ্ঞতা ও ইহসান আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীর প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা, জগতসমূহের প্রতিপালক, পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণীর মালিক।

৩৭. (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) আকাশরাজি ও পৃথিবীতে আকাশের অধিবাসী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর গৌরব-গরিমা তাঁরই, মাহাত্ম্য, রাজত্ব, কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। আপন রাজ্য ও রাজত্বে তিনি পরাক্রমশালী, আপন কর্ম ও সিদ্ধান্তে তিনি প্রজ্ঞাময়।

সূরা আহ্‌কাফ

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানকে (রা)কে উপলক্ষ করে নাযিল হওয়া ৩টি আয়াত فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ হতে وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ পর্যন্ত মোট এ ৪টি আয়াত মাদানী, অবশিষ্ট পুরো সূরা মক্কী

৩২ আয়াত, ৬৪৪ শব্দ, ২৬০০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

(٣) مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝

(٤) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১. হা মীম।

২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ;

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফিররা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা হতে মুখ ফিরায়ে নেয়।

৪. বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? এরা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

১. (حٰمٓ) হা-মীম -এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যা হওয়ার তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্

২. (تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ) এ কিতাব, অবতীর্ণ বাক্যালাপ আল্লাহ্‌র, যিনি পরাক্রমশালী, যারা ঈমান আনে না তাদের শাস্তিদানে অপ্রতিরোধ্য, যিনি প্রজ্ঞাময় আপন কর্ম ও সিদ্ধান্তে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাকে ব্যতীত কারো ইবাদত না করা হয়।

৩. (مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى) আকাশরাজি ও পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই সৃষ্ট জগত ও বিস্ময়কর বিষয় আমি সত্য সত্যভাবে সত্যের জন্য নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য, ঐ পর্যন্তই প্রান্তসীমা। (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ) যারা কুফরী করে, মক্কার কাফিরগণ, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ভয় দেখানো হয়েছে তা হতে মুখ ফিরায়ে নেয় মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে।

৪. (قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ) হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক যে সকল প্রতিমার ইবাদত কর, আমাকে দেখাও তো, আমাকে বল তো, পৃথিবীতে ওরা কি সৃষ্টি করেছে? পৃথিবীস্থ কোন্ জিনিসটি তারা সৃষ্টি করেছে কিংবা আকাশরাজিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? আকাশরাজির সৃজনে তাদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা আছে কি? (اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর পূর্ববর্তী কোন কিতাব, কুরআনের পূর্ববর্তী কোন কিতাব, যাতে তোমাদের বক্তব্যের উল্লেখ আছে। অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান উপস্থিত কর, উলামা-ই কিরামের ধারাবাহিক কোন বর্ণনা। অপর ব্যাখ্যায় সাবেক নবীগণের (আ) রেখে যাওয়া জ্ঞান সূত্র, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তোমাদের বক্তব্যে।

(٥) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

(٦) وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

(٧) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫. সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলি ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়।

৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ওগুলো হবে তাদের শত্রু এবং ওগুলো ওদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

৭. যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'এ তো সুস্পষ্ট যাদু।'

ডাকে, ইবাদত করে, অর্থাৎ কাফির ব্যক্তি, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাতে সাড়া দিবে না, ডাকের উত্তর দিবে না, (وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ) এগুলো অর্থাৎ প্রতিমাগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে উপাসনাকারীদের উপাসনা সম্পর্কে অবহিতও নয়, অজ্ঞাত।

৬. (وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ) মানুষদেরকে যখন একত্রিত করা হবে কিয়ামত দিবসে তখন সেগুলো হবে, প্রতিমাগুলো হবে তাদের উপাসনাকারীদের শত্রু এবং সেগুলো প্রতিমাগুলো ওদের ইবাদত উপাসনাকারীদের উপাসনা অস্বীকার করবে, প্রত্যাখ্যান করবে।

৭. (وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) যখন তাদের নিকট মক্কার কাফিরদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, পাঠ করা হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াত আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কুরআন, মক্কাতে এবং ওদের নিকট যখন সত্য কুরআন উপস্থিত হয় মুহাম্মদ (সা) কুরআন নিয়ে আসেন তখন কাফিররা মক্কার কাফিররা বলে, "এটি তো সুস্পষ্ট যাদু" নির্ভেজাল মিথ্যা।

(৮) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(৯) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(১০) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৮. ওরা কি তবে বলে যে, 'সে এটা উদ্ভাবন করেছে।' বল, 'যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট, এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৯. বল, 'আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমি আমার প্রতি যা ওহী হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

১০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৮. (اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا) তারা কি বলে, বরং তারা বলেই

তো তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না," (هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ) তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ কুরআনে মিথ্যা খুঁজছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই আল্লাহ্ই যথেষ্ট যে, আমি তাঁর রাসূল এবং কুরআন তাঁর বাণী। (وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) তিনি ক্ষমাশীল তোমাদের তাওবাকারীদের জন্য, পরম দয়ালু তাওবার সাথে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য।

৯. (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ) হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে বলে দাও, "আমি তো প্রথম রাসূল নই, মানব সমাজে আমি সর্বপ্রথম রাসূল নই, আমার পূর্বেও তো অনেক রাসূল এসেছিলেন, আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে? বিপদ, কঠোরতা, উদারতা ও ক্ষমার কোন্‌টি করা হবে। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, আয়াতটি রাসূল (সা)-এর সাহাবীদের (রা)-কে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা রাসূল (সা)-কে বলেছিলেন, কবে আমরা মক্কা থেকে বের হতে পারব এবং কবে কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি পাব? অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ)। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, সে সম্পর্কে আমিও জ্ঞাত নই; আমি এবং তোমরা হিজরত করব কি না তা আল্লাহ্ই জানেন। আমার নিকট যা ওহী হয়, যে বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয় কুরআনে, আমি কেবল তা-ই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র, সতর্ককারী রাসূল, যিনি ওদের ভাষায় ওদেরকে সতর্ক করে দেন। হে মুহাম্মদ (সা)!

১০. (قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ) ইয়াহূদীদেরকে বলে দাও, হে ইয়াহূদীগণ! "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের পরিণাম কি হবে? এটি যদি, এ কুরআন যদি আল্লাহ্‌র নিকট হতে এসে থাকে আর তোমরা এটিতে (কুরআনে) অবিশ্বাস কর? উপরন্তু বনী ইসরাঈলের একজন বিনইয়ামীন অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও তার সাথীদের ন্যায় মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে সাক্ষ্য দিল অনন্তর সে ঈমান আনল আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও তার সাথীগণ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনল (فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ) আর তোমরা করলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনয়নে বিমুখ হলে (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ)। আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, ইয়াহূদীদেরকে দীনের পথ দেখান না, কারণ তারা তো এর যোগ্য নয়।

(১১) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۚ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝

(১২) وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝

১১. মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলে, এটা ভাল হলে তারা এটার দিকে আমাদের অগ্রগামী হত না। ওরা এ দ্বারা পরিচালিত নয় বিধায় তারা বলে, 'এ তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

১১. (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ وَاِذْلَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ) যারা কুফরী করে আসাদ, গাতফান ও হানযালা গোত্র, তারা মু'মিনদেরকে বলে, জুহায়না, মুযায়না ও আসলাম গোত্রকে বলে, এটি যদি ভাল হত মুহাম্মদ (সা) যা বলছে তা যদি সত্য ও উত্তম হত তবে তারা জুহায়না, মুযায়না ও আসলাম গোত্র সেটির দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারত না। তারা যখন এদিকে পথ পায়নি মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনেনি এ আসাদ ও গাতফান গোত্র, তখন অনতি বিলম্বে তারা বলবে, এটি তো, এ কুরআন তো পুরাতন মিথ্যা, প্রাচীন কালের অসত্য কাহিনী।

১২. (وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً) এর পূর্বে ছিল, কুরআনের পূর্বে মূসার কিতাব তাওরাত আদর্শ অনুসরণীয় ও অনুগ্রহ স্বরূপ ঈমান আনয়নকারীদের জন্য শাস্তি থেকে সুরক্ষায় করুণা, কিন্তু তারা সেটিতে ঈমানও আনেনি, অনুসরণও করেনি। (وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ) আর এ কিতাব কুরআন মজীদ এমন একটি কিতাব, যা সেটির সত্যায়নকারী তাওহীদ, মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী ও পরিচিতি বর্ণনায় তাওরাতের সমর্থনকারী আরবী ভাষায় আরবদের ভাষাতে আগত, যাতে এটা সতর্ক করে দেয় ভীতি প্রদর্শন করে যালিমদেরকে মুশরিকদেরকে এবং সুসংবাদ সৎকর্মশীলদের জন্য, জান্নাতের সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।

(١٣) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ

(١٤) اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(١٥) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۚ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(١٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۚ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

১৩. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্' এবং এ বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১৪. এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল।

১৫. আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হবার পর বলে, "হে আমার

পারি যা তুমি পসন্দ কর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।"

১৬. আমি এদেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৩. (اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا) যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্" যারা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং অবিচলিত থাকে আল্লাহ্র ফরায়েয তথা কর্তব্যাদি সম্পাদনে এবং অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষায় অটল থাকে, শৃগালের ন্যায় বেরিয়ে না যায়, (فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) তাদের কোন ভয় নেই ভবিষ্যতে এবং দুঃখিতও হবে না যা তারা রেখে যায় তা সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, জাহান্নামীগণ যখন ভীত- সন্ত্রস্ত ও শংকিত হবে, তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং অন্যরা যখন দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে তখন এরা দুঃখিত হবে না।

১৪. (اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় স্থায়ী হবে, চিরকাল জান্নাতে থাকবে, মৃত্যুও হবে না, সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এটিই তাদের দুনিয়াতে যা করত ও বলত, তার প্রতিফল।

১৫. (وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর (রা)-কে কুরআনের মাধ্যমে আদেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি আবূ বকর ইব্ন আবী কুহাফা (রা) ও তার স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহারের সেবামূলক আচরণের, (حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا) তার মাতা তাকে গর্ভ ধারণ করেছে কষ্টের সাথে, চরম ক্লেশ সহ্য করে পেটে রেখেছে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে, ক্লেশের সাথে (وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا) তাকে গর্ভে ধারণ করতে তার মায়ের পেটে রাখতে এবং স্তন্য ছাড়াতে দুধ পান সমাপ্ত করতে লাগে ত্রিশ মাস, (حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ) যখন সে যোগ্য হয় ১৮ থেকে ৩০ বৎসর বয়সে উপনীত হয় এবং ৪০ বৎসর বয়সে পৌঁছে তখন সে বলে, আবূ বকর (রা) বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সামর্থ্য দাও মনোভাব দাও, যাতে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি সেই অনুগ্রহের, যা তুমি আমার প্রতি করেছ তাওহীদ প্রদানের মাধ্যমে (وَعَلٰى وَالِدَيَّ) এবং যা আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছ তাওহীদ প্রদানের মাধমে, ইতিপূর্বে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিতা ঈমান এনেছিলেন (وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ) এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি নির্ভেজাল নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর, যা তুমি কবূল কর (وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ) এবং আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, তাওবা ও ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ কর। তার পুত্র আবদুর রহমান ইতিপূর্বে মুসলমান ছিল না, তার প্রার্থনার পর আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করেন। (اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) আমি তোমারই অভিমুখী হলাম, আমি তাওবার মাধ্যমে তোমার প্রতি রুজু হলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, মুসলমানদের সাথে তাদের দীনে প্রতিষ্ঠিত।

১৬. (اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ) আমি এদের সুকীর্তিগুলো গ্রহণ করে থাকি ওদের প্রতি অনুগ্রহ করত এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো উপেক্ষা করি, তাতে শাস্তি দেই না, এরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত

(١٧) وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِىْۤ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(١٩) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৭. আর এমন লোক আছে, যে তার মাতাপিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে।' তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।'

১৮. এদের পূর্বে জিন্ন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহ্‌র উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

১৭. (وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ) দুনিয়াতে এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে, এ লোক আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি তার মাতা-পিতাকে বলেছিলেন (اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِيْ) আহ! তোমাদের জন্য ঘৃণা, তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও, বলতে চাও যে, আমি (اَنْ اُخْرَجَ) পুনরুত্থিত হব, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের জন্য কবর থেকে বেরিয়ে আসব? (وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ) অথচ আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, অতীত হয়েছে, ওদেরকে তো পুনরুত্থিত হতে দেখিনি। জাদআন ও উসমান নামে আমরের দুই দাদা ছিল, তারা ছিলেন আমরের পুত্র জাহিলি যুগে তারা মৃত্যুবরণ করেছিল, এতদ্বারা সে ওদেরকে বুঝিয়েছে আর (وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ) তারা দু'জন, তার পিতামাতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করছিল, আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করছিল, বলছিল, (وَيْلَكَ اٰمِنْ) দুর্ভোগ তোর জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা তোর জন্য দুনিয়াটা সংকটাপন্ন করে দিন, তুই ঈমান আনয়ন কর, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে, (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পুনরুত্থানের ব্যাপারে অবশ্য সত্যি, মৃত্যুর পর তা হবেই। (فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) কিন্তু সে বলে আবদুর রহমান বলে এ তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়, মুহাম্মদ (সা) যা বলে, তা প্রাচীন কালের মিথ্যা রচনা মাত্র।

১৮. (اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ) ওদের উপরই, আবদুর রহমানের দাদা জাদ্‌আন ও উসমানের উপর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হয়েছে তাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানুষ গত হয়েছে ওদের মত, জাহান্নামী কাফির জিন্ন ও মানুষের ন্যায় (اِنَّهُمْ كَانُوْا)

১৯. (وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا) প্রত্যেকের জন্য মু'মিন, কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতির জন্য আপন কর্মানুযায়ী দুনিয়াতে যে কর্ম করেছে তা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা, মু'মিনদের জন্য জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা, আর কাফিরদের জন্য জাহান্নামে নিকৃষ্টতর অবস্থান। তা এ জন্য যে, (وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) আল্লাহ্ প্রত্যেককে পুরাপুরি দিবেন পরিপূর্ণভাবে দিবেন তাদের কর্মসমূহ, কর্মের প্রতিফল এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না, পুণ্য হ্রাস করা হবে না এবং পাপ বৃদ্ধি করা হবে না।

(٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۝

(٢١) وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

(٢٢) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(٢٣) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝

২০. যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদেরকে বলা হবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ'। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

২১. স্মরণ কর, 'আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল; সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এ বলে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কারও 'ইবাদত করবে না। আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।'

২২. তারা বলেছিল, 'তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।'

২৩. সে বলল, 'এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে; আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

২০. (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَي النَّارِ) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বক্ষণে, তাদেরকে বলা হবে (اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا) তোমরা তো তোমাদের সুখ সম্ভোগ নিঃশেষ করে দিয়েছ তোমাদের পুণ্যের সাওয়াব ভোগ করে ফেলেছ তোমাদের পার্থিব জীবনে এবং সেটির সৎকর্মের সাওয়াবের কল্যাণ উপভোগ করে নিয়েছ দুনিয়াতে, (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا

পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে অহংকারবশত ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে, অনধিকার চর্চা করে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী, দুনিয়াতে কুফরী করতে এবং অবাধ্যতা প্রকাশ করতে।

২১. (وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ) হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিরদের নিকট আলোচনা কর আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, আ'দ সম্প্রদায়ের নবী হূদ (আ)-এর কথা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল আহকাফের। আহকাফ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, জাহান্নামের আগুনে অবস্থান সম্পর্কে যে, হুকবার পর হুকবা তথা বহু বৎসর তাতে থাকতে হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, আহকাফ হচ্ছে ইয়ামানের দিকে একটি পর্বত। অপর ব্যাখ্যায় পর্বতটি সিরিয়ার দিকে। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি বালুকাময় পর্বত। অপর ব্যাখ্যায় আহকাফ হচ্ছে ইয়ামানের একটি স্থান। হূদ (আ) তথায় দাঁড়িয়ে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন। তার পূর্বেও রাসূলগণ এসেছিল হূদ (আ) -এর পূর্বে রাসূলগণ এসেছিলেন এবং তার পরেও। হূদ (আ) তাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, একমাত্র আল্লাহ্রই একত্ব ঘোষণা কর (اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করছি আমি জানি যে, তোমাদের উপর আপতিত হবে মহা দিবসের শাস্তি কঠোর দিবসের আযাব, যদি তোমরা ঈমান না আন।

২২. (قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا) তারা বলেছিল, হে হূদ! তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলো হতে, সে গুলোর ইবাদত হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? (فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) তা হলে তুমি আমাদেরকে যেটির ভয় দেখাচ্ছ যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো তো, যদি তুমি সত্যবাদী হও আমরা ঈমান না আনলে।

২৩. (قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ) সে বলল হূদ (আ) বললেন, সেই জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্র নিকটই আছে, আযাব আগমনের দিনক্ষণের জ্ঞান। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, তাওহীদ-ই পৌঁছাই, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়, আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

(٢٤) فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ

(٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

২৪. অতঃপর যখন ওদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন ওরা বলতে লাগল, 'উহা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।' হূদ বলল 'এটা তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এক ঝড়- মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।

২৫. 'আল্লাহ্র নির্দেশে এটা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এ হল যে, ওদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

২৪. (فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا) অতঃপর তারা যখন সেটিকে আসতে দেখল, মেঘ আসতে দেখল তাদের উপত্যকার দিকে, তাদের বৃষ্টি ও বাতাসের উপত্যকার

ক্ষেত-খামারে বারি বর্ষণ করবে, (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) তখন হূদ (আ) তাদেরকে বললেন, এটি তো তা-ই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ আমার থেকে, এ যে এক ঝড়, মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সমন্বিত।

২৫. (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ) এটি সমস্ত কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে, ধ্বংস করে দিবে, অতঃপর ধ্বংসের পর তাদের পরিণাম এমন হয় যে, তাদের বসতগুলো ছাড়া, গৃহগুলো ছাড়া আর কিছুই থাকল না। (كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) এ ভাবে অনুরূপভাবে আমি শাস্তি দান করি অপরাধী সম্প্রদায়কে, মুশরিক সম্প্রদায়কে।

(٢٦) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

(٢٧) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(٢٨) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

২৬. আমি ওদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিই নি; আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এগুলো ওদের কোন কাজে আসে নি; কেননা ওরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছে। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই ওদেরকে পরিবেষ্টন করল।

২৭. আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎপথে।

২৮. তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেছিল তারা ওদেরকে সাহায্য করল না কেন? বস্তুত ওদের ইলাহগুলি ওদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। ওদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই।

২৬. (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ) আমি ওদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দেইনি হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদেরকে কিন্তু সেই শক্তি-সামর্থ্য দেইনি, আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ তা দিয়ে তারা শ্রবণ করত, চক্ষু তা দ্বারা দেখত এবং হৃদয়-অন্তর, তা দ্বারা অনুধাবন করত, কিন্তু এ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি আল্লাহ্র আযাবের মুকাবিলায় (إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) কেননা ওরা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করেছিল হূদ (আ)-কে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত যে আযাব নিয়ে উপহাস করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

করেছিলাম আদেশ-নিষেধ সম্বলিত আয়াত এবং যারা ইতোপূর্বে ধ্বংস হয়েছিল তাদের ধ্বংসের সংবাদ ওদের নিকট বিবৃত করেছিলাম যাতে তারা ফিরে আসে তাদের কুফরী থেকে এবং তাওবা করে।

২৮. (فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً) ওরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য নৈকট্য লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেছিল, যাদের ইবাদত করেছিল, তারা ওদেরকে সাহায্য করল না কেন? আয়াতে কিছুটা পূর্বাপর হয়েছে, (بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ) বরং ঐগুলো ওদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল, যেগুলোর ইবাদত করতো সেগুলো বাতিল ও অসার প্রমাণিত হল। (وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) এ হচ্ছে তাদের মিথ্যাচার, অসত্য রচনা এবং অলীক উদ্ভাবন, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করত।

(২৯) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

(৩০) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

(৩১) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

২৯. স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিন্নকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হল, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে-

৩০. ওরা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এ তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।'

৩১. 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।'

২৯. (وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ) স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, পাঠিয়ে ছিলাম একদল জিন্নকে, তারা সংখ্যায় ছিল ৯ জন, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। (فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا) যখন তার নিকট উপস্থিত হল, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হাজির হল, তিনি তখন বাতনে নাখলাতে ছিলেন। তারা তখন বলল, একে অপরকে বলল, চুপ থাক, যাতে নবী (সা)-এর কথা শুনতে পাও (فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ) তিনি যখন তার পঠন শেষ করলেন, নবী (সা) যখন কুরআন পাঠ ও সালাত শেষ করলেন, তখন যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছিল এবং আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাস করত তারা মু'মিন হয়ে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য।

হয়েছে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর মূসা (আ)-এর পর, এটি তার পূর্বের কিতাবকে সমর্থন করে তাওহীদ, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও গুণাগুণ ইত্যাদি বর্ণনায় এটি সেটির সমর্থক। তারা কিন্তু মূসা (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল, (يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ) যে পথ দেখায় সত্যের প্রতি ও সরল পথের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ও সত্য দীনের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যেটিকে পছন্দ করেন সেই ইসলামের প্রতি।

৩১. (يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ) হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও, তাওহীদ গ্রহণ করত মুহাম্মদ (সা)-এর ডাকে উত্তর দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন, জাহেলী যুগে কৃত তোমাদের পাপ-তাপ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন (وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ) এবং তোমাদেরকে রক্ষা করবেন, মুক্তি দিবেন মর্মন্তুদ শাস্তি হতে, যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে।

(٣٢) وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣٣) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْـىَِۧ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(٣٤) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

(٣٥) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৩২. কেউ যদি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

৩৩. ওরা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. যেদিন কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন ওদেরকে বলা হবে, 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা সত্য।' তখন তাদেরকে বলা হবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

৩৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, ওরা যেন দিবসের এক

৩২. (وَمَنْ لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ) যে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে, মুহাম্মদ (সা)-এর ডাকে সাড়া দেয় না সে ব্যর্থ করতে পারবে না, আল্লাহ্‌র আযাব হতে বেঁচে থাকতে পারবে না পৃথিবীতে (وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَاءُ) এবং তিনি ব্যতীত, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আত্মীয় থাকবে না, যে তার কল্যাণ করতে পারে। (أُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে প্রকাশ্য কুফরীতে অবস্থান করছে।

৩৩. (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ) তারা কি অনুধাবন করে না, মক্কার কাফিররা কি উপলব্ধি করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌ যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى) এবং এ সকল সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেন না, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম পুনরুত্থানের জন্য। (بَلٰٓى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে, জীবন দান, জীবন হরণ সব কিছুতে সক্ষম।

৩৪. (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ) যেদিন কাফিরদেরকে যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে অস্বীকার করেছে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পূর্বক্ষণে, তখন তাদেরকে বলা হবে, (أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا) এটি এ শাস্তি কি যথার্থ নয়? ন্যায় বিচার নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, এটি যথার্থ তিনি বলবেন (قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ) আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলবেন ঃ শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করতে দুনিয়াতে, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে অস্বীকার করতে।

৩৫. (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ) হে মুহাম্মদ (সা)! অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর কাফিরদের নির্যাতনের মুখে, যেমনটি ধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুদৃঢ় বিশ্বাসী, অবিচল আস্থাশীল রাসূলগণ যেমন- নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা, ঈসা প্রমুখ রাসূল (আ) গণ! অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, বিপদগ্রস্ত ও ধৈর্যশীল রাসূলগণের ন্যায়। যেমন- নূহ, আয়্যুব, যাকারিয়া ও ইয়াহ্‌ইয়া (আ) প্রমুখ নবী-রাসূলগণ। ওদের ব্যাপারে ত্বরান্বিত করবে না, শীঘ্রই ধ্বংস কামনা করবে না, কারণ (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا) যেদিন তারা দেখবে প্রতিশ্রুত বিষয়, আযাব। আয়াতে পূর্বাপর রয়েছে। (إِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ) সেদিন ওদের মনে হবে যেন অবস্থান করেনি, দুনিয়াতে থাকেনি, দিবসের এক দণ্ডের বেশি, এক দিনের সামান্য সময় মাত্র। (بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ) এ হচ্ছে নির্ধারিত সময়, নির্দিষ্ট সময়, ধ্বংস ও শাস্তির সময় এসে গেলে সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত, কাফিরগণ ব্যতীত যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে তারা ব্যতীত, কাউকে ধ্বংস করা হবে না শাস্তির মাধ্যমে।

সূরা মুহাম্মাদ

মক্কী, জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ, আয়াত- ৩৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝

(٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝

১. যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

২. যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর তা-ই তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

৩. এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ভাষ্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

১. (اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন সম্পর্কে এবং আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র দীন ও ইবাদত হতে ফিরিয়ে দেয় তারা হ'ল উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, মুনাব্বিহ ইব্ন হাজ্জাজ, বীহ্ই ইব্ন হাজ্জাজ, আবুল বুহতারী ইব্ন হিশাম, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম ও তাদের সাথীগণ, যারা বদর দিবসে কাফির সৈন্যদের পানাহারের ব্যবস্থা করেছিল, (اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ) তিনি কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন, তাদের পুণ্যগুলো বাতিল করে দিয়েছেন এবং বদর দিবসের জন্য

২. (وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌তে, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং সৎকর্ম করে আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করেছে তারা হলেন মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ (রা) (وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ) এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে জিবরাঈল (আ) মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যা নিয়ে এসেছেন (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ) আর এটিই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য অর্থাৎ কুরআন (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ) তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করে দেন জিহাদের দ্বারা পাপগুলো মোচন করে দেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন দুনিয়াতে তাদের অবস্থা নিয়্যাত ও কর্ম সংশোধন করে দেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, ইসলামে তাদেরকে বিজয়ী করে দেন। তারপর কাফিরদের কর্ম ব্যর্থ করে দেওয়ার এবং মু'মিনদের কর্ম সংশোধন করে দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ

৩. (ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ) এটি এ নিষ্ফল করে দেওয়া এ জন্য যে, যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে (وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ) আর যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কুরআনের অনুসরণ করে । (كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন মানুষের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের জন্য ওদের দৃষ্টান্ত তাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত, রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করায় কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। তারপর মু'মিনদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করে বললেন ঃ

(٤) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٥) سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না।

৫. তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন।

৪. (فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করবে বদর দিবসে তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে, তাদের ঘাড়ে আক্রমণ করবে (حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ) পরিশেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে পরাজিত করবে, বন্দী করবে তখন ওদেরকে কষে বাঁধবে, বন্দীদেরকে মজবুতভাবে শিকলাবদ্ধ করবে। (فَاِمَّا مَنًّا

করত মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্ত করে দেবে। অথবা মুক্তিপণ, বন্দীরা মুক্তিপণ দিয়ে নিজদেরকে মুক্ত করবে। তোমরা জিহাদ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে কাফিররা যুদ্ধ বন্ধ করে। অন্য ব্যাখ্যায় যতক্ষণ না তারা কুফরী ত্যাগ করে। এটি আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে তাদের শাস্তি। (وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, মক্কার কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন ফিরিশতা দিয়ে, তোমাদের মাধ্যম ছাড়াও। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যতীতও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। (وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে কাফিরদেরকে দিয়ে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করতে এবং ঘনিষ্ঠজনকে ঘনিষ্ঠজন দিয়ে যাচাই করতে। (وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ) যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় আল্লাহ্র আনুগত্যে বদর দিবসে যারা শহীদ হয়েছেন মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ (রা) তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না, জিহাদে অংশগ্রহণ করে অর্জিত পুণ্যগুলো বাতিল করেন না।

৫. (سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ) তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন, পুণ্য কর্মের তাওফীক দান করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও নিয়্যাত সংশোধন করে দিবেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় সৎপথে পরিচালিত করবেন, আখিরাতে মুক্তি দিবেন এবং 'অবস্থা ভাল করে দিবেন' মানে কিয়ামতের দিনে তাদের কর্মগুলো তিনি কবূল করবেন।

(٦) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

(٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

(٨) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝

(٩) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝

৬. তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।

৮. যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।

৯. এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন ওরা তা অপসন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

৬. (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ) এবং তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন দুনিয়াতে, যে জান্নাতের কথা তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছিলেন, দুনিয়াতে তারা যেমন অনায়াসে তাদের বাসগৃহে প্রবেশ করে, অনুরূপভাবে জান্নাতে তারা নিজেরাই নিজেদের বাসস্থান চিনবে এবং তাতে প্রবেশ করবে।

৭. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ) হে লোক সকল, যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন শত্রুর বিরুদ্ধে

তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ) এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন তোমাদের পদ অবিচল রাখবেন, যুদ্ধে যাতে পা স্থানচ্যুত না হয়।

৮. (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ) আর যারা কুফরী করেছে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে, যারা বদর দিবসে কাফিরদের ভোজের ব্যবস্থা করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ অবনতি ও আল্লাহ্র রহমত হতে দূরত্ব। এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন তাদের পুণ্য কর্ম ও বদর দিবসের ব্যয় বিফল করে দিবেন।

৯. (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) এটি বাতিল করে দেওয়া এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পাঠিয়েছেন তারা তা অপসন্দ করে প্রত্যাখ্যান করে। (فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ) ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন তাদের পুণ্য কর্ম ও বদর দিবসের দান ও ব্যয়।

(১০) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝

(১১) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝

(১২) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝

(১৩) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

১০. ওরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নি এবং দেখে নি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

১১. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।

১২. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম।

১৩. তোমার যে জনপদ হতে ওরা তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।

১০. (اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) তারা কি পরিভ্রমণ করেনি মক্কার কাফিররা কি যাতায়াত করেনি পৃথিবীতে এবং দেখেনি? ভেবে দেখেনি যে, ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম শাস্তি কী হয়েছিল, (دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا) আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন নিশ্চিহ্ন করেছেন, এবং কাফিরদের জন্য মক্কার কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম, সেরূপ শাস্তি।

১১. (ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এটি মু'মিনদেরকে সাহায্য করা এজন্য যে, আল্লাহ্

১২. (إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং সৎকর্ম করে তাদের প্রভুর আনুগত্য করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে উদ্যানসমূহে (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার নিম্নদেশে বৃক্ষ ও প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত পানি, মধু, দুধ ও পবিত্র শরাবের নদী। (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ) আর যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, এরা হচ্ছে আবূ সুফিয়ান ও তার সাথী-সঙ্গীরা, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে, পার্থিব আনন্দ-উৎসবে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে ভবিষ্যৎ তথা পরকালের কথা চিন্তা না করে মনে যা চায় তা খেতে থাকে (وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ) তাদের নিবাস জাহান্নাম, এটিই আখিরাতে তাদের বাসস্থান।

১৩. (وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ اَخْرَجَتْكَ) কত জনপদ, বহু অধিবাসী যারা অধিক শক্তিশালী ও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে তোমার সে জনপদের চেয়ে যা হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে, মক্কার চেয়ে, যার অধিবাসীরা আপনাকে সেখান থেকে মদীনার দিকে বের করে দিয়েছে। (اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ) আমি ওদেরকে ধ্বংস করেছি সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণতিতে। ওদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার কেউ ছিল না।

(١٤) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۝

(١٥) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

১৪. যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায়, যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয়, এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?

১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্তঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

১৪. (اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ) যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের, দীন ও বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি মুহাম্মদ (সা) সে কি তার ন্যায়, যার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলো, ঘৃণ্য কর্মগুলো শোভন মনে হয়? সে ব্যক্তি আবূ জাহ্ল (وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ) এবং যারা নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে মূর্তি ও প্রতিমার উপাসনার মাধ্যমে।

১৫. (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ) মুত্তাকীদেরকে কুফরী শিরকী ও অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষাকারীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তার বর্ণনা এই, (فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ

বিকৃত হয়নি, এটি উষ্ট্রির পেট থেকে বের হয়নি। (وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ) এবং আছে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু সুরার নহর যা পানকারীদের কাংখিত, এটি পা দিয়ে পিষে বের করা নয় (وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى) এবং আছে পরিশোধিত মধুর নহর, মধুতে কিন্তু মোম নেই। এ-ও স্মরণ করায়ে দেওয়া যায় যে, এটি মৌমাছির পেট থেকে বেরিয়ে আসেনি (وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ) এবং তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতীদের জন্য সেথায় জান্নাতে বিবিধ ফলমূল বিচিত্র রং ও স্বাদের ফলমূল এবং তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা দুনিয়াতে কৃত পাপসমূহের ক্ষমা। (كَمَنْ هُوَ خٰلِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে? সেথায় মৃত্যুও হবে না, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেও দেয়া হবে না। এ হচ্ছে আবূ জাহল এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি উত্তপ্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিবে তাদের অন্ত্র-তন্ত্র।

(١٦) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى إِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ۝

(١٧) وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۝

(١٨) فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

১৬. ওদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলে, এইমাত্র সে কী বলল? এদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে।

১৭. যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি দান করেন।

১৮. ওরা কি কেবল এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়ছে! কিয়ামত এসে পড়লে ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!

১৬. (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ) তাদের মধ্যে কতেক মুনাফিকদের একদল তোমার কথা শ্রবণ করে জুমু'আ দিবসে তোমার খুতবা ও বক্তৃতা শোনে (حَتّٰى إِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ) অতঃপর যখন তোমার নিকট হতে বের হয় তোমার দরবার হতে পৃথক হয় (قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا) তখন ওরা মুনাফিকরা জ্ঞানবানদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদকে বলে, এ মাত্র সে কী বলল? মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ (সা) কি বললেন! মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যে কটাক্ষ করে তারা এ মন্তব্য করে। (أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ) এদের অন্তরেই মুনাফিকদের হৃদয়েই আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন সীল করে দিয়েছেন। ফলে তারা সত্য ও হিদায়াত অনুধাবন করতে পারছে না। এবং তারা

১৭. (وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰهُمْ) যারা সৎপথ অবলম্বন করে ঈমানের পথে চলে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন তোমার বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের দীন, অন্তর্দৃষ্টি ও নিয়্যাতের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে দেন। এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি দেন তাদের অন্তরে তাকওয়া তথা খোদাভীতি সৃষ্টি করে দেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, অবাধ্যতা পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্ম হতে আত্মরক্ষার শক্তি দিয়ে তিনি তাদেরকে মহিমান্বিত করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, যারা নাসিখ তথা রহিতকারী বিষয় উপলব্ধি করে আল্লাহ্ তাদেরকে মানসূখ তথা রহিত বিষয়ের উপলব্ধি বাড়িয়ে দেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাকওয়া দেন মানে রহিতকারী বিষয়গুলো বাস্তবায়ন ও রহিত বিষয় পরিত্যাগের সামর্থ্য দিয়ে মহিমান্বিত করেন।

১৮. (فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ الاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً) মক্কার কাফিররা যখন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন ওরা কি কিয়ামতেরই অপেক্ষা করে? কিয়ামত কায়েম হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে যে, তা ওদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে হঠাৎ, (فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰهُمْ) সেটির লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, কুরআন নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন, কিয়ামতের এ সকল নিদর্শন তো এসেই গেল, তাহলে কেমন করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে, কীভাবে সুযোগ থাকবে তাদের জন্য তাওবা করার যখন তা এসেই যাবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েই যাবে।

(১৯) فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۟

(২০) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۟

(২১) طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۟

১৯. সুতরাং জেনে রাখবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

২০. মু'মিনরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম তাদের,

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য তাদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি ওরা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তবে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত।

১৯. (فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ) হে মুহাম্মদ (সা)! সুতরাং তুমি জেনে রাখবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ক্ষতিকারক, কল্যাণদাতা, রক্ষাকারী, পুরস্কারদাতা, সম্মান দানকারী, লাঞ্ছনাদাতা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ নেই। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ন্যায় ফযিলত অন্য কিছুর নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার নির্দোষ ইয়াহূদী

(يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ) আল্লাহ্ জানেন তোমাদের গতিবিধি যাতায়াত ও দুনিয়াতে তোমাদের কাজকর্ম এবং তোমাদের অবস্থান আখিরাতে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

২০. (وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এরা হচ্ছে নিষ্ঠাবান ও অকপট ব্যক্তিগণ। তারা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? জিব্‌রাঈল (আ) একটি সূরা নিয়ে আসে না কেন? আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তার ইবাদতে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা এ আগ্রহ ব্যক্ত করে। (فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ) অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ বর্ণনার সুস্পষ্ট কোন সূরা নাযিল হয় জিব্‌রাঈল (আ) তা নিয়ে আসেন এবং তাতে জিহাদের কোন উল্লেখ থাকে জিহাদের নির্দেশ আসে (رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ) তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, সংশয় ও কপটতা আছে, তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের ন্যায় তোমার দিকে তাকাচ্ছে তোমার জিহাদের আলোচনা কালে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইকে অপসন্দ করত তোমার দিকে তাকাচ্ছে মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষের ন্যায়। শোচনীয় পরিণাম ওদের জন্য। এ হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তির সতর্কবাণী।

২১. (طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ) আনুগত্য হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এটি মু'মিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য, উত্তম কথা, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মুনাফিকদের আনুগত্য ও মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সুন্দর আচরণ তাদের অবাধ্যতা, বিরোধিতা এবং যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া থেকে উত্তম হত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সদালাপ কর। (فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে পরিস্থিতি সুদৃঢ় হলে, ইসলাম বিজয়ী হলে এবং মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তারা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত মুনাফিকগণ তাদের ঈমান ও জিহাদে অংশগ্রহণে আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ততার আচরণ করত তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত অবাধ্যতা বিরোধিতা ও অপসন্দ করার চেয়ে।

(٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ○

(٢٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ○

(٢٤) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ○

(٢٥) اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ○

২২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

২৩. আল্লাহ্ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

২৪. তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

২৫. যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে

২২. (فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ) তোমরা কি এ আশা করছ যে, যদি তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও হে মুনাফিকগণ! তোমরা হয়ত এ কামনা করছ যে, নবী (সা)-এর পর তোমরা যদি এ উম্মতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হও তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, হত্যা-খুন, আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি দ্বারা এবং তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে কুফরী প্রকাশ করে দিয়ে।

২৩. (اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ) তাদেরকেই মুনাফিকদেরকেই আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেন সর্ব প্রকার কল্যাণ হতে দূরে তাড়িয়ে দেন। আর করেন বধির সত্য ও হিদায়াত বাণী শ্রবণ হতে দৃষ্টিশক্তিহীন সত্য হিদায়াত থেকে।

২৪. (اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا) তারা কি কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, কুরআনে তাদের সম্বন্ধে কি অবতীর্ণ হল, তা কি তারা ভেবে দেখে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? কিংবা মুনাফিকদের অন্তরে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারছে না।

২৫. (اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى) যারা নিজেদের পশ্চাৎ দিকে ফিরে যায় পূর্ব পুরুষদের দীনে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ ইয়াহূদী জাতি। তাদের নিকট সৎ পথ ব্যক্ত হবার পরও তাওহীদ, কুরআন এবং কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী বর্ণিত হবার পর (الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ) শয়তানই তাদের কাজ শোভন করে দেয়, পূর্বতন দীনে প্রত্যাবর্তনকে সুশোভিত করে দেয়। অপর দিকে আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দেন যেহেতু তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে ধ্বংস করেন না।

(২৬) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ○

(২৭) فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ○

(২৮) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

২৬. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপসন্দ করে; তাদেরকে ওরা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আল্লাহ্ ওদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

২৭. ফিরিশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে!

২৮. এ এ জন্য যে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় ওরা তার অনুসরণ করে এবং তার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।

২৬. (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الاَمْرِ) এটি, এ প্রত্যাবর্তন এজন্য যে, তারা বলে, ইয়াহূদীরা বলে ওদেরকে যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয়কে যা দিয়ে জিব্রাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন, সেটিকে অপসন্দ করে এরা মুনাফিকগণ, গোপনে এটিকে অস্বীকার করে, আমরা তোমাদের আনুগত্য করব হে মুনাফিকগণ! আমরা তোমাদেরকে

বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ) আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন মুনাফিকদের সাথে ইয়াহূদীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত আছেন।

২৭. (فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ) তখন ওদের দশা কেমন হবে? তারা কি-ই বা করবে? যখন ফিরিশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করবে, ইয়াহূদীদের মৃত্যু ঘটাবে, লৌহ-হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকবে তাদের মুখমণ্ডলে এবং পিছনের দিকে পৃষ্ঠদেশে।

২৮. (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ) এটি এ প্রহার ও শাস্তি এজন্য যে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায়, ইয়াহূদীবাদ তারা সেটির অনুসরণ করে এবং তার সন্তুষ্টি লাভের উপায়কে অপ্রিয় মনে করে, তার একত্ববাদ তথা তাওহীদকে অস্বীকার করে, তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন, ইয়াহূদীবাদী সৎকর্ম দ্বারা যে স্বল্প পুণ্য অর্জন করেছিল, তা ব্যর্থ করে দেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, (اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ) হতে এ পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়েছে সে সকল মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা ধর্মত্যাগী হয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা ফিরে এসেছিল। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে হাকাম ইব্‌ন আবুল 'আস মুনাফিক ও তার সাথীদেরকে উপলক্ষ করে। জুমু'আ দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন, আর তারা খুতবা না শুনে পরস্পর খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর আমরা যদি এ উম্মতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হই তবে আমরা এটা-ওটা করব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবার প্রতি তাদের মনোযোগ ছিল না। তাই খুতবা শেষে সেখান থেকে বেরিয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতক্ষণ কি বললেন? তাদের এ বক্তব্য উপহাসমূলক।

(٢٩) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ○

(٣٠) وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ○

(٣١) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ○

২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না?

৩০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ওদের পরিচয় দিতাম। ফলে, তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নেবো তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপার পরীক্ষা করি।

২৯. (اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, সংশয় ও কপটতা আছে, তারা কি মনে করে যে, ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না? (اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ) আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাদের শত্রুতা ও হিংসার ভাব প্রকাশ করে দিবেন না? অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, মু'মিনদের সাথে তাদের কপটতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা।

৩০. (وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ ...) আমি ইচ্ছে করলে

ওদেরকে চিনতে পারতে, ওদের নিদর্শন দেখে। হে মুহাম্মদ (সা)! বরং তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবে, বাক্যালাপের স্টাইলে। আর তাহল মুনাফিকদের অক্ষমতা প্রকাশ ও ওজর পেশ করা (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ) আল্লাহ্ তো তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তোমাদের শত্রুতা, অভিসন্ধি ও বিদ্বেষ সম্বন্ধে অবহিত।

৩১. (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, আল্লাহ্র শপথ! যুদ্ধের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে যাচাই করবই যতক্ষণ না আমি জেনে নেই পৃথক করে নিই আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী কে তোমাদের থেকে হে মুনাফিকগণ! এবং ধৈর্যশীলদেরকে তোমাদের মধ্যে যারা লড়াইয়ে অটল-অবিচল (وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ) এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি তোমাদের অভিসন্ধি, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও আল্লাহ্-রাসূলের বিরোধিতা। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের মুনাফিকী ও কপটতা।

(٣٢) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○

(٣٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ○

(٣٤) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○

৩২. যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন।

৩৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করবেনা।

৩৪. যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৩২. (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে মানুষকে আল্লাহ্র দীন ও আনুগত্য হতে ফিরায়ে দেয় (وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى) এবং রাসূলের বিরোধিতা করে দীন সম্পর্কিত ব্যাপারে রাসূলের সাথে মতভেদ করে তাদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর, তাওহীদ সুস্পষ্ট হবার পর, (لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا) তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না তাদের বিরোধিতা, শত্রুতা, কুফরী ও আল্লাহ্র পথে বাধা দান আল্লাহ্র কিঞ্চিৎ ক্ষতিও করতে পারবে না, (وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ) অনতিবিলম্বে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন, সৎকর্ম ও পুণ্যগুলো এবং বদর দিবসের ব্যয়গুলো নিষ্ফল করে দিবেন। এরা হল বদর দিবসে ভোজদানকারী ব্যক্তিগণ।

৩৩. (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ) হে মু'মিনগণ যারা প্রকাশ্যে ঈমানের

শত্রুতা ও (وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ) রাসূলের বিরোধিতা করে নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। অপর ব্যাখ্যায় প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, হে লোক সকল, যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছ, ফরজসমূহ ও সাদকা সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর তার সুন্নতে এবং যুদ্ধে-জিহাদে। লোক দেখানো, লোক শুনানো দ্বারা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।

৩৪. (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ) যারা কুফরী করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে, এরা বদর দিবসে ভোজদানকারী ব্যক্তিগণ এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে, আল্লাহ্‌র দীন ও আনুগত্য হতে মানুষকে ফিরায়ে দেয়। তারপর কাফির অবস্থায় আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয়, (فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ) আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না যেহেতু তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে প্রত্যাখ্যানকারী।

(٣٥) فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝

(٣٦) اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝

(٣٧) اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ۝

(٣٨) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হবে না এবং সন্ধির প্রস্তাব করবে না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করবেন না।

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।

৩৭. তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে, এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন।

৩৮. দেখ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে; অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে; যারা কার্পণ্য করছে তারাতো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।

৩৫. (فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ) সুতরাং হে মু'মিন সম্প্রদায়? শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তোমরা হীনবল হয়ো না, দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, আপোষের কথা উত্থাপন

শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্যকারীরূপে এবং তোমাদের কর্ম কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না, জিহাদে কৃতকর্ম তথা কর্মফল হ্রাস করবেন না।

৩৬. (اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ) দুনিয়ার জীবন তো, পার্থিব জীবনে যা আছে সবই তো ক্রীড়া-কৌতুক অসার ও অস্থায়ী আনন্দ উপভোগ, (وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْاَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ) যদি তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমানে অবিচল থাক এবং তাকওয়া অবলম্বন কর কুফরী শির্‌ক ও অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা কর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন-কর্মের ছাওয়াব দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না ধন-সম্পদের সবটাই সাদকা করে দাও তা তিনি বলেন না।

৩৭. (اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ) তিনি যদি তা চান সবটাই সাদকা করতে বলেন এবং তোমাদেরকে চাপ দেন সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে তখন কিন্তু তোমরা কার্পণ্য করবে সাদকা আদায়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন, তোমাদের কার্পণ্য জনসমক্ষে প্রচার করে দিবেন।

৩৮. (هَا اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) দেখ, তোমরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে ব্যয় করতে (فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ) অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে (وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ) আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সাদকা করতে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সাদকা প্রদানে সে তো কার্পণ্য করে নিজের প্রতি ছাওয়াব ও মর্যাদা অর্জনে পিছিয়ে পড়বে সে (وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ) আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সাদকার মুখাপেক্ষী নন আর তোমরা অভাবগ্রস্ত আল্লাহ্‌র রহমত, জান্নাত ও তাঁর ক্ষমার মুখাপেক্ষী (وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) যদি তোমরা বিমুখ হও আল্লাহ্‌র ইবাদত, রাসূলের আনুগত্য ও সাদকার নির্দেশ পালনে, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদের চেয়ে উত্তম, অধিক অনুগত জাতি সৃষ্টি করবেন। (ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ) তারপর তারা তোমাদের মত হবে না, অবাধ্যতা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে তোমাদের ন্যায় হবে না; বরং তোমাদের চেয়ে উত্তম ও অধিক আনুগত্যশীল হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হতে এ পর্যন্ত আয়াতগুলো মুনাফিক গোত্র আসাদ ও গিতফানকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চেয়ে উত্তম ও আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক আনুগত্যশীল জুহায়না ও মুজায়না গোত্রদ্বয়কে ওদের স্থলাভিষিক্ত করে দিলেন।

সূরা ফাত্হ

মাদানী, ২৯ আয়াত, ৫৬০ শব্দ, ২৪০০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

(٢) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

(٣) وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا

(٤) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়-

২. যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,

৩. এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

৪. তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়-

আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ

১. (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়, বিনা যুদ্ধে হুদায়বিয়ার সন্ধি সে বিজয়ের অংশ বিশেষ, যেখানে একটি পাথরও নিক্ষেপ করা হয়নি। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়, আমি তোমার জন্য সুস্পষ্ট ও অনড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অপর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমি তোমাকে ইসলাম ও নবুওয়াত দিয়ে মহিমান্বিত করেছি এবং জগতকে সেই ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে আহ্বান করতে আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি।

২. (لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ) যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন ওহী আগমনের পূর্বে সংঘটিত ও ওহী আগমনের পর হতে ইনতিকাল পর্যন্ত সংগটিত ত্রুটি এবং তোমার প্রতি যেন তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন তার পুরস্কার পূর্ণ করেন

নবুওয়াত ইসলাম ও ক্ষমা দ্বারা (وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا) এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন, মজবুত, সুদৃঢ় ও তার মনোনীত পথে অবিচল রাখেন, সে পথ ইসলাম।

৩. (وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا) এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে, সেখানে অপমানের অবকাশ নেই।

৪. (هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ) তিনি প্রশান্তি নাযিল করেছেন মানসিক সুস্থিরতা নাযিল করেছেন মু'মিনদের অন্তরে, নিষ্ঠাবানদের হৃদয়ে। হুদায়বিয়ার দিবসে যাতে তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয় ইয়াকীন বিশ্বাস, আস্থা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাদের ঈমানের সাথে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিশ্বাসের সাথে (وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলে স্থাপিত ঈমানের সাথে আরো দৃঢ়তা সংযুক্ত হয় আকাশরাজির বাহিনীসমূহ ফিরিশতাকুল ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ। মু'মিনগণ আল্লাহ্রই তার যে শত্রুর বিরুদ্ধে ইচ্ছা এ বাহিনীগুলো তিনি নিয়োজিত করে দেন। (وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا) আল্লাহ্ অবহিত তোমার সাথে কৃত আচরণে, তোমাকে প্রদত্ত বিজয়, ক্ষমা, হিদায়াত, সাহায্য ও মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দানে। (حَكِيْمًا) প্রজ্ঞাময় তোমার সাথে যা আচরণ করেছেন তাতে। আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে যা দান করলেন তা শুনে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা যা দিয়েছেন বিজয় ক্ষমা ও মর্যাদা, তার জন্য আপনাকে শুভ সম্ভাষণ জানাচ্ছি, তবে আমরা আল্লাহ্র নিকট কী পাব? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াত নাযিল করলেন।

(٥) لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

(٦) وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

৫. এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন; এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

৬. এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র ওদের জন্য, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং ওদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; এটা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৫. (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তা এজন্য যে, তিনি প্রবেশ করাবেন একনিষ্ঠ মু'মিন পুরুষদেরকে এবং একনিষ্ঠ মু'মিন মহিলাদেরকে জান্নাতে উদ্যানসমূহে যার নিম্ন দেশে তার বৃক্ষ, ঘরসমূহ ও প্রাসাদসমূহের নিচ দিয়ে বহমান নদীসমূহ পানি, মধু, দুধ ও পবিত্র সুরার ঝর্ণাধারা সেথায় তারা স্থায়ী হবে জান্নাতে অনন্ত অসীমকাল অবস্থান করবে তাদের মৃত্যুও

মু'মিনদের প্রাপ্য হিসেবে উল্লেখিত বিষয়গুলো আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য, পরিপূর্ণ মুক্তি। জান্নাত ও তদস্থিত পুরস্কার লাভে তারা ধন্য হবে এবং জাহান্নাম ও তদস্থিত শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করবে। মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এ অবদান অনুগ্রহের কথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল মুনাফিক এসে বলল, ইয়া রাসূলালাল্লাহ্ (সা)! আমরা তো মু'মিনদের মত, আল্লাহ্র নিকট আমরা কি পাব? তখন তাদেরকে উপলক্ষ করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন–

৬. (وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ) এবং তিনি শাস্তি দিবেন এ জন্য তিনি সাজা দিবেন কপট মুনাফিক পুরুষদেরকে ঈমানে কপট পুরুষদেরকে এবং মুনাফিক নারীদেরকে ঈমানে কপট মহিলাদেরকে মুশরিক পুরুষদেরকে ঈমান সত্ত্বেও আল্লাহ্র সাথে শির্ককারী পুরুষগণ এবং মুশরিক নারীদেরকে, অংশীবাদী মহিলাদেরকে। তারপর পুনরায় মুনাফিকদের কথা বলছেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে সাহায্য করবেন না, তাদের জন্য মুনাফিকদের উপর অমংগল চক্র অশুভ পরিণাম ও অশুভ আবর্তন। (وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا) আল্লাহ্ ওদের প্রতি নারাজ হয়েছেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ওদেরকে অভিশপ্ত করেছেন সকল প্রকার কল্যাণ হতে তাদেরকে দূরে হটিয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন আখিরাতে, তা কত নিকৃষ্ট আবাস যেটির প্রতি তারা প্রত্যাবর্তন করবে, সেটি কত মন্দ আবাস।

(৭) وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

(৮) اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

(৯) لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

(১১) سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৭. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮. আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে,

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০. যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্রই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত ওদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার

১১. যে সকল আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' ওরা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুত তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

৭. (وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا) আকাশরাজির সৈন্যসমূহ তারই ফিরিশতাগণ এবং পৃথিবীর সৈন্যগণ মু'মিনগণ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন এগুলো দিয়ে সাহায্য করেন, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী অপ্রতিরোধ্য কাফির ও মুনাফিকদেরকে শাস্তিদানে। প্রজ্ঞাময় ঈমানে নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে মর্যাদা দানে। অপর ব্যাখ্যায় আপন রাজ্য ও রাজত্বে তিনি পরাক্রমশালী এবং আপন কর্ম ও সিদ্ধান্তে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার নবীকে সাহায্য করণে তিনি প্রজ্ঞাময়।

৮. (اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا) হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে তাবলীগ সম্পর্কে তোমার উম্মতের বক্তব্যের সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা মু'মিনদেরকে জান্নাতের এবং সতর্ককারীরূপে কাফিরদেরকে জাহান্নাম হতে,

৯. (لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا) যাতে তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান আন যেন আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর তার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আন এবং তাকে সাহায্য কর তার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর ও সম্মান কর তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর এবং আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ কর, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর সকাল-সন্ধ্যায়।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটা সংঘটিত হয়েছিল হুদায়বিয়ায় সামুরা বৃক্ষ তলে। এরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) জন। তারপর কল্যাণ কামনা সাহায্য ও যুদ্ধ মাঠ থেকে পলায়ন না করা এসকল বিষয়ে তারা আল্লাহ্র নবীর হাতে বাইয়াত করলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

১০. (اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ) যারা তোমার বাইয়াত গ্রহণ করে হুদায়বিয়ার দিবসে তারা তো আল্লাহ্রই বাইয়াত গ্রহণ করে তারা যেন সরাসরি আল্লাহ্রই বাইয়াত গ্রহণ করে (يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ) আল্লাহ্র হাত ছাওয়াব প্রদান ও সাহায্য করণে তাদের হাতের উপর তাদের সততা প্রতিশ্রুতি পূরণ ও কর্ম সম্পাদনের সাথে যুক্ত। (فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ) সুতরাং যে ব্যক্তি তা ভঙ্গ করে বাইয়াত ভঙ্গ করে সে নিজের দায়িত্বেই তা ভঙ্গ করে, এর শাস্তি ও পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। (وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ) আর যে ব্যক্তি তা পূরণ করে যথাযথভাবে পালন করে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার সততা ও পূর্ণতার সাথে (فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا) তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেন জান্নাতে পরিপূর্ণ ছাওয়াব ও প্রতিদান তাকে দান করবেন। হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সকল সাহাবী-ই এ অঙ্গীকার পূর্ণভাবে পালন করেছেন। কেউ তাতে ত্রুটি করেননি, কারণ তাদের সবাইতো ছিলেন মুখলিস তথা নিষ্ঠাবান। তারা সবাই এ অঙ্গীকার রক্ষা করেই ইনতিকাল করেছেন। অবশ্য জাদ্দ ইব্ন কায়স নামে জনৈক ব্যক্তি ছিল ব্যতিক্রম, সে মুনাফিক ছিল। সে বাইয়াত অনুষ্ঠানকালে নিজের উটের বগলে আত্মগোপন করে থেকেছিল। বাইয়াতে অংশগ্রহণ করেনি। অবশেষে মুনাফিক হিসেবেই আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিয়েছেন।

১১. (سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا) যে সকল মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছেন বনী গিফার, আসলাম, আ'শজা, দায়ল, মুযায়নাহ ও জুহায়না গোত্রসমূহ, যারা ... পরিবার-পরিজন

হয়ে যাবার আশংকা করেছিলাম এজন্য আমরা আপনার সাথে যাইনি অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনার সাথে হুদায়বিয়া যাত্রা করতে আমরা পারিনি। আপনি আমাদের এ ত্রুটির কারণে আমাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِى قُلُوْبِهِمْ) ওরা মুখে বলে, মুখে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানায় যা তাদের অন্তরে নেই. এ ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা তারা অন্তরে বিশ্বাস করে না। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না-ইবা কর হে মুহাম্মদ (সা)! (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا) ওদেরকে বলে দাও, কে তোমাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখবে আল্লাহ্ হতে আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কে আছে? তিনি যদি তোমাদের ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন হত্যা ও পরাজয় দ্বারা অথবা তিনি যদি তোমাদের কল্যাণের ইচ্ছা করেন হুদায়বিয়া হতে পিছিয়ে থাকা, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

(١٢) بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ○

(١٣) وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

(١٤) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১২. না, তোমরা ধারণা করছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।

১৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।

১৪. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২. (بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا) না, তোমরা ধারণা করছিলে যে, হে মুনাফিকগণ! রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনোই ফিরে আসতে পারবে না মুহাম্মদ (সা) ও মু'মিনগণ মদীনাতে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না (وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ) এটি প্রীতিকর মনে হয়েছিল এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল তোমাদের মনে এ জন্যই তোমরা পিছনে থেকে গিয়েছিলে এবং তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে যে আল্লাহ্ তার নবীকে সাহায্য করবেন না। (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا) তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায় ধ্বংসোম্মুখ, দূষিত অন্তর ও পাষাণ হৃদয় বিশিষ্ট এক জনগোষ্ঠী।

১৩. (وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا) যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নে সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান নয়। আমি

১৪. (وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ) আল্লাহ্‌রই আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, আকাশের সম্পদ বৃষ্টি ও পৃথিবীর সম্পদ ফল-ফসল তো তাঁরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, মু'মিনদের মহাপাপও তিনি ক্ষমা করেন, এটি তাঁর অনুগ্রহ এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন ক্ষুদ্র পাপে সে পরিমাণ শাস্তি, এটি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। অপর ব্যাখ্যায় তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন মানে যাকে ইচ্ছা ঈমান আনয়ন ও তাওবা করার সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন, অনন্তর তাকে ক্ষমা করে দেন। এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন মানে যাকে ইচ্ছা কুফরী ও মুনাফিকীতে মৃত্যু দেন, অনন্তর তাকে শাস্তি দেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন মানে যে ক্ষমা পাবার যোগ্য তাকে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন মানে যে শাস্তি পাবার যোগ্য তাকে শাস্তি দেন। (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। যারা সাগীরা ও কবীরা তথা ক্ষুদ্র ও মহাপাপ হতে তাওবা করে তাদের জন্য পরম দয়ালু, যারা তাওবা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য।

(١٥) سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(١٦) قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।' ওরা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।' ওরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।' বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।

১৬. যে সব আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল, 'তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

১৫. (سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ) যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতে যাবে তখন যারা গৃহে থেকে গিয়েছিল হুদায়বিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ না করে, তারা বলবে, বনী গিফার, আসলাম, আশজা, মুযায়না ও জুহায়না গোত্রসমূহ বলবে, আমাদেরকে সুযোগ দাও আমরা তোমাদের অনুসরণ করব তোমাদের সাথে খায়বারের দিকে যাব। তারা পরিবর্তন করতে চায়, উল্টাতে চায় আল্লাহ্‌র নির্দেশকে আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে বলেছিলেন যে, যারা হুদায়বিয়াতে অংশ নেয়নি তাদেরকে অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিবেন না।

(قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ

আমাদের সংগী হতে পারবে না, খায়বারের যুদ্ধে, অবশ্য অতিরিক্ত হিসেবে যেতে পার তবে গনীমত তথা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের অংশ পাবে না, অনুরূপ আমরা তোমাদেরকে যা বলছি সেরূপ আল্লাহ্ পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছেন আর তা হচ্ছে সূরা তাওবার আয়াত (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدً) আল্লাহ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং ওরা অভিযানে বের হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলবে, "তোমরা আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সংগী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না।" (তাওবা ঃ ৮৩) অর্থাৎ ওদরকে অন্য কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিবে না। অতঃপর তারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আল্লাহ্ কিন্তু এরকম নির্দেশ দেননি এবং আমাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে বঞ্চিত করার জন্য হিংসা বশত তোমরা একথা প্রচার করছ। তাদের এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, ওরা বলবে তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামালের ব্যাপারে, বস্তুত তারা অনুধাবন করতে পারে না আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিতান্ত স্বল্প ব্যতীত, আসলে স্বল্পও বুঝে না অধিকও বুঝে না।

১৬. (قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُوْلِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ) বল, হে মুহাম্মদ (সা)! বলে দাও যুদ্ধে অনুপস্থিত মরুবাসীদেরকে দায়ল, আশজা', মুযায়না ও জুহায়নার গোত্রসমূহকে, তোমরা আহূত হবে নবী (সা)-এর পর এক সম্প্রদায়ের প্রতি এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি, যারা প্রবল পরাক্রান্ত যুদ্ধে অভিজ্ঞ, ইয়ামামাবাসী মুসায়লামা কাযযাবের বন্ধু হানিফা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। (تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا) তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে দীনের স্বার্থে– যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে পরাজয় মেনে নেয়। তোমরা যদি আনুগত্য কর, এ নির্দেশ পালন কর, আহ্বানে সাড়া দাও, তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যুদ্ধে অবিচল থাক, আল্লাহ্ দান করবেন তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার, জান্নাত। (وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ) আর তোমরা যদি মুখ ফিরায়ে থাক তাওহীদ, তাওবা, ইখলাস, নিষ্ঠা ও মুসায়লামা আল কায্‌যাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা হতে, যেমনটি তোমরা ইতিপূর্বে মুখ ফিরায়ে ছিলে হুদায়বিয়ার যুদ্ধ হতে (يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।

যুদ্ধে অনুপস্থিতির জন্য শাস্তির সংবাদ শুনে খোঁড়া ও পঙ্গু মু'মিনগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা). আল্লাহ্ তা'আলা তো যুদ্ধে অনুপস্থিতদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আমরা তো অক্ষম পঙ্গু, আমাদের কি হবে? তখন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(১৭) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۟

(১৮) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۟

১৭. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নাই; এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি

১৮. মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়

১৭. (لَيْسَ عَلَي الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ) অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই, যুদ্ধে না গেলেও পাপ নেই। খঞ্জের জন্যও নয়, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলে দোষ নেই। রোগীর জন্যও নয় যুদ্ধে না গেলে দোষ নেই। (وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا) যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিবে ও যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, উদ্যানসমূহে, যার নিম্নদেশে বৃক্ষরাজি, বাসস্থান ও প্রাসাদসমূহের নিচ দিয়ে প্রবাহমান নদীগুলো পবিত্র সুরার নদী, পানির নদী, মধু ও দুধের নদী। আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও রাসূলের আনুগত্যে যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেওয়া হতে, তিনি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন করেছে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করত আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

১৮. (لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا) আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করল, হুদায়বিয়ার দিবসে সামুরা বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। তারা প্রায় ১৫০০ (পনেরশত) লোক সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পরস্পর সাহায্য করবে, বিজয় অর্জন করবে এবং মৃত্যুর ভয়ে কেউ যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করবে না। তিনি অবগত ছিলেন তাদের অন্তরে যা ছিল সততা ও অঙ্গীকার পালনের বিশ্বাস, অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন তাদের উপর প্রশান্তি, মানসিক স্থিরতা, দূরীভূত করলেন অহমিকা এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন অতঃপর তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয়, এ যুদ্ধের পরেই অবিলম্বে খায়বারের বিজয়।

(১৯) وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

(২০) وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

(২১) وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ○

১৯. ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারিত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং এরা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে

১৯. (وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا) ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে খায়বারের গনীমত তথা যুদ্ধ লব্ধ মালামাল। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী আপন শত্রুদের শাস্তিদানে অপ্রতিরোধ্য প্রজ্ঞাময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদেরকে সাহায্য, বিজয় ও গনীমত প্রদানে।

২০. (وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا) আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী তোমরা, যুদ্ধ জয় করত তোমরা সেগুলোর অধিকারী হবে। এতদ্বারা পারস্য বিজয় লব্ধ সম্পদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তখনও অবশ্য পারস্য বিজয় বাস্তবায়িত হয়নি, অতি সত্বর তা বাস্তবায়িত হবে সেই ভবিষ্যত বাণী করা হল। তিনি এটি খায়বারের গনীমত তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে মানুষের হস্ত নিবারিত করেছেন খায়বারবাসীদের মিত্র আসাদ ও গিতফান গোত্রদ্বয়কে যুদ্ধ হতে বিরত রেখেছেন এবং যাতে এটি মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাকে অর্থাৎ খায়বার বিজয় মু'মিনদের ইতিহাসে যেন একটি শিক্ষণীয় ও মাইল ফলক হিসেবে স্থান পায়। কারণ সেখানে মু'মিনদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ হাজার অপর দিকে খায়বার বাসীদের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার এবং আল্লাহ্ যেন তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে তাঁর মনোনীত ধর্মে স্থির ও অবিচল রাখেন।

২১. (وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا) এবং অপর সম্পদ অপর যুদ্ধ লভ্য সম্পদ যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি তাতো আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত আছে আল্লাহ্ জানেন যে, তা তোমাদের অধিকারে আসবে, তা হচ্ছে পারস্য বিজয় লভ্য মালামাল আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিমান সর্ববিষয়ে বিজয় দান, সাহায্যকরণ ও গনীমত প্রদান সকল বিষয়ে তিনি সক্ষম।

(٢٢) وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

(٢٣) سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

(٢٤) وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

২২. কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতো না।

২৩. এটাই আল্লাহ্‌র বিধান-প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহ্‌র এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।

২৪. তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হস্ত তোমাদের হতে নিবারিত করেছেন ওদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।

২২. (وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا) কাফিররা তোমাদের ... আসাদ ও গিতফান গোত্রদ্বয় যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ত তবে মুকাবিলা [illegible] সাথী হয়ে

আক্রমণ হতে ওদেরকে বাঁচাতে পারে। এবং পেত না কোন সাহায্যকারী, যে হত্যা ও পরাজয় থেকে ওদেরকে রক্ষা করতে পারে।

২৩. (سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا) এতো আল্লাহ্‌র রীতি আল্লাহ্‌র নিয়ম তো এরূপ যা পূর্ব থেকে চলে এসেছে অতীত উম্মতদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। যখন তারা নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তখন হত্যা ও শাস্তি আপতিত হত। তুমি আল্লাহ্‌র এ বিধানে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের এ রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।

২৪. (وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) তিনি নিবারণ করেছেন ওদের হাত মক্কাবাসীদের হাত, তোমাদের হতে তোমাদের উপর আক্রমণ করা ও লড়াই করা হতে এবং নির্ধারণ করলেন তোমাদের হাতগুলো ওদের থেকে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে মক্কা উপত্যকায় মক্কার মধ্যস্থলে, যুদ্ধ হয়নি পরস্পর পাথর নিক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ওদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর সাহাবীগণ ওদেরকে পাথর নিক্ষেপে পরাজিত করবার পর এভাবে তারা মক্কা প্রবেশ করলেন (وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا) আল্লাহ তা দেখেন যা তোমরা কর পাথর নিক্ষেপ ও অন্যান্য কর্ম।

(٢٥) هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢبِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

(٢٦) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

২৫. ওরাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছাতে। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত যদি না থাকত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জান না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে; ফলে ওদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে; যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি ওরা পৃথক হত, আমি ওদের মধ্যে কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম;

২৬. যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তার রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন, এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

২৫. (هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ) ওরাই তো কুফরী করেছিল মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতেও

সেগুলোকে যবেহের স্থানে পৌঁছাবে সে সুযোগও তারা দেয়নি (وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ) যদি কতক মু'মিন পুরুষ না থাকত ওয়ালিদ, সালমা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন রাবী'আ, আবু জনদাল ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর প্রমুখগণ না থাকত এবং কতেক ঈমানদার মহিলা না থাকত মক্কাতে যাদেরকে তোমরা জান না যে, ওরা মু'মিন তোমরা অজ্ঞাতসারে পদদলিত করতে তাদেরকে হত্যা করতে ফলে ওদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে ওদেরকে হত্যার দায়-দায়িত্ব ও পাপ বহন করে। উপরোল্লিখিত পরিস্থিতি যদি না থাকত তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শক্তিশালী করে দিতেন ওদেরকে হত্যা ও খুন করতে। (لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ) যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে দান করবেন আপন দীনে দীক্ষিত করে মর্যাদাবান করবেন যারা এটির উপযুক্ত (لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) যদি ওরা পৃথক হত মু'মিনগণ যদি ওই কাফিরদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা হয়ে যেত আমি কাফিরদেরকে মক্কার কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দান করতাম তোমাদের তরবারীর মাধ্যমে।

২৬. (اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) কাফিররা যখন নিজেদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা মক্কার কাফিররা যখন নিজেদের অহমিকার বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ হতে বাধা দিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন, মানসিক স্থিরতা দান করলেন, (وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا) অহমিকা দূরীভূত করে দিলেন আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন তাদের অন্তরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এর ভাব সৃষ্টি করলেন। তারাই ছিল এটির অধিকতর যোগ্য আল্লাহ্র অনাদি জ্ঞানে তারাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-এর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে, মু'মিনদেরকে মর্যাদা দান সহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

(٢٧) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

(٢٨) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

২৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে- কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

২৮. তিনি তার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর এটাকে জয়যুক্ত করবার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

২৭. (لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ...

তার সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে শত্রু পক্ষ হতে নির্ভয়ে (مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا) কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে আর কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না শত্রুর ভীতি থাকবে না, রাসূল (সা) তার সাহাবীদেরকে যে স্বপ্ন বলেছিলেন অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তা সত্যে পরিণত করেছিলেন। আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন যে, পরবর্তী বৎসরে তা বাস্তবতা লাভ করবে; কিন্তু তোমরা তা জান না। এটি ছাড়াও এটির পূর্বে তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সদ্য বিজয়, খায়বার বিজয়।

২৮. (هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا) তিনি তার রাসূলকে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত তাওহীদ দিয়ে, ব্যাখ্যান্তরে কুরআন দিয়ে ও সত্য দীনসহ এ সাক্ষ্যসহ যে, (شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল অপর সমস্ত দীনের উপর এটিকে বিজয়ী করার জন্য এটিকে জয়যুক্ত করার জন্য অপর সব দীনের উপর। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সারা দুনিয়ায় মুসলিম শক্তি বিজয়ী হয়। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

(২৯) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۖۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۠

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এইরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।

২৯. (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, সুহায়ল ইব্‌ন আমর এতদ বিষয়ে সাক্ষ্য না দিলেও এবং তার সহচরগণ অর্থাৎ আবূ বকর (রা), তিনি সর্ব প্রথম ঈমান আনয়ন করেন এবং রাসূল (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন কাফিরদের প্রতি কঠোর অনমনীয়, ইনি হযরত উমর (রা) কাফিরদের প্রতি খড়গহস্ত, আল্লাহ্‌র দীন পালনে অনড়-অবিচল এবং রাসূল (সা)-এর পরম সাহায্যকারী এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আন্তরিকতাপূর্ণ, দানশীল,

দয়াপরবশ ছিলেন। তুমি তাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবে, ইনি হযরত আলী (রা) তিনি অসংখ্য রুকূ সিজদা করতেন। তারা কামনা করে অন্বেষণ করে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি জিহাদের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব প্রত্যাশা করে। এরা হলেন তালহা ও যুবায়র (রা)। আল্লাহ্র শত্রুকে আক্রমণে তারা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর-নির্দয়। (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ) তাদের মুখমণ্ডলে চিহ্ন বিদ্যমান রাত জাগার সিজদার কারণে রাত্রিতে প্রচুর সিজদা করা তথা ইবাদত করার কারণে। তারা হযরত সালমান, বিলাল, সুহায়ব (রা) ও তাদের সাথীগণ, এরূপই তাদের বর্ণনা, পরিচিতি তাওরাতে এবং এরূপই তাদের বর্ণনা ইনজিলে (كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) যেন একটি চারাগাছ ইনি নবী আলাইহিস সালাম, বের করলেন আল্লাহ্ তা'আলা সেটির কিশলয়, সেটির চারা, ইনি হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তার সাথে আল্লাহ্র শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন অতঃপর তাকে শক্ত করলেন সাহায্য করলেন, ইনি হযরত উমর (রা) নাঙ্গা তলোয়ার হাতে আল্লাহ্র শত্রুর বিরুদ্ধে নবী (সা)-কে সাহায্য করেছেন, অতঃপর তিনি পুষ্ট হন উসমান (রা)-এর সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই ও জিহাদ করার শক্তি অর্জন করলেন এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় হযরত আলী (রা)-এর সহায়তায় কুরায়শদের মধ্যে আপন মিশন পরিচালনায় সমর্থ হলেন, এটি ক্ষেত ওয়ালাকে আনন্দিত করে তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কর্মকাণ্ডে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্তুষ্ট হলেন। যাতে তাদের দিয়ে তালহা ও যুবায়র (রা)-কে দেখে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, বাইয়াত-ই রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা-ই কিরাম তথা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও নিষ্ঠাবান সকল সাহাবীকে উপলক্ষ করে (وَالَّذِينَ مَعَهُ) হতে এ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে। (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং সৎকর্ম করে আপন আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমার অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে তারা পাপের ক্ষমা লাভ করবে এবং মহাপুরস্কারের জান্নাতে পরিপূর্ণ সাওয়াব লাভের।

সূরা হুজুরাত

মাদানী, ১৮ আয়াত, ৩৪৩ শব্দ, ১৪৭৬ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

১. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়োও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলবে না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

১. (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না প্রসংগে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, তোমরা কোন কথায় কিংবা কোন কাজে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অগ্রণী হয়ো না। রাসূলুল্লাহ (সা)-ই তো তোমাদেরকে আদেশ দেন ও নিষেধ করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, কাউকে হত্যা করার ব্যাপারে এবং কুরবানীর দিবসে পশু যবাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ো না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ব্যতীত। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করো না। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (সা) এর হাদীসের বিরোধিতা করো না। (وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজ করা কিংবা কোন কথা বলার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ শ্রবণকারী তোমাদের বক্তব্যসমূহ, অবহিত তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ্‌র তিনজন সাহাবীকে উপলক্ষ করে এ আয়াতটি

দুজন লোককে হত্যা করে ফেলেছিল। এরপর এ প্রকারের কাজ নিষিদ্ধ করতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ব্যতীত তোমরা কোন কাজে অগ্রণী হয়ো না, নিহত লোক দু'জনের কথা আল্লাহ্ শুনেছেন, তার কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাদের বক্তব্য ছিল, যদি এরকম হয় তো ও রকম হবেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ রকম যুক্তি উপস্থাপনে নিষেধ করলেন।

২. (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ) হে মু'মিনগণ! আয়াতটি ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। বনী তামিমের প্রতিনিধি দল মদীনা শরীফ আগমন করলে পরে ছাবিত ইব্ন কায়েস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উচ্চ স্বরে কথা বলছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ বিষয়ে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছে অর্থাৎ হে ছাবিত! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠ উঁচু করো না, নবী (সা) এর বক্তব্য পেশ করার সময় তোমরা নিজেদের বক্তব্য জোরালো করো না। যেমনটি তোমরা নিজেদের মধ্যে উচ্চ স্বরে কথা বল, একে অন্যকে নাম ধরে ডেকে থাক, তার সামনে তেমন উচ্চ স্বরে কথা বলো না, তাকে নাম ধরে ডেকো না; বরং তাঁকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা করবে, মর্যাদা দিবে এবং ইয়া নাবীয়াল্লাহ্ (সা)! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ইয়া আবাল কাসিম (সা)!, বলে তাকে সম্বোধন করবে। কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিষেধাজ্ঞা এ জন্যে যে, নবী (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পরিত্যাগের কারণে যেন তোমাদের সৎকর্মগুলো ব্যর্থ হয়ে না যায়। আর এ ব্যর্থতা সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থেকে যাও।

(٣) اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٥) وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩. যারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪. যারা ঘরের পিছন থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩. (اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ) যারা নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, এ আয়াতটিও ছাবিত ইব্ন কায়সকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। উচ্চ শব্দ হতে নিষেধ করার পর তিনি নীচু কণ্ঠে কথা বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে অনুচ্চ শব্দে কথা বলায় ছাবিত (রা)-এর প্রশংসা করতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উচ্চ কণ্ঠ

তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন পাপ হতে মুক্ত ও অপরাধ থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্যে সংশোধিত ও পবিত্র করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, তাওহীদ গ্রহণের জন্যে তাদের অন্তরগুলাকে নির্মল করে দিয়েছেন। (لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ) ওদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা দুনিয়াতে কৃত পাপের এবং মহা পুরস্কার জান্নাতে পরিপূর্ণ ছাওয়াব।

৪. (اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ) যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে। খুয়ায়া গোত্রের বনী আম্‌বার সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, উয়ায়না ইব্‌ন হিসন আল-ফাজারীর নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। মুসলিম সৈন্যের আগমনের সংবাদ শুনে তারা শিশু-নারী, ধন-সম্পদ রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। 'উয়ায়না ইব্‌ন হিসন ওদের নারী শিশু ও মালামাল একত্রিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে জমা দিলেন, অতঃপর বন্দী নারী-শিশুদের মুক্ত করার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তারা যখন মদীনা শরীফ প্রবেশ করে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যাহ্ন বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিদ্রিত ছিলেন, এমতাবস্থায় তারা চিৎকার করে বলছিল, হে মুহাম্মদ! আমাদের নিকট বেরিয়ে আস, আমাদের নিকট বেরিয়ে আস। তাদের এ অশালীন আচরণের নিন্দা করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, ঘরের পিছন থেকে যারা তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে তথা নবী (সা)-এর স্ত্রীদের কক্ষের পিছন থেকে যারা ডাক দেয় তাদের অধিকাংশ তথা সকলেই নির্বোধ, আল্লাহ্‌র নির্দেশও বুঝে না, একত্ববাদও অনুধাবন করতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মান-মর্যাদার বোধশক্তিও তাদের নেই।

৫. (وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) যদি তারা বনী আমবার সম্প্রদায় ধৈর্য ধারণ করত তুমি তাদের নিকট বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সালাত আদায়ের জন্যে তা ওদের জন্যে উত্তম হতো তিনি মুক্তিপণ গ্রহণ ব্যতীত তাদের সকল নারী ও শিশু মুক্ত করে দিতেন। এ ক্ষেত্র নবী করীম (সা) তাদের অর্ধেক লোককে বিনা পণে মুক্তি দিলেন, অবশিষ্ট অর্ধেককে পণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিলেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ওদের মধ্যে যারা তাওবা করে তাদের প্রতি পরম দয়ালু যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেননি।

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

(٧) وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

৬. হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

৭. তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি ... কথা শুনলে

তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

৬. (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ-বার্তা আনয়ন করে ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবু মুয়াঈতকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। বানূ মুসতালিক সম্প্রদায়ের নিকট হতে সাদকা উশুল করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ওদের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। কিছু দূর গিয়ে সে এক দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে সংবাদ দিল যে, তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা) ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে যুদ্ধ হতে নিষেধ করে বললেন, হে লোক সকল! যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছ, যদি কোন অসৎ মুনাফিক তথা ওয়ালিদ ইব্ন উক্বা তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, বানূ মুসতালিক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, তার সংবাদ সত্য কিংবা মিথ্যা (فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ) যাতে অজ্ঞতা বশত, তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর হত্যা না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যার জন্যে অনুতপ্ত না হও।

৭. (وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ) তোমরা জেনে রেখ হে মু'মিনগণ! যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তোমাদের সাথে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল, তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তাঁতে তোমরা যা করতে বল্ তোমরাই কষ্ট পেতে তোমরাই দোষী বা পাপাচারী হতে (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ) কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের নিকট ঈমানকে আল্লাহ্ ও রাসূলের সত্যতা স্বীকারোক্তিকে এবং তা সুশোভিত করেছেন তোমাদের অন্তরে আকর্ষণীয় করেছেন তোমাদের হৃদয়ে এবং (وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ) অপ্রিয় করেছেন তোমাদের নিকট ঘৃণ্য করেছেন তোমাদের নিকট কুফরী আল্লাহ্ ও রাসূলের অস্বীকৃতি পাপাচার মুনাফেকী ও কপটতা এবং অবাধ্যতা সর্বপ্রকার নাফরমানী (اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ) তারাই এ সদগুণাবলীর অধিকারী লোকজন সৎপথ অবলম্বনকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত।

(৮) فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(৯) وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৮. ইহা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯. মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল

নির্দেশের দিকে ফিরে আসে- যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

৮. (فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র অনুকম্পা, আল্লাহ্ ওদেরকে দান করেছেন ও দান-দয়া। আল্লাহ্ অবহিত মু'মিনদের মর্যাদা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় ওদের অন্তরে ঈমানের আকর্ষণ সৃষ্টিতে, কুফরী পাপাচারী ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিতে।

৯. (وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى) মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে একদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইবন সালুল মুনাফিক ও তার সতীর্থগণ অপরদিক খাঁটি মু'মিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ও তার সাথীগণ দু'পক্ষকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। উভয় দলে কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং তা হতে পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ অপকর্ম হতে নিষেধ করলেন এবং মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে বললেন, মু'মিনদের দু'দল তথা দু'গোষ্ঠী পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে যদি তাদের একদল আক্রমণ করে সীমালংঘন ও অত্যাচার করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের দল অপর দলকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা আনসারী (রা)-এর দলকে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা মানতে রাজী না হয় (فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ) (فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ) তাহলে তোমরা আক্রমণকারী অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীসাংসার প্রতি ফিরে আসে, অনন্তর যদি তারা ফিরে আসে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে মীমাংসা গ্রহণের দিকে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে উভয় দলের মাঝে বিচার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ও তদনুসারে আমলকারীদেরকে ভালবাসেন।

(১০) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۟ ؏

(১১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

১০. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

১১. হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা; ঈমানের পর মন্দ

১০. (اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই অর্থাৎ দীনী ভাই, সুতরাং নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, মীমাংসার নির্দেশ পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও দয়াপ্রাপ্ত হও, শাস্তি ভোগ না কর।

১১. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ) হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। একজন আনসারী সাহাবীর মায়ের জাহেলী যুগের দোষত্রুটি উল্লেখ করে তিনি ঐ সাহাবীকে উপহাস করেছিলেন এবং সেই মহিলার দোষ বর্ণনা করেছিলেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীতে সে মহিলাকে উত্তম গুণে ভূষিত করেছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা হতে নিষেধ করতঃ বললেন, হে মু'মিনগণ! যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছে অর্থাৎ হে সাবিত! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে আল্লাহ্‌র নিকট এবং অধিক সৌভাগ্যবান হতে পারে এবং কোন মহিলা যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে। নবী করীম (সা)-এর দুজন স্ত্রীকে উপলক্ষ করে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তারা দু'জনে হযরত উম্মি সালমা (রা)-কে উপহাস ও বিদ্রূপ করেছিলেন। এরপর তাদেরকে তা হতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, কোন মহিলাও যেন অপর মহিলাকে বিদ্রূপ না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে আল্লাহ্‌র নিকট এবং অধিক সৌভাগ্যশালীনী হতে পারে এবং (وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ) তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না অপর মু'মিন ভাইয়ের দোষ বর্ণনা করো না। একে অপরকে নিন্দাবানে জর্জরিত করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, জাহেলী যুগের নাম ও বিকৃত উপাধি দিয়ে একে অন্যকে ডেকো না। (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ) ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা ঈমান আনয়ন ও পূর্ব ধর্মের কাজ পরিত্যাগের পর আপন ভাইকে হে ইয়াহূদী, হে খৃষ্টান, হে অগ্নি উপাসক, মাজূসী ইত্যাদি নামে ডাকা (وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) যারা এ ধরনের আচরণ হতে বিরত না থাকে আপন ভাইকে হে ইয়াহূদী, হে খৃষ্টান, হে মাজূসী নামে ডাকা হতে নিবৃত্ত না হয়, ঈমান আনয়নের পরও মন্দ উপাধি দানের এ আচরণ হতে বিরত না থাকে তারাই যালিম শাস্তি ভোগের উপযোগী হয়ে নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী। আবু বুরদা ইব্‌ন মালিক আল আনসারী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাদরাদ আল আসলামী এ দুজন সাহাবীকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তারা এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ কাজ হতে নিবৃত্ত করলেন।

(১২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ؗ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করোনা। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো ওটাকে ঘৃণ্যই মনে

১২. (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ) হে মু'মিনগণ! মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নানাবিধ অনুমান হতে দূরে থাক। এ আয়াতটি দুজন সাহাবীকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তারা হযরত সালমান (রা)-এর নিন্দা করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একনিষ্ঠ সেবক হযরত উসামা (রা) সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলেন এবং গোপন সংবাদ নিচ্ছিলেন যে, রাসূল (সা) উসামা (রা) সম্পর্কে যা বলেন, তা তাঁর মধ্যে আছে কিনা ? এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে এ ধরনের অমূলক ধারণা, গোপনে সংবাদ সংগ্রহ এবং পরনিন্দা থেকে নিষেধ করেছেন– বলেছেন হে লোক সকল! যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছ নানাবিধ অনুমান হতে তোমরা দূরে থাক। তোমাদের ভাইদের সম্পর্কে তোমরা যে ধারণা পোষণ করছ তা হতে আত্মরক্ষা কর (اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ) কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ অন্যায় এবং যা তোমরা গোপনে পোষণ করছ তা পাপ ও গুনাহ। এতদ্বারা হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) সম্পর্কে লোক দু'জনের উল্লেখিত অনুমানের কথা বুঝানো হয়েছে। (وَلَاتَجَسَّسُوْا) এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, তোমার ভাইয়ের দোষ নিয়ে সমালোচনা করো না, তার যে সকল ব্যাপার আল্লাহ্ গোপন রেখেছেন তোমরা সেগুলো খুঁজে বেড়িয়ো না। এতদ্বারা উল্লেখিত লোক দুজনের দোষ খুঁজে বেড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (وَلَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا) এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না যেমন লোক দু'জন হযরত সালমান (রা)-এর নিন্দা করেছে। (اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ) তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত ভক্ষণ করতে চাইবে? যা সরাসরি হারাম, অনন্যোপায় হওয়া ব্যতীত কেউ কি তা খেতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটি ঘৃণাই মনে কর অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতীত আহার করা তোমরা হারাম মনে করো, সুতরাং পরনিন্দাকেও তোমরা অনুরূপ হারাম মনে করবে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর কারো নিন্দা করার ব্যাপারে আল্লাহ্র ভয় মনে জাগরুক রাখ আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী যারা পরনিন্দা হতে তাওবা করে তাদের অতীত পাপ মোচনকারী দয়ালু যারা তাওবাসহকারে মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রতি।

(١٣) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

(١٤) قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

১৪. আরব মরুবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম'; বল, "তোমরা ঈমান আনলি; বরং তোমরা বল,

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১৩. (يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আয়াতটি সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। জনৈক ব্যক্তিকে তুচ্ছভাবে তিনি বলেছিলেন, আরে তুমি তো অমুক মহিলার ছেলে, অপর ব্যাখ্যায় নবী করীম (সা)-এর মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রা) ও কুরায়েশের কতেক লোক সাহ্ল ইব্ন আমর হারিসা ইব্ন হিশাম ও আবু সুফয়ান ইব্ন হারব প্রমুখকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। মক্কা বিজয়ের দিনে তারা যখন হযরত বিলাল (রা)-এর আযান শুনেছিল তখন তাকে তাচ্ছিল্যভরে তারা বলেছিল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কি নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে এই কাক ছাড়া আর কাউকে পায়নি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আদম ও হাওয়া (আ) হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাত ও গোত্রে গোত্র ও গোত্রমূল। অপর ব্যাখ্যায়, মাওয়ালী ও আরব জাতিতে। (لِتَعَارَفُوْا) যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার চেনা-জানার সুবিধা পাও। যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কোন্ গোত্রের লোক, তখন যেন বলতে পার যে, কুরায়শ বংশের, কান্দার উপবংশের, তামীম গোষ্ঠীর, বুজায়লা গোত্রের ইত্যাদি। (اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত দিবসে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন আখিরাতে, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী দুনিয়াতে, আর তিনি হলেন বিলাল। (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) আল্লাহ্ জানেন তোমাদের বংশ বুনিয়াদ। অবহিত তোমাদের কর্ম সম্পর্কে এবং আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে।

১৪. (قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ) আরব মরুবাসীগণ বলে, আয়াতটি আসাদ গোত্রকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তারা চরম দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। এরপর তারা পরিবার-পরিজন গোষ্ঠী জাতিসহ সবাই ইসলামে প্রবেশ করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁর নিকট আগমন করল। তাদের আগমনে মদীনার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে গেল, পথেঘাটে প্রশ্রাব- পায়খানা করে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুনাফিক, তারা বলছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে খাদ্য দিন, আমাদেরকে মর্যাদা দিন, আমরাতো নিঃস্বার্থ, নিষ্পাপ, ঈমান আনয়নে। প্রকৃতপক্ষে ওরা ছিল দীন সম্পর্কে মুনাফিক এবং বক্তব্যে মিথ্যুক। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বক্তব্য তুলে ধরে বললেন, আরব মরুবাসী আসাদ গোত্র বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নে আমরা সত্যবাদী হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা ঈমান আননি, আল্লাহ্ ও রাসূলে ঈমান আনয়নে তোমরা সত্যবাদী নও। (وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি তরবারীর আঘাত ও বন্দী হওয়া থেকে আমরা নিরাপত্তা লাভ করেছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি ঈমানের ভালবাসা ও বিশ্বাস তোমাদের হৃদয়ে স্থান পায়নি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর গোপনেও যেমনটি আনুগত্য করেছ প্রকাশে এবং কুফরী অন্যায় ও মুনাফেকী হতে তাওবা কর। তোমাদের সৎকাজের সাওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তোমাদের মধ্যে যারা তাওবা করে তাদের জন্যে পরম দয়ালু যারা তাওবা সহকারে মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্যে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা

(১৫) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

(১৬) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

১৫. তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. বল, 'তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।'

১৫. (اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا) তারাই মু'মিন ঈমানে সত্যবাদী, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আনে ঈমান আনয়নে সত্যবাদী হয় তারপর তাতে সন্দেহ পোষণ করেনি ঈমানে সংশয় পোষণ করে না (وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ) এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা সংগ্রাম করে আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র আনুগত্যে, তারাই সত্যনিষ্ঠ ঈমানে ও জিহাদে।

১৬. (قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) হে মুহাম্মদ (সা) বনি আসাদ গোত্রকে বলে দিন, তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে যে দীনে তোমরা বিদ্যমান, আল্লাহ্কে অবহিত করতে চাও, আল্লাহ্কে জানাতে চাও যে, তোমরা সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আকাশরাজি ও পৃথিবীতে আকাশের অধিবাসীদের অন্তরে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের অন্তরে কি আছে, তার সবই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের গোপনীয় সর্ব বিষয় তার জ্ঞানভুক্ত। হে মুহাম্মদ (সা)

(১৭) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

(১৮) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

১৭. উহারা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

১৭. (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) তারাতো আসাদ গোত্র তো আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে রাসূলুল্লাহ্! আমাদেরকে খাদ্য দিন, মর্যাদা দিন, আমরা তো সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাদের এ বক্তব্য তারই প্রমাণ। (قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ) হে মুহাম্মদ (সা) বলে দাও, তোমাদের আত্মসমর্পণের দ্বারা আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না তোমাদের ইসলাম গ্রহণে তোমরা আমাকে ধন্য করেছ তা মনে করো না। (بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ) বরং আল্লাহ্ই তোমাদেরকে অনুকম্পা দেখিয়েছেন তোমাদের উপর তাঁরই অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পথ দেখিয়েছেন ঈমানে সত্যবাদী হবার আহ্বান করেছেন। (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও আমরা সত্যবাদী তোমাদের এ ঘোষণায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমরা তো ঈমানে সত্যবাদী নও বরং মিথ্যাবাদী।

১৮. (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। আকাশ ও পৃথিবীর সর্ব প্রকার অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত। (وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা কর হে মুনাফিকগণ! তোমাদের মুনাফেকী ও কপটতার সব কিছুই তিনি দেখেন এবং তোমরা তাওবা না করলে তোমাদের জন্যে প্রযোজ্য শাস্তি সম্পর্কে তিনি অবগত।

সূরা কাফ্

মক্কী, ৪৫ আয়াত, ৩৭৫ শব্দ, ১৪৭০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۟

(٢) بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِیْبٌ ۟

(٣) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝

(٤) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝

(٥) بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝

১. কাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের, (তুমি অবশ্যই সতর্ককারী)।

২. কিন্তু কাফিররা তোমাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলে, 'এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার!

৩. 'আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুত্থিত হব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।'

৪. আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।

৫. বস্তুত তাদের নিকট সত্য আসার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

১. (قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ) কাফ এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'কাফ' হচ্ছে একটি সবুজ পর্বত, যা ভূপৃষ্ঠ ও নীল আসমান দ্বারা বেষ্টিত। এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেন এবং শপথ সম্মানিত কুরআনের, আল্লাহ্ তা'আলা মর্যাদাবান কুরআন-ই-কারীমের এ শপথ করেন।

২. (بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ) তারা বরং বিস্ময় বোধ করে, কুরায়শরা অবাক হয়। এ হচ্ছে

হাজ্জাজ ও নুবাই ইব্‌ন হাজ্জাজসহ কুরায়শগণ বিস্মিত হল এজন্যে যে, ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে, তাদেরই বংশ হতে একজন সতর্ককারী রাসূল তাদের নিকট এসেছে। (فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ) এরপর কাফিররা বলে উবায়, উমাইয়া, মুনাব্বিহ্ ও নুবাই প্রমুখ মক্কার কাফিরেরা বলে, এটি তো এক আশ্চর্য ব্যাপার, মুহাম্মদ (সা) যা বলে যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হব, এতো এক অদ্ভুত ব্যাপার, যখন তারা বলে ঃ

৩. (ءَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ) আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে, পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গলেও কি আমরা পুনরুজ্জীবিত, পুনরুত্থিত হব? তা তো মুহাম্মদ (সা) যা বলেছেন সেটিতো সুদূর পরাহত, সেই প্রত্যাবর্তন কখনও বাস্তবায়িত হবার নয়। পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত তারা এ মন্তব্য করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

৪. (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ) আমি তো জানি মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে, মৃত্তিকায় তাদের কি পরিমাণ গোশত খায় এবং কি পরিমাণ রেখে দেয় (وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ) এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক যা শয়তান হতে সুরক্ষিত। তা হচ্ছে লাওহ-ই-মাহফূজ, তাদের মৃত্যু, কবরে অবস্থান ও কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থানসহ সব কিছু লিখিত আছে।

৫. (بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ) বরং তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, কুরায়শরা প্রত্যাখান করেছে সত্যকে মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআনকে, যখন তাদের নিকট এসেছে মুহাম্মদ (সা)। এটি শপথের উত্তর যে, মুহাম্মদ (সা) কুরআন নিয়ে তাদের নিকট আগমন করেছেন। (فَهُمْ فِيْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ) তারা সংশয়ে দোদুল্যমান, ভ্রান্তিতে, সন্দেহে নিমজ্জিত। অপর ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য বিদ্যমান। তাদের এক পক্ষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে অপর পক্ষ সত্যায়ন করে।

(٦) اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

(٧) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

(٨) تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

(٩) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝

৬. তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নাই?

৭. আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদগত করেছি নয়নপ্রীতিকর সর্ব প্রকার উদ্ভিদ,

৮. আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।

৯. আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।

৬. (اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا) তারা কি দেখেনি, মক্কার কাফিরেরা কি

নির্মাণ করেছি, সৃজন করেছি স্তম্ভ বিহীন (وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ) এবং সেটিকে সুশোভিত করেছি তারকা রাজি দ্বারা অর্থাৎ দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন তারকারাজি দ্বারা এবং সেটিতে কোন ফাটল নেই, কোন দোষত্রুটি ফাঁক-ফোকর নেই।

৭. (وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ) আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে, পানির উপর বিছিয়ে রেখেছি এবং স্থাপন করেছি তাতে ভূমিতে পর্বতমালা অবিচল সুদৃঢ় পাহাড়রাজি কীলক হিসেবে, যাতে অধিবাসীদেরকে নিয়ে ভূমি আন্দোলিত না হয় (وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ) এবং তাতে উদগত করেছি ভূমিতে উৎপন্ন করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ, নয়নাভিরাম সব সুন্দর ফল-ফসল।

৮. (تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ) প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি অগ্রসরমান বান্দার জন্যে। জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পার। অপর ব্যাখ্যায়, শিক্ষণীয় ও উপদেশ স্বরূপ।

৯. (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا) আকাশ হতে আমি বর্ষণ করেছি পানি বৃষ্টি যা কল্যাণকর ফল-ফসলের জন্যে তাতে সব কিছুর জীবন নিহিত (فَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ) এবং তদ্বারা উৎপন্ন করি বৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি করি উদ্যানসমূহ ও পরিপক্ক শস্যরাজি, যেসকল শস্য ও ফসল কেটে ঘরে তোলা হয়।

(১০) وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ

(১১) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ

(১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ

(১৩) وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ

(১৪) وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ

১০. ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর–

১১. আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

১২. তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও ছামূদ সম্প্রদায়,

১৩. আদ, ফির'আউন ও লূত সম্প্রদায়,

১৪. এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; তারা সকলেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।

১০. (وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ) এবং সুউচ্চ খর্জুর বৃক্ষ, সুদীর্ঘ খেজুর গাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর থরে থরে সাজানো ছড়া ও ফল।

১১. (رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا) আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ জগতের খাদ্য স্বরূপ অর্থাৎ সেই শস্য দানাগুলো সেটি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি বৃষ্টি দ্বারা সজীব করি মৃত ভূমিকে, ঘাস-পাতা

বিহীন স্থানকে (كَذَالِكَ الْخُرُوْجُ) এভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে, এভাবেই বৃষ্টি দ্বারা তারা কিয়ামতের দিনে জীবিত হবে এবং কবর হতে বের হবে। হে মুহাম্মদ (সা)

১২. (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ) ওদের পূর্বেও তাদের সম্প্রদায়ের পূর্বেও প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায় নূহ (আ)-কে এবং রাস্‌স এর অধিকারীগণ, রাস্‌স হচ্ছে আরবের য়ামামার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম। রাস্‌সের অধিবাসীরা মানে শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়, তারা শু'আয়ব (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং হযরত সালিহ (আ)-কে।

১৩. (وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ) আ'দ সম্প্রদায় তথা হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করছিল হুদ (আ)-কে। ফির'আউন ফির'আওন ও তার জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল হযরত মূসা (আ)-কে। ও লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল হযরত লূত (আ)-কে।

১৪. (وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ) এবং আয়কার অধিবাসীরা বনানীর অধিবাসীরা তারাও শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়, তারা শু'আয়ব (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছে। ও তুব্বা' সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে 'তুব্বা'কে। তুব্বা' ছিলেন হিময়ার রাজ্যের রাজা। প্রকৃত নাম আসআদ ইব্‌ন মালকী কারব, উপনাম আবূ কুরাব। তার অনুসারীর সংখ্যা প্রচুর ছিল বলে তুব্বা নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম ব্যক্তি। (كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ) এদের সকলেই রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। যেমনটি কুরায়শরা আপনাকে অস্বীকার করেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তিও আপতিত হয়েছে রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করায় আমার আযাব ও শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছে।

(١٥) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

(١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

(١٧) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

(١٨) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

১৫. আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টির বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করবে!

১৬. আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

১৭. স্মরণ রাখবে, 'দুই গ্রহণকারী' তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে;

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।

১৫. (اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাদের প্রথম সৃজনে কি আমি অক্ষম ছিলাম যে, ওদের মৃত্যুর পর আবার সৃজন করতে অক্ষম হয়ে পড়ব? (بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ) ... সৃষ্টি বিষয়ে সন্দেহে নিমজ্জিত, মৃত্যু পরবর্তী সৃজন সম্পর্কে

১৬. (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ) আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ অর্থাৎ আদম সন্তানদেরকে। অপর ব্যাখ্যায় আবূ জাহলকে এবং তার কুপ্রবৃত্তি তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয় আমি জানি, তার মন তার সাথে কি কথা বলে তা আমি অবহিত। (وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ) তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও আমি তার নিকটতম, তার সম্পর্কে বেশি অবহিত। তার উপর বেশি প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী 'হাবল আল ওয়ারীদ' হচ্ছে মেরুদণ্ড ও কণ্ঠনালীর মাঝখানে অবস্থিত ধমনী বিশেষ। এটি মানুষের নিকটতম অঙ্গ। হাব্ল ও ওয়ারীদ একই বস্তু।

১৭. (اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ) স্মরণ রেখো যখন দুই গ্রহণকারী গ্রহণ করে দুই ফিরিশতা লিপিবদ্ধ করতে থাকে তার দক্ষিণে ও বামে বসে আদম সন্তানের ডানে ও বামে তার দাঁতের উপর বসে লিখতে থাকে।

১৮. (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ) মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, ভাল-মন্দ যাই বলে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী উপস্থিত লেখক তার নিকটেই রয়েছে, তার পক্ষের ও বিপক্ষের সব কথাই অনবরত লিখে যাচ্ছে।

(১৯) وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ۝

(২০) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۝

(২১) وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ۝

(২২) لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝

(২৩) وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۝

(২৪) اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

(২৫) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ۝

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে; এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চেয়ে আসছ।

২০. আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তা-ই শাস্তির দিন।

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।

২২. তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

২৩. তার সঙ্গী ফিরিশতা বলবে, 'এইতো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত।'

২৪. আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর, নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে-

২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।

১৯. (وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যিই আসবে, মরণ যাতনা আসবে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য নিয়ে। হে আদম সন্তান, (ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ) এটি তো তাই, যা হতে তুমি অব্যাহতি চাইতে পলায়ন করতে চাইতে, অপছন্দ করতে।

২০. (وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ) আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, এ হচ্ছে পুনরুত্থানের ফুৎকার সেটিই শাস্তির দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের একত্রিত হবার প্রতিশ্রুত দিনটি।

২১. (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে কিয়ামতের দিন। তার সংগে থাকবে চালক যে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে তার প্রতিপালকের দিকে। এটি সে ফিরিশতা, যে এ ব্যক্তির মন্দকর্মগুলো লিপিবদ্ধ করত এবং তার সাক্ষী যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। এ হচ্ছে সেই ফিরিশতা যে তার সৎকর্মগুলো লিপিবদ্ধ করত। অপর ব্যাখ্যায় সাক্ষী মানে তার কর্ম। হে আদম সন্তান!

২২. (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا) তুমি তো এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে অজ্ঞতা ও অন্ধত্বে ছিলে (فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ) এখন উন্মোচন করে দিয়েছি প্রত্যাহার করেছি তোমার থেকে পর্দা, খুলে দিয়েছি তোমার নিকট তোমার কর্ম যা দুনিয়ার জগতে তোমার নিকট আবরণে আবৃত ছিল। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর সুতীক্ষ্ণ, অপর ব্যাখ্যায় পুনরুত্থান সম্বন্ধে আজ তোমার জ্ঞান কার্যকর। তুমি এর সত্যতা অনুধাবন করতে পেরেছ।

২৩. (وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ) তার সংগী বলবে, সৎকর্মের লেখক ফিরিশতা বলবে। অপর ব্যাখ্যায় মন্দ কর্মের লেখক ফিরিশতা বলবে, এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত, আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই তো তা উপস্থিত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই ফিরিশতাকে নির্দেশ দিবেন।

২৪. (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ) নিক্ষেপ কর, জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে বলবেন, আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী ঈমান বিমুখ লোককে, আর সে লোক হচ্ছে ওয়ালিদ ইব্ন মুগিরা মাখযুমী,

২৫. (مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ) বাধাদানকারী কল্যাণকর কাজে ইসলাম গ্রহণে, সে আপন ছেলে-মেয়ে, নাতী, নাতনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দান করত। সীমা লঙ্ঘনকারী অত্যাচারী যালিম ও সন্দেহ পোষণকারী সন্দেহ প্রকাশকারী আল্লাহ্তে মিথ্যা আরোপকারী।

(٢٦) الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَأَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

(٢٧) قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

(٢٨) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ○

(٢٩) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

(٣٠) يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ○

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

২৭. তার সহচর শয়তান বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

২৮. আল্লাহ বলবেন, 'আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করো না; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করেছি।

২৯. আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।'

৩০. সে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, 'আরও আছে কি?'

২৬. (اَلَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সংগে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করত, সে বলত, আল্লাহ্‌র শরীক আছে, সন্তান-সন্ততি আছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই লেখক ফিরিশতাকে নির্দেশ দিবেন, (فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ) তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর, কঠোর আযাবে ঠেলে দাও। কাফির লোকটি বলবে, হে আমার প্রভু! আমি যা করিনি আমি যা বলিনি তাও-এ ফিরিশতা আমার বিরুদ্ধে লিখেছে এবং যে কাজ আমি করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছি তাও এ ফিরিশতা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলেছে।

২৭. (قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ) তখন তার সহচর বলবে, ফিরিশতা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তার প্রতি অন্যায় করিনি, সে কাজ সম্পাদন করার পূর্বে আমি তা লিখিনি, আবার যা সে বলেনি এবং যা সে করেনি তা আমি লিখিনি। অপর ব্যাখ্যায় তার সহচর মানে তার সাথী শয়তান আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমি তাকে বিভ্রান্ত করিনি। (وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ) বস্তুত সে নিজেই ছিল বিভ্রান্তিতে ভুলের মধ্যে, সত্য ও হিদায়াত হতে বহু দূরে। আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে বলবেন–

২৮. (قَالَ لَاتَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ) আমার সম্মুখে বাকবিতণ্ডা করো না আমার নিকটে ঝগড়া করো না। (وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ) ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি, রাসূলের সাথে কিতাব প্রেরণ করে আমি এ দিবস সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

২৯. (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ) আমার কথার রদবদল হয় না, আমার কথা মিথ্যায় পরিণত হয় না। অপর ব্যাখ্যায় আজ বান্দাদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। অপর ব্যাখ্যায়, আমার নিকট দু রকম কথার অবকাশ নেই (وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ) এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না যে, ওদের অপরাধ ব্যতীত আমি ওদের শাস্তি দিব।

৩০. (يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, কিয়ামতের দিন, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? তোমাকে পূর্ণ করার যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম। (وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ) জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? অনন্তর সে আরো চাইবে। অপর ব্যাখ্যায় সে বলবে, আমি তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছি। আমাতে আর একজন লোকেরও স্থান নেই।

(٣١) وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ○

(٣٢) هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ○

(٣٣) مَنْ خَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ○

(٣٤) اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ○

(٣٥) لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○

৩১. আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের কোন দূরত্ব থাকবে না।

৩২. এরা-ই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, হিফাযতকারীর জন্য,-

৩৩. যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীতচিত্তে উপস্থিত হয়-

৩৪. তাদেরকে বলা হবে, 'শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'

৩৫. সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।

৩১. (وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ) আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের, যারা কুফরী শির্‌ক ও অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা করে, কোন দূরত্ব থাকবে না ওদের থেকে দূরে থাকবে না,

৩২. (هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ) এটির প্রতিশ্রুতি, এ সাওয়াব ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতিই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল দুনিয়াতে। প্রত্যেক আল্লাহ্‌ অভিমুখী, আল্লাহ্‌ ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হিফাযতকারীর জন্যে, নির্জনেও যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে। অপর ব্যাখ্যায়, যারা সালাত সংরক্ষণ করে তথা যথাযথভাবে আদায় করে।

৩৩. (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ) যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে না দেখেও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে (وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ) এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ভাবে ইবাদত করে, যারা তাওহীদের ঘোষণা দেয় আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলবেন,

৩৪. (اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ) তোমরা তাতে প্রবেশ কর, জান্নাতে দাখিল হও, শান্তির সাথে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিরাপদ ও নিঃশঙ্ক হয়ে। (ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ) এটি অনন্ত জীবনের দিন, জান্নাতের অধিবাসীদের চিরকাল জান্নাতে থাকার দিন।

৩৫. (لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا) সেথায় তারা যাই কামনা করবে যা-ই আগ্রহ করবে তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক আর তা হচ্ছে প্রভুর দর্শন, প্রভুকে দেখা, (وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ) আর তারা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমার অতিরিক্ত সাওয়াব ও প্রতিদান পাবে।

(৩৬) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ○

(৩৭) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○

(৩৮) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

(৩৯) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

৩৬. আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত; পরে তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল রইল না।

৩৭. এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

৩৯. অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

৩৬. (وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ) ওদের পূর্বে আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে আমি আরও মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি অতীত জনপদ ও অধিবাসী ধ্বংস করেছি, যারা ছিল এদের অপেক্ষা তোমার সম্প্রদায়ের চেয়ে শক্তিতে প্রবল, ওরা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াত, ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে যাতায়াত করত। (هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ) পরে তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকল

কি? আমার শাস্তি ও আযাব থেকে আশ্রয় গ্রহণ করার, মুক্তি পাবার কোন স্থান রইল কি? অপর ব্যাখ্যায় ওদের কেউ কি আর অবশিষ্ট থাকল?

৩৭. (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ) এতে ওদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণে উপদেশ রয়েছে তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে, যার আছে অন্তঃকরণ সজীব-সচেতন বিবেক এবং যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে অথবা যে ধ্যানমগ্ন হয়ে তিলাওয়াতে কুরআন শ্রবণ করে এবং যে উপস্থিত যার অন্তর সচেতন।

৩৮. (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ) আমি আকাশরাজি, পৃথিবী ও এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি সমগ্র জগত ও বিস্ময়কর সব কিছু সৃজন করেছি ছয় দিনে দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বেকার দিনে ছয় দিন। তখনকার একদিন এখনকার হাজার বছরের সমান। এ ছয়দিনে, প্রথম দিন ছিল রবিবার এবং শেষ দিন ছিল জুমাবার। (وَمَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ) আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি অথচ ইয়াহূদীরা বলে যে, এগুলো সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তা'আলা এক পায়ের উপর অপর পা রেখে শনিবার বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌র শত্রুরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছে। হে মুহাম্মদ (সা)!

৩৯. (فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ) ওরা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর ইয়াহূদীদের মিথ্যা রচনায় তুমি ধৈর্য ধারণ কর। অপর ব্যাখ্যায় বিদ্রূপকারী পাঁচ ব্যক্তির উপহাসে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। এই পাঁচ লোকের কথা আমরা অন্য স্থানে আলোচনা করেছি এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর আপন প্রভুর নির্দেশ মুতাবিক সালাত আদায় কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে যোহর ও আসরের সালাত।

(٤٠) وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝

(٤١) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

(٤٢) يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝

(٤٣) اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝

(٤٤) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝

(٤٥) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

৪০. তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

৪১. শুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহবান করবে,

৪২. যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ, সে দিনই বের হবার দিন।

৪৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে, এই সমবেতকরণ আমার জন্য সহজ।

৪৫. ওরা যা বলে তা আমি জানি, তুমি ওদের উপর জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

৪০. (وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ) তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় কর অথবা তাহাজ্জুদ এবং সালাতের পরেও মাগরিবের পরে, দু রাকআত। হে মুহাম্মদ (সা)।

৪১. (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ) শুনতে থাক যাতে অবশেষে শুনতে পাও সে দিনের বর্ণনা যেদিন এক ঘোষণাকারী আহ্বান করবে, অপর ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ (সা) কাজ করে যাও সে দিনের জন্যে, যেদিন ঘোষক ঘোষণা দিবে। অপর ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ (সা)! অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন ঘোষক ঘোষণা দিবে শিঙ্গায়, নিকটবর্তী স্থান হতে, আকাশের কাছাকাছি স্থান হতে, বায়তুল মুকাদ্দাসের সেই নির্দিষ্ট পাথর হতে। এটি আকাশের দিকে পৃথিবীর নিকটতম স্থান। মাত্র বার মাইলের ব্যবধান। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, এমন নিকটবর্তী স্থান থেকে যে, প্রত্যেকে নিজনিজ পায়ের নীচ থেকে তা শুনবে।

৪২. (يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ) যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ কবর হতে বের হবার জন্যে, (ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ) সেদিন বের হবার দিন কবর হতে, সেদিন কিয়ামতের দিন।

৪৩. (اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ) আমিই জীবিত করি পুনরুত্থানের জন্যে এবং মৃত্যু ঘটাই দুনিয়াতে এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে মৃত্যুর পরে। (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا) যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, ভূমি ফেটে যাবে এবং বের হয়ে আসবে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে কবর হতে হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে আসবে। (ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ) এই সমবেত সমাবেশ করণ হাশর্ হাশরের ময়দানে নিয়ে যাওয়া আমার জন্যে সহজ, নিতান্ত মামুলী।

৪৫. (نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) আমি জানি তারা যা বলে পুনরুত্থান সম্পর্কে অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াতে যা তারা বলে। হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তো ওদের উপর জবরদস্তীকারী নও শক্তি প্রয়োগকারী নও যে, বলপ্রয়োগে তুমি ওদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবে। অবশ্য তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ) সুতরাং তুমি উপদেশ দান কর নসীহত কর, বুঝাও কুরআনের সাহায্যে সে ব্যক্তিকে, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে এবং যারা শাস্তিকে ভয় করে না ওদেরকেও। অবশ্য তোমার উপদেশ গ্রহণ করবে তারাই, যারা আমার আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে।

সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৩৬০ শব্দ, ১২৮৭ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًاۙ

(٢) فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًاۙ

(٣) فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًاۙ

(٤) فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًاۙ

(٥) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ

(٦) وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌؕ

১. শপথ ধূলিঝঞ্ঝার,
২. শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,
৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,
৪. শপথ কর্মবণ্টনকারী ফিরিশতাগণের-
৫. তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।
৬. কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

১. (وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا) শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার, এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত ঝড়ের, যেগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় মানুষের ঘর-দোর।

২. (فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا) শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালার শপথ করলেন, যা বহন করে নিয়ে যায় বৃষ্টির পানি এবং যা পানির আধিক্যে ভারি হয়ে যায়।

৪. (فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا) শপথ কর্ম বণ্টনকারী ফিরিশতাগণের, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করলেন জিবরাঈল, মীকাইল, ইসরাফীল ও মালাকুল মওত ফিরিশতার, যারা বান্দাদের মধ্যে উপরোক্ত বস্তুসমূহ বণ্টন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর শপথ করে বললেন ঃ

৫. (اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ) তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুনরুত্থান সম্পর্কে অবশ্যই সত্য অবশ্যম্ভাবী।

৬. (وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ) এবং কর্মফল হিসাব, নিকাশ, বিচার ও প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য।

(٧) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ

(٨) اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ

(٩) يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۙ

(١٠) قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ

(١١) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ

(١٢) يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ

(١٣) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۙ

৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,
৮. তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।
৯. যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে তা পরিত্যাগ করে,
১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,
১১. যারা অজ্ঞ ও উদাসীন!
১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হবে?
১৩. বল, 'সেদিন যখন ওদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে'।

৭. (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) শপথ বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের, এ হচ্ছে অপর একটি শপথ। আল্লাহ তা'আলা শপথ করেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত সুদৃশ্য, সুসামঞ্জস্য ও কক্ষ পথ বিশিষ্ট আকাশের। অপর ব্যাখ্যায় শপথ আকাশের, যা ভিন্ন ভিন্ন পথ বিশিষ্ট, যেমন- পথ বিশিষ্ট জলরাশি। বায়ু-আঘাতে জলরাশির পথগুলো দৃশ্যমান হয়। অথবা পথ বিশিষ্ট বালুকারাশির ন্যায় প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহকালে যা পরিলক্ষিত হয়। অথবা গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়ানো কেশদামে সৃষ্ট দৃশ্যমান ফাকার ন্যায়। অথবা লৌহ নির্মিত পোশাকের রেখার ন্যায়। অপর ব্যাখ্যায় (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) মানে সপ্তম আকাশ, আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের শপথ করেছেন।

৯. (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) তা হতে ফিরায়ে দেয়া হয় মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন থেকে বিমুখ করে দেওয়া হয়। যাদেরকে ফিরায়ে দেয়া হয়েছে সত্য ও হিদায়াত থেকে তারা হল ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উবায় ইব্‌ন খালফ, হাজ্জাজের পুত্র মুনাব্বিহ ও নুবাই প্রমুখ দুরাচাররা মিথ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে লোকদেরকে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন থেকে ফিরায়ে দিত। অনন্তর তাদেরকে লা'নত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

১০. (قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ) অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, লা'নতপ্রাপ্ত হোক, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ও তার সাথী-সঙ্গী মাখযূমী গোত্রীয় মিথ্যাবাদীরা।

১১. (اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ) নিজেদের অজ্ঞতায় পরকালীন বিষয় সম্বন্ধে মূর্খতা ও অন্ধত্বে নিমজ্জিত উদাসীন অচেতন, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে। হে মুহাম্মদ (সা)

১২. (يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ) তারা জিজ্ঞেস করে মাখযূম গোত্রের লোকেরা জানতে চায়, কর্মফল দিবস কবে হবে? তারা বলে, যে দিবসে আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, সে কিয়ামত দিবস কবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

১৩. (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ) সে দিন, কিয়ামত দিবস সে দিন, যে দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে তারা। অপর ব্যাখ্যায় তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। অপর ব্যাখ্যায় জাহান্নামে সাজা দেওয়া হবে। অপর ব্যাখ্যায় তাদেরকে টানাটানি করা হবে জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়ে। প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে ঃ

(১৪) ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۚ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○
(১৫) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○
(১৬) اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ○
(১৭) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○
(১৮) وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○
(১৯) وَفِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

১৪. এবং বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।'
১৫. সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে,
১৬. উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ,
১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশেই অতিবাহিত করত নিদ্রায়,
১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত

১৪. (ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর ভোগ কর তোমাদের এ দহন, তোমাদের এ শাস্তি ও উত্তাপ এটিতো এ শাস্তিতো তাই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে দুনিয়াতে। এর পর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তার সাথী-সঙ্গী মু'মিনদের বাসস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করত আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

১৫. (اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ) মুত্তাকীগণ কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা বর্জনকারীগণ থাকবে জান্নাতসমূহে, উদ্যান সমূহে এবং প্রস্রবণসমূহে, নির্মল-স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাসমূহে,

১৬. (اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ) উপভোগ করবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে তা, যা তাদেরকে দিবেন তাদের প্রভু জান্নাতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ দুনিয়াতে তারা সানন্দচিত্তে পালন করে যা তাদের প্রভু তাদেরকে আদেশ করেন। (اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ) কারণ তারা ছিল ইতিপূর্বে এ সওয়াব ও মর্যাদালাভের পূর্বে দুনিয়াতে সৎকর্মপরায়ণ কথায় ও কাজে।

১৭. (كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ) তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাত্রের স্বল্প সময়ই তারা নিদ্রায় কাটাত।

১৮. (وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ) রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, সালাত আদায় করত।

(٢٠) وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۙ

(٢١) وَفِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

(٢٢) وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

(٢٣) فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَاۤ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۠

(٢٤) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۘ

(٢٥) اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۚ

(٢٦) فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۙ

২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে।
২১. এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না?
২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।
২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমাদের বাক-স্ফূর্তির মত এ সকল সত্য।
২৪. তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?
২৫. যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলল 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত

১৯. (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) তাদের ধন-সম্পদে হক রয়েছে তারা বিশ্বাস করত যে, তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে ভিক্ষুকের যে মুখ ফুটে অভাবের কথা জানায় এবং বঞ্চিতের, যে চক্ষুলজ্জায় আপন অভাবের কথা প্রকাশ করে না, ফলে সাহায্য পায় না, নীরবতার কারণে অন্যেরা তার অভাবের কথা বুঝতেও পারে না। ব্যাখ্যান্তরে বঞ্চিত মানে যে তার পারিশ্রমিক ও গনীমত দু'টো থেকেই বঞ্চিত। অপর ব্যাখ্যায় বঞ্চিত মানে অভাবগ্রস্ত পরিশ্রমী লোক, যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও দু'বেলা আহার যোগাতে পারে না।

২০. (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ) জমিনে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রমাণ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে- যথা বৃক্ষলতা, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত সাগর-মহাসাগর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে সত্য বলে গ্রহণকারীদের জন্যে।

২১. (وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) এবং তোমাদের শরীরের মধ্যেও বহু নিদর্শন রয়েছে, রোগ-শোক ব্যথা-বেদনা, বিপদ-আপদ ইত্যাদি, উপরন্তু মানুষ আহার করে এক পথে আর তা মল-মূত্ররূপে বেরোয় দু'পথে, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? তোমরা কি বুঝবে না? তা হলেতো আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টি জগত সম্পর্কে ধ্যানমগ্ন হতে পার।

২২. (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) এবং আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্‌ক এবং আকাশ থেকেই তোমাদের জীবিকা আগমন করে, তথা রিয্‌কের উৎস বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এবং যেগুলোর তোমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছ অর্থাৎ জান্নাত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আকাশে তোমাদের রিয্‌ক মানে তোমাদের রিয্‌কের দায়িত্ব আকাশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার এবং তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি তথা পুরস্কার ও শাস্তি তার-ই নিকট।

২৩. (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের শপথ করেছেন (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ) সেটি রিয্‌ক সম্পর্কে, যা আমি বর্ণনা করলাম অবশ্যই সত্য যথাযথ-অবশ্যম্ভাবী তোমরা যা বলে থাক তার ন্যায়ই তোমাদের ঘোষণা (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই"-এর ন্যায়ই সত্য।

২৪. (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার নিকট কি এসেছে ইব্‌রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত, তিনি তা কাবাব করা গোবাছুর দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছিলেন।

২৫. (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়েছিল হযরত জিবরাঈল (আ) ও তার সাথে দু'জন ফিরিশ্‌তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আগমন করেছিলেন। মতান্তরে হযরত জিবরাঈলের (আ) সাথে আগমনকারী ফিরিশতার সংখ্যা ছিল ১২। তারা বললেন, সালাম, তারা ইবরাহীম (আ) কে সালাম জানালেন। (قَالَ سَلَامٌ) তিনি বললেন, 'সালাম' ইবরাহীম (আ) সালামের উত্তর দিলেন, এবং বললেন, (قَوْمٌ مُّنكَرُونَ) তোমরা তো অপরিচিত লোক, তিনি তাদেরকে চিনেননি, সেকালে ঐ দেশে এ প্রকার সালামের প্রচলন ছিল না।

২৬. (فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) তিনি তার স্ত্রীর নিকট গেলেন, ইবরাহীম (আ) ... মাংসল গো বৎস

(২৭) فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيۡهِمۡ قَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ۝

(২৮) فَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ ؕ وَبَشَّرُوۡهُ بِغُلٰمٍ عَلِيۡمٍ۝

(২৯) فَاَقۡبَلَتِ امۡرَاَتُهٗ فِىۡ صَرَّةٍ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوۡزٌ عَقِيۡمٌ۝

(৩০) قَالُوۡا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡعَلِيۡمُ۝

(৩১) قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ اَيُّهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ۝

২৭. ও তাদের সামনে রাখল এবং বলল, ‘ তোমরা খাচ্ছ না কেন?’

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। ওরা বলল, ‘ভীত হয়ো না।’ অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

২৯. তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে আসল এবং গাল চাপড়ায়ে বলল, ‘এ বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে?

৩০. ওরা বলল, ‘তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।’

৩১. ইবরাহীম বলল, ‘হে ফিরিশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী?

২৭. (فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيۡهِمۡ قَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ) সেটি তাদের সামনে রাখল অর্থাৎ কাবাব করা গো বাছুরটি তিনি মেহমানদের সম্মুখে রাখলেন। তারা কিন্তু আহারের জন্যে হাত বাড়ায়নি। তিনি বললেন, ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ তোমরা খাচ্ছনা কেন এ আহার্য?

২৮. (فَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً قَالُوۡا لَا تَخَفۡ وَبَشَّرُوۡهُ بِغُلٰمٍ عَلِيۡمٍ) ওদের ব্যাপারে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল, আহার্য গ্রহণে তাদের অনীহা লক্ষ্য করে তার মনে ভয় সৃষ্টি হল, তিনি তাদেরকে দুর্বৃত্ত বলে সন্দেহ করলেন। সেকালের রীতি ছিল এ যে, বহিরাগত লোক কারো আহার গ্রহণ করলে তারা গৃহস্বামীর কোনো অনিষ্ট করত না। মেহ্মানগণ যখন হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভীতির ব্যাপারটি অনুধাবন করলেন তারা বললেন, ভীত হবেন না হে ইব্রাহীম (আ) আমাদেরকে নিয়ে, আমরা তোমার প্রভুর প্রেরিত অতঃপর তারা তাকে সুসংবাদ দিলেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের, যে শৈশবকালেই জ্ঞানী এবং পরিণত বয়সে ধৈর্যশীল ও মর্যাদাবান হবে। অর্থাৎ ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদ দিলেন।

২৯. (فَاَقۡبَلَتِ امۡرَاَتُهٗ فِىۡ صَرَّةٍ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوۡزٌ عَقِيۡمٌ) অনন্তর তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে এলেন সারাহ (আ) এগিয়ে এলেন সশব্দে এবং গাল চাপড়িয়ে বললেন, কপালে ও মুখমণ্ডলে হস্তাঘাত করে বললেন, বন্ধ্যা বৃদ্ধা, এ বন্ধ্যা বুড়ির কি সন্তান হবে? এ কেমন কথা?

৩০. (قَالُوۡا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهٗ هُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡعَلِيۡمُ) তারা বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ) ও তার সাথী ফিরিশতাগণ বললেন, এরূপই হে সারাহ আমরা তোমাকে যেরূপ বলছি সেরূপই তোমার প্রভু বলেছেন, তিনি সিদ্ধান্তদাতা তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সন্তান প্রসবিনী ও বন্ধ্যা রমণী থেকে সন্তান হবার, তিনি জানেন তোমাদের দু'জনের ঔরসে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

(٣٢) قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝
(٣٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ۝
(٣٤) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝
(٣٥) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝
(٣٦) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝
(٣٧) وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۝
(٣٨) وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝

৩২. ওরা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।
৩৩. 'তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,
৩৪. 'যা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে।'
৩৫. সেথায় যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম,
৩৬. এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি।
৩৭. যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্য তাতে একটি নিদর্শন রেখেছি।
৩৮. এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম,

৩২. (قَالُوْا انَّا أُرْسِلْنَا الَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ) তারা বললেন, আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি, মুশরিকদের প্রতি। নিজেদের ঘৃণ্য কর্মের প্রেক্ষিতে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এতদ্বারা তারা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন,

৩৩. (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ) যাতে আমরা নিক্ষেপ করি ওদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা, পাকা ইটের ন্যায় পোড়া ইটের ঢেলা।

৩৪. (مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ) চিহ্নিত লাল রঙে কালো রেখা অংকিত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এ পাথরগুলো নিক্ষিপ্ত হবে। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সীমালংঘনকারীদের জন্যে মুশরিকদের উপর।

৩৫ (فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) আমি উদ্ধার করেছিলাম মু'মিনদের যারা ছিল সেথায় লূত (আ) এর জনপদে যে সকল একত্ববাদী ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।

৩৬. (فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ) সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম পরিবার আমি পাইনি, লূত (আ) এর জনপদে একটি পরিবার তথা লূত (আ) ও তার দু'কন্যা যাউরা ও

৩৭. (وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ) সেথায় আমি রেখেছি লূতের (আ) জনপদে অবশিষ্ট রেখেছি একটি নিদর্শন একটি চিহ্ন ও শিক্ষণীয় বস্তু সেসকল লোকের জন্য, যারা ভয় করে মর্মন্তুদ শাস্তিকে আখিরাতের এবং তারা উপরোক্ত সম্প্রদায়ের কর্মের অনুসরণ করে না।

৩৮. (وَفِيْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ) এবং মূসার বৃত্তান্তে অনুরূপ শিক্ষা রয়েছে যখন আমি তাকে ফিরাআ'উনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণসহ, শুভ্র হস্ত ও লাঠির সুস্পষ্ট প্রমাণসহ।

(٣٩) فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

(٤٠) فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○

(٤١) وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ○

(٤٢) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ○

(٤٣) وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ○

(٤٤) فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

৩৯. তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরালো এবং বলল, 'এ ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।'

৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

৪১. এবং নিদর্শন রয়েছে 'তাদের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু;

৪২. এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল,

৪৩. আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'ভোগ করে নাও স্বল্পকাল,

৪৪. কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল।

৩৯. (فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ) তখন সে নিজ সৈন্য-সামন্তসহ মুখ ফিরায়ে নিল ফিরআ'উন নিজে তার দলবলসহ সেই নিদর্শনে ও মূসা (আ) এর উপর ঈমান গ্রহণ থেকে মুখ ফিরায়ে নিল এবং বলল ঃ এ ব্যক্তি হয় যাদুকর, না হয় উম্মাদ, পাগল।

৪০. (فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ) সুতরাং আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার দলবলকে, সৈন্য সামন্ত সকলকে তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম নিমজ্জিত করলাম সমুদ্রে, সাগরে। সে তো ছিল তিরস্কৃত, আল্লাহর নিকট দোষী, সে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করছে।

অকল্যাণকর বায়ু, প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা। সে ঝড়ের মধ্যে ওদের কোনই কল্যাণ ছিল না, এ ছিল পশ্চিমে ধাবিত প্রচণ্ড বাতাস।

৪২. (مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ) এটি এ বায়ু যা কিছুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, ঘূর্ণিঝড় যেখান দিয়েই আঘাত হেনেছে সেখানেই ধূলিস্যাৎ করে ছেড়েছে।

৪৩. (وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ) এবং সামূদের মধ্যে অর্থাৎ হযরত সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, তারা উষ্ট্রী হত্যা করার পর সালিহ (আ) তাদেরকে বলেছিলেন, ভোগ করে নাও, জীবন যাপন কর সে সময় পর্যন্ত আযাব ও শাস্তির আগমন পর্যন্ত।

৪৪. (فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ) কিন্তু তারা লংঘন করল, প্রত্যাখ্যান করল তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ তাদের প্রতিপালকের আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, শাস্তির বজ্রনিনাদ আপতিত হল, তারা প্রত্যক্ষ করছিল যে, আযাব তাদের উপর অবতীর্ণ হচ্ছে।

(٤٥) فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ۝

(٤٦) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

(٤٧) وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝

(٤٨) وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ۝

(٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৫. তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারল না।
৪৬. আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।
৪৭. আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।
৪৮. এবং আমি ভূমিকে বিছায়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দরভাবে বিছায়েছি ইহা!
৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৪৫. (فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ) তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না, আল্লাহর আযাব হতে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াতেও পারেনি এবং তারা পরস্পর সাহায্য গ্রহণকারী ছিল না, দৈহিক শক্তি দ্বারা শাস্তি প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি।

৪৬. (وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ) এবং নূহের সম্প্রদায় আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, ইতিপূর্বে সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের পূর্বে তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়, কাফির জনগোষ্ঠী।

৪৭. (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ) আমি আকাশ নির্মাণ করেছি তা সৃজন করেছি আমার

৪৮. (وَالْأَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ) এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি পানির উপর, আমি কত সুন্দর বিছিয়ে দেই, বিস্তৃত করি।

৪৯. (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় দু'ধরনের এ পৃথিবীতে যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর আল্লাহর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে ধ্যানমগ্ন হয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

(৫০) فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(৫১) وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(৫২) كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

(৫৩) اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ

৫০. আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে কোন ইলাহ্‌ স্থির করো না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫২. এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা তাকে বলেছিল, 'তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!'

৫৩. তারা একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুত তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

৫০. (فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে বাঁচার জন্যে তার দিকেই অগ্রসর হও। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে ধাবিত হও। অপর ব্যাখ্যায় শয়তানের আনুগত্য ছেড়ে দয়াময় আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হও আমি তোমাদের প্রতি তার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে স্পষ্ট সতর্ককারী। তোমাদের জ্ঞাত ভাষায় তোমাদেরকে সতর্ককারী।

৫১. (وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) তোমরা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ্‌ স্থির করো না, আল্লাহর সন্তান-সন্ততি আছে বলো না, আমি তোমাদের প্রতি তার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে স্পষ্ট সতর্ককারী, তোমাদের জানা ভাষায় সতর্ককারী।

৫২. (كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ) অনুরূপভাবে তোমার সম্প্রদায় যেভাবে তোমাকে যাদুকর কিংবা উন্মাদ বলে মন্তব্য করেছে, সেরূপ ওদের পূর্ববর্তীদের নিকট তোমার সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী-সম্প্রদায়গুলোর নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানিয়েছে (اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ) তখনই তারা বলেছে সেই রাসূলকে তুমিতো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ,

৫৩. (اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ) তারা কি একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? সবগুলো সম্প্রদায় কি ও ব্যাপারে ... যে, আপন আপন রাসূলকে তারা যাদুকর কিংবা উন্মাদ বলবে? বস্তুত:

(৫৪) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝

(৫৫) وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(৫৬) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

(৫৭) مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝

(৫৮) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۝

৫৪. অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এতে তুমি অপরাধী হবে না।
৫৫. তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।
৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে।
৫৭. আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে।
৫৮. আল্লাহ্ই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

৫৪. (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ) অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর হে মুহাম্মদ (সা)! ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে লও। তাতে তুমি/নিন্দিত হবে না আমার নিকট দোষী হবে না, আমি তোমার ওযর গ্রহণ করলাম, তুমি তো দায়িত্ব পালন করেছ। পরবর্তীতে অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ ও লড়াইয়ের নির্দেশ জারী করেছেন।

৫৫. (وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ) তুমি উপদেশ দিতে থাক কুরআন যোগে বুঝাতে থাক কারণ উপদেশ কুরআন যোগে প্রদত্ত উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে, মু'মিনদের যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করবে।

৫৬. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ) আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এ জন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে, তারা আমারই আনুগত্য করবে। এটি বিশেষত তার অনুগত বান্দাদের জন্যে প্রযোজ্য একটি ব্যাপার। ব্যাখ্যান্তরে বলা যায়, আল্লাহ্ যদি সবাইকে ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করতেন তবে এক পলকের জন্যেও তারা তাদের প্রতিপালকের অবাধ্য হতে পারত না।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ "আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদেরকে নির্দেশ দেবার জন্যে এবং কর্তব্য পালনে বাধ্য করার জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জিন্ন ও মানবকে ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি মানে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে তারা আমার একত্ববাদ মেনে নেয় এবং আমার ইবাদত করে।

৫৭. (مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ) আমি ওদের নিকট হতে জীবিকা চাই না নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা তারা নিজেরা করুক সেই গুরুভার আমি তাদের উপর চাপিয়ে দিই না। এবং আমি চাই না যে, ওরা আমার আহার্য যোগাবে ওদের জীবিকা সরবরাহে ওরা আমাকে সাহায্য করুক, সে ক্লেশও আমি তাদেরকে দিই না

৫৮. (اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ) আল্লাহ্ই তো রিযকদাতা আপন বান্দাদেরকে, প্রবল

(৫৯) فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

(٦٠) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

৫৯. যালিমদের প্রাপ্য তাই যা অতীতে তাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

৬০. কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের সেই দিনে, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

৫৯. (فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ) যালিমদের প্রাপ্য তাই মক্কার কাফিরদের জন্যে তাই, যা তাদের মতালম্বীরা ভোগ করেছে, তাদের পূর্ববর্তী কাফিরগণ ভোগ করেছে, এক আযাবের পর আর এক আযাব। (فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ) সুতরাং তারা যেন আমার নিকট ত্বরা না চায়, আযাব ও ধ্বংস অবিলম্বে প্রেরণের আবেদন না জানায়।

৬০. (فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ) দুর্ভোগ, কঠোর শাস্তি কাফিরদের জন্যে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন অস্বীকারকারীদের জন্যে সে দিনের যেদিনের বিষয়ে ওদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যে দিনের শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে আযাবের কথা, শাস্তির কথা সূরা তূরে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ

৪৮ আয়াত, ৮১২ শব্দ, ১৫০০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) وَالطُّوْرِ ۝

(٢) وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝

(٣) فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝

(٤) وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝

(٥) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝

(٦) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝

১. শপথ তূর পর্বতের,
২. শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে,
৩. উন্মুক্ত পত্রে;
৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের,
৫. শপথ সমুন্নত আকাশের,
৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

১. (وَالطُّوْرِ) শপথ তূর পর্বতের-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাবীর পর্বতের শপথ করলেন। সুরয়ানী ও কিবতী ভাষায় পর্বত মাত্রই তূর নামে অভিহিত। কিন্তু আয়াতে 'তূর' উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা সেই পর্বতটিই বুঝিয়েছেন, যেখানে তিনি মূসা (আ) এর সাথে কথা বলেছিলেন। পর্বতটি মাদয়ানে অবস্থিত, এ পর্বতের নাম যাবীর। আল্লাহ্ তা'আলা তার শপথ করলেন।

২. (وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ) শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করলেন লাওহে

৩. (فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ) লিখিত উন্মুক্ত পত্রে, চামড়ায় লেখা, পৃষ্ঠাগুলো খোলা, কিয়ামত দিবসে মানুষ তা পাঠ করবে। এগুলো কিরামান কাতিবীন তথা সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের তৈরী 'আমলনামা।

৪. (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ) শপথ বায়তুল মা'মূরের, ফিরিশতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ গৃহ 'বায়তুল মামূরের' শপথ করেছেন। এটি কা'বা শরীফ বরাবর ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। এ সম্মানিত ইবাদতগৃহ থেকে কা'বা শরীফ বরাবর সপ্তম স্তর ভূমি পর্যন্ত হারাম শরীফ। প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করত: ইবাদত সমাপনান্তে বেরিয়ে যায়, তারা দ্বিতীয় বার আর আসে না। এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন হযরত আদম (আ)। তুফান তথা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এটিকে ৬ষ্ঠ আকাশে তুলে নেয়া হয়। এটি দুরাহ নামেও পরিচিত। কা'বা শরীফ বরাবর উর্ধ্বে তার অবস্থান।

৫. (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ) শপথ সমুন্নত আকাশের, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন সর্বোর্ধ্বে অবস্থিত সমুচ্চ আকাশের।

৬. (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ) এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রের। এটি সপ্তম আকাশের উপরে আল্লাহ্ তা'আলার আরশের নিচে 'হায়ওয়ান' নামের একটি সমুদ্র। কিয়ামত দিবসে এ সমুদ্রের পানি দিয়েই আল্লাহর তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে পুনরায় জীবিত করবেন। অপর ব্যখ্যায় বলা হয়, 'বাহ্‌র-ই-মাস্‌জূর' হচ্ছে একটি উষ্ণ সমুদ্র, কিয়ামত দিবসে তা অগ্নিতে পরিণত হবে এবং জাহান্নামের মধ্যে উন্মুক্ত থাকবে।

এসব বিষয়ে শপথ করত আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

(٧) اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

(٨) مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝

(٩) يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝

(١٠) وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

(١١) فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(١٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝

(١٣) يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝

৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

৮. এর নিবারণকারী কেউ নেই।

৯. যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে,

১০. এবং পর্বত চলবে দ্রুত;

১১. দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের–

১২. [illegible] লিপ্ত থাকে।

৭. (اِنَّ عَـذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি কিয়ামত দিবসে অবশ্যই সংঘটিত হবে নিশ্চিত বাস্তবায়িত হবে, কুরায়শদের উপর আপতিত হবে।

৮. (مَا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ) এর এ শাস্তির নিবারণকারী কেউ নেই, প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

৯. (يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا) যে দিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে, অধিবাসীদেরকে নিয়ে চরকার ন্যায় ঘুরতে থাকবে। আর জীব-জন্তু একে অন্যের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হতে থাকবে ভয়-বিহ্বলতায়।

১০. (وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) এবং পর্বত চলবে দ্রুত ভূমির উপর দিয়ে, যেমনটি মেঘ দৌড়ে বাতাসে।

১১. (فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) দুর্ভোগ চরম শাস্তি সেদিন কিয়ামতের দিনে মিথ্যাশ্রয়ীদের, যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন প্রত্যাখ্যান করে তথা আবু জাহ্ল ও তার সাথীরা।

১২. (اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ) যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে বাতিল ও অমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়।

১৩. (يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) সে দিন তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে নেয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ফিরিশতাগণ ধাক্কা মেরে মুখমণ্ডল মাটিতে ঠেকিয়ে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে জাহান্নামের দিকে। জাহান্নামের প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে,

(١٤) هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

(١٥) اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ○

(١٦) اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(١٧) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ○

(١٨) فٰكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

(١٩) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًۢا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. 'এই সে অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।'

১৫. তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

১৭. মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে,

১৮. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন, তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে,

১৯. 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তি সহকারে পানাহার করতে থাক।'

১৫. (اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ) এ কি যাদু? এ দিন ও এ শাস্তি কি ইন্দ্রজাল? কারণ তোমরা দুনিয়াতে নবীদের (আ) সম্পর্কে বলতে যে, এরা যাদুকর ঐন্দ্রজালিক, না কি তোমরা দেখছ না? অনুধাবন করতে পারছ না? আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিবেন ঃ

১৬. (اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ) তোমরা এতে প্রবেশ কর, জাহান্নামে ঢুকে পড়। অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এ শাস্তি ভোগে অথবা ধৈর্যধারণ না কর এ শাস্তিতে, ধৈর্যধারণ ও অস্থিরতা উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান. (اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে এবং বলতে পৃথিবীতে। তারপর আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রা) ও তার সাথী মু'মিনদের আবাসস্থল নির্দেশ করত বলছেন ঃ

১৭. (اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ) মুত্তাকীরা থাকবে কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা পরিহারকারীগণ অবস্থান করবে জান্নাতে, উদ্যানসমূহে এবং চিরস্থায়ী ভোগবিলাসে।

১৮. (فٰكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ) তারা উপভোগ করবে সানন্দচিত্তে তাদের প্রতিপালক যা তাদেরকে দিবেন দান করবেন জান্নাতে (وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ) এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রক্ষা করবেন, তাদেরকে মুক্ত রাখবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে, অগ্নির শাস্তি হতে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেনঃ

১৯. (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা আহার কর জান্নাতের ফলমূল থেকে, তোমরা পান কর জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ থেকে তৃপ্তি সহকারে রোগ, পাপ ও মৃত্যুর আশংকা মুক্ত হয়ে, যা তোমরা করতে এবং যা তোমরা বলতে দুনিয়াতে, তার প্রতিফল স্বরূপ।

(٢٠) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

(٢١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

(٢٢) وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

২০. তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়তলোচনা হূরের সংগে;

২১. এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

২২. আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশত যা তারা পসন্দ করে।

২০. (مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ) তারা হেলান দিবে দেহ এলিয়ে দিয়ে উপবেশন করবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনসমূহে (وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ) আমি তাদের মিলন

২১. (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে এবং ঈমানে যারা সত্যবাদী আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, দুনিয়াতে ছেলেমেয়েরা ঈমান আনে, আমি মিলিত করে দিব তাদের সাথে পিতার সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে আখিরাতে, পিতাদের স্তরে উন্নীত করে।

অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং তাদের যে সকল সন্তান-সন্ততি অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যু বরণ করে, 'রূহজগতের প্রতিশ্রুতি দিবসে' তারা যে ঈমান এনেছিল তার বদৌলতে তাদেরকে তাদের পিতামাতার স্তরে উন্নীত করে দেব; যদিও জান্নাতে পিতা-মাতার স্তর তাদের চেয়ে উর্ধ্বে হয়। এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না ব্যাখ্যায় হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেনঃ শিশুদেরকে ওদের পিতামাতার স্তরে উন্নীত করার ফলে পিতামাতার স্তর ও সাওয়াবে কমতি করা হবে না। (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে পাপ ও অপরাধের জন্য দায়ী, দায়বদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন ইচ্ছা মুতাবিক তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিবেন।

২২. (وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ) আমি তাদেরকে দিব অর্থাৎ জান্নাতে, জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দান করব ফল-মূল নানা রংয়ের নানা স্বাদের ফলমূল এবং গোশত পাখির গোশত যা তারা চায়, কামনা করে।

(٢٣) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ○

(٢٤) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ○

(٢٥) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ○

(٢٦) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ○

(٢٧) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ○

(٢٨) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ○

২৩. সেথায় তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পানপাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবেনা এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না।

২৪. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।

২৫. তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করবে,

২৬. এবং বলবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম'।

২৭. 'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।'

২৮. 'আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে আহবান করতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।'

হবে না এবং পাপও নয়. এ সুরা পান করলে তাদের পাপ হবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "তাতে অনর্থ নেই" মানে জান্নাতে অসার কিছু নেই। ব্যাখ্যান্তরে জান্নাতে শপথ করার রীতি নেই। "কোন পাপ নেই" মানে একে অপরকে মন্দ বলবে না, গালিগালাজ করবে না, একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলবে না।

২৪. (وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ) তাদের নিকট আনাগোনা করবে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, পরম সুন্দর কিশোরেরা, সৌন্দর্যে তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, তাপ, শৈত্য ও ঠাণ্ডা থেকে নিরাপদ মুক্তার ন্যায়।

২৫. (وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ) তাদের একে অপরের দিকে মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাতকালে জিজ্ঞেস করবে, দুনিয়াতে কৃত কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করবে।

২৬. (قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ) তারা বলবে, আমরা ছিলাম ইতিপূর্বে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে, আমাদের পরিজনদের সাথে ছিলাম দুনিয়াতে শংকিত অবস্থায় আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে।

২৭. (فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ) অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শন করে এবং জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা করে এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন অগ্নির শাস্তি হতে আমাদের থেকে প্রতিরোধ করেছেন আগুনের শাস্তি।

২৮. (اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ) আমরা ইতিপূর্বে ক্ষমা ও ও করুণা প্রাপ্তির পূর্বে তাকে আহ্বান করতাম, আল্লাহ্র ইবাদত করতাম, তার একত্ব ঘোষণা করতাম, তিনি তো সত্যদর্শী আমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে (اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ) তিনি সত্যবাদী, দয়ালু তার মু'মিন বান্দাদের প্রতি। তাই তিনি আমাদের দয়া দেখালেন।

(২৯) فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝

(৩০) اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝

(৩১) قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝

(৩২) اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

২৯. অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও।
৩০. তারা কি বলতে চায়, সে একজন কবি? আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।
৩১. বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'
৩২. তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

২৯. (فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ) অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক হে মুহাম্মদ (সা) তুমি সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে থাক তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে নবুওয়াত ও ইসলামের

৩০. (أَمْ يَقُولُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ) ওরা কি বলতে চায়? আবু জাহ্‌ল, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ও তাদের সাথী মক্কার কাফিরেরা বলে ঃ সে একজন কবি, এগুলো তার স্বরচিত বক্তব্য। আমরা তার জন্যে প্রতীক্ষা করছি আমরা অপেক্ষা করছি কালের বিপর্যয়ের, মৃত্যু যন্ত্রণার।

৩১. (قُلْ تَرَبَّصُوْا فَانِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ) বল হে মুহাম্মদ (সা)! আবু জাহ্‌ল, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ও তার সাথীদেরকে, তোমরা প্রতীক্ষা কর, অপেক্ষা কর, আমার মৃত্যুর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি, তোমাদের উপর শাস্তি আগমনের, অতঃপর বদর দিবসে তারা শাস্তি ভোগ করেছিল।

৩২. (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ) তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে প্ররোচিত করে? তাদের বিবেক তাদেরকে নির্দেশ দেয় এ বিষয়ে মুহাম্মদ (সা)কে প্রত্যাখানে, তাকে গালি ও নির্যাতন করতে। আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি তিরস্কার স্বরূপ। না, তারা বরং তারা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়, কাফির ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী।

(٣٣) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ۝

(٣٤) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۝

(٣٥) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

(٣٦) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝

(٣٧) أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۝

৩৩. ওরা কি বলে, 'এ কুরআন তার নিজের রচনা?' বরং তারা অবিশ্বাসী।

৩৪. ওরা যদি সত্যবাদী হয় এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!

৩৫. তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?

৩৬. না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী।

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা?

৩৩. (أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ) ওরা কি বলে? মক্কার কাফিররা বরং বলে এ কুরআন তার নিজের রচনা মুহাম্মদ (সা) মিথ্যা বলছে এবং এ কুরআন সে নিজেই রচনা করেছে এবং তারা ঈমান আনবেনা আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি জ্ঞানে বিদ্যমান যে, তারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।

৩৪. (فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ) তাহলে তারা আনুক_এটির সদৃশ রচনা মুহাম্মদ (সা)-এর এ কুরআনের ন্যায় একটি কুরআন তারা রচনা করে নিয়ে আসুক যদি তারা সত্যবাদী হয় এ বক্তব্যে

৩৫. (اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ) তারা কি কোন কিছু ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? অপর ব্যাখ্যায় তারা কি প্রতিপালক ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? সৃষ্টি নয়।

৩৬. (اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ) নাকি ওরা আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তো এ দুটো সৃষ্টি করেছেন। (بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ) বরং তারা তো অবিশ্বাসী মুহাম্মাদ (সা) ও কুরআনে তারা বিশ্বাস করে না।

৩৭. (اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوْنَ) নাকি তাদের নিকট রয়েছে তাদের নিকট কি মওজুদ রয়েছে তোমার প্রতিপালকের ভান্ডার তোমার প্রভুর বৃষ্টি, জীবিকা, উদ্ভিদ ও নবুওয়াত ইত্যাদি কোষাগারের চাবি কি তাদের নিকট রয়েছে? না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? এগুলোর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত?

(٣٨) اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣٩) اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

(٤٠) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(٤١) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৩৮. না কি তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

৪০. তবে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা এটাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে?

৪১. না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এ বিষয়ে কিছু লিখে?

৩৮. (اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ) নাকি তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করত তারা শ্রবণ করে? তা বেয়ে আকাশে আরোহণ করে থাকলে (فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ) তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক, তাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রকাশ্যে দলীল নিয়ে আসুক।

৩৯. (اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ) তবে কি কন্যাসন্তান তার জন্যে, নিজেরা কন্যা সন্তানকে ঘৃণা কর আর আল্লাহর জন্যে তা নির্ধারণে খুশি হও? এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে? পুত্র সন্তানগুলো তোমাদের জন্যে নির্ধারিত কর?

৪০. (اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ) হে মুহাম্মাদ (সা)! তবে কি তুমি ওদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ? ঈমান গ্রহণের বিনিময়ে। তারা কি একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে? অর্থদণ্ডের আশংকায় ঈমানের আহ্বানে সাড়া দেয়া তারা বোঝা মনে করছে?

৪১. (اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ) নাকি অদৃশ্য বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান আছে যে, তাদের

লাওহ-ই-মাহফূয থেকে তারা সেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে এবং তারা যা বলে ও করে তা সেখান থেকে লিখে নেয়।

(٤٢) اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(٤٤) وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝

(٤٥) فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝

(٤٦) يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪২. অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

৪৩. না কি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র!

৪৪. তারা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে, 'এ তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।'

৪৫. তাদেরকে উপেক্ষা করে চল সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।

৪৬. সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

৪২. (اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ) তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? হে মুহাম্মদ (সা)! বরং তারা তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে পরিণামে সত্য প্রত্যাখ্যান কারীরাই আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গী মক্কার কাফিররা, যারা মুহাম্মদ (সা)-এর হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, তারাই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে, বদর দিবসে নিহত হবে।

৪৩. (اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ) আল্লাহ্ ব্যতীত ওদের কোন ইলাহ্ আছে কি? যে তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে? ওরা যাকে আল্লাহ্র শরীক স্থির করে (سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, তাদের নির্ধারিত শরীক তথা মূর্তি ও প্রতিমা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন পবিত্রতা বর্ণনা করলেন।

৪৪. (وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ) যদি তারা দেখে মক্কার কাফিররা অবলোকন করে আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে নিচের দিকে নেমে আসতে, তখন তারা বলবে, এটি তো পুঞ্জীভূত মেঘ, সত্য প্রত্যাখানের কারণে তারা বলবে, এতো জমাট মেঘ।

৪৫. (فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ) তাদেরকে উপেক্ষা করে চল হে মুহাম্মদ (সা)! ওদেরকে পরিত্যাগ কর সেদিন পর্যন্ত, যেদিন ওরা সম্মুখীন হবে, যে দিন তারা প্রত্যক্ষ করবে ধ্বংসের দিবসের যে দিবসে তাদের সবার মৃত্যু ঘটবে।

৪৬. (يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْصَرُوْنَ) সেদিন কিয়ামতের দিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোন কাজে আসবে না, আবূ জাহ্ল ও তার সাথীদের দুষ্কর্ম আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় কোন কাজে আসবে না এবং ওদেরকে সাহায্যও করা হবে না, তাদের সম্পর্কে স্থিরীকৃত শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা করা

(٤٧) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(٤٨) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○

(٤٩) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ○

৪৭. এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে যালিমদের জন্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

৪৮. ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর,

৪৯. এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালেও তারকার অস্তগমনের পর।

৪৭. (وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ) যারা সীমা লংঘন করেছে তাদের জন্যে রয়েছে মক্কার কাফিররা যারা শিরক করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে আরো শাস্তি জাহান্নামের শাস্তি ছাড়াও কবরের শাস্তি। (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু ওদের অধিকাংশই বরং সকলেই তা জানে না এবং বিশ্বাস করে না।

৪৮. (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا) ধৈর্য ধারণ কর প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর আপন প্রভুর রিসালাত প্রচারে ধৈর্যধারণ কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে তোমার উপর পতিত সকল বিপদাপদে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাক। তুমি তো আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছ আমার দৃষ্টির আয়ত্বে আছ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ) এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। আপন প্রভুর নির্দেশে সালাত আদায় কর যখন তুমি উঠ শয্যা ত্যাগ কর, তথা ফজরের সালাত আদায় কর।

৪৯. (وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ) এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিতে রাত্রি পর্যন্ত ও রাত্রি আগমনের পর। আর তার উদ্দেশ্যে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা'র সালাত আদায় কর এবং রাত্রি শেষে সুব্হি সাদিকের পর দু'রাকআত, নক্ষত্ররাজি যখন অদৃশ্য হয়ে যায়।

সূরা নাজ্‌ম

মক্কী, অবশ্য হযরত উসমান ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহ সম্পর্কিত আয়াতগুলো মাদানী

৬০ আয়াত, ৩০০ শব্দ, ১৪০৫ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى

(٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

(٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

(٤) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

(٥) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত,
২. তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,
৩. এবং সে মনগড়া কথাও বলে না;
৪. এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়,
৫. তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,

আল্লাহ্‌র বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত :

১. (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى) শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের শপথ করছেন যে, হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে এই কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন- অংশ অংশ করে, কখনও এক আয়াত, কখনো দু'আয়াত, আবার কখনো তিন বা চার আয়াত করে। এ রীতিতে ২০ বছরে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল। মুহাম্মদ (সা) কুরআনের কিস্তি কিস্তি অবতরণের শপথ করছেন শুনে উতবা

"হে আল্লাহ্ ! অভিশপ্ত এই উতবার উপর তোমার হিংস্র প্রাণীকুলের কোন একটি নিয়োজিত করে দিন।" তার দু'আ গৃহীত হল। 'হাররান' জনপদের নিকটে উতবা রাত্রি যাপন করছিল। তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি বাঘ নিয়োজিত করে দিলেন। তার সঙ্গী-সাথীদের বেষ্টনী ভেদ করে বাঘটি তাকে তুলে নিল এবং সামান্য দূরে এনে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে ফেলল। কিন্তু এই নরাধমের গোশত অপবিত্র; তাই বাঘটি তার সামান্য গোশতও খায়নি, বরং তাকে ফেলে রেখে চলে যায়।

অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্ররাজির শপথ করেছেন যখন সেগুলো অস্তমিত হয়।

২. (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى) তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নন, শপথের বিষয় এই যে, তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) তোমাদের নিকট যা ব্যক্ত করেছেন তাতে তিনি মিথ্যাবাদী নন, বিপথগামীও নন, আপন বক্তব্যে ভুলও করেননি, অসত্যও বলেননি।

৩. (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى) এবং তিনি মন গড়া কথাও বলেন না, কুরআন সম্পর্কে আপন খেয়াল খুশিমত কোন কথা বলেন নি,

৪. (اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى) এটিতো ওহী-ই আল্লাহর পক্ষ হতে যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় জিবরাঈল (আ) তা নিয়ে তাঁর নিকট আসে এবং তাঁকে পড়ে শুনায়।

৫. (عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى) তাকে শিক্ষা দান করে অর্থাৎ জানিয়ে দেয় জিবরাঈল (আ) যে শক্তিশালী সুঠাম দেহের অধিকারী,

(٦) ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ۙ

(٧) وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۭ

(٨) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ

(٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ

(١٠) فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۭ

৬. প্রজ্ঞাসম্পন্ন, নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল,
৭. তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে,
৮. অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী,
৯. ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম।
১০. তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তাই ওহী করলেন।

৬. (ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى) প্রজ্ঞা সম্পন্ন, কঠোর, অপর ব্যাখ্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী। তার শক্তি এমন যে, লুত

হযরত জিবরাঈল (আ)-এর শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ইনতাকিয়া জনপদের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণে। ইতিহাস খ্যাত ইনতাকিয়া জনপদের সদর দরজার দুদিকের দু কপাট ধরে তিনি এমন এক বিকট চিৎকার দিয়ে ছিলেন যে, তাতে জনপদের জীব-জন্তু সব মৃত্যুবরণ করেছিল।

অভিশপ্ত ইবলীসকে খেদিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর অনন্য স্বাক্ষর রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাসের চৌকাঠের উপর একটি পালক দিয়ে ইবলীসকে একটি ঝাপটা দিয়েছিলেন। তাতে সে ভারতের শেষ প্রান্তের এক পাথরের উপর গিয়ে পড়েছিল। সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, যে গঠন ও আকৃতি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ) কে সৃষ্টি করেছেন, সে আকৃতি নিয়ে তিনি মনোমুগ্ধকর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

৭. (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى) তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে, সূর্যোদয় স্থলে, অপর ব্যাখ্যায় সপ্তম আকাশে।

৮. (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى) অতঃপর সে তার নিকবর্তী হল, জিব্‌রাঈল (আ) মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটবর্তী হলেন। অপর ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রতিপালকের নিকটবর্তী হলেন, অতঃপর আরও নিকটবর্তী আরও কাছাকাছি হলেন।

৯. (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى) ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল আরবীয় ধনুকের দু'ধনুক পরিমাণ অথবা তারও কম বরং তারও কম অর্ধ ধনুকের ব্যবধান।

১০. (فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى) অতঃপর আল্লাহ্ ওহী করলেন তাঁর বান্দার প্রতি, জিব্‌রাঈল (আ)-এর প্রতি যা ওহী করার ছিল তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওহী করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ওহী করেছেন যা ওহী করার ছিল।

(١١) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○

(١٢) اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○

(١٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ○

(١٤) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○

(١٥) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ○

(١٦) اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ○

১১. যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করে নি;
১২. সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে?
১৩. নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,
১৪. প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট,

১১. (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) তার অন্তঃকরণ অস্বীকার করেনি মুহাম্মদ (সা)-এর অন্তঃকরণ অস্বীকার করেনি, যা তিনি দেখেছেন। তিনি আপন কালব ও হৃদয় দিয়ে আপন প্রভুকে দেখেছেন। অপর ব্যাখ্যায় আপন অন্তঃকরণ দিয়ে আপন প্রতিপালক-কে দেখেছেন। অপর ব্যাখ্যায় আপন চক্ষু দিয়েই তিনি তাঁর প্রতিপালক-কে দেখেছেন। এ বাক্যটি শপথের উত্তর তথা শপথের বিষয়বস্তু। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন আর তারা তা অস্বীকার করে।

এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় ঃ

১২. (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) তোমরা তার সাথে বিতর্ক করবে? তোমরা তাঁকে অস্বীকার করবে? তিনি যা দেখেছেন সে বিষয়ে, মুহাম্মদ (সা) যা দেখেছেন সে ব্যাপারে। আলিফ যোগে أَفَتُمَارُونَهُ পড়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে– তোমরা কি তার সাথে বিতর্ক করবে, সে বিষয়ে যা তিনি দেখেছেন।

১৩. (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখেছিলেন মুহাম্মদ (সা) জিব্‌রাঈল (আ)কে দেখেছিলেন, অপর ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (সা) আপন প্রভুকে দেখেছিলেন অন্তঃকরণ দিয়ে অথবা চক্ষু দিয়ে। আরেকবার এবার তোমাদেরকে তো তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এবার ছাড়া অন্য একবার তিনি দেখেছিলেন।

১৪. (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যা সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা ও নবীদের (আ) শেষ সীমা। অপর ব্যাখ্যায় সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা, নবী-রাসূল ও জ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিদের জ্ঞানের শেষ দৌড় এ পর্যন্তই সীমিত।

১৫. (عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى) যার নিকট অবস্থিত কূলবৃক্ষের নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া বাসোদ্যান। শহীদানের আত্মা সেখানেই অবস্থান করে।

১৬. (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দারা ছিল আচ্ছাদিত স্বর্ণের ফড়িং-পতঙ্গে ঢাকা ছিল। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশতাগণ দ্বারা তা আবৃত ছিল।

(١٧) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ○

(١٨) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ○

(١٩) أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ○

(٢٠) وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ○

(٢١) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ○

(٢٢) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ○

১৭. তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি।

১৮. সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল;

১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে,

২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?
২২. এ প্রকার বন্টন তো অসংগত।

১৭. (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى) তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, মুহাম্মদ (সা) যে দিকে তাকিয়েছিলেন তা হতে তাঁর দৃষ্টি ডানে-বামে সরে যায়নি এবং দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। তিনি যা দেখেছেন তা থেকে তাঁর দৃষ্টি বিচ্যুত হয়নি। তিনি দেখেছিলেন জিব্‌রাঈল (আ)-কে ছয়শত পাখা বিশিষ্ট।

১৮. (لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى) তিনি দেখেছিলেন মুহাম্মদ (সা) দেখেছিলেন তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী, তাঁর প্রতিপালকের বিস্ময়কর অভিনব মহান নির্দশনাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১৯. (اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى) তোমরা কি ভেবে দেখেছ হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা কি মনে কর লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে, উয্‌যা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রতিমা।

২০. (وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে যে, এগুলো আখিরাতে তোমাদের কল্যাণ করবে? মোটেই নয়! এগুলো তোমাদের কোন কল্যাণ করতে পারবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা কি ধারণা করেছ যে, দুনিয়াতে লাত উযযা ও মানাতের পূজা-অর্চনা আখিরাতে তোমাদের কল্যাণ করবে? না, তা হবে না। এগুলো তোমাদের কোন কল্যাণ করবে না। লাত তায়িফে স্থাপিত একটি মূর্তি। ছাকীফ গোত্রের লোকজন সেটিকে পূজা করতো। উয্‌যা হচ্ছে বাতন-ই-নাখলাতে গিতফান গোত্রের একটি বৃক্ষের নাম, তারা সেটির পূজা করত। মানাত তাদের তৃতীয় প্রতিমা, এটির অবস্থান মক্কায়। তার অন্যতম পূজারী ছিল হুযায়ল ও খুযা'আ গোত্র।

২১. (اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى) তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য হে মক্কাবাসীগণ! নিজেদের জন্য তোমরা কি পুত্র সন্তানগুলো বেছে নাও? এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? তোমরাতো কন্যা সন্তান পছন্দ কর না, সন্তুষ্ট হওনা নিজের জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণে।

২২. (تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى) এ প্রকার বণ্টন অসংগত, অন্যায় বাঁটোয়ারা।

(٢٣) اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۝

(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۝

(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۝

(٢٦) وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝

২৩. এগুলি কতক নাম মাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে অথচ তাদের নিকট

২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।
২৬. আকাশে কত ফিরিশ্‌তা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।

২৩. (اِنْ هِىَ اِلاَّ اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ) এগুলো তো নামমাত্র লাত, মানাত ও উযযা, এগুলো কতেক দেবতার নাম মাত্র। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ এ নাম রেখেছে তোমরাই এ নামগুলোকে দেবতারূপে আখ্যায়িত করেছ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ আর তোমরা এগুলোকে তোমাদের জন্য তৈরী করেছ। (اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى) যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি, তোমরা এগুলোর উপাসনা করবে এবং এগুলোর নাম রাখবে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিতাব প্রেরণ করেননি যে, তা থেকে তোমরা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পার।

তারা তো অনুসরণ করে লাত, উয্‌যা ও তৃতীয় মানাতের পূজা-অর্চনায় এবং এগুলোকে উপাস্য নামকরণে নিজেদের অনুমানের, সুদৃঢ় আস্থা বর্জিত কল্পনার এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনার। অথচ তাদের নিকট এসেছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পথনির্দেশ, কুরআনের বর্ণনা যে, আল্লাহ্‌র কোন সন্তান-সন্ততি নেই এবং নেই কোন শরীক-অংশীদার।

২৪. (اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى) মানুষের জন্য কি তা অবশ্যম্ভাবী, যা সে কামনা করে? মক্কার অধিবাসীরা আশা করে যে, ফিরিশ্‌তাকুল ও মূর্তিগুলো ওদের জন্য সুপারিশ করবে।

২৫. (فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى) বস্তুত ইহকালের কল্যাণ সত্য উপলব্ধি করা ও তা বাস্তবায়নের সুযোগ প্রদান এবং পরকালের কল্যাণ আল্লাহ্‌রই। সাওয়াব প্রদান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও সুপারিশ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা প্রদান করেন।

২৬. (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لاَ تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى) আকাশে কত ফিরিশ্‌তা রয়েছে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র কন্যা রূপে মনে কর, ওদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। বস্তুত তারা কারও জন্য সুপারিশ করবে-ই না যতক্ষণ আল্লাহ্ অনুমতি না দেন, সুপারিশের নির্দেশ না দেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, মু'মিনের মধ্যে যারা সুপারিশ করার যোগ্য এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তাওহীদের অনুসরণের ফলশ্রুতিতে।

(٢٧) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ○

(٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ○

(٢٩) فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

(٣٠) ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ○

২৭. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফিরিশ্‌তাদেরকে;
২৮. অথচ এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মুকাবিলায়

২৯. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

৩০. ওদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।

২৭. (اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ, তারাই ফিরিশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে, ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যায়িত করে।

২৮. (وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) অথচ এ বিষয়ে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ওদের কোন জ্ঞান নেই, দলীল ও বর্ণনা নেই। ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, কল্প কথাই ব্যক্ত করে অর্থাৎ প্রত্যয়বিহীন মিথ্যা রচনা করে। অনুমান, অনুমানের ভিত্তিতে কারো ইবাদত করা এবং অনুমান ভিত্তিক বক্তব্য রাখা সত্যের মুকাবিলায় কোন কাজে আসবে না আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা)!

২৯. (فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) তুমি ফিরায়ে নাও তোমার মুখমণ্ডল যে আমার স্মরণে বিমুখ তার থেকে আমার তাওহীদ ও আমার কিতাব থেকে মুখ ফিরায়ে নেয় তার থেকে। সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপন কর্মের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের বিলাস-বৈভব কামনা করে, অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও। ওদেরকে উপেক্ষা করে চল।

৩০. (ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى) ওদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত, ওদের বুদ্ধি ও বিবেচনার সীমা এ পর্যন্তই যে, তারা বলে ফিরিশ্‌তাকুল ও মূর্তিগুলো আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান এবং আখিরাতের কোন অস্তিত্ব নেই। হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত, কে তাঁর দীন হতে বিচ্যুত অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীরা। এবং তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত তাঁর দীনের প্রতি হিদায়াত প্রাপ্ত, অর্থাৎ আবূ বকর (রা)।

(٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

(٣٢) اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۙ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۙ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۙ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۚ

৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদের দেন উত্তম পুরস্কার।

৩২. তারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি

৩১. (وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى) আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে যত সৃষ্টি আছে সব আল্লাহ্‌রই সবই আল্লাহ্‌র দাস। যারা মন্দ কর্ম করে শির্‌ক করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল শিরকের কর্মফল। এবং যারা সৎকর্ম করে তাওহীদ মেনে চলে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার তাওহীদ গ্রহণের ফলে জান্নাত দেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এদের কর্ম কি তা বর্ণনা করেছেন ঃ

৩২. (اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) তারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা থেকে এবং জঘন্য পাপাচার থেকে এবং অশ্লীল কার্য থেকে, যিনা, ব্যভিচার ও নাফরমানী থেকে, ছোটখাটো অপরাধ করলেও পর নারীর দিকে দৃষ্টিদান, স্পর্শ, ও চক্ষু ইশারা দিয়েও আত্মসমালোচনা করে নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং তাওবা করে নেয়।

অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, দাম্পত্য সম্পর্ক ভিন্ন ব্যাপার, তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম যারা মহাপাপ ও ক্ষুদ্র পাপ সবকটি থেকে তাওবা করে তাদের জন্য।

(هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ) আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত, তোমাদের নিজেদের চেয়েও অধিক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন, তৈরি করেছিলেন, মৃত্তিকা হতে আদম (আ)-কে তৈরি করেছেন মাটি হতে, মাটিতো পৃথিবীরই অংশ। এবং যখন তোমরা ভ্রূণরূপে ছিলে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিলে তোমাদের মাতৃগর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা তখনই জানতেন তোমাদের ভবিষ্যত কেমন হবে। (فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى) সুতরাং তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, নিজেদেরকে ত্রুটিহীন পাপমুক্ত দাবি করো না। তিনি সম্যক জানেন মুত্তাকী কে, পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে কে এবং সৎকর্ম করে কে, তা আল্লাহ্ ভাল ভাবেই জানেন।

(٣٣) اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰىۙ

(٣٤) وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى

(٣٥) اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى

(٣٦) اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰىۙ

(٣٧) وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰۤىۙ

৩৩. তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে, যে মুখ ফিরায়ে নেয়,

৩৪. এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়।

৩৫. তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে?

৩৬. তাকে কি অবগত করা হয় নি যা আছে মূসার কিতাবে,

৩৩. (اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى) তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে, যে মুখ ফিরায়ে নেয় যে মুহাম্মদ (সা)-এর নিঃস্ব সাহাবীদেরকে সাদ্‌কা প্রদান ও তাদের জন্য ব্যয় করা থেকে বিমুখ হয়।

৩৪. (وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى) এবং দান করে সামান্যই পরে বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ্‌র পথে সামান্য ব্যয় করে অতঃপর সে সাদ্‌কা ও ব্যয় স্থগিত করে দেয়।

৩৫. (اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى) তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, লাওহ্-ই-মাহ্‌ফূযের জ্ঞান কি তার আছে যে, সে দেখবে আপন কর্ম সেই লাওহ্-ই-মাহ্‌ফূযে যেরূপ সে করেছে। এই আয়াতটি হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের জন্য প্রচুর দান সাদ্‌কা করতেন।

একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত বললেন, আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি এ লোকগুলোর জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করছ, আমার আশংকা হয়, না জানি তুমি শেষ পর্যন্ত কপর্দকহীন-নিঃস্ব হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হও। উত্তরে হযরত উসমান (রা) বললেনঃ আমার অসংখ্য পাপ ও ত্রুটি রয়েছে, এ সাদ্‌কা দ্বারা আমি আমার পাপরাশি মোচন ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করি। আবদুল্লাহ্ বলল, তোমার উটের লাগাম আমার হাতে দিয়ে দাও। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার সকল পাপ-তাপের বোঝা বহন করব আমি। অতঃপর উসমান (রা) তার নিজের উটের রশি তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজে দান সাদ্‌কা বন্ধ করে দিলেন। তাঁকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়।

৩৬. (اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى) তাকে কি অবগত করা হয়নি কুরআনে অবহিত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, তাওরাতে,

৩৭. (وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى) এবং ইব্‌রাহীমের সহীফায়, যে পালন করেছিল দায়িত্ব আপন প্রতিপালকের, রিসালাত উম্মতের নিকট পৌঁছায়েছিলেন তিনি এবং আপন প্রভুর নির্দেশ মুতাবিক সম্পন্ন করেছিলেন দায়িত্ব। অপর ব্যাখ্যায় স্বপ্নাদিষ্ট নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

(٣٨) اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۙ

(٣٩) وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

(٤٠) وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰىۖ

(٤١) ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰىۙ

(٤٢) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰىۙ

(٤٣) وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰىۙ

৩৮. উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না,
৩৯. আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে,
৪০. আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখান হবে

৪২. আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,
৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

৩৮. (اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى) তা এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না একে অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না। অপর ব্যাখ্যায় একজনের পাপের দরুন অন্যজন সাজা ভোগ করবে না।

৩৯. (وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى) আর এ যে, মানুষ তাই পাবে কিয়ামতের দিনে যা সে অর্জন করে দুনিয়াতে যে পুণ্য ও পাপের কাজ সে সম্পাদন করে।

৪০. (وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى) আর এ যে, তার শ্রম তার কর্ম অচিরেই দেখান হবে তার আমল নামায় ও হিসাব-নিকাশের দাঁড়িপাল্লায়।

৪১. (ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى) অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান, পরিপূর্ণ প্রতিফল, ভাল কর্মের ভাল প্রতিদান, মন্দের মন্দ প্রতিদান।

৪২. (وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى) আর যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট মৃত্যুর পর সৃষ্টির প্রত্যাবর্তন এবং আখিরাতে তাদের শেষ গন্তব্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকটেই।

৪৩. (وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى) আর এ যে, তিনি হাসাবেন জান্নাতবাসীদেরকে মর্যাদা প্রদান ও পুরস্কৃত করে, যাতে তারা আনন্দিত হবে এবং তিনি কাঁদাবেন জাহান্নামবাসীদেরকে অপমান ও শাস্তি দিয়ে, যা তাদেরকে দুঃখিত করবে।

(٤٤) وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝

(٤٥) وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

(٤٦) مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝

(٤٧) وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝

(٤٨) وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۝

(٤٩) وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۝

৪৪. আর এ যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,
৪৫. আর এ যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী,
৪৬. শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়,
৪৭. আর এ যে, পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই,
৪৮.

৪৪. (وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا) এবং তিনি মৃত্যু দিবেন দুনিয়াতে এবং তিনি জীবিত করবেন পুনরুত্থানের জন্য। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি পিতৃপুরুষ তথা পূর্ববর্তী প্রজন্মকে মৃত্যু দেন এবং পরবর্তীদের জীবন দান করে থাকেন।

৪৫. (وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى) আর এ যে, তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারীকে নর-নারী উভয় প্রকার-কে।

৪৬. (مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى) শুক্র বিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়, নারীর জরায়ুতে প্রবিষ্ট হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যখন তা সৃজিত হয়।

৪৭. (وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى) আর এ যে, পুনঃ সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁরই, পুনরুত্থানের জন্য দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার দায়িত্ব তাঁরই।

৪৮. (وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى) আর এ যে, তিনি মুখাপেক্ষীহীন করেছেন নিজেকে সৃষ্টি জগত থেকে। এবং তিনি মুখাপেক্ষী করেছেন সৃষ্টি জগতকে তাঁর প্রতি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং অল্পে তুষ্ট করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি ধন-সম্পদ দিয়ে ওদেরকে ধনবান বানিয়েছেন এবং তিনি যা দান করেছেন তা দিয়েই সন্তুষ্ট করেছেন। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি স্বর্ণ রৌপ্য দিয়ে ঐশ্বর্যশালী করেছেন এবং উট, গরু ও বকরী দিয়ে তুষ্ট করেছেন।

৪৯. (وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى) আর এ যে, তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক, শি'রা একটি নক্ষত্র যা 'জাওযা' নক্ষত্রের অনুসরণ করে। খুযাআ গোত্র এটির পূজা করত।

(٥٠) وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا ۨالْاُوْلٰى ۟ۙ
(٥١) وَثَمُوْدَاۡ فَمَاۤ اَبْقٰى ۟ۙ
(٥٢) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۟ؕ
(٥٣) وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ۟ۙ
(٥٤) فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ۟ۚ
(٥٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ۝
(٥٦) هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ۝

৫০. আর এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন,
৫১. এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেও তিনি বাকি রাখেন নি,
৫২. আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিল অতিশয় যালিম, অবাধ্য,
৫৩. উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন,
৫৪. উহাকে আচ্ছন্ন করল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি।
৫৫. তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?
৫৬. অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী।

৫০. (وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلٰى) আর এ যে, তিনি ধ্বংস করেছিলেন প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে, এরা হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়।

৫১. (وَثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى) এবং ছামূদ সম্প্রদায়কে, এরা ছিল হযরত সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়। কাউকে তিনি বাকি রাখেননি, এদের কাউকে তিনি জীবিত রাখেননি।

৫২. (وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى) এবং এদের পূর্বে অর্থাৎ সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের পূর্বে তিনি ধ্বংস করেছিলেন নূহের সম্প্রদায়কেও। তারা ছিল অর্থাৎ নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় ছিল অতিশয় যালিম, জঘন্য কুফরীতে লিপ্ত এবং অবাধ্য, সত্য ত্যাগ ও অবাধ্যতায় অবিচল।

৫৩. (وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى) এবং উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন অর্থাৎ লূত (আ)-এর জনপদ সামূদ, আমূরা ও সাওয়াইমকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। (اَلْمُؤْتَفِكَات) মানে (اَلْمُنْخَسِفَات) ধ্বংস প্রাপ্ত ও প্রোথিত জনপদ। (انتفكها) মানে (خسفها) সেটিকে প্রোথিত করলেন (اَهْوٰى) মানে আকাশ থেকে ভূমির দিকে নিক্ষেপ করলেন।

৫৪. (فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى) সেটিকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার অর্থাৎ প্রস্তর খণ্ড সেটিকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলল।

৫৫. (فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى) তবে তুমি হে মানুষ! 'অবশ্য মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত' তোমার প্রতিপালকের কোন্ অবদান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? অস্বীকার করবে যে, এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়।

৫৬. (هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى) এ তো একজন সতর্ককারী অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) একজন সতর্ককারী রাসূল। অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় পূর্বতন রাসূলদের ন্যায় যাদেরকে আমি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি সতর্ককারীদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী। মানে লাওহ্-ই-মাহ্ফূযে লিখিত যাদের কথা যে, আমি তাদেরকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করব, মুহাম্মদ (সা) সে সকল রাসূলদের একজন।

(৫৭) اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۚ
(৫৮) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ؕ
(৫৯) اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۙ
(৬০) وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۙ
(৬১) وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ
(৬২) فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩

৫৭. কিয়ামত আসন্ন,
৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।
৫৯. তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ!
৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না?
৬১. তোমরা তো উদাসীন

৫৭. (أَزِفَتِ الْأٰزِفَةُ) কিয়ামত আসন্ন, কিয়ামত-অনুষ্ঠান নিকটবর্তী।

৫৮. (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়, কিয়ামত অনুষ্ঠানের সংবাদ ও সময় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই বর্ণনা করতে সমর্থ নয়।

৫৯. (أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ) তোমরা কি এ কথায় হে মক্কাবাসীগণ! মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের নিকট যে কুরআন পাঠ করেছেন তাতে কি তোমরা বিস্ময় বোধ করছ? উপহাস-বিদ্রূপ করছ; অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তোমরা কি তা প্রত্যাখ্যান করছ?

৬০. (وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ) এবং হাসাহাসি করছ? ঠাট্টা করছ? অপর ব্যাখ্যায় উপহাস করছ; তোমরা ক্রন্দন করছ না? এতে বর্ণিত সতর্কবাণী, শাস্তির সংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের কথা শ্রবণে।

৬১. (وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ) তোমরা তো উদাসীন, এ সম্পর্কে অচেতন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করছ না।

৬২. (فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا) অতএব আল্লাহ্‌কে সিজদা কর তাওহীদ ও তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হও এবং তাঁর ইবাদত কর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ঘোষণা দাও, কিয়ামত তো নিকটে এসে গেছে।

সূরা কামার

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫৫, শব্দ ৩৪২, অক্ষর ১৪০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

(٢) وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝

(٣) وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝

(٤) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝

(٥) حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝

১. কিয়ামত আসন্ন, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

২. তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে লয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত জাদু।'

৩. তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে।

৪. ওদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধানবাণী;

৫. এ পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসে নি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

১. (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) কিয়ামত আসন্ন-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও ধোঁয়া দৃশ্যমান হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এতো কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

২. (وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) তারা কোন নিদর্শন দেখলে, যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, মুখ ফিরায়ে নিয়ে নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, এ নিদর্শন তো চিরাচরিত জাদু,

৩. (وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) তারা প্রত্যাখ্যান করে এ নিদর্শন ও কিয়ামতকে এবং নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে নিদর্শন প্রত্যাখ্যান, কিয়ামত অস্বীকার এবং তাদের দেব-দেবীর পূজায় রত হয়ে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে। পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ঘোষণা, জান্নাতের সুসংবাদ, জাহান্নামের সতর্কবাণী, রহমতের আশ্বাস ও শাস্তির পূর্বাভাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রত্যেক বক্তব্যের মর্ম, হাকীকত ও গুঢ়তত্ত্ব রয়েছে। এগুলোর কতক দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলো দুনিয়াতে প্রকাশ হবে এবং অপর কতক আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলো আখিরাতে উন্মুক্ত হবে।

অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বান্দার প্রত্যেক কথা ও কাজের হাকীকত তথা গুঢ়তত্ত্ব রয়েছে, এ হাকীকত তাদের অন্তরে বিদ্যমান।

৪. (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ) ওদের নিকট এসেছে, মক্কাবাসীদের নিকট এসেছে কুরআনের মাধ্যমে সংবাদ, অতীত উম্মতদের ইতিহাস, সত্য প্রত্যাখ্যানের ফলে কেমন করে তারা ধ্বংস হল, তাতে আছে সাবধানবাণী সতর্কবাণী ও অনুরূপ কার্যের নিষেধাজ্ঞা।

৫. (حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ) এটি পরিপূর্ণ জ্ঞান এ কুরআন আল্লাহ্-প্রেরিত প্রজ্ঞাময় বাণী, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ওদের নিকট সংবাদ পৌঁছায়ে দেয়। তবে এ সতর্কবাণী ওদের কোন উপকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে যাদের ঈমান না আনার কথা আছে রাসূলগণের আগমনে তাদের কোন লাভ হয়নি।

(৬) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝

(৭) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝

(৮) مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

(৯) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝

৬. অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,
৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে, সেদিন ওরা কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়,
৮. ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিররা বলবে, 'কঠিন এ দিন'।
৯. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল- মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল, 'এতো এক পাগল।' আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

৬. (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُكُرٍ) অতএব তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর হে মুহাম্মদ (সা). তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও। অবশ্য পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে কিয়ামত দিবসে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে ভীষণ পরিস্থিতির দিকে, জান্নাতীদেরকে জান্নাতের দিকে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে।

বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়, ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ফড়িং এর ন্যায় উদভ্রান্ত তীব্র গতিতে ছুটবে, গায়ে গায়ে ধাক্কা খাবে।

৮. (مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ) তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে ছুটে আসবে দ্রুতগতিতে লক্ষ্য স্থির রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে অগ্রসর হবে আহ্বানকারীর দিকে, তিনি তাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন তা শ্রবণ করতে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলবে, কিয়ামতের দিনে, ভয়াবহ এই দিন বিপদ সংকুল। তাদের জন্য দিনটিকে অত্যন্ত কষ্টময় করা হবে।

৯. (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ) প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পূর্বে হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে, নূহের সম্প্রদায় নূহ (আ)-এর উপর প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা আমার বান্দাকে নূহ (আ)-কে এবং তারা বলেছিল, এ তো এক পাগল অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে এবং তারা তাকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল বক্তব্য না দেয়ার জন্য, উপদেশ প্রচার না করার জন্য তারা তাঁকে শাসিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁকে নিয়ে লোকজনের সামনে হৈ-হুল্লুড়, চিৎকার করেছিল, তারা বলেছিল, "তুমি তো হৃদয়হীন বে-আক্কেল লোক"।

(١٠) فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

(١١) فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ

(١٢) وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

(١٣) وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ

(١٤) تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

(١٥) وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

১০. তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর।'

১১. ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে,

১২. এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ, অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

১৩. তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,

১৪. যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; এটা পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

১৫. আমি একে রেখে দিয়ে যাই এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

১০. (فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ) তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি তো অসহায় পরাজিত। অতএব, তুমি দন্ড বিধান কর ওদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে আমাকে সাহায্য কর।

১২. (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম ভূমি ফাটিয়ে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ, পানির ফোয়ারা ৪০ দিন ব্যাপী। অতঃপর পানি মিলিত হল আকাশের পানি ও ভূমির পানি একত্রিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে আকাশ ও ভূমির পানি সে পরিমাণ বেরিয়ে এসেছে যে পরিমাণ আমি নির্ধারণ করেছি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সে সিদ্ধান্ত মুতাবিক পানি মিলিত হয়েছিল।

১৩. (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ) আমি তাকে আরোহণ করালাম অর্থাৎ নূহ (আ) ও রিসালাতে বিশ্বাসী লোকদেরকে কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, কাঠ, পেরেক ও বল্টু বিশিষ্ট নৌকায়। নৌযান মজবুত ও শক্ত করার উদ্দেশ্যে যে সকল বস্তু ব্যবহার করা হয় সে সকল বস্তুকে 'দুসুর' বলা হয়।

১৪. (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ) যা চলমান, সেই জলযান ধাবমান আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, আমার আয়ত্বাধীনে। এটি পুরস্কার তার জন্যে, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, নূহ (আ)-এর জন্য, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় তাদের শাস্তি স্বরূপ,

১৫. (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) আমি এটিকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন স্বরূপ নূহ (আ)-এর ইনতিকালের পরও তাঁর নৌকাকে অক্ষত রেখে দিয়েছি মানুষের জন্য নিদর্শন রূপে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নূহ (আ)-এর নৌকার প্রতিকৃতি রেখে দিয়েছি। কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য, শিক্ষা গ্রহণ করার কেউ আছে কি? যে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কর্ম ও পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পাপাচার ত্যাগ করবে।

(١٦) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(١٧) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

(١٨) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(١٩) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝

(٢٠) تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ۝

১৬. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
১৭. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?
১৮. 'আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কী কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
১৯. ওদের উপর আমি প্রেরণ করে ছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে,
২০. মানুষকে তা উৎখাত করেছিল উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

১৬. (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ) কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী হে মুহাম্মদ (সা)! দেখে দেখ, তাদের উপর আমার শাস্তি কেমন কঠোর ছিল এবং আমার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী প্রাপ্ত লোকদের পরিণতি কেমন হল? নূহ (আ) ওদেরকে সতর্ক করেছিলেন...

হয়েছে. আমি কুরআন তিলাওয়াত সহজ করে দিয়েছি। কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য, কোন জ্ঞানপিপাসু আছে কি? এ কাজে তাকে সাহায্য করা হবে।

১৮. (كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ) 'আদ সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল হূদ (আ)-কে। কী কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী হে মুহাম্মদ (সা)! ভেবে দেখ, তাদের উপর আমার শাস্তি কেমন কঠিনভাবে নেমে এসেছিল এবং আমার পক্ষ হতে সতর্কবাণী প্রাপ্ত লোকদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। রাসূল হূদ (আ) ওদেরকে সতর্ক করেছিলেন কিন্তু তারা ঈমান আনেনি।

১৯. (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ) আমি প্রেরণ করেছিলাম নিয়োজিত করেছিলাম ওদের উপর, হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু হিম-শীতল ঠাণ্ডা ঝড়, তা ছিল প্রচণ্ড পশ্চিমা ঝড়। এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে, অশুভ এক দিনে ওদের ছোট-বড় সবার উপর এ ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল।

২০. (تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) মানুষকে উৎখাত করেছিল, হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিজ নিজ ঘর-বাড়ি থেকে এই ঝড় উৎপাটিত করে দিয়েছিল। তারা যেন উম্মূলিত খর্জুর কাণ্ড, খেজুর বৃক্ষের উৎপাটিত কাণ্ড।

(٢١) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(٢٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝

(٢٣) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝

(٢٤) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝

(٢٥) أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝

(٢٦) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝

২১. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
২২. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?
২৩. সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল,
২৪. তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদরূপে গণ্য হব।
২৫. 'আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।'
২৬. আগামী কাল ওরা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

২১. (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ) কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি হে মুহাম্মদ (সা)! ভেবে দেখ তাদের

২২. (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ) কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে, স্মরণ রাখা ও তিলাওয়াত করার জন্য। কে আছে উপদেশ গ্রহণের? এমন কেউ আছে কি? যে হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কর্ম ও পরিণতি থেকে উপদেশ গ্রহণ করতঃ পাপাচার ত্যাগ করবে?

২৩. (كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ) প্রত্যাখ্যান করেছিল সামূদ সম্প্রদায় সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে।

২৪. (فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ) তারা বলেছিল, সালিহ (আ) ও অন্যান্য রাসূলদেরকে তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই একজনের আমাদের ন্যায় একজন লোকের আনুগত্য করব, তার দীন ও কর্মে তার অনুসরণ করব। তবে তো আমরা যদি তার অনুসরণ করি বিপথগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হব। সুস্পষ্ট ভুল ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হব।

২৫. (ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, নবুওয়াতের জন্য কি তাকেই মনোনীত করা হয়েছে? অথচ আমরা তার চেয়ে আশরাফ-মর্যাদাবান। বরং না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী, দাম্ভিক, অহংকারী, গৌরবকারী। এতদ্বারা তারা হযরত সালিহ (আ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। অনন্তর সালিহ (আ) তাদেরকে বললেন ঃ

২৬. (سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ) অতিসত্ত্বর তারা জানতে পারবে, মহাপ্রলয়ের দিবসে তারা বুঝতে পারবে, কে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কে দাম্ভিক আত্মম্ভরী– অহংকারী। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-কে বললেন ঃ

(২৭) اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○

(২৮) وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ○

(২৯) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ○

(৩০) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

(৩১) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

২৭. আমি ওদের পরীক্ষার জন্য পাঠায়েছি এক উষ্ট্রী, অতএব, তুমি ওদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

২৮. এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, ওদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।

২৯. অতঃপর তারা তাদের এক সংগীকে আহ্বান করল, সে তাকে ধরে হত্যা করল।

৩০. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

২৭. (اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ) আমি একটি উষ্ট্রী পাঠাব, পাথর থেকে একটি উষ্ট্রী বের করব তাদের পরীক্ষার জন্য, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। অতএব তুমি তাদের ব্যাপারে প্রতীক্ষা কর উষ্ট্রী নির্গমন পর্যন্ত তাদের বিষয়ে অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যশীল হও তাদের নির্যাতন ও উষ্ট্রী হত্যায় ধৈর্য ধারণ কর।

২৮. (وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ) এবং তাদরকে জানিয়ে দাও, সংবাদ দিয়ে দাও যে, পানি কূপের পানি ওদের মাঝে এবং উষ্ট্রীর মাঝে বণ্টন নির্ধারিত হয়েছে পালাক্রমে একদিন তোমার উষ্ট্রীর জন্য একদিন ওদের পশুপালের জন্য। পানি পান করার জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে প্রত্যেক পানকারী তার প্রতিপক্ষের উপস্থিতির ব্যাপারে খেয়াল রাখবে। হযরত সালিহ (আ) তাদেরকে সংবাদটি জানালেন। তারা তাতে রাজী হল। কিছুদিন তা মেনে চলল। তারপর তাদের দুর্ভাগ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

২৯. (فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ) অতঃপর তারা তাদের এক সংগীকে আহ্বান করল, মিসদা ইবন দাহ্‌র উষ্ট্রীটিকে শর নিক্ষেপে আহত করে তার সংগী কাদার ইবন সালিফকে ডাক দিল। সে উহাকে ধরল, কাদার অন্য একটি তীর নিয়ে উষ্ট্রীকে তীরবিদ্ধ করল। অতঃপর হত্যা করল তারা উষ্ট্রীটিকে যবাই করে মাংসগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে গেল।

৩০. (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ) কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী হে মুহাম্মদ (সা)! ভেবে দেখ, ওদের উপর আমার শাস্তি এবং সালিহ (আ)-এর মাধ্যমে ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া কেমন কঠোর ছিল, কিন্তু তবুও তারা ঈমান আনেনি।

৩১. (اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ) আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের উপর এক মহানাদ, শাস্তিযোগে জিব্‌রাঈল (আ)-এর বিকট চিৎকার উষ্ট্রী হত্যার তিনদিন পর এ মহানাদ ধ্বনিত হয়েছিল। ফলে ওরা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। খোয়াড়ের বাইরে বকরীর দলিত-মথিত-উচ্ছিষ্ট ছিন্ন-ভিন্ন ঘাস-পাতার ন্যায়।

(٣٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(٣٣) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ○

(٣٤) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ○

(٣٥) نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ○

৩২. আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

৩৩. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে,

৩৪. আমি ওদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে

৩২. (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি স্বাভাবিক করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য তিলাওয়াত করা, হিফ্‌য তথা কণ্ঠস্থ করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি? সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের সাথে কৃত আচরণ থেকে উপদেশ গ্রহণ করত আল্লাহ্‌র নাফরমানী বর্জন করার কেউ আছে কি? অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোন জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী আছে কি? তাহলে তাকে এ কাজে সাহায্য করা হবে।

৩৩. (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ) লূত-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে লূত (আ) ও সামগ্রিকভাবে সকল নবীকে,

৩৪. (اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلاَّ اٰلَ لُوطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম, অবতীর্ণ করেছিলাম প্রস্তরবহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা তথা পাথর কুচি। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়, লূত (আ) ও তাঁর দু'কন্যা যাউরা ও রীছা প্রস্তর-বৃষ্টির আওতার বাহিরে ছিল। তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে সাহ্‌রীর সময়ে।

৩৫. (نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ) আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ, আমার করুণা বশত। যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি, যারা একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় এবং যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শুকর জ্ঞাপন করে তাদেরকে আমি এভাবেই মুক্তির মাধ্যমে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(٣٦) وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝

(٣٧) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝

(٣٩) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(٤٠) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

৩৬. লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল।

৩৭. তারা লূতের নিকট থেকে তার মেহমানদেরকে অসৎ উদ্দেশ্যে দাবি করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।'

৩৮. প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত হানলো।'

৩৯. এবং আমি বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম'।

৪০. আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(আ) ওদেরকে

সম্পর্কে বিতণ্ডা শুরু করল, তারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করল অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্যে লূত (আ)-এর প্রদত্ত বক্তব্য তারা প্রত্যাখ্যান করল।

৩৭. (وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ) তারা লূতের নিকট হতে মেহমানদেরকে দাবি করল। নিজেদের ঘৃণ্য কামনা বাস্তবায়িত করার জন্য লূত (আ)-এর নিকট তারা মেহমানদের তথা জিব্‌রাঈল (আ) ও তাঁর সাথী ফিরিশতাদেরকে দাবি করল। তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম, জিব্‌রাঈল (আ) ওদেরকে অন্ধ করে দিলেন। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম। অতএব আমি ওদেরকে বললাম ঃ এখন ভোগ কর আমার শাস্তি এবং আমার সতর্ককারীদের সতর্কীকরণের ফলাফল।

৩৮. (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ) তাদেরকে প্রত্যূষে আঘাত করল, সুবৃহি সাদিকের সময় আপতিত হল বিরামহীন শাস্তি, সার্বক্ষণিক আযাব যা আখিরাতের আযাবের সাথে সংযুক্ত।

৩৯. (فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ) অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম, যাদেরকে লূত (আ) সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনেনি। তাদেরকে আমি বললাম ঃ এক্ষণে তোমরা আমার শাস্তি ভোগ কর এবং আমার প্রেরিত সতর্ককারীর সতর্ক বাণীর পরিণাম আস্বাদন কর।

৪০. (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ) আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি স্বাভাবিক করে দিয়েছি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য, তিলাওয়াত, লিখন ও কণ্ঠস্থ করার জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? লূত সম্প্রদায়ের সাথে কৃত আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত পাপাচার ত্যাগ করার কেউ আছে কি?

(٤١) وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ

(٤٢) كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ

(٤٣) اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ

(٤٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ

(٤٥) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

(٤٦) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

৪১. ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী,

৪২. কিন্তু তারা সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফিরগণ কি ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

৪৪. তারা কি বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?

৪৫. এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে,

৪১. (وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) ফির'আউন সম্প্রদায়ের নিকটও সতর্ককারী এসেছিল, ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট মূসা ও হারূন (আ) এসেছিলেন।

৪২. (كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ) কিন্তু ওরা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, নয়টি মু'জিযার সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব পরাক্রমশালীরূপে শাস্তি দানে সক্ষমরূপে ও শক্তিশালীরূপে আযাব দানে ক্ষমতাবান রূপে আমি ওদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম। হে মুহাম্মদ (সা)! অপর ব্যাখ্যায় হে মক্কাবাসীগণ!

৪৩. (اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِى الزُّبُرِ) তোমাদের মধ্যকার কাফিরগণ কি ওদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাদের কথা তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম তাদের চেয়ে কি উত্তম? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে, অতীত আসমানী কিতাবসমূহে কি তোমাদের শাস্তি হতে মুক্তি লাভের ঘোষণা রয়েছে?

৪৪. (اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ) তারা কি বলে? মক্কার কাফিরেরা কি দাবি করে এ বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল, আমরা শাস্তি প্রতিরোধে সক্ষম।

৪৫. (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ) এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে, কাফিরদের এ সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী বদর দিবসে পরাজিত হবে। এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথী-সংগী সবাই পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলায়ন করতে থাকবে। অতঃপর বদর দিবসে তাদের কতক নিহত হল এবং অপর কতক পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

৪৬. (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ) অধিকন্তু কিয়ামত অনুষ্ঠান ওদের নির্ধারিত কাল শাস্তি আগমনের এবং কিয়ামত হবে শাস্তি সহকারে কঠিনতর চরম ক্লেশ দায়ক এবং তিক্তকর, বদর দিবসের শাস্তির তুলনায় আরো কঠিন আরো নির্মম।

(٤٧) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ○

(٤٨) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ○

(٤٩) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ○

(٥٠) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ○

(٥١) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ○

(٥٢) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ○

৪৭. অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত;

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

৪৯. আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে,

৫০. আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।

৫১. আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব তা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?
৫২. তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়,

৪৭. (اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ) অপরাধীরা মুশরিকগণ তথা আবূ জাহল ও তার সংগী-সাথীগণ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, দুনিয়াতে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে থাকবে জাহান্নামের মধ্যে দুঃখ-যাতনায় নিক্ষিপ্ত হবে।

৪৮. (يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ) যে দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে জাহান্নামের প্রহরীগণ তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে, অতঃপর প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ কর।

৪৯. (اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ) আমি প্রত্যেক কিছু, তোমাদের কথা-বার্তা কাজ-কর্ম নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি অনন্তর তোমরা তা অস্বীকার করছ। এ আয়াতটি কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে।

৫০. (وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) আমার নির্দেশ কিয়ামত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একটি কথা মাত্র, মাত্র একটি শব্দ যা দ্বিরুক্তির অপেক্ষা রাখে না, চক্ষুর পলকের মত দ্রুততায় তা অক্ষিপলকের ন্যায়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি সকল কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে পৃথক পৃথক রূপে ও আকারে সৃষ্টি করেছি এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ পোশাক-আশাক ও সাজ-সজ্জা প্রদান করেছি।

৫১. (وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ) আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের ন্যায় বাতিল ধর্মাবলম্বী অনেক জনসমাজকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। অতএব তা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? ওদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করত পাপাচার পরিত্যাগ করার কেউ আছে কি?

৫২. (وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ) তাদের সমস্ত কার্যকলাপ, আল্লাহর সাথে শিরক করা, নবীদের উপর অত্যাচার চালানো এবং সকল পাপাচার আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে রেজিস্টারে লিখিত আছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, লাওহ্-ই-মাহ্‌ফূযে বিদ্যমান আছে। এ আয়াতটিও কাদরিয়া সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে।

(৫৩) وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝

(৫৪) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝

(৫৫) فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

৫৩. আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ;
৫৪. মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,

৫৩. (وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ) আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্তই সৎকর্মের ও মন্দ কর্মের সবটাই লিপিবদ্ধ লিখিত লাওহ্-ই-মাহফূযে। এ আয়াতখানিও কাদরিয়াদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাক্দীর তথা পূর্ব লিখনকে অস্বীকার করে।

৫৪. (اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ) মুত্তাকীরা থাকবে কুফরী শির্ক ও অশ্লীলতা বর্জনকারীগণ থাকবে জান্নাতসমূহে উদ্যানসমূহে এবং প্রস্রবণে প্রচুর স্রোতস্বিনী বিধৌত স্থানে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সুবিশাল বাগানসমূহে,

৫৫. (فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ) যোগ্য আসনে জান্নাতের মর্যাদাকর ভূমিতে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে, যিনি বান্দাদের মালিক এবং তাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তিদানে ক্ষমতাবান।

সূরা রাহ্‌মান

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৭৬, শব্দ ৩৫১, অক্ষর ১৬৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلرَّحْمٰنُ ۙ

(٢) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۗ

(٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ

(٤) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

(٥) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ

(٦) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

(٧) وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ

১. দয়াময় আল্লাহ্,

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,

৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ,

৪. তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে,

৫. সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে,

৬. তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান,

৭. তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড,

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ (قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ) এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আবূ জাহ্‌ল, ওয়ালীদ, উতবা ও শায়বা প্রমুখ মক্কার কাফিররা বলল, আমরা তো ইয়ামামার অধিবাসী ... রাহমান নামের কাউকে চিনিনে, হে মুহাম্মদ (সা)! রাহমান

১. (اَلرَّحْمٰنُ) দয়াময় আল্লাহ্,

২. (عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। আল্লাহ্ তা'আলা শিখিয়েছেন জিব্‌রাঈল (আ)-কে, জিব্‌রাঈল (আ) শিখিয়েছেন মুহাম্মদ (সা)-কে এবং মুহাম্মদ (সা) শিখিয়েছেন তাঁর উম্মত তথা অনুসারীদেরকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন নিয়ে জিব্‌রাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেছেন তাঁর উম্মতের নিকট।

৩. (خَلَقَ الْاِنْسَانَ) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ অর্থাৎ আদম (আ)-কে মৃত্তিকা থেকে,

৪. (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সব কিছু বর্ণনা করতে শিখিয়েছেন এবং পৃথিবীর সকল জীব-জন্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

৫. (اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, সুনির্দিষ্ট হিসাব মুতাবিক নিজেদের আবর্তন পথে আবর্তিত হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র নভোজগত ও ভূ-জগতের মাঝে ঝুলন্ত রয়েছে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ দুটোর নির্ধারিত মেয়াদ তথা জীবনকাল আছে, যেমনটি আছে মানুষের জীবনকাল এবং এ দুটো হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

৬. (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান, সিজদা করে দয়াময় আল্লাহ্‌কে। নাজ্‌ম হচ্ছে কাণ্ডহীন উদ্ভিদ, শাজার হচ্ছে কাণ্ড বিশিষ্ট স্বনির্ভর বৃক্ষ, যা আপন কাণ্ডে ভর করে স্থির থাকে।

৭. (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, স্থাপন করেছেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কোন কিছুই এর নাগাল পায় না এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড পৃথিবীতে, অতঃপর মানদণ্ডের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন।

(৮) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ○

(৯) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ○

(১০) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ○

(১১) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ○

(১২) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○

(১৩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৮. যাতে তোমরা সীমা লংঘন না কর মানদণ্ডে।

৯. ওজনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দেবেনা।

১০. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য,

১১. তাতে রয়েছে ফলমূল ও খর্জুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণযুক্ত,

১২. এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম,
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৮. (اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ) যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর অন্যায় না কর, সত্যচ্যুত না হও।

৯. (وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ) ওজনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর মানদন্ডের কাঠি সমানভাবে স্থির রাখ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নিজেদের জিহ্বাকে সত্যের উপর অবিচল রাখ এবং ওজনে কম দেবেনা, মাপে কম দেবেনা, তাহলে তো অন্যের পাওনা আত্মসাৎ করলে।

১০. (وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন, পানির উপর বিস্তৃত করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য জীবন্ত ও জীবনহীন সকল সৃষ্টির জন্যে,

১১. (فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ) তাতে রয়েছে, পৃথিবীতে রয়েছে ফলমূল নানা বর্ণের, নানা জাতের এবং খর্জুর বৃক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির, যার ফল আবরণযুক্ত খোসা বেষ্টিত, আচ্ছাদন বিশিষ্ট। যে খোসা ছিঁড়ে না তা কুম্মন (كُمّ) আচ্ছাদন।

১২. (وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ) এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ঘাস-পাতা বিশিষ্ট নানা প্রকৃতির শস্য দানা, ও সুগন্ধ গুল্ম ছড়া ও ফল।

১৩. (فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) অতএব তোমরা উভয়ে হে মানব ও জিন সম্প্রদায় 'অবশ্য মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত' তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? প্রত্যাখান করবে যে, এটি আল্লাহ্র দেওয়া নয়? এ সূরায় যতগুলা (فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) আয়াত আছে সবগুলোর ব্যাখ্যা অনুরূপ।

(١٤) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝
(١٥) وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝
(١٦) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
(١٧) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝
(١٨) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
(١٩) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝

১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে,
১৫. এবং জিন্নকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হতে,
১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা,
১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

১৪. (خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ) তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে অর্থাৎ আদম (আ)-কে পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হতে, পুঁতি গন্ধময়, শুষ্ক আগুনে পোড়া মাটি হতে, যাতে টোকা দিলে ঠনঠন শব্দ করে।

১৫. (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ) এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন জিন্নকে, জিন্ন ও শয়তানদের আদি পিতাকে নির্ধূম অগ্নি শিখা হতে, ধোঁয়া বিহীন আগুনের হলকা হতে।

১৬. (فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের প্রভুর কোন অবদান প্রত্যাখ্যান করবে।

১৭. (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) তিনিই দুই উদয়াচলের নিয়ন্তা, গ্রীষ্মের উদয়স্থল ও শীতের উদয়স্থল এবং দুই অস্তাচলের মালিক, শীত ও গ্রীষ্মের অস্তাচলদ্বয়। এ দুটো হচ্ছে দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল। গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয়ের এবং শীতকালে সূর্যোদয়ের সর্বমোট ১৮০টি কক্ষপথ রয়েছে। অনুরূপ গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের এবং শীতকালে সূর্যাস্তের ১৮০টি কক্ষপথ রয়েছে। চন্দ্রেরও অনুরূপ কক্ষপথ রয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, শীত ও গ্রীষ্মের উদয়াচলে সর্বমোট ১৭৭টি কক্ষপথ রয়েছে। অস্তাচলের অনুরূপ সংখ্যক কক্ষপথ রয়েছে। বৎসরে দু'দিন করে একই উদয়পথে উদিত হয় এবং দু'দিন করে একই অস্তপথে অস্তমিত হয়।

১৮. (فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

১৯. (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ) তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র, প্রবাহমান করেন লবণাক্ত ও মিষ্ট সমুদ্র। তারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু মিশ্রিত হয় না।

(٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ

(٢١) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ

(٢٣) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٢٤) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ

(٢٥) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٢٦) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ

২০. কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।
২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
২২. উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।
২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ পোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন;

২৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
২৬. ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,

২০. (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيٰنِ) তাদের মধ্যে রয়েছে, মিষ্ট ও লবণাক্ত সমুদ্র দু'টোর মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক প্রতিবন্ধক, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না, উভয়ে মিশ্রিত হতে পারে না একে অন্যের স্বাদে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

২১. (فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

২২. (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ) উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতপক্ষে লবণাক্ত দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা বড় আকারের এবং প্রবাল মুক্তা ক্ষুদ্রাকারের।

২৩. (فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

২৪. (وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلاَمِ) সমুদ্রে বিচরণশীল সুউচ্চ পর্বত প্রমাণ পাল তোলা পাহাড়ের ন্যায় অর্ণবপাতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

২৫. (فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

২৬. (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) তাতে যা আছে, ভূ-পৃষ্ঠে যা আছে সমস্তই নশ্বর, মরণশীল। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভূ-পৃষ্ঠে যা আছে সব ধ্বংসশীল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের জন্য যে ইবাদত, তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(٢٧) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۚ
(٢٨) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
(٢٩) يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۚ
(٣٠) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
(٣١) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ
(٣٢) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব;
২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।
৩০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৩১. হে মানুষ ও জিন্ন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব,

২৭. (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْاِكْرَامِ) এবং অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা তিনি চিরঞ্জীব, মরণাতীত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে সমস্ত পুণ্য কর্ম দ্বারা তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করা হয় সেগুলোই কেবল স্থায়ী ও অবিনশ্বর যিনি মহিমময়, মাহাত্ম্য ও কর্তৃত্বের অধিকারী। মহানুভব ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।

২৮. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।

২৯. (يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে, আকাশের অধিবাসী ফিরিশতাগণ এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মু'মিনগণ সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থী। পৃথিবীর অধিবাসীগণ তাঁর নিকট ক্ষমা, পুণ্য কর্মে শক্তি, পবিত্রতা, মর্যাদা ও জীবিকা প্রার্থনা করে। (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَاْنٍ) তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত, জীবন দান, জীবন হরণ, মর্যাদা দান, লাঞ্ছিত করা, নবজাতক সৃষ্টি, বন্দী মুক্তি ইত্যাদি তাঁর কর্ম। তাঁর কর্ম ও অবস্থা গণনাতীত।

৩০. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩১. (سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ) হে মানুষ ও জিন্ন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো অনতিবিলম্বে দুনিয়াতে তোমাদের কার্যকলাপ সংরক্ষণ করব এবং কিয়ামতের দিন সেগুলোর হিসাব গ্রহণ করব।

৩২. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বলবেন ঃ

(٣٣) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ

(٣٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ

(٣٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٧) فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

(٣٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৩. হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে?

৩৪. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে;
৩৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৩. (يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا) হে জিন্ন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, বেরিয়ে যেতে পার আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা থেকে এবং ফিরিশতাদের সারি থেকে তাহলে অতিক্রম কর, বেরিয়ে যাও, পালিয়ে যাও। (لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ) কিন্তু তোমরা তো পারবে না দলীল ব্যতিরেকে নিজেদের ওজর-অক্ষমতা ও তার সপক্ষে প্রমাণ ব্যতিরেকে।

৩৪. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৫. (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে যখন তোমরা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! অগ্নি শিখা, ধূম্রহীন আগুন, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধূম্র পুঞ্জ ধোঁয়া কুণ্ডলী এ দু'টিই তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না, তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিতে পারবে না।

৩৬. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৭. (فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে প্রতিপালকের ভয়ে এবং ফিরিশতাকুলের অবতরণের জন্য সেদিন তা রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তৈলের রঙে রঞ্জিত হবে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, গোলাপের ন্যায় রক্তিম হয়ে উঠবে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পশ্চিম দেশীয় চামড়ার ন্যায় হয়ে যাবে অর্থাৎ লাল-কালো মিশ্রিত রূপ ধারণ করবে।

৩৮. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ

(٤٠) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

(٤١) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ

৩৯. সে দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, না জিন্নকে।
৪০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৯. (فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلاَ جَانٌّ) সেদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের পর না মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে তার অপরাধ সম্বন্ধে তার কার্যাবলী সম্পর্কে, না জিন্নকে। মু'মিনদেরকে চেনা যাবে মুখমণ্ডলের শুভ্রতা, জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য দ্বারা।

৪০. (فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪১. (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চিহ্ন দ্বারা, মুশরিকদেরকে চেনা যাবে তাদের মুখমণ্ডলের কালিমা দ্বারা ও চক্ষুর নীল আভা দ্বারা। ওদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে, অনন্তর পা ও কপাল একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(٤٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٤٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

(٤٤) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ○

(٤٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٤٦) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ○

(٤٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৪৩. এ-ই সে জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত,
৪৪. ওরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।
৪৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৪৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান;
৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪২. (فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? জাহান্নামের প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে :

৪৩. (هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ) এই সে জাহান্নাম, যা অবিশ্বাস করত অপরাধীরা মুশরিকরা দুনিয়াতে যে, এটি বাস্তবায়িত হবে না।

৪৪. (يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ) তারা ছুটাছুটি করবে এর মধ্যে, জাহান্নামের মধ্যে এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে উত্তপ্ত টগবগে পানির মধ্যে, যা উষ্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

৪৫. (فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ

৪৬. (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ) আর যে ব্যক্তি ভয় করে পাপাচার সম্পাদন কালে তার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিতিকে যে, তার অবস্থান তার প্রভুর সম্মুখেই, অনন্তর সে পাপাচার থেকে বিরত থাকে, তার জন্য রয়েছে দু'টো জান্নাত দু'টো উদ্যান জান্নাত-আদন ও জান্নাত আল্ ফিরদাউস।

৪৭. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(٤٨) ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۚ

(٤٩) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٥٠) فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ۚ

(٥١) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٥٢) فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ

(٥٣) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৪৮. উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষেপূর্ণ;
৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫০. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ;
৫১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫২. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দু প্রকার;
৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৪৮. (ذَوَاتَا اَفْنَانٍ) উভয়ই বহু শাখা,পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষপূর্ণ ডাল-পালা বিশিষ্ট নানা রঙের বৃক্ষ-রাজিতে সুসজ্জিত।

৪৯. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫০. (فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ) উভয়টিতে রয়েছে উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ যা কল্যাণ, করুণা, মর্যাদা, বরকত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাচুর্য সহকারে জান্নাতবাসীদের নিকট বহমান।

৫১. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫২. (فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ) সে দু'টোতে রয়েছে সে উদ্যান দু'টোতে আছে প্রত্যেক ফল দু'প্রকার, প্রত্যেক জাতের ফল দু'রকমের আকৃতিতে ও স্বাদেও।

৫৩. (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ

(٥٤) مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ

(٥٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

(٥٦) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ

(٥٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٥٨) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ

(٥٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

৫৪. সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী;

৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৬. সে সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নি;

৫৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৮. তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ;

৫৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৪. (مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ) তারা হেলান দিয়ে বসবে আরাম ও বিলাসিতায় হেলান দিয়ে উপবেশন করবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, এমন বিছানায়, যার বাহির আবরণ মোটা রেশমের এবং অভ্যন্তরীণ আবরণ সূক্ষ্ম রেশমের। (وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ) দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী, বাগান দু'টোর ফল কুড়ানো অত্যন্ত সহজ ও কাছাকাছি। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান সবাই এই ফল তুলতে পারবে।

৫৫. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৬. (فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ) সে সকলের মধ্যে রয়েছে সবগুলো উদ্যানে রয়েছে বহু আনত নয়না কুমারী, যাদের দৃষ্টি অবনত, যারা আপন আপন স্বামীতেই সন্তুষ্ট, আপন স্বামী ভিন্ন পরপুরুষের প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করে না, যাদেরকে স্পর্শ করেনি সঙ্গম করেনি, অপর ব্যাখ্যায় নিকটবর্তী হয়নি কোন মানুষ তাদের পূর্বে তাদের স্বামীদের পূর্বে, এবং না কোন জিন্ন অর্থাৎ মানব কুমারীদেরকে তাদের স্বামীদের পূর্বে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি এবং জিন্ন কুমারীদেরকে তাদের স্বামীদের পূর্বে কোন জিন্ন স্পর্শ করেনি।

৫৭. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৫৮. (كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ) তারা যেন ঔজ্জ্বল্যে প্রবাল, ইয়াকুত পাথরের ন্যায় এবং শুভ্রতায়

৫৯. (فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(٦٠) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ

(٦١) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٦٢) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ○

(٦٣) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٦٤) مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ

(٦٥) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

৬০. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে?
৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৬২. এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে,
৬৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৬৪. ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি;
৬৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬০. (هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ যাদেরকে আমি তাওহীদ দিয়ে অনুগ্রহ করেছি তাদের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কি বা হতে পারে?

৬১. (فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬২. (وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ) এ দু'টো ব্যতীত উপরোল্লিখিত উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টো উদ্যান রয়েছে, প্রথম দু'টো এদুটোর চেয়ে উত্তম। এ দু'টো হল জান্নাত আল নাঈম ও জান্নাত আল মাওয়া।

৬৩. (فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৪. (مُدْهَآمَّتٰنِ) ঘন-সবুজ এ উদ্যান দুটো নয়নাভিরাম ও গাঢ় সবুজ হবার কারণে এ উদ্যান দুটো কালো কালো মনে হয়।

৬৫. (فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ

(٦٦) فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ

(٦٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٦٨) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ

(٦٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٧٠) فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ

(٧١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٧٢) حُورٌ مَّقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ

(٧٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ;
৬৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৬৮. সেথায় রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার;
৬৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৭০. সে সকলের মাঝে সুশীলা, সুন্দরীগণ;
৭১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৭২. তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর;
৭৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৬. (فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ) এ দু'টোতে রয়েছে এ দুই জান্নাতে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ দুই ফোয়ারা। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কল্যাণ, করুণা, বরকত, মর্যাদা ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অনুগ্রহে পরিপূর্ণ দুই প্রস্রবণ।

৬৭. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৮. (فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ) সে দু'টোতে রয়েছে, উভয় উদ্যানে আছে ফলমূল নানা জাতের ফল-ফলাদি এবং খর্জুর সকল প্রকারের খেজুর এবং আনার স্বাদ ও দৃশ্যেও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার এ প্রজাতির ডালিম রয়েছে।

৬৯. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭০. (فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ) সে গুলোতে রয়েছে, উল্লেখিত উদ্যান চতুষ্টয়ে রয়েছে, অপর ব্যাখ্যায় সবগুলো উদ্যানে রয়েছে, সুশীলা সুন্দরীগণ, সুশ্রী গৌরমুখাকৃতি বিশিষ্ট আপন-আপন পতিদের জন্য কল্যাণময়ী কুমারীসমূহ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সুনয়না পদ্মলোচনা কুমারীসমূহ।

৭১. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭২. (حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ) তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর মুক্তা নির্মিত গোলাকার তাঁবুতে অবস্থানরত শুভ্রা রমণীকূল, তাদের দৃষ্টি আপন আপন স্বামীতেই সীমিত।

৭৩. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(٧٤) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

(٧٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٧٦) مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝

(٧٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٧٨) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

৭৪. ইতিপূর্বে কোন মানুষ তাদেরকে স্পর্শ করেনি; না কোন জিন্ন।

৭৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।

৭৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭৮. কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

৭৪. (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) তাদেরকে স্পর্শ করেনি, সহবাস করেনি। অপর ব্যাখ্যায় তাদের নিকটবর্তী হয়নি ইতোপূর্বে তাদের স্বামীদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন অর্থাৎ মানবীদেরকে কোন মানব স্পর্শ করেনি এবং জিন্নদেরকে কোন জিন্ন স্পর্শ করেনি।

৭৫. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭৬. (مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ) তারা হেলান দিয়ে থাকবে আরাম-আয়েশে উপবেশন করবে সবুজ তাকিয়ায়। অপর ব্যাখ্যায় শ্যামল বাগিচায় এবং সুন্দর গালিচার উপরে রং-বেরঙের মখমলের সূক্ষ্ম নম্র ও মোলায়েম বিছানাসমূহে, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আকর্ষণীয় সুসজ্জিত তাকিয়াসমূহে।

৭৭. (فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় অবশ্য মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত' তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ অনুগ্রহ ও অবদান প্রত্যাখ্যান করতে পার যে, এটি আল্লাহর দেয়া নয়?

৭৮. (تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ) কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, কত বরকতময় ও করুণাময়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সন্তান-সন্ততি ও অংশীদার হতে তোমার প্রভু পবিত্র ও উর্ধ্বে। যিনি মহিমময় মাহাত্ম্য ও কর্তৃত্বের অধিকারী ও মহানুভব ও ক্ষমাপরায়ণ অনুগ্রহশীল, যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত

সূরা ওয়াকি'আ

৯৬ আয়াত, ৮৭৮ শব্দ, ১৯০৩ বর্ণ

মক্কায় অবতীর্ণ, অবশ্য নিম্নের আয়াতগুলো ব্যতীত। কারণ এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনা গমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(১) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

(২) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

(৩) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

(৪) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝

(৫) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

(৬) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝

১. যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে,
২. যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই।
৩. এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে।
৪. যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী,
৫. এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।
৬. অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা;

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ

১ (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) যখন কিয়ামত ঘটবে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।

২. (لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ) তখন এটার সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না এটির অনুষ্ঠানকে বাধা দেয়ার, বিরোধিতা করার এবং এতে সন্দেহ করার কেউ থাকবে না।

৩. (خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ) এটি কতককে করবে নীচ, একদল লোককে তাদের মন্দ কর্মের ফলশ্রুতিতে হীন ও নীচ করবে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাবে এবং কতক-কে করবে সমুন্নত, অপর এক সম্প্রদায়কে তাদের পুণ্য কর্মের প্রেক্ষিতে উন্নত ও মর্যাদাবান করবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের এ দিনকে 'আল-ওয়াকি'আ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে তার বিকট গর্জনের প্রেক্ষিতে, কারণ নিকটস্থ ও দূরবর্তী সবাই এ গর্জন শুনতে পাবে।

8. (اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا) যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী, থরথর করে কেঁপে উঠবে পৃথিবী, ঘর-দোর প্রাসাদ-অট্টালিকা ও পাহাড়-পর্বত ধূলিস্যাৎ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে।

৫. (وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا) এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ধরাপৃষ্ঠ হতে পাহাড়-পর্বতকে মেঘমালার ন্যায় চলমান করা হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ এগুলোকে মূলোৎপাটিত করা হবে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সব ভেঙ্গে-চুরে স্তুপে পরিণত করা হবে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এগুলোকে ভেঙ্গে, টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে এবং ময়দা অথবা গো-খাদ্যের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

৬. (فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا) ফলে তা পর্যবসিত হবে পরিণত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়, অশ্ব ক্ষুরাঘাতে বিচ্ছুরিত ধূলিকণার ন্যায়, অথবা দরজার ফাঁক ও গৃহের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশযোগ্য সূর্যকিরণের ন্যায় এটির একাংশ অপর অংশে মিশ্রিত হয়ে যায়।

(٧) وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۞

(٨) فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۞

(٩) وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۞

(١٠) وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۞

(١١) اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۞

(١٢) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۞

(١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۞

৭. এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে।
৮. যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা।
৯. এবং যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা।
১০. অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই।
১১. তারাই নৈকট্যশীল,

৭. (وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً) এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে, কিয়ামত দিবসে পরিণত হবে তিনটি শ্রেণীতে–

৮. (فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ) ডান দিকের দল, এরা জান্নাতের অধিবাসী, এদেরকে আমলনামা এদের ডান হাতে দেওয়া হবে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, এরা জান্নাতের অধিবাসী, এজন্য আমাকে কোন কৈফিয়াত দিতে হবে না। কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল, এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে আনন্দিত করেছেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! জান্নাতীদের জন্য যে ভোগবিলাস আনন্দ সম্মান, তা তুমি কি জান?

৯. (وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ) এবং বাম দিকের দল তারা জাহান্নামের অধিবাসী তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ এরা জাহান্নামে যাবে; তাতে আমার কোন কৈফিয়ত দিতে হবেনা। কত হতভাগা বাম দিকের দল, এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বিস্মিত করে দিয়ে বলছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামে যে লাঞ্ছনা, অপমান, শাস্তি ও আযাব নির্ধারিত রয়েছে, তা কি তুমি জান?

১০. (وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ) আর অগ্রবর্তীগণই, দুনিয়াতে ঈমানে, হিজরতে, জিহাদে, সালাতের প্রথম তাকবীরে এবং যাবতীয় সৎকর্মে যারা অগ্রবর্তী ছিল, তারাই অগ্রবর্তী আখিরাতে জান্নাতের দিকে।

১১. (اُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ) ওরাইতো নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে।

১২. (فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ) সুখদ উদ্যানে, এই জান্নাতের নিয়ামতরাজি চিরস্থায়ী।

১৩. (ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে উম্মত-ই মুহাম্মদী তথা মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের পূর্বেকার সকল উম্মতের মধ্য থেকে।

(١٤) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

(١٥) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ

(١٦) مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ

(١٧) يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

১৪. এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে

১৫. স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে।

১৬. তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।

১৭. তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা

১৪. (وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ) এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে, সর্বশেষ উম্মত তথা মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের মধ্য হতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, উভয় দলই মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মতের মধ্য

অতঃপর আয়াত নাযিল হল– (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِـرِيْنَ) তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

১৫. (عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ) সুসজ্জিত আসনে তারা উপবেশন করবে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত ও হীরা জহরতে সুসজ্জিত আসনে।

১৬. (مُتَّكِـئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ) তারা হেলান দিয়ে বসবে আরাম-আয়েশে আসন গুলোতে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে, সামানাসামনি হয়ে।

১৭. (يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ) তাদের আশপাশে ঘুরাফেরা করবে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে চির কিশোররা, কিশোরের ন্যায়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ওরা হচ্ছে কাফিরদের ছেলে-মেয়ে যারা নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তাদেরকে জান্নাতীদের সেবক বানানো হবে। ওরা চিরকাল জীবন্ত থাকবে। তথায় মৃত্যুবরণ করবে না এবং তথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে অলংকার পরিহিত কিশোরেরা তাদের সেবা করবে। তারা ঘোরাফেরা করবে।

(١٨) بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ

(١٩) لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ

(٢٠) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ

(٢١) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۙ

(٢٢) وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۙ

১৮. পানপাত্র কুঁজা ও ঝাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে
১৯. যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না।
২০. আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে
২১. এবং রুচিমত পাখির গোস্ত নিয়ে।
২২. তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ,

১৮. (بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ) পান পাত্র নিয়ে, নল ও কর্ণ বিহীন পাত্র নিয়ে এবং কুজা নিয়ে নল-কর্ণ ও শূড় বিশিষ্ট পাত্র নিয়ে এবং প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, সদা বহমান পবিত্র সূরা পাত্র নিয়ে।

১৯. (لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ) এতে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, এই সূরা পান করলে এদের মাথা বেদনা সৃষ্টি হবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ সুরায় দুনিয়ার সুরার ন্যায় তাদের শিরঃপীড়া হবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ মদ্যপানে তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে না এবং তারা জ্ঞানহারাও হবে না এ মদ্যপানে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মদ্য তাদেরকে নেশাগ্রস্ত করবে না। যা (ز) অক্ষরে কাসরা যোগে পড়লে অর্থ হবে এই শরাব নিঃশেষ হবার নয়।

২০. (وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ) এবং ফলমূল, বিভিন্ন প্রজাতির ফল-ফলাদি, যা তারা পছন্দ করে,

২১. (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ) এবং পাখির গোশত নিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ও বর্ণের পাখির গোশত নিয়ে ঘুরাফেরা করবে, যা তারা বাসনা করবে।

২২. (وَحُوْرٌ عِيْنٌ) আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হূর, গৌরবর্ণ সুনয়না সুশ্রী হূরগণ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

(٢٣) كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ
(٢٤) جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
(٢٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۙ
(٢٦) اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ○
(٢٧) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۚ
(٢٨) فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ

২৩. আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়
২৪. তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কার স্বরূপ।
২৫. তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না।
২৬. কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম।
২৭. যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান।
২৮. তারা থাকবে কাঁটাবিহীন ফলে বৃক্ষে

২৩. (كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ) সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, তাপ ও ঠাণ্ডা হতে নিরাপদ মুক্তার ন্যায়।

২৪. (جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এ হচ্ছে পুরস্কার, এটি জান্নাতীদের জন্য প্রতিদান। তাদের কর্মের এবং দুনিয়াতে তারা যে সকল ভাল কথা বলত, সে গুলোর।

২৫. (لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا) সেথায় তারা শুনবে না জান্নাতে তারা শ্রবণ করবে না, কোন অসার কথাবার্তা, অসত্য কথাবার্তা ও মিথ্যা শপথ এবং পাপ বাক্য গালি-গালাজ, দুর্নাম। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তথায় তাদের কোন পাপ হবে না।

২৬. (اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا) সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত তারা একে অন্যকে সালাম ও অভিনন্দন জানাবে। ফিরিশতাগণ নিজেদের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দিত করবেন।

২৭. (وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ) আর ডান দিকের দল জান্নাতের অধিবাসীগণ কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল হে মুহাম্মদ (সা)! জান্নাতবাসীদের জন্য কত যে আরাম-আয়েশ আনন্দ উৎসব তা কি তুমি জান?

২৮. (فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ) তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ, এই বৃক্ষের ছায়ায়

(٢٩) وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ۙ

(٣٠) وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ۙ

(٣١) وَّمَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍ ۙ

(٣٢) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ ۙ

(٣٣) لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ ۙ

(٣٤) وَّفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ؕ

(٣٥) اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ۙ

(٣٦) فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًا ۙ

২৯. এবং কাঁদি কাঁদি কলায়,
৩০. এবং দীর্ঘ ছায়ায়
৩১. এবং প্রবাহিত পানিতে
৩২. ও প্রচুর ফল-মূলে,
৩৩. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়,
৩৪. আর থাকবে সমুচ্চ শয্যায়।
৩৫. আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি।
৩৬. অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী

২৯. (وَطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ) এবং কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ কাঁদি কাঁদি কলাযুক্ত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে চিরস্থায়ী যা কখনো বন্ধ হওয়ার নয়।

৩০. (وَظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ) এবং সম্প্রসারিত ছায়া বৃক্ষের ছায়া, অপর ব্যাখ্যায় আরশের ছায়া যা চিরস্থায়ী। সেখায় সূর্য থাকবে না, না সৌরতাপ।

৩১. (وَمَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍ) এবং সদা প্রবহমান পানি, প্রবাহিত হবে আরশের খুঁটি থেকে।

৩২. (وَفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ) ও প্রচুর ফল-মূল, পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির ফল-মূল,

৩৩. (لَا مَقۡطُوۡعَةٍ وَلَا مَمۡنُوۡعَةٍ) যা শেষ হবে না, একবার আসবে আবার বন্ধ হবে, তা নয়। যা নিষিদ্ধও হবে না, ওরা যখন সেদিকে তাকাবে তখন সেগুলো ওদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকবে না।

৩৪. (وَفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ) আর সমুচ্চ শয্যাসমূহে যা সদা প্রস্তুত শয্যা মালিকদের জন্যে, শূন্যে স্থাপিত।

৩৫. (اِنَّا اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, পার্থিব জগতের মহিলাদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে জরা, মৃত্যু ও নিঃশেষ হওয়ার পর।

(৩৭) عُرُبًا أَتْرَابًا ۝
(৩৮) لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝
(৩৯) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝
(৪০) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝
(৪১) وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝
(৪২) فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝
(৪৩) وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝

৩৭. কামিনী সমবয়স্কা,
৩৮. ডান দিকের লোকদের জন্যে।
৩৯. তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে
৪০. এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে
৪১. বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা!
৪২. তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে।
৪৩. এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়,

৩৭. (عُرُبًا أَتْرَابًا) সোহাগিনী, সুশ্রী, আকর্ষণীয়া, প্রেমিকা ও স্বামীদের মনোমোহিনী রূপে, সমবয়স্কা, জন্ম ও বয়সে সমান, তাদের প্রত্যেকেরই বয়স প্রায় তেত্রিশ বছর।

৩৮. (لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ) ডান দিকের লোকদের জন্য জান্নাতবাসীদের জন্যে। ডান দিকের লোকেরা সবাই জান্নাতের অধিবাসী।

৩৯. (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের পূর্বেকার সকল উম্মত থেকে।

৪০. (وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ) এবং অপর দল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে সর্বশেষ উম্মত হতে তথা উম্মত-ই-মুহাম্মদী (সা) হতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, উভয় দলই উম্মত-ই-মুহাম্মদী (সা) হতে।

৪১. (وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ) আর বাম দিকের দল, জাহান্নামের অধিবাসীগণ, কত হতভাগা বাম দিকের দল, হে মুহাম্মদ (সা)! জাহান্নামীদের জন্যে কী লাঞ্ছনা, শাস্তি ও যাতনা প্রস্তুত রয়েছে, তা তুমি জান কি?

৪২. (فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ) তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ুর মধ্যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আগুনের শিখার মধ্যে, অপর এক ব্যাখ্যায় এসেছে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে ও ফুটন্ত পানিতে গরম পানিতে।

(٤٤) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ○

(٤٥) اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ○

(٤٦) وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ○

(٤٧) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

(٤٨) اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

(٤٩) قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○

(٥٠) لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

৪৪. যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।

৪৫. তারা ইতিপূর্বে মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে,

৪৬. এবং তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত।

৪৭. তারা বলতঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব?

৪৮. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও!

৪৯. বল, পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ

৫০. সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে।

৪৪. (لاَ بَارِدٍ وَّلاَ كَرِيْمٍ) শীতলও নয় তাদের আবাসস্থল, এবং আরামদায়কও নয়, ভালও নয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তাদের পানীয় ঠাণ্ডাও নয় তাদের শাস্তি মর্যাদাকরও নয়।

৪৫. (اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ) তারা ছিল ইতিপূর্বে দুনিয়াতে ভোগবিলাসে মগ্ন অপচয়কারী; অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বিলাস-বৈভবে মত্ত, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতবিহ্বল,

৪৬. (وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ) এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল, দুনিয়াতে অবিচল ও স্থির ছিল ঘোরতর পাপ কর্মে মহাপাপে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করায়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ইয়ামীন আল গামুছ তথা জঘন্যতম মিথ্যা শপথে লিপ্ত ছিল।

৪৭. (وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ) তারা বলত, দুনিয়াতে থাকাকালীন আমরা যখন মৃত্যুবরণ করে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হব পঁচে গলে জীর্ণ-শীর্ণ হাঁড় ও মাটিতে পরিণত হব তখনও কি পুনঃরুত্থিত হব, জীবন্ত হব? উত্তরে নবীগণ (আ) বলেছিলেন, "হাঁ, অবশ্যই।" তখন তারা নবীগণকে বলেছিল :

৪৮. (اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ) আমাদের পূর্বপুরুষরাও যারা আমাদের পূর্বে অতীত হয়েছেন, হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার অধিবাসীদেরকে,

৫০. (لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ) সকলকেই একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে, প্রতিশ্রুত সে সময়টিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সকলকেই একত্রিত করা হবে। প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে কিয়ামতের দিন।

(৫১) ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ
(৫২) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ
(৫৩) فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ
(৫৪) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ
(৫৫) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ؕ
(৫৬) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ؕ
(৫৭) نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ
(৫৮) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ؕ

৫১. অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীগণ!
৫২. তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে,
৫৩. অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে,
৫৪. অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি,
৫৫. পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়।
৫৬. কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।
৫৭. আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে, অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না?
৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে?

৫১. (ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ) অতঃপর হে বিভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা বিচ্যুত হয়েছ ঈমান ও হিদায়াত থেকে হে মিথ্যা আরোপকারী সম্প্রদায়! যারা প্রত্যাখ্যান করেছ আল্লাহ্‌কে রাসূলকে এবং কিতাবকে, এতদ্বারা আবূ জাহ্‌ল ও তার দল-বলকে বুঝানো হয়েছে।

৫২. (لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ) তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে,

৫৩. (فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ) এবং সেটি দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, যাক্কুম বৃক্ষ খেয়েই তোমরা পেট ভর্তি করবে। এই যাক্কুম বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্‌গত হবে।

৫৪. (فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ) তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি, যাক্কুম বৃক্ষ খেয়ে

৫৫. (فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়, তৃষ্ণারোগে আক্রান্ত পিপাসার্ত সারাদিন পান করলেও যে তৃপ্ত হতে পারে না সে উটের ন্যায় ঐ পানি পান করবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, টক বস্তু খাওয়া পিপাসায় অস্থির উটের ন্যায় তোমরা সে পানি পান করবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, শুষ্ক সমতল ভূমির ন্যায় তোমরা সে পানি পান করবে।

৫৬. (هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ) কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ এর দিন এই হবে তাদের আপ্যায়ন তাদের খাদ্য ও পানীয় বস্তু।

৫৭. (نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না, কেন সত্য বলে মেনে নিচ্ছ না রাসূল (সা)-কে?

৫৮. (اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? মহিলাদের জরায়ুতে যা তোমরা সঞ্চারিত কর।

(٥٩) ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ○

(٦٠) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۙ○

(٦١) عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

(٦٢) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ○

(٦٣) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۗ○

৫৯. তোমরা তা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

৬০. আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই

৬১. এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দেই, যা তোমরা জান না।

৬২. তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?

৫৯. (ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ) সেটি কি তোমরা সৃষ্টি কর হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! সে বীর্যকে জরায়ুতে ছেলে ও মেয়ে হিসেবে এবং পুণ্যবান ও পাপী হিসেবে কি তোমরাই রূপান্তরিত কর? না আমি সৃষ্টি করি? বটে, তোমরা নয়, বরং আমিই সেগুলো সৃষ্টি করেছি।

৬০. (نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ) আমি তোমাদের মাঝে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি, মৃত্যুর ক্ষেত্রে তোমাদের সবাইকে সমান করেছি। তোমাদের সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আয়াতের ব্যাখ্যায় এও বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদের জীবনকাল নির্ধারণ করেছি মৃত্যু পর্যন্ত, ফলে কারো আয়ু একশত বছর, কারো আশি, কতেকের আবার পঞ্চাশ, আর কতকের আরো কম কিংবা বেশি। এবং

৬১. (عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পরম আনুগত্যশীল অপর সম্প্রদায় সৃষ্টিতে আমি অক্ষম নই এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে, যা তোমরা জান না। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এমন একটি আকৃতিতে সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা তোমরা অনুধাবন করতে পারছ না, তথা কালো নিকষ চেহারা ও নীলাভ চক্ষু বিশিষ্ট। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বানর ও শূকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম। ব্যাখ্যায়-এ ও বলা হয়েছে যে, আমি সক্ষম তোমাদের আত্মাসমূহকে এমন এক স্থানে রাখতে, যা তোমরা জান না, মানে বিশ্বাস কর না অর্থাৎ জাহান্নামে রাখতে।

৬২. (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ) তোমরা তো অবগত হয়েছ মাতৃগর্ভের সে প্রথম সৃজন সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের (আ) সৃষ্টি সম্পর্কে। তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন? প্রথম সৃজন থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না কেন? তাহলে তো তোমরা দ্বিতীয় সৃজন তথা পুনরুত্থানে ঈমান আনয়ন করতে পারতে।

৬৩. (اَفَرَءَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ) তোমরা কি চিন্তা করেছ তোমরা যে বীজ বুনে থাক সে সম্পর্কে, যে শস্যবীজ বপন কর সে সম্পর্কে?

(٦٤) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝

(٦٥) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝

(٦٦) اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝

(٦٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

(٦٨) اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝

(٦٩) ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝

(٧٠) لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝

৬৪. তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী?

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট।

৬৬. বলবেঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম;

৬৭. বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম।

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?

৬৯. তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি?

৭০. আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

৬৫. (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ) আমি ইচ্ছে করলে সেটিকে পরিণত করতে পারি অর্থাৎ সে ফসলকে রূপান্তরিত করতে পারি খড়-কুটায়, সতেজ ও সজীবতার পর শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ খড়-কুটায়। তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে এটির ধ্বংস ও নির্জীবতা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে এবং বলতে থাকবে.

৬৬. (اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ) আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে, ক্ষেত-ফসল ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছি।

৬৭. (بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ) বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি, ক্ষেত-ফসলের লাভ ও কল্যাণ হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমরা পরাজিত হয়েছি।

৬৮. (اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ) তোমরা কি ভেবে দেখেছ সে পানি সম্পর্কে, সুমিষ্ট সে পানি সম্পর্কে, যা তোমরা পান কর এবং নিজেদের ক্ষেত-খামারে ও গবাদি পশুকে পান করাও, হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ!

৬৯. (ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ) তোমরা কি তা নামিয়ে আন? সে সুমিষ্ট পানি বর্ষণ কর মেঘমালা হতে, না আমিই তা বর্ষণ করি? না, তোমরা নয়, বরং আমিই তা তোমাদের নিকট বর্ষণ করি।

৭০. (لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ) আমি ইচ্ছে করলে সেটিকে অর্থাৎ সে মিষ্ট পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তিক্ত লবণজাত ও টক পানিতে পরিণত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না, এই সুমিষ্ট পানি লাভ করে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করত ঈমান আনয়ন কর না।

(٧١) اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝

(٧٢) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ۝

(٧٣) نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝

(٧٤) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

(٧٥) فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۝

(٧٦) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۝

(٧٧) اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۝

৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?
৭২. তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছে, না আমি সৃষ্টি করেছি,
৭৩. আমিই সে বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্যে সামগ্রী।
৭৪. অতএব, তুমি তোমার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা কর।
৭৫. অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি,
৭৬. নিশ্চয় এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে।

৭১. (أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) তোমরা কি ভেবে দেখেছ সে অগ্নি সম্পর্কে, যা তোমরা প্রজ্বলিত কর, সবুজ বৃক্ষ ও কাঠ হতে যে আগুন তোমরা জ্বালাও। অবশ্য আঙ্গুর লতা ব্যতিক্রম, সেটি রক্তিম বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত, হে মক্কার অধিবাসী বৃন্দ!

৭২. (ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ) তোমরাই কি সৃষ্টি কর সৃজন কর এই বৃক্ষ জ্বালানী বৃক্ষ নাকি আমি সৃষ্টি করি? আমি সৃজন করি।

৭৩. (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ) আমি এটিকে করেছি এ আগুনকে বানিয়েছি নিদর্শন আখিরাতের আগুনের জন্য উপদেশ। এবং প্রয়োজনীয় বস্তু কল্যাণকর বস্তু মরুচারীদের জন্য।

৭৪. (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তোমার মহান প্রতিপালকের নামে সালাত আদায় কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমার মহান প্রতিপালকের একত্ববাদের ঘোষণা দাও।

৭৫. (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাবলের।

৭৬. (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) অবশ্যই এটি অর্থাৎ কুরআন মহাশপথ যদি তোমরা জানতে যদি তোমরা বিশ্বাস করতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, প্রাতঃকালে যেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আমি যা উল্লেখ করেছি তা এক মহাশপথ যদি তোমরা অনুধাবন করতে তথা সত্য বলে মেনে নিতে।

৭৭. (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন, মর্যাদাবান সুন্দর কুরআন,

(٧٨) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝

(٧٩) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝

(٨٠) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(٨١) أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ۝

(٨٢) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

(٨٣) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۝

(٨٤) وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ۝

(٨٥) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۝

৭৮. যা আছে এক গোপন কিতাবে,

৭৯. যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।

৮২. এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে?
৮৩. অতঃপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয়,
৮৪. এবং তোমরা তাকিয়ে থাক,
৮৫. তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না।

৭৮. (فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ) যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, লিখিত আছে লাওহ্-ই-মাহফূযে, এটি শপথের বিষয়বস্তু।

৭৯. (لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ) যারা পূত-পবিত্র মলমূত্র ও পাপাচার থেকে অর্থাৎ ফিরিশতাগণ,, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না লাওহ্-ই-মাহফূয স্পর্শ করে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ভাজন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ এ কুরআন আমল করে না।

৮০. (تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এটি অবতীর্ণ বক্তব্য জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে মুহাম্মদ (সা) এর নিকট।

৮১. (اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ) তবুও কি তোমরা হে মক্কার অধিবাসী বৃন্দ। এ বাণীকে এই কুরআনকে যা মুহাম্মদ (সা) তোমাদের নিকট পড়ে শুনাচ্ছেন, তুচ্ছ গণ্য করবে? প্রত্যাখ্যান করবে যে, মুহাম্মদ (সা) জান্নাত জাহান্নাম পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আদৌ সঠিক নয়?

৮২. (وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ) এবং তোমরা তোমাদের জীবিকাকেই তোমাদের নিকট বর্ষিত বৃষ্টি সম্পর্কে মিথ্যারোপ করবে? তোমরা বলবে যে অমুক গ্রহের প্রভাবেই আমরা পানি পেয়েছি?

৮৩. (فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ) পরন্তু কেন নয়– প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়, রূহ যখন কণ্ঠনালীতে এসে পড়ে,

৮৪। (وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ) এবং তোমরা হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! অপেক্ষা করতে থাক, কখন এই প্রাণ বেরিয়ে যাবে,

৮৫. (وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ). আর আমি তোমাদের অপেক্ষা মুমূর্ষু ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের চেয়ে তার নিকটতর, মালাকুল মউত' তথা মৃত্যু দূত ও তার সহকারীগণ মুমূর্ষু ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা মৃত্যু দূত ও তার সহকারীগণকে।

(٨٦) فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ

(٨٧) تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(٨٨) فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ

(٨٩) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ

৮৬. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও,
৮৭. তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!
৮৮. যদি...

৮৬. (فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ) তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, নিন্দনীয় না হও। সাজাপ্রাপ্ত না হও ও জবাবদিহির সম্মুখীন না হও,

৮৭. (تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) তবে তোমরা তা ফিরাও না কেন? দেহের প্রাণ পুনরায় দেহে প্রবেশ করাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও যে, তোমরা কর্তৃত্বাধীন নও।

৮৮. (فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ) যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয় যারা জান্নাত-ই-আদন এর নিকটবর্তী হবে তাদের একজন হয়,

৮৯. (فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ) তার জন্য রয়েছে আরাম, কবরেও শান্তি। রা বর্ণে পেশ যোগে رُوْحٌ শব্দ পড়লে অর্থ হবে রহমত তথা করুণা এবং উত্তম জীবনোপকরণ, যখন কবর থেকে বের হবে অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে رِيْحَانٌ অর্থ জীবিকা। এবং সুখদ উদ্যান কিয়ামতের দিনে। এ উদ্যানের সুখ শান্তি শেষ হবে না।

(৯০) وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ

(৯১) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۗ

(৯২) وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

(৯৩) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ

৯০. আর যদি সে ডানপার্শ্বস্থদের একজন হয়,

৯১. তবে তাকে বলা হবে : তোমার জন্যে ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম।

৯২. আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়,

৯৩. তবে তাকে আপ্যায়ন করা হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা,

৯০. (وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ) আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, জান্নাতবাসী সবাই অবশ্য ডান দিকের দল।

৯১. (فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ) তখন বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি জান্নাতবাসীদের পক্ষ থেকে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের কার্যকলাপ শান্তিময় করেছেন এবং তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীগণ তোমাকে সালাম ও অভিবাদন জানাবে।

৯২. (وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ) কিন্তু সে যদি অস্বীকারকারীদের একজন হয় যারা আল্লাহ্, রাসূল ও কিতাবকে অস্বীকার করে এবং বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়, যারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়।

(٩٤) وَّتَصۡلِيَةُ جَحِيۡمٍ ۝

(٩٥) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الۡيَقِيۡنِ ۝

(٩٦) فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ۝

৯৪. এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে।

৯৫. এটা ধ্রুব সত্য।

৯৬. অতএব, তুমি তোমার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা কর।

৯৪. (وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ) এবং দহন জাহান্নামের তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করা।

৯৫. (اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ) নিঃসন্দেহে এটি ওদের সম্পর্কে, যা আমি বর্ণনা করলাম, ধ্রুব সত্য অকাট্য ও সন্দেহাতীত সত্য, এটির বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী।

৯৬. (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর আপন মহান প্রতিপালকের নির্দেশ মুতাবিক সালাত আদায় কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমার মহান প্রতিপালকের একত্বের ঘোষণা দাও, যিনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান।

সূরা হাদীদ

মক্কায় অথবা মদীনায় অবতীর্ণ

২৯ আয়াত ৫৪৪ শব্দ, ২৪৭৬ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(۱) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(۲) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(۳) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়।

২. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

৩. তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ

১. (سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই, সকল সৃষ্টি। তিনি পরাক্রমশালী যারা ঈমান আনয়ন করে না তাদের শাস্তি দানে, প্রজ্ঞাময় আপন নির্দেশ ও বিচারে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না।

২. (لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِى وَ يُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, আকাশমণ্ডলীর কোষাগার বৃষ্টি এবং পৃথিবীর কোষাগার ফসল তাঁরই আয়ত্বাধীন। তিনি জীবন দান করবেন পুনরুত্থানের জন্যে এবং মৃত্যু ঘটান দুনিয়াতে। তিনি সর্ব বিষয়ে জীবন দান ও জীবন হরণে শক্তিমান।

৩. (هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ) তিনিই ... সব কিছুর পূর্ব

তিনি গুপ্ত সব কিছুতে এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত অর্থাৎ প্রথম চিরঞ্জীব, অনাদি, চিরন্তন, আল্লাহ তা'আলা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সবগুলোর পূর্বে তিনি ছিলেন এবং সব প্রাণীকে নিষ্প্রাণ করার পরও তিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন থাকবেন। তিনি সব কিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী এবং সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি আদি অর্থাৎ কেউ প্রাচীনত্ব দেওয়া ব্যতীতই তিনি প্রাচীন, তিনি অন্ত অর্থাৎ অবিনশ্বরতা দেওয়া ব্যতীতই তিনি অবিনশ্বর। প্রাধান্য দেওয়া ব্যতীতই তিনি প্রাধান্য বিস্তারকারী, তিনি গুপ্ত অর্থাৎ কেউ অবহিত করণ ব্যতীতই তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে অবহিত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি আদি অর্থ্যাৎ প্রাচীনত্বের সীমা ব্যতীত তিনি শেষের শেষ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তিনি আদি অর্থাৎ সব আদিকে আদ্য দানকারী, তিনি অন্ত অর্থাৎ সব অন্তকে অন্ত দানকারী। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর পূর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। এবং সব কিছুকে ধ্বংস করার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন, মৃত্যুঞ্জয়ী, ধ্বংসহীন, বিচ্যুতিহীন, আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি অবহিত।

(٤) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٥) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٦) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৪. তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।

৫. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

৬. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে প্রবিষ্ট কর রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।

৪. (هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰت وَالْاَرْض فِى سِتَّةِ اَيَّام) তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেকার দিন সমূহের ছয় দিনে। তখনকার একদিন ছিল বর্তমানের এক হাজার বছরের সমান। ছয় দিনের প্রথম দিন ছিল রবিবার এবং শেষ দিন ছিল জুমুআ' বার। (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْش) অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন, স্থির হয়েছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আরশ জুড়ে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রূপবিহীনভাবে আরশে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে, বৃষ্টির পানি, ... ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় তার সব কিছুই তিনি জানেন। ও যা কিছু তা

হতে বের হয় ভূমি হতে যে লাশ, উদ্ভিদ, পানি ও খনিজ সম্পদ বেরিয়ে আসে তার সব কিছু তিনি জানেন। (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে রিযক, বৃষ্টি, ফিরিশতা ও আপদ-বিপদ এবং যা কিছু তথায় উত্থিত হয় ফিরিশতা, মানুষের কর্ম সংরক্ষণকারী প্রহরীগণ কর্মসমূহসহ যা কিছু আকাশে উঠে। (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) তিনি তোমাদের সংগে আছেন, তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, জলে কিংবা স্থলে। (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) তোমরা যা কিছু কর ভাল ও মন্দ, আল্লাহ্ তা দেখেন।

৫. (لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, আকাশের ধনভান্ডার বৃষ্টি এবং পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ফসল, উদ্ভিদ আল্লাহ্‌রই আয়ত্বাধীন এবং আল্লাহ্‌র-ই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে, আখিরাতে সর্ব বিষয়ের পরিণতি আল্লাহ্‌র-ই নিকট যাবে।

৬. (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান, বর্ধিত করে দেন দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবেশ করান, বর্ধিত করে দেন রাত্রির মধ্যে এবং তিনি অন্তর্যামী, মানব হৃদয়ের ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত।

(৭) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

(৮) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৯) هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

৮. তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৯. তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

৭. (اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ) তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র

সেগুলো হতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। (فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ এবং ব্যয় করে নিজেদের মাল আল্লাহ্‌র পথে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার, এই ঈমান ও ব্যয়ের বিনিময়ে জান্নাতে মহান প্রতিদান রয়েছে।

৮. (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ) তোমাদের কি হল যে, হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আন না, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার কর না এবং রাসূল মুহাম্মদ (সা) তোমাদেরকে আহ্বান করেন একত্ববাদের প্রতি, যাতে তোমরা ঈমান আনয়ন কর তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি অর্থাৎ যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের একত্ববাদের ঘোষণা দাও। অথচ আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তাওহীদের স্বীকারোক্তি নিয়েছেন। তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, অবশ্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিনে তোমরা মু'মিন ছিলে।

৯. (هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ) তিনি অবতীর্ণ করেন তাঁর বান্দার প্রতি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত, আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ দিয়ে জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন, তোমাদেরকে বের করে আনার জন্য যাতে কুরআন ও নবী (আ)-এর দাওয়াত তোমাদেরকে বের করে আনে অন্ধকার থেকে আলোকের প্রতি, কুফরী থেকে ঈমানের প্রতি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, রাসূল তোমাদেরকে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে বের করে এনেছেন। (وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি হে মু'মিনগণ! করুণাময় পরম দয়ালু, তাই তো তিনি তোমাদেরকে কুফরী থেকে ঈমানের প্রতি নিয়ে এলেন।

(١٠) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟

(١١) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۟

১০. তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্‌ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

১১. কে সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

১০. (وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) কেন তোমরা ব্যয় করবে না হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে। (وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো

পতিত হবে। একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর থাকবেন এবং সব কিছু তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং সংগ্রাম করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে, লড়াই করেছে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথী হয়ে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়, আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় আনুগত্যে ও ছাওয়াবে। (أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ) তারা পূর্ববর্তী ব্যয়কারী ও সংগ্রামকারীরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তাদের আনুগত্য ও ছাওয়াবের প্রেক্ষিতে তারা মর্যাদায় ও সম্মানে আল্লাহ্র নিকট উত্তম। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে, মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে, তবে তাদের প্রত্যেককে উভয় দলকে (وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে (تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) এবং যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঈমানের প্রেক্ষিতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর, তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

১১. (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) কে আছে যে আল্লাহ্কে দিবে ঋণ, সদকা প্রদান করতঃ উত্তম ঋণ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সততার সাথে, তাহলে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তা গ্রহণ করবেন এবং বিনিময়ে ৭ থেকে ৭০, ৭০০, দুই লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করবেন। এবং আল্লাহ্ যতগুণ ইচ্ছা ততগুণ দান করবেন। এবং তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কার, উত্তম প্রতিদান জান্নাতে। এ আয়াতটি আবূ দাহ্দাহ (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে।

(١٢) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(١٣) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

১২. যে দিন তুমি দেখবে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

১৩. যে দিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলো খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।

১২. (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) সেদিন তুমি দেখবে হে মুহাম্মদ (সা)! কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীগণকে ঈমান আনয়নে অকপট নারী ও

পুলসিরাতে এবং তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে ও তাদের বাম পার্শে পুলসিরাতের উপর ফিরিশতাগণ তাদেরকে বলতে থাকবে (بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের যার তলদেশে নদী প্রবাহিত বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের তলদেশ থেকে প্রবাহিত, মদের নদী, পানির নদী, মধুর নদী ও দুধের নদী। (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে, সেখানে তোমরা মৃত্যু বরণ করবে না এবং সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) এটিই মহাসাফল্য, পরিপূর্ণ মুক্তি। জান্নাতে ও জান্নাতের সম্মান-মর্যাদা লাভ করে তারা ধন্য হয় এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামের দুঃখ-ক্লেশ হতে তারা মুক্তি লাভ করে।

১৩. (يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ) সেদিন, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর মুনাফিকদের জ্যোতি নিভে যাবার পর পুরুষ মুনাফিকগণ ও মহিলা মুনাফিকগণ বিশ্বাসীদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, হে মু'মিনগণ! আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি, তোমাদের জ্যোতি থেকে আমরা আলো লাভ করতে পারি এবং তা দিয়ে তোমাদের সাথে পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারি। (قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا) তাদেরকে বলা হবে; মু'মিনগণ তাদেরকে বলবে, অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশতাগণ তাদেরকে বলবে, এ-ও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও, ছেড়ে আসা দুনিয়াতে ফিরে যাও। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হাশরের মাঠে ফিরে যাও, যেখানে আমি সবাইকে জ্যোতি দিয়েছি ও আলো সন্ধান কর, জ্যোতি অন্বেষণ কর, এ হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুনাফিকদের প্রতি বিদ্রূপবান। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি মু'মিনদের পক্ষ হতে মুনাফিকদের প্রতি ছুঁড়ে দেয়া উপহাস (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ) অতঃপর মুনাফিকগণ জ্যোতির অনুসন্ধানে ফিরে যাবে, অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর মুনাফিক ও মু'মিনদের মাঝে নির্মাণ করা হবে একটি দেয়াল, যাতে থাকবে একটি দরজা (بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) তার অভ্যন্তর ভাগে থাকবে রহমত জান্নাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি জাহান্নাম।

(١٤) يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

(١٥) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৪. তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে : হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।

১৫. অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটিই তোমাদের সঙ্গী, কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন

১৪. (يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ) মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে প্রাচীরের আড়াল থেকে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে (قَالُوْا بَلٰى) তারা বলবে, হাঁ (وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ) কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছে গোপনে মুনাফেকি ও কপটতা পোষণ করত তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করেছ এবং তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে কুফরী ও মুনাফিকী হতে তাওবা করনি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যু ও কুফরীর বিজয়ের প্রতীক্ষা করেছিলে। তোমরা সন্দেহ পোষণ করেছিলে আল্লাহ্, কিতাব ও রাসূল সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলে এবং তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল অলীক আকাংখা অসত্য মতবাদ ও অবাস্তব অভিলাস, (حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ) অবশেষে আল্লাহ্র হুকুম আসল কুফরী ও মুনাফিকী হতে তাওবা না করা অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত মৃত্যু এসে গেল (وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ) আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করেছিল মহা প্রতারক অর্থাৎ শয়তান। গাইন অক্ষরে পেশ যোগে غُرُوْرُ পড়লে অর্থ হবে দুনিয়ার অসত্য আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।

১৫. (فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) আজ কিয়ামতের দিন তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না হে মুনাফিকরা! তোমাদের নিকট হতে কোন ফিদ্ইয়া গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল, তাদের নিকট হতেও নয় যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ঈমান আনেনি তাদের নিকট হতেও নয়। (مَأْوٰكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থল জাহান্নাম-ই। এটি তোমাদের যোগ্য স্থান, তোমাদের জন্য উপযুক্ত, কতইনা নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তন স্থল, যেখানে তারা ফিরে যাবে সে জাহান্নাম কতই না মন্দ। তাদের সাথী হবে শয়তানেরা, প্রতিবেশী হবে কাফিররা, খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ, পান করবে অত্যুষ্ণ পানি, তাদের পোশাক হবে অগ্নিখণ্ড এবং তাদের দর্শনার্থী হবে সাপ ও বিচ্ছু। তারপর দুনিয়ায় থাকাকালীন তাদের অন্তর কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

(١٦) اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

(١٧) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৬. যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

১৭. তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহই ভূ-ভাগকে মৃত্যুর পর [illegible]

১৬. (اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) যারা ঈমান আনে প্রকাশ্যে তাদের হৃদয় ভক্তি বিগলিত হবার সময় কি আসেনি? আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির বাণী শুনে তাদের অন্তর নম্র হবার, নত হবার এবং নির্মল হবার সময় কি আসেনি? অন্য মতে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের জন্য এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, কুরআনে যে আদেশ নিষেধ ও হালাল-হারাম অবতীর্ণ হয়েছে (وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ) এবং তারা যেন না হয় ঐ সকল লোকদের ন্যায়, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাওরাত যোগে জ্ঞান দান করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের পূর্বে অর্থাৎ তাওরাত অবলম্বনকারীগণ। অতঃপর তাদের বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কঠিন হয়ে পড়ল আচ্ছাদিত হয়ে পড়ল ও শুষ্ক হয়ে পড়ল তাদের অন্তঃকরণ ঈমান থেকে। এরা হচ্ছে সে দল যারা মূসা (আ)-এর দীনের বিরোধিতা করেছিল। ওদের অধিকাংশই, তাওরাতপন্থীদের অনেকেই সত্যত্যাগী কাফির, আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আছে যে তারা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনবে না।

১৭. (اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) জেনে রাখ, আল্লাহ্-ই ধরিত্রীকে জীবন দান করেন বৃষ্টি বর্ষণ করে সেটির মৃত্যুর পর শস্যহীনতা ও শুষ্ক কঠিন হয়ে যাবার পর। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি দিয়ে জীবিত করবেন মৃতদেরকে। (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) আমি তোমাদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনগুলো, মৃতকে জীবন দান ইত্যাদি, যাতে তোমরা বুঝতে পার, যাতে তোমরা মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে সত্য বল মেনে নাও।

(١٨) اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

(١٩) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

১৮. নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১৮. (اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ) বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী মহিলা, ঈমান আনয়নে সত্যবাদী পুরুষ ও মহিলা, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, দানশীল পুরুষ ও দানশীল মহিলা এবং যারা আল্লাহ্‌কে ঋণ দান করে সাদকা করত, উত্তম ঋণ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এবং সাচ্চা দিলে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি তাদের এ দান গ্রহণ করা হবে এবং ৭ হতে ৭০, ৭০০, দুই লক্ষ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যতগুণ ইচ্ছে করেন ততগুণ পর্যন্ত পুণ্য দান করবেন। এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার, জান্নাতে উত্তম প্রতিদান।

তারা-ই সাক্ষী তাদের প্রতিপালকের নিকট। (لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ) তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার তাদের প্রতিদান এবং তাদের জ্যোতি পুলসিরাতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আশশুহাদা-সাক্ষী থেকে নতুন বাক্য, এর দ্বারা নবীদেরকে বুঝান হয়েছে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাবলীগ ও দীন প্রচারের সাক্ষ্য দিবেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তারাই সাক্ষী অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকেরাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এখানে 'শুহাদা' দ্বারা শহীদগণকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছেন, তাদের জন্য পুরস্কার। প্রতিদান মানে নবীগণের জন্য রিসালাত প্রচারের প্রতিদান এবং পুলসিরাতে তাদের জ্যোতি, এই জ্যোতিতেই তারা দ্রুত বেগে পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ) এবং যারা কুফ্রী করে এবং প্রত্যাখ্যান করে আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে কিতাব ও রাসূলকে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী আগুনের অধিবাসী।

(٢٠) اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۚ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

(٢١) سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

(٢٢) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

(٢٣) لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝

২০. তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।

২১. তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সে জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহ্র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।

২৩. এটা এজন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

২০. (اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন, দুনিয়ার জীবনে যা কিছু আছে ক্রীড়া-কৌতুক, ভিত্তিহীন আনন্দ উৎসব, জাঁক-জমক, নয়নাভিরাম দৃশ্য, পারস্পরিক শ্লাঘা, শৌর্যবীর্য ও বংশ সম্পর্কিত অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। একদিন তা ধ্বংস হয়ে যাবে; স্থায়ী থাকবে না (كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ) যেমন বৃষ্টি, বারি-বর্ষণ যার দ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার, বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন ফসলাদি কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে চাষীদেরকে আনন্দিত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, সজীব ও সবুজ থাকার পর বিবর্ণ হয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীত বর্ণ দেখতে পাও, ঘন সবুজের পর অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়, পীত বর্ণ হবার পর শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত হয়। দুনিয়াও অনুরূপ; এই উদ্ভিদ ফসল যেমন স্থায়ী থাকে না, তেমন দুনিয়াও স্থায়ী থাকবে না। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি তাদের জন্য– (وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ) যারা আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্র প্রাপ্য পরিশোধে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আখিরাতে তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে এবং আপন সম্পদ হতে আল্লাহ্র প্রাপ্য পরিশোধ করে। পার্থিব জীবন স্থির থাকা ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে ছলনাময় সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত কিছুই নয় অর্থাৎ হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন ইত্যাদি বাসগৃহের সরঞ্জামাদির ন্যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ

২১. (سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ) তোমরা অগ্রণী হও পাপ হতে তাওবা করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার প্রতি, পাপ মোচনের প্রতি এবং জান্নাতের প্রতি আমল-ই সালিহ তথা পুণ্য কর্মের মাধ্যমে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, আকাশরাজি ও পৃথিবীকে যদি পাশাপাশি স্থাপন করা হয়। (اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) যা প্রস্তুত করা হয়েছে সৃজন করা হয়েছে এবং সাজিয়ে রাখা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য সকল উম্মতের ঈমানদারদের জন্য এই ক্ষমা সন্তুষ্টি ও জান্নাতে। (ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ) এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, যে এগুলোর উপযুক্ত তাকে প্রদান করেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল, তাই মহাপুরস্কার জান্নাত দান করবেন।

২২. (مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا) পৃথিবীতে যে বিপর্যয় আসে, দুর্ভিক্ষ, শস্য হানি, দ্রব্য মূল্যে ঊর্ধ্বগতি এবং অবিরাম খাদ্যাভাব ইত্যাদি এবং যে বিপর্যয় আসে তোমাদের উপর ব্যক্তিগতভাবে রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা, পরিবার-পরিজনের জরা-মৃত্যু ও সম্পদহানি, আমি তা সৃজনের পূর্বে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে-ই কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তোমাদের সম্পর্ক তা লাওহ্-ই মাহফূযে লিখিত রয়েছে। (اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ) নিঃসন্দেহে এটি, এগুলোর সংরক্ষণ আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ, লিখন ব্যতীতও তা সংরক্ষণ করা আল্লাহ্র জন্য নিতান্ত সহজ, এতদসত্ত্বেও তিনি তা লিখে রেখেছেন।

২৩. (لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ) যাতে তোমরা যা হারিয়েছ জীবিকা ও

(وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ) একথা না বল যে, আল্লাহ্ তো এগুলো আমাদেরকে দিয়েছেনই। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত আপন পদচারণায় ও অহংকারীদেরকে, যারা আল্লাহ্র পুরস্কার নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে কুফরীতে যারা দাম্ভিক, শির্‌কে যারা অহংকারী, তাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। আর তারা হল ইয়াহূদী জাতি।

(٢٤) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

(٢٥) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

(٢٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

২৪. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়। যে মুখ ফিরায়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

২৫. আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

২৬. আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী।

২৪. (اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ) যারা কার্পণ্য করে, গোপন করে তাওরাতে উল্লিখিত মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও গুণাবলীকে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, তাওরাতে উল্লেখিত মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও গুণাবলী গোপন করার নির্দেশ দেয় যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান গ্রহণ হতে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, কারো ঈমান গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। প্রশংসার্হ সে সমস্ত লোকের নিকট, যারা তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আপন কর্মে তিনি প্রশংসার্হ, স্বল্প পরিমাণ ইবাদতেও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং বিরাট বিনিময় দান করেন।

২৫. (لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ আদেশ-নিষেধ ও নিদর্শনাদিসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব, কিতাব দিয়ে জিব্রাঈল (আ)-কে ওদের নিকট প্রেরণ করেছি ও ন্যায়

যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি, প্রবল শক্তি, এমনকি আগুন ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ তা গলাতে পারে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে এটিতে প্রচুর শক্তি বিদ্যমান। (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) এবং তাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ তাদের দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের জন্য যেমন ছোরা, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি। (لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ) যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন যাতে আল্লাহ্ তা'আলা অবলোকন করেন, না দেখেও তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে কে সাহায্য করে এ সকল অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। (اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ) আল্লাহ্ শক্তিমান নিজের বন্ধুদেরকে সাহায্য প্রদানে পরাক্রমশালী নিজের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে।

২৬. (وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ) আমি প্রেরণ করেছি নূহ-কে তার সম্প্রদায়ের নিকট। হযরত আদম (আ)-এর ৮০০ বছর পর। এরপর ৯৫০ বছর তিনি ওদের মাঝে ছিলেন। এবং ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি নূহ (আ)-এর ১২৪২ বছর পর ইব্রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন। এবং আমি স্থির করেছিলাম তাদের অর্থাৎ নূহ্ এবং ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরগণের জন্য নবুওয়াত ও কিতাব তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক নবী ছিলেন এবং অনেক কিতাব তাদের মধ্যে নাযিল করা হয়েছিল। (فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ) তাদের একদল সৎ পথ অবলম্বন করেছিল, কিতাব ও রাসূলে ঈমান এনেছিল। এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী, কিতাব ও রাসূল প্রত্যাখ্যানকারী।

(٢٧) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

(٢٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৭. অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রাসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মারইয়াম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

২৮. মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহে

২৭. (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ) এরপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম, নূহ ও ইব্রাহীম (আ)-এর পর অনুগামী করেছিলাম তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে আমার রাসূলগণকে, একজনের পেছনে আরেকজনকে এবং তাদের অনুগামী করেছিলাম মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্যান্য রাসূলগণের পরে প্রেরণ করেছিলাম, মারইয়াম তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রদান করছিলাম ইঞ্জিল, (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল ঈসা (আ)-এর দীনের অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে দিয়েছিলাম দয়া। সহানুভূতি ও আন্তরিকতা, তারা একে অন্যের প্রতি ছিল সদয় এবং করুণা তারা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলই, কিন্তু সন্যাসবাদ, তাতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল, সন্যাসব্রত পালনের জন্য মন্দির ও গির্জা নির্মাণ করেছিল যাতে তারা সেখানে গিয়ে সংসার ত্যাগী হতে পারে এবং অত্যাচারী ইয়াহূদী শাসক বুলিসের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমি ওদেরকে এ বিধান দিইনি সন্যাসবাদ ফরয করিনি, বরং তারাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তা প্রবর্তন করেছিল। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি লিখিনি, অর্থাৎ আমি এই সন্যাসবাদ অত্যাবশ্যকীয় করিনি, আমি যদি তাদের জন্য সন্যাসবাদ ফরয করতাম, তাহলে তারা তা যথাযথভাবে পালন করতে পারত না সন্যাসব্রত বাস্তবায়ন করতে পারত না। (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) অনন্তর আমি দিলাম, দান করলাম ওদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে সন্যাসীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পুরস্কার দু'বার, তাদের ঈমান ও ইবাদতের প্রেক্ষিতে। এরা সে সকল লোক, যারা হযরত ঈসা (আ)-এর দীন প্রত্যাখ্যান করেনি। তাঁদের ২৪জন জীবিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাঁরা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর দীনে প্রবেশ করেছিল। ওদের অধিকাংশই, সন্যাসীদের অনেকেই সত্যত্যাগী কাফির। তারা ঈসা (আ)-এর দীনের বিরোধিতা করেছিল।

২৮. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানে সুদৃঢ় ও অবিচল থাক, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন প্রদান করবেন দ্বিগুণ পুরস্কার। দ্বিগুণ সাওয়াব ও মর্যাদা (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো যার সাহায্যে তোমরা চলবে জনসমাজে এবং পুলসিরাতে। (وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন তোমাদের জাহিলী যুগে কৃত পাপরাশি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাওবাকারীদের জন্য, পরম দয়ালু তাওবা সহকারে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য।

(২৯) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

২৯. যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্‌র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া

২৯. (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ) এটি এজন্য যে কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও তাঁর সাথীগণ যেন অনুধাবন করতে পারে আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষুদ্রতম সাওয়াবের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই, (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ) অনুগ্রহ, সাওয়াব ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র-ই ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা, যে তা পাওয়ার উপযুক্ত তাকে তিনি প্রদান করেন আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল মু'মিনদের ব্যাপারে সাওয়াব ও সম্মান প্রদানে।

(يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) (হে মু'মিনগণ) থেকে এ পর্যন্ত আয়াত দু'টো হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তিনি উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) ও তাঁর সাথীদের সম্মুখে এ বলে অহংকার করেছিলেন যে, আমরা পাব দ্বিগুণ ছাওয়াব, আর আপনারা পাবেন একগুণ মাত্র।

সূরা মুজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণ

অবশ্য مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ।

২২ আয়াত, ৪৭৩ শব্দ, ১৯৯২ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ○

(٢) اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۖ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

১. যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্র দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।

২. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ

১. (قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ) আল্লাহ শুনেছেন হে মুহাম্মদ (সা)! তোমাকে অবহিতকরণের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেছেন সেই নারীর কথা, যে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে, যুক্তি-তর্ক ও আলাপ-আলোচনা করছে, তার স্বামীর ব্যাপারে এবং আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে তার ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেওয়ার অনুনয় বিনয় করছে। (وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ

আল্লাহ্ শ্রবণকারী, তার কথা-বার্তা, দ্রষ্টা তার ব্যাপার-স্যাপার। ব্যাপার এই যে, আনসারী মহিলা খাওলা বিনত ছা'লাবা ইব্ন মালিক ইব্ন দুখশাম আনসারিয়া ছিলেন আওস ইব্ন সামিত আনসারীর পত্নী। আওস ইব্ন সামিত কিছুটা অস্বাভাবিক প্রকৃতির ছিলেন। একদা খাওলা (রা) সঙ্গত কারণে স্বামীকে সহবাসের অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু আওস (রা) সহবাসের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাতে আওস ক্ষেপে গিয়ে বললেন, আমি তোমাকে ব্যবহার করার পূর্বে যদি তুমি ঘর হতে বের হও, তবে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠতুল্য।

২. (اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰئِيْ وَلَدْنَهُمْ) তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে, যিহার আপন স্ত্রীকে একথা বলা, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠতুল্য" ওরা তাদের মাতা নয়, জন্মদাত্রী মায়ের সমান নয়; তাদের মাতা তো বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করে অথবা দুধ পান করায়, তারা তো অসংগত কথা বলে, যিহারের ক্ষেত্রে মন্দ বক্তব্য পেশ করে (وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ) এবং ভিত্তিহীন কথা বলে, মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী। কারণ আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা সত্ত্বেও তিনি ঐ লোককে শাস্তি দেননি, ক্ষমাশীলতার অনুশোচনা ও তাওবা করার পর তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যিহারের কাফফারা বর্ণনা করলেন এবং বললেন ঃ

(৩) وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(৪) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৩. যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই ঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

৪. যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৩. (وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا) যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং এতদ্বারা স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ হারাম করে দেয় তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে হারামকৃত যৌন সম্ভোগ পুনরায় হালাল করতে চায়, তবে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, একটি দাস মুক্ত করা তার জন্যে অত্যাবশ্যক, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে, রতি ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে। (ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) এটি দাস মুক্তি তোমাদের জন্য ... যা কর, যিহারের কাফফারা প্রদান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে,

৪. (فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا) কিন্তু যার সামর্থ্য থাকবে না দাস মুক্তির, তাকে সিয়াম পালন করতে হবে সিয়াম পালন করতে হবে একাদিক্রমে দুই মাস, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে রতি ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে। (فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ) আর যে অসমর্থ সিয়াম পালনে শারীরিক দুর্বলতা হেতু, সে ষাটজন (لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে মিসকীনকে খাওয়াবে। এর পরিমাণ হচ্ছে– মিসকীন প্রতি অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' করে যব বা খেজুর। এ ব্যবস্থা যিহারের কাফ্ফারা স্বরূপ যা আমি বর্ণনা করলাম। এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর, যাতে আল্লাহ্র ফরযসমূহ এবং রাসূলের সুন্নাতগুলো স্বীকার করে নাও। (وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) এগুলো আল্লাহ্র বিধান, যিহার সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধি-বিধান এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে, আল্লাহ্র বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে, মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, হৃদয় বিদারক শাস্তি। সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত খাওলা বিনতে ছা'লাবা ইবন মালিক আনসারিয়া ও তার স্বামী আওস ইব্ন সামিতের প্রসংগে নাযিল হয়েছে। আওস ইব্ন সামিত ছিলেন ওবাদা ইব্ন সামিতের ভাই। একদা আওস (রা) কোন এক ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করেছিলেন। উদ্দিষ্ট কাজটি খাওলা (রা) সম্পন্ন করেননি বলে আওস (রা) তাকে নিজের জন্যে আপন মায়ের পৃষ্ঠতুল্য ঘোষণা করলেন। অবশেষে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যিহারের কাফ্ফারা বিধি বর্ণনা করলেন। অনন্তর রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ "একটি দাস মুক্ত করে দাও। সে বলল ঃ আমার সম্পদ তো নিতান্তই কম, আর দাসের মূল্য অত্যন্ত চড়া। রাসূল (সা) বললেন ঃ অবিরাম দু'মাস সিয়াম পালন কর।" সে বলল ঃ "সে ক্ষমতা আমার নেই, আমি যদি দৈনিক এক বেলা কিংবা দু'বেলা আহার না করি তাহলে আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এমনও হতে পারে যে, আমি মরে যাব।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ "তাহলে ৬০ জন অভাবগ্রস্ত লোককে খাদ্য খাওয়াও। সে বলল ঃ "আমি তাতেও সমর্থ নই।" এরপর রাসূল (সা) তার জন্যে এক ঝুড়ি খেজুর দিতে নির্দেশ দিলেন, এবং তাকে নির্দেশ দিলেন এগুলো দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতে। সে বলল ঃ "মদীনার এই দুই পাহাড়ের মাঝে আমার চেয়ে অভাবী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।" অনন্তর রাসূল (সা) তাকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং তার পক্ষ থেকে তিনি নিজেই ৬০ জন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়ালেন। অবশেষে হারামকৃত স্ত্রীকে সে হালাল করে নিল। রাসূল (সা) ও অন্য একজন লোক তাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন।

(৫) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۚ

৫. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

৫. (اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, দীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং তাঁদের সীমালংঘন করে তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, খন্দক যুদ্ধের দিবসে তারা নিহত ও পরাজিত হবে। আল্লাহ্ ও রাসূলের

(اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ) আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি, আদেশ-নিষেধ হালাল ও হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ দিয়ে জিব্রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি। (وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে, আল্লাহর আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যানকারীর জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি, যার প্রেক্ষিতে তারা চরমভাবে অপমানিত হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কঠোর শাস্তি রয়েছে।

(٦) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۟

(٧) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۟

৬. সেদিন স্মরণীয়; যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই।

৭. তুমি কি ভেবে দেখনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

৬. (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا) সে দিনে– যে দিন আল্লাহ্ একত্রে পুনরুত্থিত করবেন, তাদের সকলকে সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে। (فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا) এরপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, অবহিত করবেন যা তারা করেছে দুনিয়াতে (اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ) আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, তাদের জন্য তাদের কর্মকাণ্ডগুলো সংরক্ষণ করেছেন। আর তারা তা বিস্মৃত হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে। (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে তাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে দ্রষ্টা।

৭. (اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ) তুমি কি অনুধাবন কর না? হে মুহাম্মদ (সা)! কুরআনে কি তোমাকে অবহিত করা হয়নি যে, আল্লাহ্ জানেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে– সৃষ্টি। (مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا) তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি বিরাজিত থাকেন না, বরং আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে, তাদের কর্ম সম্পর্কে এবং তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি থাকেন না, বরং তিনি তাদের সম্পর্কে ও তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবগত

আছেন তাদের সম্পর্কে এবং তাদের গোপন আলাপ সম্পর্কে অবহিত আছেন। (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) তারপর তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, অবহিত করবেন যা কিছু তারা করেছে দুনিয়াতে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে তাদের কাজ-কর্ম শলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ও তার জামাতাকে উপলক্ষ করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সূরা হামীম সাজদাতে তাদের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

(৮) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৮. তুমি কি ভেবে দেখনি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই জায়গা।

৯. মু'মিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি করো তখন সে কানাকানি যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ না হয় বরং অনুগ্রহ ও খোদাভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

৮. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না? হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কি তাদেরকে তাকিয়ে দেখ না, যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ করতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের পশ্চাতে। অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে। নিষ্ঠাবান মু'মিনদের পশ্চাতে কানা-ঘুষা করে এবং পাপাচার, মিথ্যা বলা, সীমালংঘন, যুলুম অবিচার (وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ) এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তারা কানাকানি করে। নবী করীম (সা) তাদেরকে নিষেধ করার পরও তারা তাঁর নিষেধ অমান্য করে, এরা মুনাফিক। মু'মিনদের অনতি দূরে তারা ইয়াহূদীদের নিয়ে গোপন আলাপ করত, যাতে মু'মিনগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। যখন ওরা তোমার নিকট আসে অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ, তখন ওরা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে, যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি এবং অনুরূপ সালাম জানানোর নির্দেশও দেননি।

মৃত্যু। আর ওরা মনে মনে বলে, নিজেদের মাঝে বলাবলি করে (لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ) আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? (جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) আমরা তার নবীকে যা বলি তার বিনিময়ে এই লোক যদি প্রকৃতই নবী হত, তাহলে অবশ্যই আমাদের জন্য তার বদদু'আ আল্লাহ্র নিকট কবূল হত। আমরা আসসামু আলাইকা বললে তো সেও আলাইকুম আসসাম বলে উত্তর দেয়। এতদোপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করলেন। তাদের জন্যে জাহান্নামই উপযুক্ত শাস্তি। আখিরাতে এ সকল মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা তাতে প্রবেশ করবে, গমন করবে। কত নিকৃষ্ট সেই আবাস যেখানে তারা প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ জাহান্নাম।

৯. (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) হে লোক সকল, যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে। যখন তোমরা গোপন পরামর্শ কর তোমাদের পরস্পরের মাঝে তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচার, মিথ্যা, সীমালংঘন, জোর-যুলুম (وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى) এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়, রাসূলের নির্দেশের (وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ) বিপরীত না হয়। যেমনটি নিষ্ঠাবান মু'মিনদের পশ্চাতে মুনাফিকগণ ইয়াহূদীদেরকে নিয়ে করত; বরং তোমরা পরামর্শ কর, কল্যাণকর কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্র ফরজসমূহ সম্পাদন ও একে অন্যের প্রতি সদাচরণ সম্পর্কে এবং তাকওয়া অবলম্বন সম্পর্কে পাপাচার ও জোর-যুলুম পরিহার সম্পর্কে এবং ভয় কর আল্লাহকে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের পশ্চাতে গোপন পরামর্শ করার ক্ষেত্রে, যার নিকট সমবেত হবে তোমরা আখিরাতে।

(১০) اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

(১১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১০. শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মুমিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

১১. হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের স্থান প্রশস্থ করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও' তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১০. (اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ) নিঃসন্দেহে এ গোপন পরামর্শ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের পশ্চাতে ইয়াহূদীদের সাথে মুনাফিকদের এ গোপন আলাপ শয়তানের প্ররোচনায় ...

তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়, মুনাফিকদের এ গোপন পরামর্শ মু'মিনদের কিঞ্চিত ক্ষতি সাধনেও সমর্থ নয়, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত। (وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ) মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা, একমাত্র আল্লাহ্র-ই উপর নির্ভর করা অন্য কারো উপর নয়।

১১. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, নবী (আ) যখন তোমাদেরকে বলেন ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও মাহফিলের মধ্যে জায়গা করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, প্রশস্ত করে দিও। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন আখিরাতে জান্নাতের মধ্যে। এ আয়াতটি ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সূরা হুজুরাতে। কেউ কেউ বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবীকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তাদের মধ্যে ছাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শাম্মাস (রা) ও ছিলেন। একদা জুমু'আর দিনে রাসূল (সা) আনন্দঘন পরিবেশে মজলিসে বসে ছিলেন। কয়েকজন বদরী সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলেন। বসার জায়গা না পেয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকলে মজলিসের শেষ প্রান্তে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন কয়েকজন লোককে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে অমুক ব্যক্তি, তোমরা নিজেদের আসন থেকে উঠে যাও, যাতে বদরীগণ সেখানে বসতে পারেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্মান দিতেন। যাদেরকে উঠিয়ে দেয়া হল তাদের মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির কিছুটা ভাব পরিলক্ষিত হল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ (وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) এবং যখন বলা হয় উঠে যাও সালাতের জন্য, জিহাদের জন্য এবং যিকরের জন্য তখন তোমরা উঠে যেও বেরিয়ে যেও তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, ঈমানের সাথে বিদ্যা প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, যাদেরকে জ্ঞান ব্যতীত শুধু ঈমান দেওয়া হয়েছে তাদের তুলনায়, কারণ বিদ্যান মু'মিন, বিদ্যাহীন মু'মিনের চেয়ে উত্তম। তোমরা যা কর ভাল ও মন্দ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

(١٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. মু'মিনগণ, তোমরা রাসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً) হে লোক সকল! যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে, তোমরা রাসূলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে আলাপ করতে চাইলে আলাপের পূর্বে সদকা প্রদান করবে। আয়াতটি ধনবান লোকদের প্রসঙ্গে নাযিল

(فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও দরিদ্র লোকজন অসন্তুষ্ট হতেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদেরকে একতরফা আলোচনা করতে নিষেধ করলেন। সাথে সাথে নবী (সা)-এর সাথে আলোচনার পূর্বে প্রতি শব্দে এক দিরহাম করে দরিদ্রদেরকে সাদকা দিতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ হে লোক সকল, যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছে, যখন তোমরা রাসূল (সা)-এর সাথে আলাপ করতে চাইবে, তখন আলাপের পূর্বে প্রতি শব্দে এক দিরহাম করে সাদকা প্রদান করবে। এ ব্যবস্থা সাদকা প্রদান তোমাদের জন্য শ্রেয় সম্পদ ধরে রাখার চেয়ে, বরং পরিশোধক তোমাদের অন্তর গুলোর জন্য পাপ-তাপ থেকে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, দরিদ্রদের অন্তরকে কঠোরতা ও অসন্তুষ্টি থেকে মুক্ত রাখার জন্য এটি উত্তম ব্যবস্থা। যদি তোমরা অক্ষম হও সাদকা প্রদানে, হে দরিদ্রগণ! তাহলে তোমরা সাদকা ব্যতীতই যত ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ করতে পারবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী, পরম দয়ালু তোমাদের মধ্যে যারা তাওবা করে, তাদের জন্য। সদকা প্রদানের ভয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে গোপন পরামর্শ বন্ধ করে দিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমালোচনা করলেন ঃ

(١٣) ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۚ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৩. তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

১৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে।

১৩. (ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ) তোমরা কি কষ্টকর মনে করেছ? হে ধনবান ব্যক্তিগণ! তোমরা কি কার্পণ্য করেছ? চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানে রাসূল (সা)-এর সাথে আলাপ করার পূর্বে দরিদ্রদেরকে সাদকা প্রদানে যখন তোমরা সাদকা দিতে পারলে না সাদকা দিলে না আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন সাদকার নির্দেশ প্রত্যাহার করলেন। (فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় কর, যাকাত প্রদান কর নিজেদের মালের যাকাত পরিশোধ কর এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র তাঁর নির্দেশ পালনে এবং তাঁর রাসূলের তিনি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাতে আল্লাহ্ সম্যক অবগত সে সম্পর্কে যা তোমরা কর ভাল ও মন্দ। হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা) ব্যতীত আর কেউ সদকা দিয়ে কথা বলেননি। তিনি একটি দিনার ভাঙিয়ে দশ দিরহাম নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দশ শব্দের আলাপ করতে গিয়ে সেই দশ

বন্ধুত্ব স্থাপন করত। তাদের এ অপকর্মের প্রেক্ষিতে তাদেরকে উপলক্ষ করে আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতগুলো নাযিল করলেন।

১৪. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ) তুমি কি লক্ষ্য করনি? হে মুহাম্মদ (সা) তুমি কি তাকিয়ে দেখ নি? সে সকল লোকের প্রতি, যারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট অসন্তুষ্ট তাদের সাথে অর্থাৎ ইয়াহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব করে সাহায্য সহযোগিতা করে-ওরা তোমাদের দলভুক্ত নয় অর্থাৎ মুনাফিকগণ গোপনে ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তোমাদের দলভুক্ত নয়। এ উদ্দেশ্যে ওরা সহযোগিতা করে যে, মুসলমানগণ যা পাবে তারাও তা পাবে। এবং তাদের দলভুক্ত নয় অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তারা ইয়াহূদীদের দলভুক্তও নয় যে, ইয়াহূদীদের জন্য যা বাধ্যতামূলক তা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। তারা মিথ্যা শপথ করে, "আমরা মু'মিন, আমরা ঈমানে সত্যবাদী" তাদের এ শপথে তারা মিথ্যাচারী। অথচ তারা জানে যে, শপথ করলে তারা মিথ্যাবাদী।

(١٥) أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(١٦) اِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٧) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(١٨) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৫. আল্লাহ্ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ।

১৬. তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

১৭. আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

১৮. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী।

১৫. (أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) আল্লাহ্ প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথী-সংগী মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। তারা যা করে তা কত মন্দ! তাদের কপটতা ও মুনাফিকী অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট কাজ।

১৬. (اِتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) তারা তাদের শপথগুলোকে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, মৃত্যুদণ্ড থেকে আত্মরক্ষার উপায়

দীন ও আনুগত্য হতে ফিরিয়ে রাখে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছণাদায়ক শাস্তি আখিরাতে, সে শাস্তি ভোগ করত তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

১৭. (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) আল্লাহ্‌র মুকাবিলায়, আল্লাহ্‌র শাস্তির মুকাবিলায় তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের ধনসম্পদ ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য এবং তাদের সন্তান-সন্ততি সন্তান-সন্ততির সংখ্যাধিক্য তারাই মুনাফিক, ইয়াহূদীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে, চিরস্থায়ী হবে জাহান্নামে, সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং সেখান থেকে তারা বেরও হতে পারবে না।

১৮. (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ) যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন সকলকে, ইয়াহূদী, মুনাফিক সবাইকে, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, তখন তারা তাঁর নিকট শপথ করবে, আল্লাহ্‌র সম্মুখে শপথ করে বলবে যে, আমরা কাফির ছিলাম না, আমরা মুনাফিক ছিলাম না, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে দুনিয়াতে। এবং তারা মনে করে যে, তারা কিছুটা মৌলিকত্বে আছে দীনের ক্ষেত্রে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের শপথে।

(১৯) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(২০) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ○

(২১) كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

(২২) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৯. শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।

২১. আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন ঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

২২. যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের

অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

১৯. (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে, অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে তার আনুগত্য করার আর তারা তার আনুগত্য করেছে। ফলে সে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ, তাই নির্জনে ও গোপনে তারা আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে। তারাই, ইয়াহূদী ও মুনাফিকরাই শয়তানের দল, শয়তানের বাহিনী। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত দুনিয়া ও আখিরাত হারিয়ে সর্বস্রান্ত।

২০. (إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أُولٰئِكَ فِى الْأَذَلِّيْنَ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে দিনের ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতা করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এ ইয়াহূদী ও মুনাফিকগণ হবে জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থানকারীদের সাথী।

২১. (كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِىْ إِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ) আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করেছেন আল্লাহ্ ফায়সালা করেছেন অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূলগণ তথা রাসূল মুহাম্মদ (সা)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা) বিজয়ী হবেন পারসিক, রোমান, ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শক্তিমান তাঁর নবীদেরকে সাহায্য করণে পরাক্রমশালী তাঁর শত্রুদেরকে দণ্ড প্রদানে। এ আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল মুনাফিককে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। নিষ্ঠাবান মুখলিস মু'মিনদেরকে তিরস্কারের সুরে সে বলেছিল ঃ তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা রোম ও পারস্য জয় করতে পারবে? পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়েছে ইয়ামানের অধিবাসী হযরত হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা অভিযানের গোপন সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি মক্কাবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

২২. (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ) তুমি পাবে না হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাসী লোকজনকে তথা হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা)-কে যে, তারা ভালবাসে কল্যাণ কামনা করে ও দীনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে অর্থাৎ মক্কাবাসীদের সাথে। (وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ) হোকনা ঐ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা জন্মদাতা অথবা পুত্র, ভ্রাতা রক্ত সম্পর্কিত অথবা তাদের জ্ঞাতি গোত্র তাদের বংশ ও আত্মীয়। তাদের অন্তরে অর্থাৎ হাতিব (রা) ও তাঁর সাথীদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান ঈমানের সত্যায়ন ও ঈমানের ভালবাসা। এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাদেরকে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ দ্বারা, রহমত ও করুণা দ্বারা। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ তাঁর পক্ষ থেকে সহায়তা দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। (وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ) তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদ সমূহের তলদেশে নদী প্রবাহিত সুরা, পানি, মধু ও দুধের নদী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে, জান্নাতে

প্রতি প্রসন্ন তাদের ঈমান, আমল ও তাওবার প্রেক্ষিতে এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া মর্যাদা, সাওয়াব পেয়ে আনন্দিত। (أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) তারাই অর্থাৎ হাতিব (রা) ও তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্র দল, আল্লাহ্র বাহিনী। জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দল-ই আল্লাহ্র বাহিনী-ই সফলকাম আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভকারী, তারাই তাদের কাংখিত বস্তু পাবে এবং সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাবে।

হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। সূরা 'মুমতাহিনা'তে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা-হাশ্‌র

মদীনায় অবতীর্ণ

২৪ আয়াত, ৭৪৫ শব্দ, ১৭১২ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(٢) هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

১. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।

২. তিনি কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

আল্লাহ তাআ'লার বাণীর ব্যখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আল্লাহ্‌র জন্য সালাত আদায় করে, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে যা আকাশে আছে এবং যা পৃথিবীতে আছে তার সমস্তই, যে সৃষ্টি ভূ-জগত ও নভোজগতে আছে, তার সবটিই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী

২. (هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ) তিনিই বিতাড়িত করেছিলেন কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে অর্থাৎ বানূ নাযিরকে তাদের আবাসভূমি হতে, তাদের ঘর-বাড়ি ও দুর্গ থেকে প্রথমবারের মত। কারণ তারাই সর্বপ্রথম মদীনা থেকে সিরিয়া, আরীহা ও আযরুয়াতে বিতাড়িত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে উহুদ যুদ্ধের পরে কোন এক সময় তাদেরকে তিনি মদীনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। (مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا) তোমরা কল্পনাও করনি হে মু'মিনগণ! তোমরা আশা করতে পারনি যে, তারা নির্বাসিত হবে অর্থাৎ বানূ নাযীর মদীনা থেকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হবে, এবং তারা মনে করেছিল অর্থাৎ বানূ নাযীর গোত্র আশা করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ হতে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে বাঁচাবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে, অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হতে আসল, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিলেন, অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করলেন, কা'আব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যার মাধ্যমে, যা ছিল তাদের ধারণাতীত, তারা ধারণাও করেনি এবং এ আশংকাও করেনি যে, কা'আব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যার মাধ্যমে তাদের উপর এ রকম আপদ আসতে পারে। (وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ) এবং তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করলেন। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর ভীতি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিলেন। ইতিপূর্বে তারা তাদেরকে ভয় পেত না। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ি-ঘর, কতক ঘরবাড়ি বিনষ্ট করে দিল তাদের নিজেদের হাতে এবং সেগুলোর কাঠ-খুঁটি মু'মিনদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল এবং মু'মিনদের হাতেও, অর্থাৎ কতক ঘরবাড়ি তারা অটুট রেখেছিল, অতঃপর মু'মিনগণ সেগুলো ধ্বংস করত ওদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল। অতএব উপদেশ গ্রহণ কর হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! ধর্মীয় বিষয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা তাকিয়ে দেখ আল্লাহ্ তাদেরকে কিভাবে দেশান্তরিত করলেন।

(٣) وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ○

(٤) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(٥) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৩. আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

৪. এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

৫. তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

না করলে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে শাস্তি দিতেন হত্যা দ্বারা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, এটি হত্যা হতে আরও কঠোর।

৪. (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) এই নির্বাসন ও শাস্তি এ জন্য যে, তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করেছিল এবং তার রাসূলের দীনের ক্ষেত্রে। যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে, দীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে এবং সীমালংঘন করে, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর দুনিয়া ও আখিরাতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বানূ নাযীর গোত্রকে অবরোধ করে রাখার পর 'আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খর্জুর বৃক্ষ কেটে ফেলতে তাঁর সাহাবীদেরকে (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, এতে বানূ নাযীর গোত্র রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবীদের সমালোচনা করেছিল। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন ঃ

৫. (مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ) তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ 'আজওয়া ব্যতীত অথবা যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ কর্তন করনি অর্থাৎ 'আজওয়া বৃক্ষগুলো, তাতো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে আল্লাহর নির্দেশেই কর্তন ও অটুট রাখা, তা এজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন, তিনি অপমানিত করবেন কাফিরদেকে অর্থাৎ তোমাদের বৃক্ষ কর্তন দ্বারা লাঞ্ছিত করবেন বানূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীদেরকে।

(٦) وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٧) مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৬. আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

৭. আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

৬. (وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ) আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে বিজয় দিয়েছেন ওদের থেকে, বানূ নাযীর থেকে তা

আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। উট কিংবা ঘোড়া পরিচালনা করনি। বরং তোমরা পায়ে হেঁটে গিয়েছিলে। সেটি তো মদীনা শরীফের কাছাকাছি স্থান ছিল। (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) আল্লাহ্ কর্তৃত্ব দান করেন তাঁর রাসূলদেরকে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে যার উপর ইচ্ছা করেন অর্থাৎ বানূ নাযীর গোত্রের উপর। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সাহায্যকরণ ও গনীমত প্রদানে শক্তিমান।

৭. (مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ) আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন রাসূলের জন্য যা বিজিত করে দিয়েছেন জনপদবাসীদের নিকট হতে উরায়না, কুরায়যা, নাযীর, ফাদাক ও খায়বরের জনপদ হতে, তা আল্লাহ্‌র একমাত্র আল্লাহ্‌র, তোমাদের নয় এবং রাসূলের অর্থাৎ তাতে রাসূলের নির্দেশ কার্যকর হবে।

এই সূত্রে ফাদাক ও খায়বার জনপদকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নামে দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এগুলো তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর পর্যায়ক্রমে আবু বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) এর তত্ত্বাবধানে ছিল। আজ পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে তা সংরক্ষিত রয়েছে। বনী কুরায়যা ও বানূ নাযীরের থেকে প্রাপ্ত গনীমত রাসূলুল্লাহ্ (সা) দরিদ্র মুহাজিরদেরকে বন্টন করে দিলেন, তাদের প্রয়োজন ও পোষ্যের অনুপাতে এবং রাসূলের স্বজনগণের এর কিছু অংশ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দরিদ্রদেরকে তিনি দান করেছিলেন এবং ইয়াতীমদের এ গনীমতের কিছু অংশ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের ইয়াতীমদের ছাড়া অন্যান্য ইয়াতীমদেরকে দিয়েছিলেন এবং অভাবগ্রস্তদের এর কিছু অংশ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের অভাবীগণ ব্যতীত অন্যান্য অভাবীদেরকেও দিয়েছিলেন। (كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) এবং পথচারীদের, মেহমান-অতিথি পথিকদের জন্য যাতে এ ঐশ্বর্য আবর্তিত না হয়, বন্টিত না হয় কেবল তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে তোমাদের শক্তিমানদের মধ্যে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মাল তা তোমরা গ্রহণ কর, তা নিয়ে নাও। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূল তোমাদেরকে যে নির্দেশ দান করেন তোমরা তা পালন কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক (وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনে তাকে ভয় কর। আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর যখন তিনি শাস্তি দেন। মুসলমানদের কয়েকজন রাসূল (সা)-কে বলেছিলেন যে, গনীমতে আপনার অংশটুকু আপনি নিয়ে নিন এবং বাকিটুকু আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বললেন, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্থাৎ বানূ নাযীর গোত্রের এই জনপদ:

(٨) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

৮. এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।

৮. (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, কারণ তারা এমন লোক যে, তাদেরকে উৎখাত করা হয়েছে তাদের ঘর বাড়ি হতে মক্কা হতে এবং তাদের ধন-সম্পদ হতে, মক্কার কাফিরগণ তাদেরকে উৎখাত

করেছিল। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। তারা কামনা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করে সাওয়াব, এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে (وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ) এবং তারা সাহায্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে জিহাদের মাধ্যমে। (أُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ) তারাই তো সত্যাশ্রয়ী ঈমান ও জিহাদে সত্যবাদী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদেরকেও ডেকে বললেন ঃ এই গনীমত ও জনপদ শুধুমাত্র অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, তোমাদের জন্য নয়, সুতরাং তোমরা যদি চাও তাহলে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুহাজিরদের সাথে বন্টন করে নিতে পার। তখন আমি এ গনীমত তোমাদের সবার মধ্যে বন্টন করে দেব। আর যদি তোমরা ইচ্ছা কর তোমাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি তোমাদের নিজেদের জন্য রেখে দিতে পার, তখন আমি এই গনীমত শুধু অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিব। উত্তরে আনসারগণ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুহাজিরদের সাথে বন্টন করে নিব এবং গনীমতের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে আমাদের চেয়ে প্রধান্য দিব। আনসারদের এই হৃদয়গ্রাহী উত্তরের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করত বললেন ঃ

(৯) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

(১০) وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ

৯. যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

১০. আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।

৯. (وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا) যারা নির্মাণ করেছে বাসস্থান, নবী (সা) ও সাহাবীদের হিজরতের স্থানকে বাসস্থান বানিয়েছে ও ঈমান এনেছে ওদের পূর্বে, মুহাজিরগণ তাদের নিকট আগমনের পূর্বেও এই আনসারগণ ঈমানদার ছিলেন, তারা ভালবাসে মুহাজিরদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে সকল সাহাবী হিজরত করে মদীনায় এসেছেন তাদেরকে। তারা তাদের বক্ষে তাদের অন্তরে আকাংখা পোষণ করে না ও দুঃখ অনুভব করে না মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তাদেরকে বাদ দিয়ে মুহাজিরদেরকে যে গনীমত

নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি বণ্টন করে নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও, নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও। (وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে কৃপণতা পরিহার করেছে তারাই সফলকাম, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত।

১০. (وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ) যারা এদের পরে এসেছে, ঈমানে অগ্রণী মুহাজিরদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের সে সকল ভাইগণকে যারা ঈমানে অগ্রণী এবং হিজরতেও অগ্রণী এবং (وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না ঈর্ষা ও শত্রুতা রেখো না মু'মিনদের জন্য, মুহাজিরদের জন্য। (رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বাদ দিয়ে প্রথম মুহাজিরদেরকে যা দান করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে তাদের অন্তরে হিংসার উদ্রেক হতে পারে, এ আশংকায় তারা আল্লাহ্‌র দরবারে এই দু'আ করেছিলেন। হে মুহাম্মদ (সা)!

(১১) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(১২) لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

(১৩) لَاَ اَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

১১. তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখ নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চিতই মিথ্যাবাদী।

১২. যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না।

১৩. নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১১. (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ

পোষণ করত। তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সেসব সঙ্গীকে বলে, গোপনে বানী কুরায়যার ইয়াহূদীদেরকে বলে। রাসূল (সা) যখন বানূ কুরায়যা গোত্রকে অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন মুনাফিকরা ওদেরকে বলেছিল ঃ তোমাদের দীনে অবিচল থেকে দুর্গে অবস্থান করতে থাক তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও মদীনা থেকে, যেমন বানূ নাযীর গোত্র বহিষ্কৃত হয়েছিল আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে দেশত্যাগী হব। (وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ) এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারও কথা মানব না, মদীনার কোন সম্প্রদায়কে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধ সাহায্য করব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও মুহাম্মদ (সা) ও তার সাহাবীগণ যদি তোমাদের উপর আক্রমণ করে, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব ওদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, জানেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী, মুনাফিকগণ তাদের বক্তব্যে মিথ্যাচারী।

১২. (لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ) বস্তুত তারা বহিষ্কৃত হলে মদীনা থেকে অর্থাৎ বানূ কুরায়যা বিতাড়িত হলে, তারা ওদের সাথে দেশত্যাগ করবে না, মুনাফিকগণ ইয়াহূদীদের সাথে যাবে না। আর তারা আক্রান্ত হলে, মুহাম্মদ (সা) যদি তাদের উপর আক্রমণ করে মুনাফিকগণ ওদেরকে সাহায্য করবে না মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে। (وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ) ওরা সাহায্য করতে আসলে মুহাম্মদ (সা)-এর বিপক্ষে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্য পাবে না, তাদের উপর আপতিত আক্রমণ হতে রক্ষা পাবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে বললেন ঃ

১৩. (لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর অর্থাৎ মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের অন্তরে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের তরবারীর ভয় আল্লাহ্‌র ভয় হতে অধিক। এই ভয় এজন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায় তারা অনুধাবন করতে পারে না আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাঁর একত্ববাদ।

(١٤) لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۚ

(١٥) كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ

(١٦) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৪. তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবে কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়।

১৫. তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৬. তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান

১৪. (لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ) তারা সবাই সমবেতভাবেও অর্থাৎ বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীর সবাই একত্রিত হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে, নিরাপত্তা বেষ্টিত শহর ও নগরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, তোমাদের ও তাদের মাঝে অবস্থিত কোন অন্তরালের আড়ালে থেকে, পরস্পরের মধ্যে ওদের যুদ্ধ প্রচন্ড, তারা যখন পরস্পরের যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তারা অনন্য যোদ্ধায় পরিণত হয়; কিন্তু মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে সে অবস্থা তাদের থাকে না। (تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى) তুমি মনে কর তারা ঐক্যবদ্ধ, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি মনে কর যে, বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীরের ইয়াহূদীগণ ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু তাদের মনের মিল নেই, তাদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ) এই মতানৈক্য ও বিশ্বাসঘাতকতা এজন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাঁর একত্ববাদ তারা অনুধাবন করতে পারে না।

১৫. (كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাদের তুলনা তাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তীগণ অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও শাস্তিভোগের ক্ষেত্রে বানূ কুরায়যার দৃষ্টান্ত তাদের দু'বৎসর পূর্বের লোকদের ন্যায়, যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ জনিত অপরাধের শাস্তি ভোগ করেছে অর্থাৎ বানূ নাযীর গোত্র। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৬. (كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ) তাদের তুলনা শয়তান মুনাফিকগণ বানূ কুরায়যাকে অপমানিত ও প্রতারিত করেছে, সে সূত্রে বানূ কুরায়যার সাথে মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত ধর্ম যাজকের সাথে শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায়। সে মানুষকে বলে ওরা সীসা নামক স্থানে ধর্ম যাজককে বলেছিল, কুফরী কর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর অতঃপর যখন সে কুফরী করল আল্লাহকে অস্বীকার করল, তখন শয়তান তাকে প্রতারিত করল এবং বলল ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তোমার দীনের ক্ষেত্রেও আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

(١٧) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৭. অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই যালিমদের শাস্তি।

১৮. মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত।

১৭. (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ) ফলে উভয়ের পরিণাম, শয়তান ও ধর্ম যাজকের পরিণাম, তারা দু'জনেই জাহান্নামী, সেখায় তারা স্থায়ী হবে, চিরকাল

১৮. (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) হে লোকসকল! যারা ঈমান এনেছে মুহাম্মাদ (সা) ও কুরআনে, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন কর, প্রত্যেকে ভেবে দেখুক, পুণ্যবান ও পাপী প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে কিয়ামতের দিনের জন্য সে কী কাজ করেছে, কারণ দুনিয়াতে সে যে কাজ করবে, কিয়ামতের দিনে সে তার ফল পাবে, ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল। (وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা যা কর তাতে আল্লাহ্‌র ভীতি মনে রেখ, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর ভাল ও মন্দ।

(১৯) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(২০) لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

(২১) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

১৯. তোমরা তাদের মতো হয়োনা যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাইতো পাপাচারী।

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।

২১. যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

১৯. (وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, যারা গোপনে আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ মুনাফিকগণ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ, ফলে আল্লাহ্ ওদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন, আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, পরিণামে তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করেছে, তারাই তো পাপাচারী কাফির গোপনে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে অর্থাৎ মুনাফিকগণ। আর যদি ব্যাখ্যায় ইয়াহূদীদেরকে বুঝানো হয় তাহলে বলা যাবে যে, তারাই প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী।

২০. (لَا يَسْتَوِيْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ) সমান নয় আনুগত্য ও প্রতিদানে জাহান্নামের অধিবাসী জাহান্নামীরা এবং জান্নাতের অধিবাসী জান্নাতীগণ। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম, জাহান্নাম হতে মুক্ত, জান্নাত লাভে ধন্য।

২১. (لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ) যদি আমি এ

এবং মূল সপ্তস্তর ভূমির নীচে, তুমি উহাকে দেখতে, এমন শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এ পাহাড়কে দেখতে, আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত, কুরআনে বর্ণিত পুরস্কার ও শাস্তির প্রভাবে আনত মস্তক ও বিনয় প্রকাশকারী এবং বিদীর্ণ, চূর্ণ-বিচূর্ণ। (وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ) এ সমস্ত দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করি প্রকাশ করি মানুষের জন্য কুরআনের মধ্যে যাতে তারা চিন্তা করে কুরআনে বর্ণিত উদাহরণসমূহে গবেষণা করে।

(٢٢) هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

(٢٣) هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(٢٤) هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২২. তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল, তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র।

২৪. তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

২২. (هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্যের, বান্দার অজ্ঞাত বিষয়ের এবং অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয় এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, বান্দা যা জানে এবং যা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সব কিছু অবহিত। তিনি দয়াময়, জীবিকা সরবরাহ করত পূণ্যবান ও পাপী সকল বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী, পরম দয়ালু, শুধু মু'মিনদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী।

২৩. (هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) তিনি-ই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি-ই অধিপতি চিরন্তন, তাঁর রাজত্ব বিলুপ্ত হবার নয়। তিনি পবিত্র, সন্তানহীন ও অংশীদারহীন, তিনি-ই শান্তিদাতা, নিজেদের কর্মের ভিত্তিতে যে পরিমাণ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য আর অতিরিক্ত শাস্তি দান হতে বান্দাকে রক্ষা করেন। তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক

প্রবল উচ্চ তাঁর বান্দাদের উপর। তিনি-ই অতীব মহিমান্বিত তাঁর শত্রুদের উপর, অহংকারী। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি তার ব্যাপারে সকল জল্পনা-কল্পনার উর্ধ্বে। (سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) তারা যাকে শরীক স্থির করে তা হতে তিনি পবিত্র, প্রতিমার সমকক্ষতা থেকে তিনি পবিত্র।

২৪. (هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى) তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা পিতাদের পৃষ্ঠদেশে বীর্য সৃষ্টিকারী। উদ্ভাবনকর্তা, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনকারী। রূপদাতা জরায়ুস্থিত শিশুকে নর ও নারী হিসেবে, পুণ্যবান ও পাপী হিসেবে। 'আলবা-রি' এর অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারকারী, সকল উত্তম নাম তাঁরই, মর্যাদাবান সকল গুণরাজি, জ্ঞান, শক্তি-শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি তাঁরই। সুতরাং এ সকল নামে তোমরা তাঁকে ডাক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে স্বপ্রাণ যত সৃষ্টি আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তার জন্য সালাত আদায় করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাঁর যিকর করে। (يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) তিনি পরাক্রমশালী অবিশ্বাসীদের শাস্তি দানে, প্রজ্ঞাময় তাঁর আদেশ ও সিদ্ধান্তে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত করা যাবে না।

সূরা মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৩, শব্দ ৩৪৮ অক্ষর ১৫১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১. হে মু'মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ

১. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) হে মু'মিনগণ! অর্থাৎ হে হাতিব ইব্ন আবী বালতা-'আ তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না সাহায্য-সহযোগিতায় আমার শত্রু দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তোমাদের শত্রুকে যারা তোমাদেরকে হত্যা করে অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে। তোমরা কি ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? ওদেরকে সাহায্য করত ওদের নিকট পত্র প্রেরণ করছ? (وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ) অথচ তোমাদের নিকট হে হাতিব, যে সত্য এসেছে কিতাব ও রাসূল এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা বহিষ্কার [illegible] (সা) কে মক্কা থেকে এবং তোমাদেরকে হে হাতিব তোমাকেও, এ কারণে

যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের কারণে। (اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ) যদি তোমরা বেরিয়ে থাক আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে হে হাতিব! যদি তুমি মক্কা থেকে মদীনায় এসে থাক আমার আনুগত্যে জিহাদের উদ্দেশ্যে (وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)। এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ, সহায়তার উদ্দেশ্যে তোমরা গোপনে তাদের প্রতি চিঠিপত্র প্রদান করে সাহায্য করছ? অর্থাৎ এভাবে সাহায্য করো না। (وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ)। আমি জানি যা তোমরা গোপন কর, হে হাতিব! তুমি গোপনে পত্র প্রেরণ করেছ তা আমি জানি। অপর ব্যাখ্যায় গোপন বন্ধুত্ব সম্পর্কে আমি জানি। এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং হে হাতিব তুমি প্রকাশ্যে যে ওযর তথা আত্মপক্ষ সমর্থন করছ তাও আমি জানি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রকাশ্যে তাওহীদ ও একত্ববাদের যে ঘোষণা দাও তাও জানি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা করে হে মু'মিনগণ হাতিব-এর ন্যায় কাজ যদি কেউ কর সে বিচ্যুত হয় সত্য পথ থেকে, হিদায়াতের সরল পথ সে পরিত্যাগ করে।

(٢) اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاۤءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْۤءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝

(٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২. তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও।

৩. তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন।

২. (اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاۤءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْۤءِ) তারা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, মক্কাবাসীরা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারে, তাহলে তারা হবে তোমাদের শত্রু, সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ হয়ে পড়বে যে, তারা তোমাদের চরম শত্রু, তোমাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা মারামারি ও গালিগালাজ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট করবে, ক্ষতির প্রচেষ্টা চালাবে। (وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ) তারা কামনা করবে, মক্কার কাফিররা আকাংখা পোষণ করবে যে, তোমরাও কুফ্রী কর মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন এবং রাসূলের প্রতি হিজরত করার পর তোমরা আবার আল্লাহ্কে অস্বীকার কর।

৩. (لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন যারা মক্কায় বসবাস করছে। যদি তোমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার কর এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনই কাজে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন তোমাদেরকে এবং মু'মিনদেরকে পৃথক করে দিবেন কিয়ামতের দিন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এই ... তোমাদের মাঝে ফয়সালা

(٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ○

8. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব, তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহ্র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

8. (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ) তোমাদের জন্যে রয়েছে, বিশেষত হে হাতিব, তোমার জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ইব্রাহীমের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্যের মধ্যে এবং তার অনুসারীদের মধ্যে তাঁর সাথী মু'মিনদের বক্তব্যের মধ্যে। (اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ) তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, কাফির আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলেছিল ঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সঙ্গে তোমাদের আত্মীয়তায় ও তোমাদের ধর্মের সঙ্গে। (وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সংগে, মূর্তি ও প্রতিমার সংগে। (كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا) আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম, তোমাদের সাথে ও তোমাদের দীনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল প্রকাশিত হল শত্রুতা মারামারি ও খুনাখুনির মাধ্যমে, এবং বিদ্বেষ হৃদয়ে হৃদয়ে, চিরকালের জন্য, (حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ) যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার কর। তবে আপন (اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি ঃ আমি তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করব, এ উক্তি একটি প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অনুসরণ যোগ্য নয়। কারণ একটি প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি এ উক্তি করেছিলেন। অবশেষে তাঁর পিতা যখন কুফ্রীর উপর মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ইব্রাহীম (আ) এ উক্তি প্রত্যাহার করলেন এবং বললেনঃ (وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ) আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র শাস্তি হতে রক্ষা করার কোন অধিকার রাখি না। অতঃপর দু'আ ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে কিভাবে বলতে হবে তা শিখিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) তোমরা বল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, সুদৃঢ় আস্থা রেখেছি এবং তোমারই অভিমুখী

(৫) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(৬) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

(৭) عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬. তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরায়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার মালিক।

৭. যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

৫. (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) হে আমাদের প্রতিপালক, অর্থাৎ তোমরা বল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের মক্কার কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবে না, নির্যাতনের পাত্র করবে না। অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর শক্তিশালী করবে না। তাহলে তারা ধারণা করবে যে, তারাই সত্যের উপর আছে, আর আমরা অসত্যের উপর। এতে করে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের দম্ভ আরো বেড়ে যাবে এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, পাপ মোচন করে দাও, তুমি পরাক্রমশালী, অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দানে। প্রজ্ঞাময় আপনাকে বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য দানে।

৬. (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ) তোমাদের জন্য রয়েছে হে হাতিব! তোমার জন্য রয়েছে ওদের মধ্যে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাথী মু'মিনদের বক্তব্যের মধ্যে উত্তম আদর্শ, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্কে এবং আখিরাতকে ভয় করে, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে ভয় করে। অতএব হে হাতিব! ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর সাথী মু'মিনগণ যেরূপ বলেছিলেন, তুমি সেরূপ বল না কেন? (وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ) যে ব্যক্তি মুখ ফিরায়ে নেয়, আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে ফিরে যায়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত সে ব্যক্তি থেকে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগত থেকে। প্রশংসিত তাঁর কর্মে তিনি প্রশংসার যোগ্য, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়, তিনি তাদের প্রশংসা করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি এমন মহান যে, বান্দার স্বল্প পরিমাণ আমলও গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে প্রচুর সাওয়াব দান করেন।

৭. (عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা, আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যে ... (আ'সা) শব্দটি নিশ্চয়তা ও অবশ্য...

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু সুফয়ান কন্যা উম্মু হাবীবা (রা)-কে বিয়ে করলেন, এটি ছিল তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক। আল্লাহ্ শক্তিমান তাঁর নবীকে কুরাইশ ও কাফিরদের উপর বিজয়ী করতে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল যারা কুফরী থেকে তাওবা করে আল্লাহ্তে ঈমান আনে তাদের পাপমোচনকারী। পরম দয়ালু তাদের জন্য, ঈমান ও তাওবার উপরে যাদের মৃত্যু হয়।

(৮) لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

(৯) اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৮. ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।

৯. আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম।

৮. (لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ) যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, মক্কা থেকে বিতাড়িত করেনি এবং তোমাদের বহিষ্কারে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা, সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সাহায্য করণ ও ন্যায় বিচার করতে, চুক্তি পূরণ করতঃ ন্যায় পরায়ণতা প্রদর্শনে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ) আল্লাহ্ তো ভালবাসেন ন্যায়পরায়ণদেরকে, প্রতিশ্রুতি পূরণ করত ন্যায়নীতি অবলম্বনকারীদেরকে। এরা হল হিলাল ইব্ন উয়ায়মার-এর খুযা'আ গোত্র, খুযায়মার গোত্র ও বানূ মুদলাজ গোত্র। হুদায়বিয়ার বছরের পূর্বে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধি করেছিল যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, তাঁকে মক্কা হতে বহিষ্কার করবে না এবং তাঁকে বহিষ্কারে তারা কাউকে সাহায্য করবে না, এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সুসম্পর্ক বহাল রাখায় বারণ করেননি।

৯. (اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এসকল লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে স্বদেশ হতে মক্কা হতে এবং তোমাদের বহিষ্কার করণে মক্কা হতে সাহায্য করেছে, (وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ

(১০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১০. মু'মিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১০. (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপনকারী মহিলাগণ মক্কা ছেড়ে হুদায়বিয়া অথবা মদীনায় আগমন করলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং শপথ সহকারে জানতে চাইবে কোন্ উদ্দেশ্যে তারা এসেছে। (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ) আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে অবগত আছেন, তাদের অন্তরের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে অবহিত আছেন। (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন, যাচাইয়ের মাধ্যমে অবগত হও যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরৎ পাঠাবে না, তাদের কাফির স্বামীদের নিকট প্রেরণ করবে না। (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) এরা অর্থাৎ মু'মিন মহিলাগণ তাদের জন্য বৈধ নয়, কাফির স্বামীদের জন্য বৈধ নয়। আর তারা অর্থাৎ কাফির পুরুষগণ বৈধ নয় এদের জন্য, মু'মিন মহিলাদের জন্য। আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, মু'মিন মহিলা কাফির পুরুষের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফির মহিলা মু'মিন পুরুষের জন্য বৈধ নয়। (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) এবং তাদেরকে দিয়ে দাও, যা তারা ব্যয় করেছে, কাফির স্বামীরা মু'মিন মহিলাদের জন্য যা দেনমোহর ব্যয় করেছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। আয়াতটি নাযিল হয়েছে 'সুবাই'আ' বিনতে হারিছ আসলামিয়্যাকে উপলক্ষ করে। হুদায়বিয়ার বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আগমন করেছিলেন, আর তার খোঁজে তার স্বামীও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুবাই'আকে প্রদত্ত মোহর তার স্বামীকে ফিরায়ে দিলেন। এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বে হুদাইবিয়ার বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যে, আমাদের কোন লোক

আমাদের দীন গ্রহণ করে, তাহলে তাকে আমরা তোমাদের নিকট ফেরত দিব। আমাদের কোন মহিলা যদি তোমাদের দীন গ্রহণ করে, তবে সে তোমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমরা উক্ত মহিলার মোহর তার স্বামীকে দিয়ে দিবে। আর তোমাদের কোন মহিলা যদি আমাদের দীন গ্রহণ করে তবে আমরা ঐ মহিলার মোহর তার স্বামীকে দিয়ে দিব। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) সুবাই'আর (রা) স্বামীকে মোহর পরিশোধ করেছিলেন। তোমাদের কোন অপরাধ হবে না দোষ হবে না, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে, কুফরী ছেড়ে ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদেরকে বিবাহ করলে, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও অর্থাৎ কোন মহিলা যদি ইসলামে দীক্ষিত হয় অথচ তার স্বামী কাফিরই থাকে তখন তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে এবং এ মহিলাকে কাফির স্বামীর ইদ্দত পালন করতে হবে না, বরং জরায়ু গর্ভশূন্য প্রমাণিত হলে সে নতুন বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। (وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا) তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না অর্থাৎ কোন মু'মিন লোকের স্ত্রী আল্লাহ্র সাথে কুফরী করলে, আল্লাহকে অস্বীকার করলে, তার ও তার স্বামীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর সেই মহিলাকে তোমরা নিজেদের স্ত্রী বলে গণ্য করবে না। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে। তোমাদের কোন স্ত্রী কাফিরদের দলভুক্ত হলে তখন তোমরা সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর জন্যে ব্যয়কৃত টাকা মক্কা বাসীদের নিকট দাবি করবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে, ওদের কোন স্ত্রী ঈমান গ্রহণ করত তোমাদের দলভুক্ত হলে, তারাও সংশ্লিষ্ট মোহর তোমাদের নিকট দাবি করবে। কোন পক্ষের স্ত্রী ধর্মান্তরিত হলে সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষকে মোহর পরিশোধ করবে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করলেন। (ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) এই আল্লাহ্র বিধান, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। তিনি ফায়সালা করবেন তোমাদের মাঝে এবং মক্কাবাসীদের মাঝে। আল্লাহ্ অবগত আছেন তোমাদের কল্যাণ সম্পর্কে, প্রজ্ঞাময় তোমাদের জন্য বিধান প্রণয়নে। উপরোক্ত আয়াতটির হুকুম সর্ব সম্মতভাবে মানসুখ তথা রহিত।

(١١) وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ।

১১. (وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ কাফিরদের নিকট চলে যায় , যদি কারো স্ত্রী ইসলাম পরিত্যাগ করে এমন কাফিরদের সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমাদের কোন চুক্তি নেই, (فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا) অতঃপর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, শত্রুদের থেকে গনীমত লাভ কর, তখন যাদের স্ত্রীগণ হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে, কাফিরদের নিকট ফিরে গিয়েছে, তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদান করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, ১/৫ অংশ পৃথক করার পূর্বে গনীমত তথা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে। (وَاتَّقُوْا

ঈমানদার সর্বমোট ৬ জন মহিলা মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়েছিল ১. উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী উম্মি সালমা ২. উম্মি কুলসুম বিন্‌ত জারওয়াল ৩. আল ফিহরীর স্ত্রী উম্মুল হিকাম বিন্‌ত আবী সুফয়ান ৪. ফাতিমা বিন্‌ত আবী উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা ৫. মাখজূম গোত্রের সাম্মাছ ইব্‌ন উসমান এর স্ত্রী বিরওয়া বিন্‌ত উক্‌বা ৬. আম্‌র ইব্‌ন আব্দ উদ্দ-এর স্ত্রী আবদ বিন্‌ত আবদিল উয্‌যা ইব্‌ন নাদলা হাশিম ইব্‌ন আছ ইব্‌ন ওয়াইল ছাহ্‌মী, হিন্দা বিন্‌ত আবী জাহল। এরা ধর্মান্তরিত হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদের মোহর পরিমাণ অর্থ গনীমতের মাল থেকে তাদের স্বামীদেরকে প্রদান করেছিলেন।

(১২) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১২. হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন তোমার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটাবে না এবং ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

১২. (يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا) হে নবী! অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যখন মু'মিন নারীগণ তোমার নিকট আসে, মক্কা বিজয়ের পরে মক্কার মহিলাগণ তোমার নিকট আসে বায়আ'ত করতে, তোমার সাথে শর্ত করতে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করবে না মূর্তি-প্রতিমাগুলোকে এবং এ ধরনের কাজ বৈধ জ্ঞান করবে না, (وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ) চুরি করবে না, চৌর্য বৃত্তি বৈধ মনে করবে না ব্যভিচার করবে না, যিনা-ব্যভিচার বৈধ মনে করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত কবর দিবে না এবং এটিকে বৈধ মনে করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না, যিনার মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে নিজেদের স্বামীর নিকট এসে বলবে না যে, এটি তোমার সন্তান আমি গর্ভে ধারণ করেছি। (وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ) এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, মৃতের জন্য বিলাপ করা, চুল ছেঁড়া, পোশাক ছিন্ন-ভিন্ন করা, মুখে আঁচড় কাটা, মাথা ন্যাড়া করে ফেলা, অপরিচিত লোকের সাথে নির্জনে অবস্থান করা, মুহাররাম পুরুষ ব্যতীত তিন দিন বা তার কম সময়ের জন্য সফরে যাওয়া ইত্যাদি আদেশ-নিষেধ পালনে তোমার অবাধ্য হবে না, তখন তুমি তাদের বায়আ'ত গ্রহণ করবে, তাদের উপর উপরোক্ত শর্ত আরোপ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে তাদের জাহিলী যুগে সম্পাদিত কর্মের জন্য। (اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল জাহিলী যুগে কৃত তাদের সর্বপ্রকার অপরাধ মক্কা বিজয়ের পরে তাওবার

(১৩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩. মু'মিনগণ, আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে কবরস্থদের বিষয়ে।

১৩. (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ) হে মু'মিনগণ! অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও তার সাথীগণ, তোমরা সে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না সাহায্য-সহযোগিতায় ও মুহাম্মদ (সা)-এর গোপন তথ্য প্রকাশ করত যে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট অর্থাৎ ইয়াহূদী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি দু'বার অসন্তুষ্ট হয়েছেন ১. যখন তারা বলেছিলঃ আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ ২. এবং যখন তারা মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে জান্নাতের সুখ-শান্তি থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমন কাফিরেরা হতাশ হয়ে পড়েছে মক্কার কাফিররা নিরাশ হয়ে পড়েছে, সমাধিস্থদের বিষয়ে, সমাধিস্থ ব্যক্তিরা পুন ফিরে আসার ব্যাপারে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দানের ক্ষেত্রে তারা নিরাশ হয়ে পড়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় এও বলা হয়েছে ঃ যে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না, বরং যারা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে এবং সালাত আদায় করে, তোমরা তাদের দলভুক্ত হয়ে যাও।

সূরা সাফ্‌ফ

মদীনায় অবতীর্ণ

১৪ আয়াত, ২২১ শব্দ, ৯২৬ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

(٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

(٤) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

১. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

২. মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?

৩. তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক।

৪. আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

১. (سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই, সব সৃষ্টি এবং সর্ব প্রকার জীব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র জন্য সালাত আদায় করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যিকর করে। তিনি পরাক্রমশালী যারা তার প্রতি ঈমান আনেনি তাদেরকে শাস্তি দানে প্রবল। প্রজ্ঞাময় তার নির্দেশ ও সিদ্ধান্তে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না।

পটভূমি এই যে, একদা কয়েকজন সাহাবী (রা) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ আমলটি সবচেয়ে প্রিয়, আমরা যদি তা জানতাম তাহলে আমরা তা করতাম। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী উদ্ধৃত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তা জানিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মান্তিক শাস্তি হতে, যে শাস্তির ব্যথা হৃদয় কন্দরে গিয়ে পৌছে। এমতাবস্থায় তারা বেশ কিছু দিন কাটিয়ে দিল। উক্ত বাণিজ্য কি, তা রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিকট প্রকাশ করেন নি। এরপর তারা বলল ঃ সে বাণিজ্যের স্বরূপ যদি আমরা জানতাম তাহলে আমরা আমাদের জানপ্রাণ, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সমস্তই সে কাজে ব্যয় করতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ঘোষণা দিয়ে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আনবে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানে অটল-অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে। উহুদ দিবসে তারা এ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সা)-কে রেখে তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছিল। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন ঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা যা কর না, তা বল কেন? যা পালন করতে পার না, সেই প্রতিশ্রুতি দাও কেন? যা কার্যকর করতে পার না, তা মুখে বল কেন?

৩. (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ) আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক সাংঘাতিক ঘৃণ্য তোমাদের তা বলা, যা তোমরা কর না সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া, যা তোমরা পূরণ কর না এবং তা ব্যক্ত করা, যা তোমরা কার্যকর কর না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর পথে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতঃ বললেন ঃ

৪. (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ) যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে লড়াই করে, সারিবদ্ধভাবে লড়াইয়ে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত পরস্পর মিলে মিশে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন! এবং হে মুহাম্মদ (সা)! স্মরণ কর,

(৫) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫. স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৫. (وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, তাঁর সম্প্রদায়ের মুনাফিক লোকদেরকে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, আমার সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছ। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত যে, তাঁর যৌনাঙ্গে ত্রুটি রয়েছে, এতদ সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ঘটনা সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে। (وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ) যখন

দিলেন, সত্য ও হিদায়াত থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল অর্থাৎ মূসা (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয় বাঁকা করে দিলেন অর্থাৎ একত্ববাদ থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল অর্থাৎ সত্য ও হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বক্রতা আরও বৃদ্ধি করে দিলেন। (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ) আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না, তাঁর দীনের প্রতি পথ দেখান না পাপাচারী সম্প্রদায়কে, কাফির সম্প্রদায়কে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

(٦) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ إِسْرٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى اسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

(٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰىٓ إِلَى الْإِسْلٰمِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ○

(٨) يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوٰهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ○

(٩) هُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

৬. স্মরণ কর, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা (আ) বলল : হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।

৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৮. তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।

৬. (وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰتِ) যখন মারইয়াম তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক, সত্যায়নকারী একত্ববাদ ও শরীয়াতের কতেক বিধানে। (وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ اَحْمَدُ) এবং আমি সুসংবাদদাতা, আমি এসেছি তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা হিসেবে, আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি সেই রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, তার নাম আহমদ, তাঁর নাম হবে আহমদ। অর্থাৎ যাকে কখনও মন্দ বলা

(سِحْرٌ مُّبِينٌ) পরে সে যখন তাদের নিকট এল, ঈসা (আ) এলেন, অপর ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (সা) এলেন স্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ আদেশ-নিষেধ ও মু'জিযাসমূহ নিয়ে, যা তিনি তাদেরকে দেখিয়েছেন, তখন তারা বলতে লাগল, এ -তো এক স্পষ্ট যাদু, প্রকাশ্য ইন্দ্রজাল ও মিথ্যা।

৭. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও, তাওহীদের আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী আছে এরূপ বক্তব্য দিয়ে তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অর্থাৎ ইয়াহূদীরা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট নির্ধারিত আছে যে, তারা ইয়াহূদী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সেই ইয়াহূদীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনের পথ দেখান না।

৮. (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) তারা আল্লাহ্‌র নূর নিভাতে চায়, ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ আল্লাহ্‌র দীনকে বাতিল প্রমাণিত করতে চায়, অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনকে বাতিল প্রমাণিত করতে চায়, তাদের মুখ দিয়ে তাদের জিহ্বা দিয়ে এবং তাদের মিথ্যা দিয়ে; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন তাঁর নূরকে তথা তার কিতাব ও তাঁর দীনকে প্রচারিত ও প্রসারিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে, যদিও এরূপ হওয়াকে ইয়াহূদী খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা অপছন্দ করে।

৯. (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)। তিনি তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠিয়েছেন হিদায়াতসহ একত্ববাদসহ, অপর ব্যাখ্যায় কুরআনসহ এবং সত্য দীনসহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্যসহ, সকল দীনের উপর সেটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্যে, সকল ধর্মের উপর সেটিকে বিজয়ী করার জন্য। সুতরাং প্রত্যেকেই ইসলামে প্রবেশ করা কিংবা জিযয়া কর না দেয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যদি ও মুশরিকগণ অপছন্দ করে, যদিও ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা এরূপ হওয়াকে অপছন্দ করে।

(১০) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ○

(১১) تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ○

(১২) يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ○

১০. মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?

১১. তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের

১২. তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে, উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।

১০. (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) হে মু'মিনগণ! তাদের বর্ণনা সূরার শুরুতে রয়েছে। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মান্তিক শাস্তি হতে? আখিরাতে লেলিহান অগ্নির হৃদয়বিদারক শাস্তি থেকে।

১১. (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করবে। আয়াতে যদি মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে ধরে নেয়া হয় তবে অর্থ হবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানে সত্যবাদী হবে এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র আনুগত্যে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে শারীরিকভাবে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে এবং ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) এই জিহাদ তোমাদের জন্য শ্রেয় ধন সম্পদের চেয়ে, যদি তোমরা জানতে, আল্লাহ্র সাওয়াবে, প্রতিদানে বিশ্বাস করতে।

১২. (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন জিহাদ ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বিনিময়ে এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের তলদেশে নদী প্রবাহিত, সুরা, পানি, দুধ ও মধুর নদী এবং উত্তম বাসগৃহে তোমাদের জন্য বৈধ বাসস্থানে। অপর ব্যাখ্যায় পবিত্র সুন্দর ও সুরম্য বাসগৃহ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সুবাসিত বাসগৃহ আল্লাহ্ তা'আলা মৃগনাভি সুগন্ধ গুল্ম দ্বারা ধৌত করে সেগুলো সুগন্ধযুক্ত করেছেন। স্থায়ী জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ্র নির্মিত বাসগৃহে (ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) এ-ই যা উল্লেখ করলাম মহাসাফল্য, পরিপূর্ণ মুক্তি। তারা জান্নাত লাভে ধন্য হবে, এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করবে।

(١٣) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

(١٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ○

১৩. এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান কর।

১৪. মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবন মারইয়াম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল : আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল।

১৩. (وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আরো একটি অপর এক বাণিজ্য, যা তোমাদের কাংখিত, তোমরা কামনা কর এবং আকাংখা কর যে, সেটি তোমাদের জন্য বাস্তবায়িত হোক, আল্লাহ্‌র সাহায্য মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য কুরাইশের কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং আসন্ন বিজয় অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠিতব্য মক্কা বিজয়। মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও ঈমানে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। যদি তারা শেষ পর্যন্ত তাতে অটল থাকে।

১৪. (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ) হে মু'মিনগণ, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও শত্রুর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্যকারী হও। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও। যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা বলেছিল, হাওয়ারীদেরকে তার একনিষ্ঠ শিষ্যদেরকে, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? আল্লাহ্‌র শত্রুদের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাথে আর কে আমার সাহায্যকারী হবে? (قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ) হাওয়ারীগণ বলেছিল, শিষ্যগণ বলেছিল, আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাথে আমরাও তোমার সাহায্যকারী। তারা সংখ্যায় ছিলেন ১২ জন। সর্বপ্রথম তারাই 'ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছিলেন, তারা পেশায় ছিলেন রজক। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল, 'ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কুফরী করল, একদল 'ঈসাকে প্রত্যাখ্যান করল। ইবলীস তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। (فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ) পরে আমি শক্তিশালী করলাম সাহায্য দিলাম, শক্তিমান করলাম, তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে ঈসা (আ)-এর প্রতি, যারা তার দীনের বিরোধিতা করেনি তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় 'ঈসা এর দীনের বিরোধিতাকারীদের মুকাবিলায়। ফলে তারা বিজয়ী হল যুক্তি প্রমাণে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। এ বিজয় তাদের সালাত আদায়ের বিনিময়ে, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তারা তাসবীহ পাঠ করত তাই এ বিজয়।

সূরা জুমু'আ

মদীনায় অবতীর্ণ

১১ আয়াত, ১৮০ শব্দ, ৭৪৮ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

(٢) هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣) وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১. রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে।

২. তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

৩. এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

১. (يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই সকল সৃষ্টি ও সকল জীব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে। যিনি অধিপতি চিরন্তনভাবে, তাঁর আধিপত্য বিলোপ হবার নয়। পবিত্র, সন্তান-সন্ততি ও অংশীদার থেকে মুক্ত। পরাক্রমশালী, আপন রাজত্বে প্রবল, অবিশ্বাসীদের শাস্তি দানে অপ্রতিরোধ্য। প্রজ্ঞাময় তাঁর নির্দেশ ও

২. (هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ) তিনিই প্রেরণ করেছেন উম্মীদের মধ্যে আরবে রাসূল রূপে তাদের একজনকে তাদের বংশধারা থেকে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে যিনি তাদের মধ্যে আবৃত্তি করেন, পাঠ করেন, তাঁর আয়াত, আদেশ নিষেধ সম্বলিত কুরআন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন তাওহীদের মাধ্যমে শির্‌ক থেকে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যাকাত গ্রহণ ও তাওবার মাধ্যমে পাপ থেকে পবিত্র করেন, অর্থাৎ তাদেরকে এই পবিত্রতার পথে আহ্বান করেন। এবং শিক্ষা দেন কিতাব অর্থাৎ কুরআন ও হিকমত হালাল-হারাম -এর জ্ঞান, অপর ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কুরআনী উপদেশাবলী। (وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) ইতিপূর্বে তো তারা ছিল কুরআন সহকারে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে আরবরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে, সুস্পষ্ট কুফরীতে।

৩. (وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) এবং তাদের অন্যান্যের জন্যেও আরবদের পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্যও, অপর ব্যাখ্যায় অনারবদের পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য, যারা এখনও মিলিত হয়নি তাদের সাথে, পূর্বসূরী আরবদের সাথে, অর্থাৎ যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, অনতিবিলম্বে জন্মগ্রহণ করবে। আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আরব-অনারব নির্বিশেষে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী তাঁর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যারা ঈমান আনেনা তাদেরকে শাস্তি দানে সক্ষম। প্রজ্ঞাময় তাঁর নির্দেশ ও সিদ্ধান্তে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না।

(٤) ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

(٥) مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٦) قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪. এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা কৃপাশীল।

৫. যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৬. বল, হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা দাবি কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু—অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪. (ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ) এই নবুওয়াত, কিতাব ও তাওহীদ যা আমি উল্লেখ করলাম, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আল্লাহ্ তা'আলার করুণা, তিনি তা দান করেন প্রদান করেন ও এতদ্বারা ধন্য করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, যে সেটির উপযুক্ত ও যোগ্য। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল

মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূল ও কিতাব প্রদান করে সৃষ্টি জগতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

৫. (مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا) যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, তাওরাতে বর্ণিত বিষয়াদি পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তথা তাওরাতে উল্লেখিত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলী ও পরিচিতি প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাওরাতের নির্দেশ কার্যকর করেনি– তাওরাতে উল্লেখিত মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাগুণ ও পরিচিতি প্রকাশ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত, তাদের উপমা পুস্তক বহনকারী গর্দভ , যে পুস্তক বহন করে মাত্র, এ বহনে তার কোন লাভ হয় না। গর্দভের পৃষ্ঠে পুস্তক বহনে গর্দভের যেমন কোন লাভ হয় না, ইয়াহূদীরাও তাওরাত প্রাপ্ত হয়ে কোন লাভ ও কল্যাণ অর্জন করতে পারছে না। (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত উপমা-বর্ণনা, যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ, আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন না, তাঁর দীনের পথ দেখান না সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে, ইয়াহূদীদেরকে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত আছেন যে, ইয়াহূদীবাদের উপরই তাদের মৃত্যু হবে।

৬. (قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) বল, হে মুহাম্মদ (সা) হে ইয়াহূদীগণ! যারা ইসলাম বিচ্যুত হয়েছে, তারা ইয়াহূযার বংশধর যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, আল্লাহ্র প্রিয়, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্র বন্ধু নয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, মৃত্যু প্রদানের আবেদন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও যে, অন্য কেউ নয় বরং একমাত্র তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু। আয়াত দ্বারা আদিষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা বলতো দেখি "আল্লাহুম্মা আমিত্না– হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে মৃত্যু দাও।" আল্লাহ্র শপথ, তোমাদের কেউ যদি এ বাক্য উচ্চারণ করে, তবে সাথে সাথে গলায় থুথু আটকে সে মারা যাবে। তাদের কেউই এটি পছন্দ করেনি এবং কেউই মৃত্যু প্রার্থনা করেনি। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(৭) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

(৮) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৭. তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

৮. বল, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা

৯. মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।

৭. (وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ) তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না তাদের কৃতকর্মের কারণে, ইয়াহূদীবাদের নামে তারা যে সকল অপকর্ম করেছে তার শাস্তির ভয়ে। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে অবহিত ইয়াহূদীদের সম্পর্কে অবগত আছেন যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে না। হে মুহাম্মদ (সা)!

৮। (قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) বল, তাদেরকে তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, যে মৃত্যুকে তোমরা অপছন্দ কর, সে মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবেই, অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবে, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আখিরাতে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট, যিনি জানেন যা বান্দার অজ্ঞাত তা, যা ভবিষ্যতে হবে তাও এবং যা বান্দার জানা আছে তা এবং যা সংঘটিত হয়েছে তাও, তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন অবহিত করবেন যা তোমরা করতে এবং ভালমন্দ যা তোমরা বলতে।

৯. (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) হে মু'মিনগণ! যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন বিশ্বাস কর, সালাতের জন্য যখন আহ্বান করা হয় আযানের মাধ্যমে যখন তোমাদেরকে সালাতের দিকে ডাকা হয়, জুমু'আর দিনে, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও ইমামের খুতবা শ্রবণ ও তার সাথে সালাত আদায়ের জন্য যা। এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, আযানের পরে বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। (ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) এই ইমামের খুতবা শ্রবণ ও তার সাথে সালাত আদায় তোমাদের জন্য শ্রেয় ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের চেয়ে। যদি তোমরা উপলব্ধি কর, আল্লাহ্র সাওয়াবে বিশ্বাস কর। 'ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর' বাণী দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দেওয়ার পর এক্ষণে পুনরায় তার অনুমতি দিচ্ছেন এবং বলছেন ঃ

(١٠) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

(١١) وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

১০. অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

১১. তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বল ঃ আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা

১০. (فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) সালাত যখন সমাপ্ত হবে, ইমাম যখন জুমুআর সালাত শেষ করবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ইচ্ছে হলে মসজিদে থেকে বেরিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে, তোমরা ইচ্ছে করলে আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে। এ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার পরে পুনরায় অনুমতি প্রদান। আয়াতের অপর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সালাত যখন সমাপ্ত হয় অর্থাৎ ইমাম যখন জুমু'আর সালাত সমাপ্ত করেন, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে তথা বিক্ষিপ্তভাবে মসজিদে বসে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে, অর্থাৎ যা তোমাদের জন্য উত্তম ও উৎকৃষ্ট, সে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, একত্ববাদের জ্ঞান, দুনিয়াত্যাগী হবার জ্ঞান ও তাওয়াক্কুলের জ্ঞান অর্জন করবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে সর্বাবস্থায় অন্তরে ও মুখে, যাতে তোমরা সফলকাম হও, যাতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাও।

১১. (وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا) তারা যখন দেখল দিহ্‌য়া, ইব্‌ন খলিফাতুল কালবীকে যখন দেখল ক্রীড়া-কৌতুক ঢোলের বাদ্য শুনল তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেটির দিকে ছুটে গেল আটজন লোক ব্যতীত, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ১২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ব্যতীত বাদ-বাকী সবাই দলে দলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা আপনাকে দণ্ডায়মান রেখে গেল মিম্বরের উপর, তিনি তখন খুতবা দিচ্ছিলেন।

(قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ) হে মুহাম্মদ (সা)! বল ওদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে যে সাওয়াব ও প্রতিদান আছে, তোমাদের জন্য উত্তম, ক্রীড়া-কৌতুক থেকে ঢোলের বাদ্য থেকে এবং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে দিহ্‌য়া কালবীর ব্যবসায় থেকে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেনঃ তোমরা যদি তোমাদের নবীর সাথে অবিচল থেকে সালাত আদায় করতে এবং দু'আ করতে, তারপর বেরিয়ে যেতে, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম হত, সাওয়াব ও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা শ্রেষ্ঠ দানশীল। অর্থাৎ মুনাফিকগণ এলে একথা তাদেরকে বলে দিবে।

সূরা মুনাফিকূন

মদীনায় অবতীর্ণ

অবশ্য لَئِنْ رَّجَعْنَا আয়াতাটি বানূ মুস্তালিক যুদ্ধে যাওয়ার পথে অবতীর্ণ

১১ আয়াত, ১৮০ শব্দ, ৭৭৬ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

(٢) اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

১. মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

২. তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।

৩. এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

১. (اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ) যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায়, মু'আত্তাব ইব্ন কুশাইর ও জাদ্দ ইব্ন কায়স প্রমুখ মদীনার মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায় মুআত্তাব ইব্ন কুশাইর ও জাদ্দ ইব্ন কায়স এরা পরস্পর চাচাত ভাই ছিল, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি যে, হে মুহাম্মদ (সা) তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল, আমরা এটি জানি এবং আমাদের অন্তরেও বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ জানেন যে, আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তুমি তাঁর রাসূল মুনাফিকগণ সাক্ষ্য না দিলেও আল্লাহ্ এ

(وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ) এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ জানেন সাক্ষ্য দেন। মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী তাদের শপথে বরং তারা তা জানেও না, তাদের অন্তরে তা নেইও।

২. (اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা তাদের শপথগুলোকে আল্লাহ্র নামে কৃত শপথ বাক্যগুলোকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য, আর তারা মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ হতে গোপনে তারা মানুষকে বিচ্যুত করে আল্লাহ্র দীন ও আনুগত্য থেকে। তারা যা করছে তা কত মন্দ, কুফরী ও মুনাফিকী-এর বশবর্তী হয়ে তারা যে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ হতে বাধা দিয়ে যে অপকর্ম করছে তা অতীব মন্দ।

৩. (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ) এই মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড যা আমি উল্লেখ করলাম, এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল বাহ্যিকভাবে তারপর কুফরী করেছে এবং গোপনে কুফরীতেই অটল থেকেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে, তাদের কুফরী ও মুনাফিকীর পরিণামে তাদের অন্তরে সীল করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা অনুধাবন করতে পারছে না সত্য ও হিদায়াত। হে মুহাম্মদ (সা)!

(৪) وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۖ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۖ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

(৫) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

৪. তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে তুমি তাদের কথা শুন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে; তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে!

৫. যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা এস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখ যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪. (وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ) তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ও তার সাথীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয়, তাদের শরীরের গঠন ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে যে, আমরা জানি তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল, তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, তাদের কথা বিশ্বাস করে থাক এবং তোমার ধারণা হয় যে, তারা সত্যবাদী, অথচ তারা সত্যবাদী নয়। যদিও তারা অর্থাৎ তাদের দেহগুলো দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ অর্থাৎ শুকনো কাঠে যেমন প্রাণ থাকে না,

মদীনায় প্রচারিত প্রত্যেক শব্দকে তাদের বিরুদ্ধে তাদের সাহসহীনতার কারণে, তারাই শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক তাদেরকে নিরাপদ মনে করবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন তাদেরকে অভিশপ্ত করুন, তাদের উপর লা'নত নাযিল করুন, বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে? কিভাবে তারা মিথ্যাচার করছে! অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কিভাবে তারা মিথ্যার বেসাতি করে যাচ্ছে।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ .٥ مُسْتَكْبِرُوْنَ) তাদেরকে যখন বলা হয় তাদের গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা যখন অপমানিত হয়েছিল তখন তাদের সগোত্রীয়রা তাদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা আস রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর নিকট এবং কুফরী ও মুনাফিকী হতে তাওবা কর। আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় দাঁড়িয়ে থেকে মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং বস্ত্র দিয়ে মাথা ঢেকে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও হে মুহাম্মদ (সা)! তারা দম্ভভরে ফিরে যায় তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে আত্মগৌরব প্রদর্শন করে, তাওবা ইসতেগফার এবং রাসূলের নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে ফিরে যায়।

(٦) سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

(٧) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

(٨) يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬. তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৭. তারাই বলে ঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা আপনি সরে যাবে। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই; কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।

৮. তারা বলে ঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

(سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اِسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى .٦ الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান মুনাফিকদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না যতদিন তারা এ কর্মে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা সৎপথে পরিচালিত করেন না ক্ষমা করেন না পাপাচারী সম্প্রদায়কে মুনাফিকদেরকে, সে

৭. (هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا) তারাই বলে, তাবুক যুদ্ধকালে আবদুল্লাহ্ ইবন উবায় তার ঘনিষ্ঠ সাথীদেরকে বলেছিল, আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সাহাবীদেরকে দান করো না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে, রাসূলুল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ গোত্রের সাথে মিলিত হয়। (وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই, আকাশমণ্ডলীর জীবিকা ভাণ্ডারের চাবি তথা বৃষ্টি এবং পৃথিবীর কোষাগারের চাবি তথা উদ্ভিদরাজি তো আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন কিন্তু মুনাফিকগণ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও তার সাথীরা বুঝে না যে, আল্লাহ্‌ই তাদেরকে জীবিকা দান করেন।

৮. (يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ) তারা বলে, এটিও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তাবুক যুদ্ধকালে তার ঘনিষ্ঠ সাথীদেরকে বলেছিল, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে এই যুদ্ধ শেষ করে আমাদের প্রবল ব্যক্তি শক্তিশালী ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায় বের করে দিবে তথা হতে মদীনা হতে, দুর্বল ব্যক্তিকে হীন ও দুর্বল ব্যক্তিকে তাদের ভাষায় মুহাম্মদ (সা)-কে। (وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্‌র-ই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও তার সাথী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ও বিজয়ের শক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদের, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না রহস্য এবং তা সত্য বলে মনে করে না। এই প্রসংগে যায়দ ইব্‌ন আরকামের ঘটনা প্রণিধানযোগ্য।

(৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(১০) وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(১১) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯. মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১১. প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

৯. (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ) হে মু'মিনগণ! মুহাম্মদ (সা)

করে বিমুখ না করে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে, হিজরত ও জিহাদ হতে। (وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ)। যারা এরূপ করে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে হিজরত হতে বিমুখ করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত, সাজা ভোগ করে লোকসানগ্রস্ত।

১০. (وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্‌র পথে সাদকা কর আমি তোমাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে, আমার প্রদত্ত ধন-সম্পদ হতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা যায়, তোমরা যাকাত আদায় কর তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে, মৃত্যুদূত আগমনের পূর্বে, (فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অবকাশ দিলে না কেন সময় দিলে না কিছু কালের জন্য পার্থিব জীবনের সমপরিমাণ, যাতে আমি সাদকা দিতাম আমার ধন-সম্পদ হতে এবং যাকাত দিতাম আমার সম্পদ থেকে। আর আমি অন্তর্ভুক্ত হতাম সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে, সেই ধন-সম্পদ দিয়ে আমি হজ্জ করতাম এবং হজ্জ সম্পাদনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১১. (وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে আল্লাহ্ কখনও কাউকে অবকাশ দিবেন না, আল্লাহ্ অবগত আছেন যা তোমরা কর ভাল ও মন্দ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا থেকে এ পর্যন্ত আয়াত মুনাফিকদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। আয়াতটি মুনাফিকদের উপলক্ষে মেনে নিলে فَاَصَّدَّقَ মানে হবে, আমি আমার ঈমানে সত্যবাদী হতাম এবং وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ মানে মু'মিনগণ ও ঈমানে সত্যবাদীগণ তাদের ধন-সম্পদে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, আমিও আমার ধন-সম্পদে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম।

সূরা তাগাবুন

মক্কায় ও মদীনায় অবতীর্ণ

১৮ আয়াত, ২৪১ শব্দ, ১০৭০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

১. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন।

৩. তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

১. (يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু, আছে সৃষ্টি জগত ও সকল প্রাণী, সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র জন্য সালাত আদায় করে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে। সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব চিরন্তন, বিলুপ্ত হবার নয় এবং প্রশংসা তাঁরই মর্ত্যবাসী ও আকাশবাসীদের কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াবাসী ও আখিরাতবাসীর ও ঋণ স্বীকার তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সর্ববিষয়ে, ইহকালীন ও পরকালীন সব ব্যাপারে এবং আকাশ ও

২. (هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আদম (আ) হতে এবং আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে, অতঃপর তোমাদের কেউ কাফির প্রকাশ্যে এবং তোমাদের কেউ মু'মিন প্রকাশ্যে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে এমন কাফির আছে যে ঈমান আনবে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঈমান আনয়নে উৎসাহ প্রদান এবং তোমাদের মধ্যে এমন মু'মিন আছে যে কুফরী করবে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কুফরী অবলম্বনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী। আয়াতের ব্যাখ্যায় এও বলা যায় যে, তোমাদের কতক প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় কাফির এবং অপর কতক প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় মু'মিন। এরাই প্রকৃত মু'মিন। অপর একদল গোপনে কাফির প্রকাশ্যে মু'মিন, এরা মুনাফিক। তোমরা যা কর ভাল-মন্দ, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৩. (خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে, সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য, অপর ব্যাখ্যায় ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবার জন্য এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন জরায়ুতে অতঃপর তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন অন্য জীব-জন্তুর আকৃতির চেয়ে, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তোমাদের আকৃতিকে সুদৃঢ়-মজবুত করেছেন, দু'হাত, দু'পা, দু'চক্ষু, দু'কর্ণ ও অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট আখিরাতে।

(٤) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٥) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

(٦) ذٰلِكَ بِأَنَّهٗ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا أَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

(٧) زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৪. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

৫. তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলতঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরায়ে নিলো। কিন্তু এতে আল্লাহ্র কিছুই যায়-আসে না। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

৭. কাফিররা দাবি করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বল, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা

৪. (يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন, যত সৃষ্টি আছে সব তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর, গোপনে যে সকল কাজ কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর প্রকাশ্যে যে সকল কাজ কর আল্লাহ্ তো অন্তর্যামী, অন্তরের ভালমন্দ যা আছে সব জানেন।

৫. (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ) তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি? হে মক্কাবাসীগণ! কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের নিকট কি আসেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত, তোমাদের পূর্বেকার কাফিরদের ইতিহাস। তাদের কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তারা তাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করেছিল আযাব ও ধ্বংসের মাধ্যমে, কুকর্মের শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আখিরাতে।

৬. (ذٰلِكَ بِأَنَّهٗ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا أَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا) সেটি শাস্তি এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ আসত সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ আদেশ-নিষেধ ও মুজিযাদি নিয়ে আসতেন তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? আমাদের ন্যায় একজন মানুষই কি আমাদেরকে সন্ধান দিবে? আমাদের ন্যায় একজন মানুষই কি আমাদেরকে তাওহীদ ও একত্ববাদের দিকে আহ্বান করবে? অতঃপর তারা কুফরী করল, কিতাবাদি, রাসূলগণ ও নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান করল। (وَتَوَلَّوْا) এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কিতাবাদি, রাসূলগণ ও নিদর্শনাদির প্রতি (وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ) ঈমান আনা থেকে। আল্লাহ্ও তোয়াক্কা করলেন না তাদের ঈমানের। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত তাদের ঈমান থেকে। প্রশংসার্হ, আপন কর্মে প্রশংসিত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা তাঁর একত্ববাদ মেনে নেয়, তিনি তাদের প্রশংসা করেন।

৭. (زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ) কাফিররা মক্কার কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না মৃত্যুর পর, হে মুহাম্মদ (সা)! বলুন ওদেরকে, নিশ্চয় হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে মৃত্যুর পরে। (ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ) তারপর তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে অবগত করানো হবে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে দুনিয়াতে যা ভাল-মন্দ তোমরা করতে। আর এটি পুনরুত্থান আল্লাহ্র পক্ষে সহজ, মামুলী ব্যাপার।

(৮) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(৯) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

৯. সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং

৮. (فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) অতএব তোমরা হে মক্কাবাসীগণ! বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌তে, তাঁর রাসূলে মুহাম্মদ (সা) ও মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে এবং সেই জ্যোতিতে কিতাবে, যা আমি অবতীর্ণ করেছি যা সহ জিবরাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছি। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভাল ও মন্দ আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৯. (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ) যেদিন কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন, সমাবেশ দিবসে যেদিন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাই একত্রিত হবে। সেদিন লাভ-লোকসানের দিন কাফির ব্যক্তি নিজ জান্নাত হারিয়ে জান্নাতের পরিবার, সেবক-সেবিকা ও বাসগৃহ হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মু'মিন ব্যক্তি ওগুলোর অধিকারী হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মু'মিনগণ কাফিরদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের সেবক-সেবিকার ও দালান কোঠার অধিকারী হয়ে কাফিরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জান্নাতী বিলাস বৈভবের অধিকারী হবে মু'মিন লোক, অন্য কাফিরেরা নয়। আবার যালিম লোকের পুণ্যগুলো কেড়ে নিয়ে এবং নিজের পাপগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে মযলুম তথা নির্যাতিত ব্যক্তি যালিম ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে এবং মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার ও তার প্রভুর মাঝে সততার সম্পর্ক রাখে তিনি তার পাপ মোচন করবেন তাওহীদের বদৌলতে তার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। (وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে বৃক্ষরাজি ও ঘর-বাড়ির নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত সুরা, পানি, মধু ও দুধের নদী। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে সেখান থেকে বেরও হবে না, তথায় মৃত্যুও হবে না। (ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) এটিই মহাসাফল্য পরিপূর্ণ মুক্তি। তারা জান্নাত লাভে ধন্য হবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে।

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(১১) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۖ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۖ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(১২) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

১০. আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন এটা।

১১. আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

১২. তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলুল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরায়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছে দেয়া।

১০. (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র সাথে অর্থাৎ মক্কার কাফিরেরা এবং অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহকে মুহাম্মদ (সা) ও

হবে, মৃত্যুও হবে না, সেখান থেকে নিস্কৃতিও পাবে না। (وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) কত মন্দ সেই প্রত্যাবর্তন স্থল, তাদের স্থান আখিরাতে জাহান্নাম কতইনা মন্দ!

১১. (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ফায়সালা ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না তোমাদের শরীরে তোমাদের পরিবার-পরিজনে ও ধন-সম্পদে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে সে অনুধাবন করতে পারে যে, এ বিপদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হওয়া ও ধৈর্য ধারণ করার মানসিকতা দান করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাকে কিছু দান করলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর বিপদগ্রস্ত হলে ধৈর্য ধারণ করে, অত্যাচারিত হলে ক্ষমা করে দেয়, কষ্ট পেলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন বলে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। (وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে তোমাদের উপর আপতিত বিপদাপদ ও অন্যান্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

১২. (وَأَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ফরয কার্য সম্পাদনে এবং রাসূলের আনুগত্য কর সুন্নাত পালনে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর একত্ববাদে এবং রাসূলের আনুগত্য কর তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে। (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) যদি তোমরা মুখ ফিরায়ে নাও তাদের আনুগত্য থেকে তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব মুহাম্মদ (সা)-এর দায়িত্ব স্পষ্টভাবে প্রচার করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রিসালাত তোমাদের নিকট পৌঁছায়ে দেওয়া, সে ভাষায় যে ভাষা তোমরা জান।

(١٣) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

(١٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(١٥) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১৩. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক।

১৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৩. (اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই এবং কোন শরীক নেই। (وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক মু'মিনদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা, অন্য কারো উপর নয়।

রয়েছে, তোমাদের শত্রু, তারা তোমাদেরকে হিজরত ও জিহাদ থেকে বিরত রাখে। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো ওদের প্ররোচনায় যেন হিজরত ও জিহাদ হতে পিছপা না হও। (وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا) তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর এবং ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর ভ্রূক্ষেপ না কর, শাস্তি না দাও এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, ওরা মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করার পর ইতিপূর্বে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। (فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাওবাকারীদের জন্য, পরম দয়ালু তাওবার উপর মৃত্যু বরণকারীদের জন্য।

১৫. (اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) তোমাদের সম্পদ, সন্তান-সন্ততি যারা মক্কায় অবস্থান করছে তোমাদের জন্য পরীক্ষা, সংকট সৃষ্টিকারী, যেহেতু তারা তোমাদেরকে হিজরত ও জিহাদ হতে বারণ করছে। (وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ) আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার বিরাট সাওয়াব, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে হিজরত ও জিহাদ হতে বিরত রাখতে পারেনি।

(١٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(١٧) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(١٨) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল।

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৬. (فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ্র আনুগত্য কর যথাসম্ভব তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং শ্রবণ কর যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয়, এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন এবং ব্যয় কর তোমাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে, সাদকা কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে অর্থাৎ ধন-সম্পদ আটকিয়ে রাখার চেয়ে সাদকা করা তোমাদের জন্য উত্তম। (وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) যারা অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্ত, রিপুর কার্পণ্যকে যে দমন করতে পারে, অপর ব্যাখ্যায় যে আপন সম্পদের যাকাত প্রদান করে, তারাই সফলকাম, আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভে কৃতকার্য।

১৭. (اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ) যদি তোমরা আল্লাহকে ঋণ [illegible] উত্তম ঋণ সাওয়াব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এবং সততার সাথে, তিনি

তা তোমাদের জন্যে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। তিনি তা কবুল করবেন এবং পুণ্য ও প্রতিদান বৃদ্ধি করে দিবেন সাত থেকে সত্তর, সাতশ দু'লক্ষ এবং আল্লাহ্ যে পরিমাণ ইচ্ছা করেন। এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন সাদকার বিনিময়ে। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী তোমাদের সাদকার ব্যাপারে, তাইতো তিনি তা গ্রহণ করেন এবং বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি প্রতিদান প্রদানকারী যে, তোমাদের পক্ষ থেকে স্বল্প পরিমাণ সাদকাও গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে তার পক্ষ থেকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করেন। ধৈর্যশীল যারা সাদকা প্রদান করত খোঁটা দেয় অথবা সাদকা প্রদান থেকে বিরত থাকে তাদেরকে তখনই শাস্তি দেন না।

১৮. (عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) তিনি পরিজ্ঞাত অদৃশ্যের সাদকাকারীদের অন্তরে বিদ্যমান অহংকার ও খোদা ভীতি সম্পর্কে এবং দৃশ্যের অবগত তাদের সাদকা সম্পর্কে, পরাক্রমশালী সাদকা প্রদান করে যারা খোঁটা দেয় অথবা সাদকা দেয়ই না তাদেরকে শাস্তিদানে অপ্রতিরোধ্য, প্রজ্ঞাময় তার নির্দেশ ও সিদ্ধান্তে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সাদকা গ্রহণ ও তা বহুগুণে বৃদ্ধিকরণে তিনি প্রজ্ঞাময়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি প্রজ্ঞাময়। তাই নবী (সা) ও তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ সুন্নাহ অবলম্বনের।

সূরা তালাক

মদীনায় অবতীর্ণ

১২ আয়াত, ২৪৭ শব্দ, ১১৭০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

১. হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত না হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْاهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوْا الْعِدَّةَ) হে নবী এবং হে নবীর উম্মতগণ! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও অর্থাৎ হে নবী! তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের তাহুর তথা পবিত্রতার সময়ে তালাক দিবে, যে পবিত্রতা মেয়াদে যৌন সঙ্গম হয়নি। ইদ্দতের হিসাব রেখো তিন ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হওয়া এবং ইদ্দত শেষে গোসল করার ব্যাপারগুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো। (وَاتَّقُوْا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাদের পবিত্রতার সময় ব্যতীত এবং সুন্নাত পদ্ধতি ব্যতীত তাদেরকে তালাক দিও না। তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করে দিও না। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক প্রাপ্তা মহিলাগণকে সংশ্লিষ্ট ঘর হতে বহিষ্কার করো না। তারাও যেন বের না হয় ইদ্দত শেষ [illegible] স্পষ্ট অশ্লীলতায়, যদি না তারা প্রকাশ্য অবাধ্যতায় লিপ্ত

হয়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হয়। সুতরাং ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে বের করে দেওয়া অপরাধ, আবার ইদ্দতের মধ্যে ওদের স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও অপরাধ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি না তারা সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, যা চারজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত, এরূপ হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করা হবে এবং 'রাজম' তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। (وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا) এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান, এ হচ্ছে মহিলাদেরকে তালাক দেওয়া এবং তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধি-বিধান। যে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে ভরণপোষণ ও বাসস্থান সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধিবিধান অমান্য করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে নিজেরই ক্ষতি করে। তুমি জান না অর্থাৎ স্বামীগণ জানেনা হয়ত আল্লাহ্ এরপর এক তালাকের পর এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে কোন উপায় করে দিবেন পরস্পর আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তালাক প্রত্যাহার করত দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করে দিবেন।

(٢) فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

২. অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা তোমাদের মধ্য যে কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তার জন্য পথ করে দেবেন,

২. (فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ) তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তিন ঋতুস্রাবে ইদ্দত সমাপ্তি লগ্নে তৃতীয় রক্তস্রাব শেষে গোসল করার পূর্বক্ষণে তোমরা হয় তাদেরকে রেখে দিবে, তাদেরকে দাম্পত্য জীবনে ফিরিয়ে আনবে, মার্জিতভাবে গোসল করার পূর্বে সুন্দরভাবে তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ও মধুর দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে ছেড়ে দিবে মার্জিতভাবে ভালভাবে, তাদের ইদ্দত দীর্ঘায়িত করবে না, তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিবে। এবং তোমরা সাক্ষী রাখবে তালাক প্রদান ও দাম্পত্য সম্পর্ক পুন: প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে দু'জন স্বাধীন মুসলমান, ন্যায়পরায়ণ আস্থাভাজন পুরুষ লোককে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ্‌র জন্য বিচারকের সম্মুখে সত্য সাক্ষ্য দাও। এতদ্বারা ইতিপূর্বে উল্লেখিত ভরণপোষণ, বাসস্থানের ব্যবস্থা ও সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াদি দ্বারা, উপদেশ দেয়া হচ্ছে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর ছয়জন সাহাবী (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর সহধর্মীনী হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন এবং ইবন

পদ্ধতিসম্মত নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ পদ্ধতিতে তালাক দেওয়া হতে বারণ করলেন এবং তালাকই সুন্নাত তথা সুন্নাতসম্মত তালাক বিধি শিখিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, কিভাবে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে হয়। যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে পাপাচারের সময় অতঃপর তা হতে বিরত থাকে ও ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন, বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পাপাচার থেকে হিদায়াতের দিকে পথ করে দিবেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে পথ করে দিবেন।

(٣) وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

(٤) وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

(٥) ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ○

৩. এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।

৫. এটা আল্লাহ্র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন।

৩. (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ) এবং তার রিয্ক দান করবেন তার ধারণাতীত উৎস হতে, যে উৎসের ব্যাপারে সে আশাবাদী থাকে না। আয়াতটি নাযিল হয়েছে হযরত আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা)-কে উপলক্ষ করে। শত্রুরা তাঁর এক ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল সে শত্রু পক্ষের প্রচুর উট লুট করে নিয়ে এসেছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, রিয্কের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। (قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্র নির্দেশ ও ফায়সালা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় কার্যকর। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুরই জন্য সুখ-দুঃখ সব কিছুর জন্য তাঁর কর্ম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেনই। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুরই জন্য সুখ-দুঃখ সব কিছুর জন্য স্থির ... বিদ্যমান থাকবে সে মেয়াদ পর্যন্ত। অতঃপর তার সমাপ্তি ঘটবে।

রাসূলাল্লাহ্। যে সকল রমণীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিন। তখন নাযিল হল ঃ

৪. (وَالّٰئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ) তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই বার্ধক্যের প্রেক্ষিতে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত সম্পর্কে সংশয়ে পড়লে তাদের ইদ্দতকাল হবে তালাকের ক্ষেত্রে তিন মাস। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে যে সকল স্ত্রী ঋতুমতী নয়, তাদের ইদ্দত কি হবে? তখন নাযিল হল এবং যারা এখনো রজস্বীলা হয়নি তাদের ও কুমারীত্বের কারণে যারা ঋতুমতী হয়নি, তাদের ইদ্দতও তিন মাস। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত কত দিন হবে? অতঃপর নাযিল হল (وَالّٰئِى لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا) এবং গর্ভবতী নারীদের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত, বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার নির্দেশ পালনে আল্লাহ্ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন। তার কর্মকাণ্ড সহজসাধ্য করে দিবেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাকে সুন্দর পরিবেশে সুন্দরভাবে ইবাদত করার ব্যবস্থা করে দিবেন।

৫. (ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا) এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয ও বিধি-বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তোমাদের জন্য কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তাঁর নির্দেশ পালনে তিনি তার পাপ মোচন করবেন অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার বিরাট প্রতিদান জান্নাতে। পুনরায় তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের প্রসংগে ফিরে এসে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(٦) اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝

(٧) لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।

৭. বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে।

৬. (أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ) তোমরা তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দাও স্বামীদেরকে নির্দেশ করে বলেছেন, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদেরকে বসবাস করতে দাও সে স্থানে, যে স্থানে তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস কর, নিজ নিজ সংগতি অনুযায়ী বাস কর, তাদেরকেও সেভাবে বসবাস করতে দাও এবং অনুরূপ ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর। তাদেরকে উত্যক্ত করো না তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে ভরণপোষণ ও বসবাসে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দেওয়ার জন্য, তাহলে কিন্তু তাদের প্রতি তোমরা অবিচার করবে। (وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ) তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাগণ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকলে তোমরা তাদের জন্য ব্যয় করবে অর্থাৎ হে স্বামীগণ! তোমরা তাদের খরচ বহন করবে, গর্ভ প্রসব পর্যন্ত বাচ্চা জন্মগ্রহণ পর্যন্ত। যদি তারা তোমাদের খাতিরে স্তন্য দান করে মায়েরা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে তবে তোমরা তাদেরকে মাতাদেরকে, পারিশ্রমিক দিবে অর্থাৎ স্তন্যদানের বিনিময়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। (وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرٰى) তোমরা পরস্পর পরামর্শ কর অর্থাৎ হে স্বামী ও সংশ্লিষ্ট মহিলা, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছ সংগতভাবে সততাপূর্ণ সিদ্ধান্তে স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে যাতে সীমাতিরিক্তও না হয় নিতান্ত কমও না হয়। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও পিতা ব্যয়ভার বহনে অস্বীকৃতি জানায় এবং মাতা স্তন্যদানে সম্মত না হয়, তাহলে তাকে স্তন্যদান করবে বাচ্চাকে দুধপান করাবে অন্য নারী, মাতা ছাড়া অন্য মহিলার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. (لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ) বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে, ধনবান পিতা তার ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যয় করবে, যার জীবনোপকরণ সীমিত জীবন যাপন দৈন্যদশাগ্রস্ত, সে ব্যয় করবে স্তন্য দানকারিণীর জন্য আল্লাহ যা তাকে দিয়েছেন তা হতে, (لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتٰهَا) আল্লাহ্ তাকে যে পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন সে অনুপাতে আল্লাহ্ যা দান করেছেন যে পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা কাউকে চাপিয়ে দেননা স্তন্যদানকারিণীর ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে। (سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا) আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন সুখ, আর্থিক সংকটের পর দিবেন স্বস্তি, অভাবের পর দিবেন স্বচ্ছলতা। অতএব দরিদ্র ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসন্ন জীবিকার অপেক্ষায় থাকবে।

(৮) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

(৯) فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

৮. অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রাসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম।

৯. অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল।

তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ, নির্দেশ গ্রহণ ও তার আনুগত্য অস্বীকার করেছে এবং তার রাসূলের নির্দেশ রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও তাঁর আনীত বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছে ফলে আমি তাদেরকে কঠোর হিসাব গ্রহণ করব আখিরাতে এবং আমি তাদেরকে দিয়েছি দুনিয়াতে কঠোর শাস্তি, গুরুতর সাজা।

৯. (فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا) অতঃপর তারা আস্বাদন করেছে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি কর্মের সাজা দুনিয়াতে ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে এবং তাদের কর্মের পরিণাম আখিরাতের ক্ষতিই ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই তাদের শেষ পরিণাম।

(١٠) أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۛ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ

(١١) رَّسُولًا يَّتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

(١٢) اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১০. আল্লাহ্ তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের কাছে উপদেশ নাযিল করেছেন–

১১. একজন রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন।

১২. আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।

১০. (أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ اٰمَنُوا) আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি কঠোর শাস্তি, নানা প্রকারের শাস্তি। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আল্লাহ্‌র ভীতি হৃদয়ে রাখ হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়! (قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا) যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ

১১. (رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ) রাসূল, রাসূলের সাথে উপদেশ (يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ) যিনি তিলাওয়াত করেন

সৎকর্ম করে নিজেদের ও নিজেদের প্রভুর মাঝে আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে, তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য কুফরী হতে ঈমান আনার জন্য। (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا) অবশ্য যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছে তাদেরকে কুফরীর অন্ধকার হতে বের করে আনা হয়েছিল। (يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) যে কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে এবং মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আপন প্রভুর সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে, তিনি তাকে দাখিল করবেন আখিরাতে জান্নাতে উদ্যানসমূহে যার পাদদেশে প্রবাহিত বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নিম্ন দেশে প্রবাহিত নদীসমূহ সুরা, পানি, মধু ও দুধের নদী, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে, অনন্তকাল বসবাস করবে, সেখানে মৃত্যুও হবে না সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا) আল্লাহ্ তার জন্য উত্তম জীবনপোকরণ রেখেছেন আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সুন্দর প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১২. (اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ) আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ একটি অপরটির উপর গম্বুজের ন্যায় এবং পৃথিবীও সেগুলোর অনুরূপ সপ্তস্তর। তবে এগুলো সমতল। সেগুলোর মধ্যে নেমে আসে তার নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ফিরিশতাগণ ওহী ও বিপদাপদ নিয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে। (لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) যাতে তোমরা বুঝতে পার অনুধাবন করতে পার এবং স্বীকৃতি দাও যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে আকাশবাসী ও মর্তবাসী সবার ব্যাপারে শক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন ও আয়ত্বাধীন করে রেখেছে।

সূরা তাহ্‌রীম

মদীনায় অবতীর্ণ

১২ আয়াত, ২৪৯ শব্দ, ১০৬০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٢) قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(٣) وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১. হে নবী, আল্লাহ্ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য তা হারাম করছ কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩. যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে বললেন, তখন সে বলল, কে আপনাকে তা অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ

১. (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) হে নবী অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ তোমার জন্যে যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছ কেন? অর্থাৎ মারিয়া কিব্‌তিয়াকে বিবাহ করা। ইনি পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা)-এর মাতা হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়া কিব্‌তিয়া (রা)-কে এক সময় নিজের জন্য

২. (قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ) আল্লাহ্ ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তি লাভের শপথের কাফ্‌ফারা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করে মারিয়া কিব্‌তিয়া (রা)-কে বরণ করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় তোমাদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী। তিনি অবহিত তোমার মারিয়া কিবতিয়াকে নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় কাফ্‌ফারার বিধান নির্ধারণে।

৩. (وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) স্মরণ কর, নবী তার স্ত্রীদের একজনকে অর্থাৎ হাফসাকে গোপনে কিছু বলেছিলেন, সকলের অগোচরে কিছু কথা বলেছিলেন যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল, যখন হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোপন কথাটি আয়েশা (রা)-কে জানিয়ে দিলেন তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর খিলাফাত সম্পর্কে যা বলেছিলেন। অপর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মারিয়া কিবতিয়ার সাথে নির্জন বাস সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার কিছুটা নবী (সা) ভর্ৎসনার সুরে হাফসা (রা)-কে জানিয়ে দিলেন এবং কিছু অব্যক্ত রাখলেন মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করা এবং তার পরে আবূ বকর ও উমার (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার কিছুটা অব্যক্ত রাখলেন এবং এতদ সম্পর্কে ভৎর্সনা করলেন না। (فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ) যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালেন নবী (সা) হাফসাকে জানালেন, যা তিনি আয়েশাকে জানিয়ে ছিলেন তখন সে বলল, হাফসা (রা) বললেন, কে আপনাকে এটি অবহিত করল, আমি আয়েশা (রা)-কে বলেছি একথা আপনাকে কে জানাল? তিনি বললেন, নবী (সা) বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন, আমাকে জানিয়েছেন যিনি অবগত আয়েশার সাথে তোমার বক্তব্য সম্পর্কে যিনি অবহিত তার নিকট তোমার কথা সম্পর্কে।

(٤) اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝

(٥) عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

৪. তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তাওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তাঁর সহায়।

৫. যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

৪. (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ) যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র

নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর নবীকে কষ্টদানে ও তাঁর অবাধ্যতায় একে অপরকে সাহায্য কর (فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ) তবে জেনে রাখ আল্লাহ্‌ই তাঁর বন্ধু রক্ষাকারী, সাহায্যকারী এবং তোমাদের বিরুদ্ধে সহায়তাকারী। এবং জিব্‌রাঈল তোমাদের বিরুদ্ধে তার সাহায্যকারী ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ ও আবূ বকর, উমার (রা), উসমান (রা), আলী (রা) ও অন্যান্য নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্যকারী। উপরন্তু অন্যান্য ফিরিশতাগণও তাদের সাথে সাহায্যকারী, তোমাদের বিরুদ্ধে সহায়তাকারী।

৫. (عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا) যদি তিনি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক নিশ্চয় তাকে দেবেন বিবাহ করিয়ে দিবেন, আল্লাহ্‌র বক্তব্যে عَسٰى শব্দটি নিশ্চয়তা ও অবশ্যম্ভাবী অর্থে ব্যবহৃত হয়, তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী আনুগত্যে যারা হবে মুসলিম, মুখে স্বীকারোক্তিকারী মু'মিন ঈমান আনয়নে মুখে ও অন্তরে সত্যবাদিনী অনুগতা আল্লাহ্‌র প্রতি ও নিজেদের স্বামীদের প্রতি তাওবাকারিণী পাপরাশি হতে ইবাদতকারিণী আল্লাহ্‌র একত্ববাদে স্বীকৃতিদানকারিণী সিয়াম পালনকারিণী রোযা পালনকারিণী, অকুমারী, স্বামী পরিত্যক্তা যেমন ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া বিনত মুযাহিম এবং কুমারী ঈসা মাতা ও ইমরান তনয়া মারইয়াম (আ)।

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

(٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৬. মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

৭. হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে।

৬. (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا) হে মু'মিনগণ! মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে বিশ্বাসীগণ, তোমরা রক্ষাকর নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে তোমাদেরকে, তোমাদের সম্প্রদায়কে, তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণকে অগ্নি হতে অর্থাৎ তাদেরকে শাসন কর, কল্যাণের পথ শিক্ষা দাও এবং এভাবে অগ্নি হতে রক্ষা কর (وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ) যার ইন্ধন হবে জ্বালানী হবে মানুষ ও প্রস্তর গন্ধক বিশিষ্ট পাথর জ্বালানী হিসেবে এটি সর্বাধিক উপযুক্ত বস্তু যাতে নিয়োজিত আছে আগুনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে ফিরিশতাগণ অর্থাৎ প্রহরী ফিরিশতাগণ যারা নির্মমহৃদয় বিশালদেহী, কঠোরস্বভাব, শক্তিশালী, তারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ দেন জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দানে যে নির্দেশ দেন এবং তারা

৭. (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَعْتَذِرُوْا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) হে কাফিরগণ! যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছ, আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করো না, কারণ আজ তোমাদের কোন ওযর গ্রহণ করা হবে না। তোমাদেরকে তার-ই প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে এবং যা তোমরা বলতে দুনিয়াতে।

(৮) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(৯) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৮. মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাওবা কর-আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান!

৮. (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا) হে মু'মিনগণ! যারা ঈমান এনেছ মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর পাপরাশি থেকে বিশুদ্ধ তাওবা খাঁটি তাওবা, অন্তরের সততার সাথে। আর তা হচ্ছে অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া মুখে ক্ষমা চাওয়া, দৈহিক ও আন্তরিকভাবে সে কাজ থেকে ফিরে আসা যে, কখনও আর সেদিকে যাবে না। (عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু, আল্লাহ্‌র বাণীতে عَسٰى শব্দটি নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত, তোমাদের মন্দকর্মগুলো মোচন করে দিবেন তাওবার ফলে তোমাদের পাপররাশি ক্ষমা করে দিবেন। (وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ) এবং তোমাদের দাখিল করবেন আখিরাতে জান্নাতে উদ্যানসমূহে যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত যার বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নীচে দিয়ে প্রবাহিত নদী সুরা, পানি, মধু ও দুধের নদী। যেদিন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ অপদস্থ করবেন না নবীকে কাফিরদেরকে অপদস্থ করার ন্যায় অর্থাৎ আল্লাহ্ তার নবীকে শাস্তি দিবেন না এবং তার মু'মিন সংগীদেরকে আবূ বকর (রা) ও তাঁর সাথী, যারা নবীর উপর ঈমান এনেছে তাদেরকেও শাস্তি দিবেন না। (نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) তাদের জ্যোতি ধাবিত হবে আলোকিত করবে তাদের সম্মুখে পুলসিরাতের উপর ও তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে। তারা বলবে মুনাফিকদের জ্যোতি অন্তর্হিত হবার পর, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর

৯. (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) হে নবী! জিহাদ কর কাফিরদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারি দ্বারা যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মদীনার মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে ভয়-ভীতি ও শাস্তির হুমকি প্রদর্শন করে এবং তাদের প্রতি কঠোর হও বক্তব্য ও কর্মে তাদের উভয় গোষ্ঠীর প্রতি রূঢ় আচরণ কর। তাদের আশ্রয়স্থল মুনাফিক ও কাফিরদের প্রত্যাবর্তনের স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম কতই না মন্দ। হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা নূহ ও লূত (আ)-এর স্ত্রীর বিষয়টি উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন:

(١٠) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

(١١) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١٢) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

১০. আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্যে নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল: জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও।

১১. আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের জন্যে ফির'আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! তোমার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার কর এবং আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দাও।

১২. আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীণীদের একজন।

১০. (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ) আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন কাফিরদের জন্য পরিচিতি বর্ণনা করেছেন দুই কাফির মহিলার নূহের স্ত্রী ওয়াহিলার ও লূতের স্ত্রী ওয়াইলার, তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্য হতে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার, রাসূলের অধীন, (فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ) তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল দীনের ক্ষেত্রে তারা দু'জনে সে

রেখেছিল। অবশ্য তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়নি। কারণ কোন নবীর স্ত্রীই কখনও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়। ফলে তারা নূহ ও লূত (আ) তাদের কোন কাজে আসেনি তাদের কোন কল্যাণ করতে পারেনি আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাদের কুফরীর দরুন তাদের স্বামীদ্বয়ের সততা ও যোগ্যতা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাদেরকে বলা হলঃ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর আখিরাতে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আওনের স্ত্রী আছিয়া বিন্‌ত মুযাহিম (আ) ও মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান (আ)-এর কথা উল্লেখ করত হাফসা (রা) ও আয়েশা (রা)-কে তাওবা ও সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বললেন ঃ

১১. (وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ) আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন, দুই মুসলিম মহিলার চরিত্র বর্ণনা করলেন, ফির'আউন পত্নী আছিয়া বিন্‌ত মুযাহিম (আ) সে প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ ফির'আউন কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে (اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দাও যাতে ফির'আউনের শাস্তি ভোগ আমার জন্য সহজ হয়। এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আউন থেকে ফির'আউনের ধর্ম থেকে এবং তার কর্ম থেকে তার শাস্তি থেকে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় থেকে কাফির সম্প্রদায় হতে। অনন্তর তাঁর ঈমান ও নিষ্ঠার বদৌলতে তাঁর স্বামীর কুফরী তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

১২. (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا) এবং ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল নিজের যৌনাঙ্গকে হিফাযতে রেখেছিল, অর্থাৎ জামার ফাঁকটি রক্ষা করেছিল অশ্লীলতা থেকে। ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম আমার নির্দেশে জিবরাঈল (আ) তার জামার ফাঁকে ফুঁকে দিয়েছিল, ফলে তিনি ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করেন এবং সে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তার প্রতিপালকের বাণীকে জিবরাঈল (আ) তাকে যা বলেছিল "আমি তোমার প্রতিপালকের দূত আপনাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন" (وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ) এবং তার কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন তাওরাত ইঞ্জিল এবং সকল কিতাবকে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তার প্রতিপালকের বাণীকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ মারইয়াম তনয় ঈসা (আ)-কে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী 'কুন-হও' দ্বারা তিনি সৃজিত হবেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টি হলেন এবং তার কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল। সে ছিল অনুগতদের একজন সুখে-দুঃখে আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীলদের একজন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি তাদেরই একজন ছিলেন, যারা ছিল সর্বোচ্চ ও সর্ব মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত।

সূরা মুল্‌ক

মক্কায় অবতীর্ণ

৩০ আয়াত, ৩৩৫ শব্দ, ১৩১৩ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُنِ ۝

(২) الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

(৩) الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝

(৪) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

১. পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।

৩. তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি?

৪. অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত :

১. (تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) মহা মহিমান্বিত তিনি, বরকতময়, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সুমহান, পবিত্র, সমুচ্চ, সর্ব উর্ধ্ব, এবং সন্তান-সন্ততি ও অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত, সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ব অর্থাৎ সম্মান ও অসম্মানের মালিক তিনিই। সব কিছুর ভাণ্ডার তাঁরই হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে মর্যাদা দানে লাঞ্ছিতকরণে সর্বশক্তিমান।

২. (الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ) যিনি সৃষ্টি

ন্যায়। যে বস্তুর পাশ দিয়ে সেটি যাতায়াত করে, তার ঘ্রাণ যে বস্তু গ্রহণ করে এবং যে বস্তুকে সে পদদলিত করে এবং সেটির প্রভাব যে বস্তুর উপর পতিত হয়, সে বস্তু জীবন লাভ করে। এটি খচ্চরের চেয়ে ছোট ও গর্দভের চেয়ে বড় একটি জন্তু। দৃষ্টির শেষ সীমানায় রাখে তার পদক্ষেপ, নবীগণ (আ) সেটির উপর আরোহণ করেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি বীর্য সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মূলত আয়াতে পূর্বাপর হয়েছে (خَلَقَ الْحَيٰوةَ وَالْمَوْتَ) ছিল, অর্থাৎ তিনি জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে তোমাদেরকে যাচাই করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম, কর্ম সম্পাদনে খাঁটি-নিষ্ঠবান। তিনি পরাক্রমশালী বেঈমানদেরকে শাস্তি দানে, ক্ষমাশীল তাওবাকারী ও মুমিনদের প্রতি।

৩. (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰي فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ) যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ গম্বুজের ন্যায় একটি আরেকটির উপরে, প্রান্ত সীমা পরস্পর সংযুক্ত। তুমি দেখতে পাবে না হে মুহাম্মদ (সা) দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে আকাশমণ্ডলীর সৃজনে কোন খুঁত, বক্রতা। আবার তাকিয়ে দেখ, (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ) পুনরায় দৃষ্টিপাত কর আকাশের দিকে কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? ফাঁক-ফোকর, ছিদ্র, ত্রুটি ও খুঁত দেখতে পাও কি?

৪. (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ) অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও বার বার আকাশের দিকে তাকাও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এবং ভেবে দেখ। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ-ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে, কোন খুঁত না দেখেই তা দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে ফিরে আসবে।

(٥) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيٰطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ○

(٦) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

(٧) اِذَآ اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِيَ تَفُورُ ○

(٨) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيرٌ ○

৫. আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপের উপকরণ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

৬. যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

৭. যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে।

৮. ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি?

৫. (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ) আমি সুশোভিত করেছি নিকটবর্তী আকাশকে, প্রথম আকাশকে প্রদীপ মালা দ্বারা, তারকারাজি

শয়তানদের লক্ষ্য করে তা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে তাদের কতক বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে, কতক হয় নিহত এবং অপর কতক পুড়ে যায়। আমি প্রস্তুত রেখেছি তাদের জন্য শয়তানদের জন্য আখিরাতে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি ইন্ধন রূপে জ্বলবার শাস্তি।

৬. (وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনের স্থল তারা যে স্থানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে সে জাহান্নাম কতই না মন্দ।

৭. (اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ) যখন তারা নিক্ষিপ্ত হবে, তন্মধ্যে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নি উপাসক আরবের মুশরিকগণকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তারা তার শব্দ শুনবে জাহান্নামের শব্দ শুনবে গর্দভের শব্দের ন্যায়। আর সেটি হবে উদ্বেলিত টগবগে ফুটন্ত।

৮. (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ) রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে কাফিরদের প্রতি ক্রোধে তা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে যখনই তাতে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে কোন একটি দলকে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, কাফির কোন এক দলকে তাদের রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? ভীতি প্রদর্শনকারী কোন রাসূল কি আসেনি?

(৯) قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ○

(১০) وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

(১১) فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

(১২) اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

(১৩) وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৯. তারা বলবে ঃ হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।

১০. তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না।

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।

১২. নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

গণ্য করেছিলাম, রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, এবং আমরা বলে ছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, কিতাবও নাযিল করেন নি এবং আমাদের প্রতি রাসূলও অবতীর্ণ করেন নি, (اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ) তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ, আমরা রাসূলদেরকে এভাবে বলেছিলাম যে, তোমরা মহা ভূলে লিপ্ত রয়েছ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত রয়েছ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জাহান্নামের প্রহরীগণ তাদেরকে বলবে ঃ "তোমরা দুনিয়াতে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলে এবং মহাভুলে তথা আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত ছিলে।"

১০. (وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ) এবং তারা আরো বলবে জাহান্নামের প্রহরীদেরকে, যদি আমরা শুনতাম মনোযোগ সহকারে সত্য ও হিদায়াতের বাণী অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, দুনিয়াতে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হতাম তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে থাকতাম না।

১১. (فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ) তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে নিজেদের শিরকের কথা স্বীকার করবে। অভিশাপ, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও লজ্জিত হওয়া জাহান্নামীদের জন্য, আজকে যারা জাহান্নামের ইন্ধন হচ্ছে তাদের জন্য।

১২. (اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ) যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যায়, যদিও তারা তাকে দেখেনি, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা দুনিয়াতে কৃত তাদের অপরাধের এবং মহাপুরস্কার জান্নাতে, বিরাট প্রতিদান।

১৩. (وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল, মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা কর অথবা প্রকাশ্যে বল যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে যে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশই কর না কেন, তিনি তো অন্তর্যামী, হৃদয়ে ভাল-মন্দ যা আছে সর্ববিষয়ে অবহিত।

(١٤) اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

(١٥) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝

(١٦) ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۝

(١٧) اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।

১৫. তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।

১৬. তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসায়ে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে।

১৭. না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী।

১৪. (اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ) তিনি কি জানেন না গোপন বিষয়, যিনি সৃষ্টি করেছেন গোপন বিষয়গুলো, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, অন্তরের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও তিনি অবহিত। তিনি সম্যক অবগত তথাকার ভাল ও মন্দ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তাঁর জ্ঞান, ভাল-মন্দ সর্ব ক্ষেত্রে কার্যকর, তিনি এগুলো সম্পর্কে অবহিত।

১৫. (هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ) তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন বাধ্যগত করে দিয়েছেন, পাহাড় পর্বত দিয়ে সেটিকে নম্র করে দিয়েছেন, অতঃপর তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে, দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর পথে পথে তোমরা ঘোরাফেরা করতে থাক। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর পাহাড়ে-পর্বতে ও পথে-পথে চলাচল করতে থাক এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর, তাঁর রিযক থেকে খেয়ে থাক। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট আখিরাতে প্রত্যাবর্তন স্থল তাঁর নিকট।

১৬. (ءَاَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ) তোমরা কি নিশ্চিত আছ হে মক্কাবাসীগণ, তোমরা কি দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর নাফরমানী করে যাচ্ছ, তাহলে কি তোমরা শংকাহীন আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, আরশে যিনি রয়েছেন, তাঁর শাস্তি থেকে যে, তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না, তোমাদেরকেসহ ভূমিকে তলিয়ে দিবেন না? আর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে, তোমাদেরকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সর্বনিম্ন সপ্তম স্তরে গিয়ে পৌঁছবে, যেমনটি ধসে পড়েছিল কারূনকে নিয়ে।

১৭. (اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ) অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ আকাশে যিনি রয়েছেন তাঁর সম্পর্কে আরশে যিনি আছেন তাঁর শাস্তি সম্পর্কে, কারণ তোমরা তো অবলীলাক্রমে তাঁর নাফরমানি করে যাচ্ছ যে, তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করবেন না, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি যেভাবে পাথর কুঁচি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেরূপ পাথর কুঁচি তোমাদের উপর প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ দ্বারা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের প্রতি আমার কেমন রোষ।

(১৮) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

(১৯) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۘؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ○

১৮. তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি।
১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকূলের প্রতি-পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী?

১৮. (وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ) তাদের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করেছিল হে মুহাম্মদ (সা) আপনার সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার

১৯. (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) তারা কি লক্ষ্য করে না? মক্কার কাফিররা কি তাকিয়ে দেখেনি, তাদের উর্ধ্ব দেশে তাদের মাথার উপরে বিহঙ্গকুলের প্রতি যারা পক্ষ বিস্তার করে পাখা মেলে ও সংকুচিত করে দেহের সাথে জড়িয়ে ফেলে দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন ডানা মেলে দেয়ার পর, তিনি সর্ববিষয়ে, ডানা বিস্তার ও সংকোচন সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা ।

(٢٠) أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝

(٢١) أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝

(٢٢) أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

(٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

(٢٤) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(٢٥) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

(٢٦) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

২০. রহমান আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে।

২১. তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।

২২. যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে; না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

২৩. বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২৪. বল, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে।

২৫. কাফিররা বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

২৬. বল, এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২০. (أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সেনাবাহিনী আছে কি? যারা তোমাদেরকে যাহায্য করবে রক্ষা করবে আল্লাহর শাস্তি হতে। কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছে, দুনিয়ার অসার ও প্রতারণামূলক বিষয়ে লিপ্ত রয়েছে।

২১. (أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ও ভূমি থেকে ফসল উৎপাদন করে দিবে তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন তাহলে কে আছে যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে? বস্তুত

২২. (أَفَمَنْ يَّمْشِي مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ أَهْدٰى أَمَّنْ يَّمْشِي سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, বিভ্রান্তিতে ও কুফরীতে মুখ থুবড়ে থাকে, অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ইবন হিশাম সে-ই কি ঠিক পথে চলে, সত্য দীনের অনুসরণ করে, না-কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে সুস্থ সচেতন মনে সোজা হয়ে সুদৃঢ় দীনে তথা ইসলামে অবিচল থাকে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)।

২৩. (قُلْ هُوَ الَّذِيْ أَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ) বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সৃজন করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, যাতে সেটি দ্বারা সত্য ও হিদায়াত শুনতে পার, ও দৃষ্টি শক্তি যাতে সেটি দ্বারা সত্য ও হিদায়াতের পথ দেখতে পাও এবং অন্তঃকরণ অর্থাৎ ক্বালব-হৃদয়, যদ্বারা সত্য ও হিদায়াত অনুধাবন করতে পার, তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য যা করেছেন তার মুকাবিলায় তোমাদের কৃতজ্ঞতা নিতান্তই স্বল্প। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তোমরা কম-বেশি মোটেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

২৪. (قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ) বল, তিনি তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে আদম (আ) থেকে, এবং আদম (আ) কে মাটি থেকে আর মাটিতো পৃথিবীর-ই অংশ এবং তাঁর নিকটই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে আখিরাতে, অতঃপর তিনি তোমাদের কর্মের প্রতিফল দান করবেন।

২৫. (وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) এবং তারা বলে, মক্কার কাফিররা বলে, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে যেই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিচ্ছে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও এই বক্তব্যে, তুমি যদি সত্যবাদীদের একজন হও।

(٢٧) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○

(٢٨) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٢٩) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٣٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○

২৭. যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে : এটাই তো তোমরা চাইতে।

২৮. বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ–যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

২৯. বল, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় আছে।

২৬. (قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) বল, হে মুহাম্মদ (সা) তাদেরকে, জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট আছে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ও শাস্তি অবতরণের জ্ঞান কেবল তাঁর নিকট। আমি তো সতর্ককারী মাত্র, সচেতনকারী রাসূল, এমন ভাষায় তোমাদের নিকট বক্তব্য রাখি যা তোমরা জান।

২৭. (فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْـٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ) যখন তারা সেটি দেখবে অর্থাৎ জাহান্নামের আযাব নিকটবর্তী দেখবে যে তা আসন্ন; অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, চক্ষে যখন দেখবে। কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে যাবে জাহান্নামের শাস্তি তাদের মুখমণ্ডল মলিন করে দিবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই আযাব কাফিরদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে এবং বলা হবে তাদেরকে এই শাস্তি তোমরা চাচ্ছিলে দুনিয়াতে কামনা করছিলে এবং তোমরা বলছিলে যে, তা বাস্তবায়িত হবে না।

২৮। (قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ) বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? হে মক্কাবাসীগণ! যদি আল্লাহ ধ্বংস করেন আমাকে ও আমার সঙ্গীগণকে মু'মিনদেরকে শাস্তি দিয়ে অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে আযাব থেকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন। আর তিনি তো আমাদেরকে দয়া করার ও ধ্বংস করার মালিক। তাতে কে রক্ষা করবে কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে হে মুহাম্মদ (সা)।

২৯. (قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) বল, তাদেরকে তিনি দয়াময় আমাদেরকে মুক্তি দেন ও দয়া প্রদর্শন করেন আমরা তাঁতে বিশ্বাস করি তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করি ও তাঁর-ই উপর নির্ভর করি, আস্থা রাখি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে শাস্তি অবতরণ কালে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে কে রয়েছে প্রকাশ্য কুফরীতে কে রয়েছে, হে মুহাম্মদ (সা)!

৩০. (قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ) বল, তাদেরকে তোমরা ভেবে দেখছ কি? হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা কি বল, যদি তোমাদের পানি যমযম কূপের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, ভূমির নিম্নস্তরে চলে যায়, বালতি ও কলসী দিয়ে তা তুলতে না পার, কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবাহমান পানি দৃশ্যমান পানি যা তোমরা বালতি ও কলসী দিয়ে তুলতে পার। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নূন ও কলমের সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত গতিময় এ পানি আর কে তোমাদেরকে এনে দিবে?

সূরা কালাম

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫২, শব্দ ৩০০, অক্ষর ১২৫৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(۱) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝

(۲) مَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝

(۳) وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝

(٤) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

(٥) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝

১. নূন-শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে,
২. তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।
৩. তোমার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার।
৪. তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।
৫. সত্বরই তুমি দেখে নেবে এবং তারাও দেখে নেবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ) নূন, আল্লাহ্ তা'আলা 'নূন' এর শপথ করছেন। এ 'নূন' হচ্ছে সেই মাছ যেটি আপন পিঠে পৃথিবী বহন করে রয়েছে। এটি পানিতে অবস্থান করছে। এর নীচে রয়েছে একটি ষাঁড়, ষাঁড়টির নীচে একটি পাথর, পাথরটির নীচে রয়েছে নরম মাটি, এ মাটির নীচে কি আছে তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। মাছটির নাম 'লিওয়াশ- (ليواش) কারো কারো মতে 'লুতিয় (لُوْتَهَاء) ষাঁড়টির নাম বাহ্মূত, কারো কারো মতে তাল্হুত, কারো কারো মতে লিয়ূতা। যে সমুদ্রে মাছটির অবস্থান সেটির নাম আদওয়াস (عضواص)। বিরাট সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র ষাঁড়ের ন্যায়। সেই সমুদ্রটি একটি গভীর গোলাকার পাথরের মধ্যে। পাথরটিতে চার হাজার ছিদ্র আছে। তার একটি দিয়ে পৃথিবীতে পানি প্রবাহিত হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা

দোয়াত। শপথ কলমের, আল্লাহ তা'আলা কলমের শপথ করেছেন, এই কলম নূরের তৈরী। দৈর্ঘ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান, এটি দিয়েই যিকর-ই হাকিম তথা লাওহ্-ই মাহ্ফূযে লিখা হয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ফিরিশতাকুলের অন্যতম এক ফিরিশতার নাম কলম। আল্লাহ্ তা'আলা কলমের শপথ করলেন, এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তাঁর ফিরিশতাগণ বনী আদমের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর শপথ করলেন এর পর বললেন,

২. (مَـا اَنْـتَ بِـنِـعْـمَـةِ رَبِّـكَ بِـمَـجْـنُـوْنٍ) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে নবুওয়াত ও ইসলামের বদৌলতে, হে মুহাম্মদ (সা) তুমি উন্মাদ নও যে, পাগলামী করবে। এটাই শপথের বিষয়বস্তু।

৩. (وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْـرَ مَـمْـنُـوْنٍ) এবং তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে হে মুহাম্মদ (সা) নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার নবুওয়াত ও ইসলামের বদৌলতে জান্নাতে রয়েছে পরিপূর্ণ পুরস্কার, যা বন্ধ হবার নয়, যা সীমিত নয়. এবং এর দ্বারা কেউ তোমার উপর অনুকম্পা প্রকাশ করবে না।

৪. (وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ) তুমি অবশ্যই হে মুহাম্মদ (সা) মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আল্লাহ্র নিকট প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান দীনে বিদ্যমান। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ লাভ করেছ, অর্থাৎ সৎ ও সুন্দর চরিত্র, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন 'খা' ও 'লাম' অক্ষরে পেশ যোগে পড়লে এ অর্থ হবে।

৫. (فَسَتُبْصِـرُ وَيُبْصِـرُوْنَ) শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে, তুমি অবলোকন করবে ও জানতে পারবে এবং তারাও আলোকন করবে ও জানতে পারবে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হলে।

(٦) بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ○

(٧) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

(٨) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٩) وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

(١٠) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

(١١) هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ○

৬. কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত।

৭. তোমার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত।

৮. অতএব, তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবে না।

৯. তারা চায় যদি তুমি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে।

১০. যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, তুমি তার আনুগত্য করবে না,

৬. (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত উন্মাদ, হে মুহাম্মাদ (সা)!

৭. (اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ) তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন যে বিচ্যুত হয়েছে তাঁর পথ হতে তাঁর দীন হতে অর্থাৎ আবূজাহ্‌ল ও তার সাথীদের সম্পর্কে এবং (وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ) তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে যারা সৎপথপ্রাপ্ত যারা তাঁর দীনের সন্ধান পেয়েছে অর্থাৎ আবূবকর (রা) ও তাঁর সাথীগণ।

৮. (فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ) সুতরাং তুমি অনুসরণ করবে না হে মুহাম্মদ (সা) মিথ্যাচারীদের, যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌কে, তাঁর কিতাব ও রাসূলকে। অর্থাৎ মক্কার নেতাদের অনুসরণ করবে না।

৯. (وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ) তারা চায় কামনা করে যে, আপনি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে তুমি ওদের প্রতি নম্রতা-শৈথিল্য প্রদর্শন করলে, তারাও তোমার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তুমি তাদের সাথে ঐকমত্য প্রদর্শন করলে তারাও তোমার সাথে ঐকমত্য প্রদর্শন করবে এবং তুমি ওদের সাথে আপসমূলক আচরণ করলে তারাও তোমার সাথে আপসমূলক আচরণ করবে।

১০. (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ) তুমি অনুসর করবে না হে মুহাম্মদ (সা) সে ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে, সে লাঞ্ছিত আল্লাহ্‌র দীন পালনে দুর্বল, অর্থাৎ ওয়ালিদ ইবন মুগিরা আল মাখযূমী।

১১. (هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ) যে পশ্চাতে নিন্দাকারী ছিদ্রান্বেষণকারী অভিশাপদাতা এবং সম্মুখে পশ্চাতে পরনিন্দাকারী যে একের কথা অন্যকে লাগায় যে মানুষের গোপন কথা প্রকাশ করত সমাজে শান্তি বিঘ্নিত করে,

(١٢) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ

(١٣) عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۙ

(١٤) اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۙ

(١٥) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٦) سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

১২. যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ,

১৩. কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত;

১৪. এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী।

১৫. তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে ঃ সেকালের উপকথা।

১৬. আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব।

১২. (مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ) যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেনা এবং নিজ সন্তান, ভাই-বেরাদার ও আত্মীয়-স্বজনকেও ইসলাম গ্রহণ করতে দেয় না। সে সীমালংঘনকারী

১৩. (عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ) রূঢ় স্বভাব অসত্য ও মিথ্যার পক্ষে চরম বিতর্ককারী। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে প্রচুর আহার গ্রহণকারী, প্রচুর পানকারী, সুস্থ দেহ ও বিরাট ভুড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তদুপরি জারজ এমন সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত। প্রকৃত পক্ষে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কুফরী, শিরক, সত্যদ্রোহী, অশ্লীলতা ও নষ্টামীতে যে প্রসিদ্ধ। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তার থুতনির তলদেশে ঝুলানো মাংস খণ্ড ছিল।

১৪. (اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ) এজন্য যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী অর্থাৎ তুমি তার অনুসরণ করবেন না, যদিওবা সে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ। তার ছিল প্রায় ৯০০০ ভরি রৌপ্য এবং তার ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল দশ।

১৫. (اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে আদেশ, নিষেধ সম্বলিত কুরআন পাঠ করা হলে সে বলে, এটিতো সেকালের উপকথা মাত্র, অতীত যুগের প্রাচীন লোকদের মিথ্যা ও অসত্য কাহিনী।

১৬. (سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ) আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দিব তার চেহারায় প্রহার করবো, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তার মুখমণ্ডলে কালিমালিপ্ত করে দেওয়া হবে।

১৭. (اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি মক্কাবাসীদেরকে যাচাই করেছি। হত্যা করা, বন্দী ও বদর দিবসে পরাজয় দিয়ে তাদের ক্ষমা না চাওয়ার কারণে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রার্থনার ফলে। আমি বদর দিবসের পর সাত বছর পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দুর্ভিক্ষ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম যাচাই করেছিলাম ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও বাগান জ্বালিয়ে দিয়ে উদ্যান অধিপতিদেরকে বাগান মালিকদেরকে অর্থাৎ বনী যারওয়ান গোত্রকে, (اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ) যখন তারা শপথ করেছিল, আল্লাহর নামে তারা প্রত্যূষে আহরণ করবে প্রভাতে সংগ্রহ করবে বাগানের ফল।

(১৭) اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ

(১৮) وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ

(১৯) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ

(২০) فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۙ

(২১) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ

(২২) اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ

১৭. আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে,

১৮. 'ইনশাআল্লাহ' না বলে।

১৯. অতঃপর তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল।

২১. সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল,
২২. তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল।

১৮. (وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ) 'আল্লাহ্ চাইলে' না বলে, তারা ইনশাআল্লাহ্ বলেনি।

১৯. (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ) অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাতের বেলা সেটিতে হানা দিল উদ্যানে এক বিপর্যয় আযাব। (وَهُمْ نَائِمُوْنَ) তখন তারা ছিল নিদ্রিত।

২০. (فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ) অতঃপর সেটি রূপান্তরিত হল উদ্যানটি দগ্ধিভূত হল অমানিশার ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণে ঘোর অন্ধকার রাত্রির ন্যায়।

২১. (فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ) প্রত্যুষে তারা একে অন্যকে ডেকে বলল, প্রভাতে পরস্পর ডাকাডাকি করে বলল, তোমরা সকাল সকাল তোমাদের ক্ষেতে চল,

২২. (اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ) যদি তোমরা ফল আহরণ করতে চাও দরিদ্রগণ জানার পূর্বে।

(٢٣) فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۙ

(٢٤) اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۙ

(٢٥) وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ

(٢٦) فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۙ

(٢٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ

(٢٨) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ

(٢٩) قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

২৩. অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে,
২৪. অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে।
২৫. তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল।
২৬. অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল : আমরা তো পথ ভুলে গেছি।
২৭. বরং আমরা তো কপালপোড়া,
২৮. তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনও তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন?
২৯. তারা বলল : আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।

২৩. (فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ) অতঃপর তারা চলল বাগানের দিকে নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে

২৪. (أَنْ لاَّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ) আজকে যেন তথায় প্রবেশ করতে না পারে বাগানে ঢুকতে না পারে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি।

২৫. (وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ) তারা প্রত্যুষে প্রবেশ করল বিদ্বেষ পোষণ করত অপর ব্যাখ্যায় তারা বাগানে প্রবেশ করল, সক্ষম হয়ে ফল আহরণে ক্ষমতাশালী মনে করে।

২৬. (فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ) অতঃপর তারা যখন তা প্রত্যক্ষ করল অগ্নিদগ্ধ বাগান দেখল তারা বলল, আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি, পথ ভুলে গিয়েছি। তারা মনে করেছিল। বাস্তবেই তারা পথ ভুলে গিয়েছিল। তারপর প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে তারা বলল,

২৭. (بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ) না, আমরা তো বঞ্চিত আমাদের বাগানের লাভ ও কল্যাণ হতে এবং তা আমাদের মন্দ নিয়তেরই ফল।

২৮. (قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ) তাদের মধ্যম ব্যক্তি বলল, বয়সের দিক থেকে মধ্যম ব্যক্তি বলল, অপর ব্যাখ্যায় তাদের বক্তব্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলল, অপর ব্যাখ্যায় তাদের সব চেয়ে বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বললঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন? তারা শপথ করার সময় ইনশাআল্লাহ্ বলেনি, তাই এ ব্যক্তি তাদেরকে বলেছিল।

২৯. (قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ) তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি আমরা প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ) আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম নিজেদের পাপের কারণে 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে এবং দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করার কারণে আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী ছিলাম।

(٣٠) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ○

(٣١) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ○

(٣٢) عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ○

(٣٣) كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٤) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৩০. অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।

৩১. তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।

৩২. সম্ভবত আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী।

৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত।

৩৪. মুত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত।

৩০. (فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ) অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল, একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তুমিই আমাদের জন্য এ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ।

৩১. (قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ) সর্বোপরি তারা বলল, "হায় দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম, সীমালংঘনকারী দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করায় আমরা দোষী ছিলাম।

৩২. (عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا) আমরা আশা রাখি আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যে عسى শব্দটি নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের প্রতিপালক এটির পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন আখিরাতে উৎকৃষ্টতর উদ্যান এটির চেয়ে। (اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ) আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম আমাদের প্রতিপালকের দিকেই অনুরক্ত হলাম।

৩৩. (كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ) শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে দুনিয়াতে যারা নিজ নিজ সম্পদে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য পরিশোধ না করে তাদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। যেমন হয়েছে উদ্যান-মালিকদের ক্ষেত্রে। উদ্যান ভস্মীভূত হয়েছে এবং অতঃপর তারা অনাহারে কষ্ট পেয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মক্কাবাসীদের উপর যেরূপ হত্যা ও দুর্ভিক্ষের শাস্তি এসেছে দুনিয়ার শাস্তি এরূপই এবং আখিরাতের শাস্তি যারা তাওবা করেনি তাদের জন্য কঠিনতর দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র শাস্তির চেয়ে। (لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) যদি তারা জানত মক্কাবাসীরা জানত, কিন্তু তারা তা জানেনা এবং তা সত্য বলে বিশ্বাস করে না।

৩৪. (اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ) মুত্তাকিদের জন্য অবশ্যই রয়েছে কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা পরিহারকারীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট আখিরাতে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত, সেই জান্নাতের নিয়ামতগুলো চিরস্থায়ী, ধ্বংস হবার নয়। বর্ণিত আছে যে, উতবা ইব্‌ন রাবী'আ বলেছিল ঃ মুহাম্মদ (সা) তাঁর সাথীদেরকে জান্নাতে নিয়ামতরাজির যে সংবাদ দিচ্ছে, তা যদি প্রকৃতই সত্য হয়, তাহলে আখিরাতেও আমরা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট থাকব। যেমন দুনিয়াতে আমরা ওদের চেয়ে মর্যাদাবান রয়েছি। এ উপলক্ষে পরবর্তী আয়াত নাজিল হয়।

(٣٥) اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝

(٣٦) مَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

(٣٧) اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝

(٣٨) اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝

(٣٩) اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝

(٤٠) سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব?

৩৬. তোমাদের কী হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?

৩৭. তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর?

৩৮. তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও?

৩৫. (اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ) আমি কি মুসলিমদেরকে জান্নাতে মুসলিমদের প্রতিদানকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব, মুশরিকদের প্রতিদানের ন্যায় করব? অথচ তারা জাহান্নামের অধিবাসী, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি কি আখিরাতে মুশরিকদের প্রতিদান মুসলিমদের প্রতিদানের ন্যায় করব?

৩৬. (مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ) তোমাদের কী হয়েছে? হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত মন্দ।

৩৭. (اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ) তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে? যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর পাঠ কর।

৩৮. (اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ) যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে, কিতাবে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর যা তোমরা কামনা কর তথা আখিরাতে তোমরা জান্নাত পাবে?

৩৯. (اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) আমার সাথে কি তোমাদের কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞা আছে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান এমন কোন সুদৃঢ় অঙ্গীকার আছে যে, (اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ) তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু করবে যা সিদ্ধান্ত দিবে, তথা আখিরাতে তোমরা জান্নাতের অধিকারী হবে, তাই পাবে? হে মুহাম্মদ (সা)!

৪০. (سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাদের মধ্যে কে এই দাবির তাদের কথিত দাবির জিম্মাদার, দায় বহনকারী?

(٤١) اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ○

(٤٢) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○

(٤٣) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ○

(٤٤) فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۗ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪১. না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২. গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না।

৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল।

৪৪. অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না।

৪১. (اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ) তাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? উপাস্য আছে? তবে দেব-দেবী-গুলোকে উপস্থিত করুক উপাস্যগুলোকে নিয়ে আসুক (اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ) যদি তারা সত্যবাদী

৪২. (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ) সেই চরম সংকটের দিনে যে দিন তাদের নিকট উন্মোচিত হবে দুনিয়াতে তাদের অজ্ঞাত বিষয়। অপর ব্যাখ্যায়, চরম বিপর্যয়ের দিনে। অপর ব্যাখ্যায়, যে দিন তাদের ও তাদের প্রভুর মাঝে বিদ্যমান নিদর্শন উন্মোচিত হবে এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য। যখন তারা বলবে ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা মুশরিকও ছিলাম না, মুনাফিকও ছিলাম না, তখন তাদের সিজদা করতে ডাকা হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না সিজদা করতে, তাদের পৃষ্ঠগুলো লৌহ প্রাচীরের ন্যায় কঠিন হয়ে থাকবে।

৪৩. (خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ) তাদের দৃষ্টি অবনত, চক্ষু অধোমুখী হবে, কোন কল্যাণই তাদের নজরে আসবে না। দীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে দুশ্চিন্তা ও কালিমা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে অথচ তাদেরকে আহ্বান করা হত দুনিয়াতে সিজদা করতে তাওহীদ গ্রহণ করত আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হতে। কিন্তু তারা তাওহীদ গ্রহণ করেনি, আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হয়নি। তখন তারা নিরাপদ ছিল সুস্থ ছিল, রোগমুক্ত ছিল।

৪৪. (فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ) সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা) যারা প্রত্যাখ্যান করে এই বাণীকে এই কিতাবকে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ) আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব অর্থাৎ কুরআন উপহাস কারীদেরকে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না তারা টেরও পাবে না, অতঃপর একদিন এক রাত্রির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, তারা ছিল পাঁচ জন।

(٤٥) وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

(٤٦) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(٤٧) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

(٤٨) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝

(٤٩) لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝

(٥٠) فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৪৫. আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল মজবুত।

৪৬. তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাও? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে?

৪৭. না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে।

৪৮. তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর কর এবং মাছ ওয়ালা ইউনুসের মত হবে না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল।

৪৯. যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত।

সূরা হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ

৫০ আয়াত, ২৫৬ শব্দ, ১৪৮০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَاۤقَّةُ ۙ

(٢) مَا الْحَاۤقَّةُ ۚ

(٣) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ؕ

(٤) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ

(٥) فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ

(٦) وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ

(٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ

১. সুনিশ্চিত বিষয়।
২. সুনিশ্চিত বিষয় কী?
৩. তুমি কি কিছু জান, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কী?
৪. 'আদ ও সামূদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল।
৫. অতঃপর সামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা,
৬. এবং 'আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা,
৭. যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। তুমি তাদেরকে দেখতে যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ...

২. (مَا الْحَاقَّةُ) কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? কিয়ামত, কী সেই কিয়ামত? এর দ্বারা সেটির অসাধারণত্ব প্রকাশ করা হল।

৩. (وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ) কিসে তোমাকে জানাবে হে মুহাম্মদ (সা)! সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি? কিয়ামতের দিনে কর্মের যথার্থ প্রতিদান দেওয়া হবে তাই সেদিনকে হাক্কা বা যথার্থ প্রতিদানের দিবস নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈমানের ফলে ঈমানদার লোক জান্নাতের অধিকারী হবে এবং কুফরীর ফলে কাফির লোক জাহান্নামের অধিকারী হবে।

৪. (كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ) সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় সামূদ জাতি এবং হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় 'আদ জাতি অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়, কিয়ামত অনুষ্ঠান। কিয়ামতের বিভীষিকা অন্তরগুলোকে বিচলিত ও অস্থির করে তুলবে তাই সেটিকে কারি'আ (قَارِعَةٌ) আঘাতকারী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৫. (فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) আর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল সত্যদ্রোহিতার কারণে, তাদের সত্যদ্রোহ ও শিরকের ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাদের সীমালংঘন তাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানে লিপ্ত করেছে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

৬. (وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) আর আদ সম্প্রদায়, হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা, হিমশীতল কঠোর ঝড় দ্বারা। এই ঝড় কোন সীমায় নিয়ন্ত্রিত ছিলনা, বরং তা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েছিল।

৭. (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا) তিনি তা তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন নিয়োজিত করেছিলেন সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস বিরামহীনভাবে সার্বক্ষণিক-বিরতিহীনভাবে, এক মুহূর্তের তরেও তা থেমে থাকেনি। (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعٰى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ) তখন তুমি ঐ সম্প্রদায়কে দেখতে এই দিন গুলোতে। অপর ব্যাখ্যায় এই ঝড় প্রবাহকালে তুমি হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়কে দেখতে তারা সেথায় লুটিয়ে পড়ে আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। তারা যেন সারশূন্য উৎপাটিত খর্জুর কাণ্ড।

(৮) فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝

(৯) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

(১০) فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝

(১১) اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝

(১২) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝

৮. তুমি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি?

৯. ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল।

১০. তারা তাদের পালনকর্তার রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন।

১২. যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে।

৮. (فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ) এরপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেউই ঝঞ্ঝার আক্রমণ হতে রেহাই পায়নি সবাই ধ্বংস হয়েছে। পাপাচারে লিপ্ত ছিল শিরক বাক্য বলেছিল।

৯. (وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ) ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তীরা অর্থাৎ তার সাথীরা যারা তার সাথে সমুদ্র তীরে গিয়েছিল এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ফিরআউন শিরকী বাক্য উচ্চারণ করেছিল এবং তার পূর্ববর্তীরা মানে তার পূর্ববর্তী প্রাচীন উম্মতগণ এবং ভূ-গর্ভে প্রোথিত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ লুত (আ) এর সম্প্রদায়। اِئْتَفَكَهَا। অর্থ ঃ তাকে ভূ-প্রোথিত করেছে। এরা সবাই শিরকে লিপ্ত ছিল।

১০. (فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً) তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল মূসা (আ)কে অস্বীকার করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন, কঠোর শাস্তি, সাজা দিলেন নিদারুণ সাজা।

১১. (اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, নূহ (আ)-এর যুগে মহাপ্লাবন হয়েছিল, আমি তোমাদেরকে আরোহণ করায়েছিলাম হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ! তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মেরুদণ্ডে অবস্থান করায়ে, নৌযানে নূহ্ (আ)-এর নৌকাতে।

১২. (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ) যাতে আমি নির্ধারণ করি এটাকে নূহ (আ)-এর নৌকাটাকে, অপর ব্যাখ্যায় এই ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষার বিষয়, উপদেশ, যা দ্বারা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং যাতে শ্রুতিধর কর্ণ তা সংরক্ষণ করে, স্মৃতিধর অন্তর তা স্মরণ রাখে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শ্রবণকারী কর্ণ যেন তা শ্রবণ করে এবং শ্রুত বিষয় থেকে উপকৃত হয়।

(١٣) فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

(١٤) وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝

(١٥) فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

(١٦) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝

(١٧) وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَائِهَا ۭ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝

(١٨) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে -একটি মাত্র ফুৎকার,

১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

১৫. সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে।

১৬. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে,

১৩. (فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ) যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার দু'বার নয়, অর্থাৎ পুনরুত্থানের ফুৎকার।

১৪. (وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً) এবং পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে তথা পৃথিবীতে ঘর-দোর পাহাড়-পর্বত যা আছে সব কিছু নিয়ে পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে, এবং একই ধাক্কায় সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, একযোগে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

১৫. (فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) সে দিনই সংঘটিত হবে, পর্বত সমেত পৃথিবী উৎক্ষেপনের দিনই অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রলয়, কিয়ামত।

১৬. (وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ) এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে দয়াময় আল্লাহর ভয়ে এবং ফিরিশতাকুল অবতরণের জন্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

১৭. (وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا) এবং ফিরিশতাকুল আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে চারপাশে থাকবে (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ) এবং সেদিন কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালকের আরশকে তোমার প্রভুর আরশকে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করে রাখবে কাঁধে তুলে রাখবে আটজন ফিরিশতা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আটজন ফিরিশতা অর্থাৎ আটদল ফিরিশতা। প্রত্যেক ফিরিশতার চারটি করে মুখমণ্ডল থাকবে ১টি মানুষের মুখমণ্ডলের ন্যায়, ১টি শকুনের ন্যায়, ১টি সিংহের ন্যায় এবং ১টি ষাঁড়ের মুখমণ্ডলের ন্যায়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আট সারি ফিরিশতা। অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কাররুবীন ফিরিশতাদের আটটি দল। কাররুবীন হচ্ছে সপ্তম আকাশের অধিবাসী ফিরিশতাগণ।

১৮. (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) সে দিন কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌র নিকট তিনবার করে, একবার হিসাব-নিকাশ ও আপত্তি পেশ করার জন্য, একবার পরস্পর বাদ-বিবাদ ও দাবি-দাওয়া পরিশোধের জন্য এবং আরেক বার আমলনামা পাঠ করার জন্য। তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা তোমাদের কাউকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। অপর ব্যাখ্যায়, তোমাদের কোন গোপন বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার অজ্ঞাত থাকবে না। অপর ব্যাখ্যায়, বলা হয়েছে, তোমাদের কর্মের বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকবে না।

(١٩) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ

(٢٠) اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ

(٢١) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

১৯. অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নাও, তোমার আমলনামা পড়ে দেখ।
২০. আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।
২১. অতঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে,

১৯. (فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ) তখন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে, এর দ্বারা উম্মি সালমা (রা)-এর প্রাক্তন স্বামী আবূ সালমা ইব্‌ন আবদিল

২০. (اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ) আমি জানতাম বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। আমি আমার হিসাবের মুখোমুখি হব।

২১. (فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ) সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, এমন জীবন যা সে নিজের জন্য কামনা করেছিল। অর্থাৎ সন্তুষ্টির জীবন।

(২২) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

(২৩) قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝

(২৪) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

(২৫) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝

(২৬) وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

(২৭) يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

২২. সুউচ্চ জান্নাতে।

২৩. তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে।

২৪. বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।

২৫. যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায়, আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো!

২৬. আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!

২৭. হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত।

২২. (فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) সুমহান জান্নাতে সু-উচ্চ জান্নাতে।

২৩. (قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ) যার ফলরাশি, ফল ও ফুল আহরণের ব্যবস্থা থাকবে নিকটবর্তী, নাগালের মধ্যে। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান সর্বাবস্থায় সবাই তা চয়ন করতে পারবে।

২৪. (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ) খাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা এ ফল আহার কর, এবং পান কর ঝর্ণা থেকে তৃপ্তির সাথে তাতে রোগও হবেনা মৃত্যুরও আশংকা থাকবে না। তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়, দুনিয়ার জীবনে তোমরা যে আমল-ই-সালিহ প্রেরণ করেছিলে তার বিনিময়ে। অপর ব্যাখ্যায়, সালাত ও সাওম এর বিনিময়ে।

২৫. (وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ) যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে, এতদ্বারা আবূ সালমার ভাই আসওয়াদ ইবন আবদিল আসাদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে ছিল কাফির, সে বলবে, হায় আমাকে যদি দেওয়াই না হতো আমার আমলনামা! আমার এই আমলনামা আমাকে যদি প্রদান না করা হতো।

২৭. (يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ) হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো, সে মৃত্যু কামনা করে বলবে, হায় আমি যদি আমার প্রথম মৃত্যুর উপর থেকেই যেতাম।

(٢٨) مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۚ

(٢٩) هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۚ

(٣٠) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ

(٣١) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ

(٣٢) ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۚ

(٣٣) اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۙ

(٣٤) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۚ

(٣٥) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۙ

২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না।
২৯. আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।
৩০. ফিরিশতাদেরকে বলা হবে ঃ ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও,
৩১. অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।
৩২. অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।
৩৩. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না।
৩৪. এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না।
৩৫. অতএব, আজকের দিন এখানে তার সুহৃদ নাই।

২৮. (مَا اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ) আমার কোন কাজেই আসেনি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে, আমার ধন-সম্পদ আমার ধন-দৌলত, যা আমি দুনিয়াতে সঞ্চয় করেছিলাম।

২৯. (هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ) আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে আমার যুক্তি-তর্ক, ওজর-আপত্তি সব নাকচ হয়ে গিয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন ঃ

৩০. (خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ) ধর তাকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও,

৩১. (ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ) এরপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রবেশ করিয়ে দাও জাহান্নামে।

৩২. (ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ) পুনরায় সত্তর হাত দীর্ঘ, ফিরিশতাদের হাতের মাপে। অপর ব্যাখ্যায় সত্তর গজ দীর্ঘ এক শৃংখলে তাকে শৃংখলিত কর তার পশ্চাৎ দ্বারে প্রবেশ করায়ে মুখ দিয়ে বের করে আন এবং অতিরিক্ত অংশ তার গলায় পেঁচিয়ে দাও।

৩৩. (اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ) সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না তার দুনিয়াতে অবস্থান

৩৪. (وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ) এবং সে উৎসাহিত করত না, উদ্বুদ্ধ করতো না অভাবগ্রস্তকে অন্ন দানে, মিসকিনদেরকে সাদকা দানে।

৩৫. (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ) অতএব সেথায় তার কোন সুহৃদ থাকবেনা, ঘনিষ্ঠ জন থাকবেনা যে তার কল্যাণ করতে পারে।

(٣٦) وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۙ

(٣٧) لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِــُٔوْنَ ۠

(٣٨) فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ

(٣٩) وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ

(٤٠) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۚۙ

৩৬. এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত।
৩৭. গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।
৩৮. তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি,
৩৯. এবং যা তোমরা দেখ না, তার-
৪০. নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত।

৩৬. (وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ) এবং কোন খাদ্য থাকবেনা জাহান্নামে ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত জাহান্নামীদের দেহ -নিঃসৃত রস ব্যতীত অর্থাৎ তাদের পেট ও চর্ম থেকে যে সকল বমি, রক্ত ও পুঁজ বের হবে তা ব্যতীত।

৩৭. (لَا يَاْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ) অপরাধী ব্যতীত মুশরিকগণ ব্যতীত কেউ তা খাবেনা, দেহ স্রাব কেউ খাবেনা।

৩৮. (فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ) আমি কসম করছি শপথ করছি সে বস্তুর, যা তোমরা দেখতে পাও তোমাদের দৃশ্যমান বস্তুর।

৩৯. (وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ) এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা, তোমাদের অদৃশ্য বস্তুর, হে মক্কার অধিবাসীগণ! অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা যা দেখতে পাও অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এবং তোমরা যা দেখতে পাওনা অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাও অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা অর্থাৎ আরশ ও কুরছির। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাও অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর। আল্লাহ্ তা'আলা এ গুলোর শপথ করে বলেছেনঃ

৪০. (اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ) নিঃসন্দেহে এটি অর্থাৎ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা

(٤١) وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ

(٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۙ

(٤٣) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ

(٤٥) لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ

(٤٦) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ

(٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

৪১. এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর,

৪২. এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর।

৪৩. এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

৪৪. সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত,

৪৫. তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম,

৪৬. অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।

৪৭. তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।

৪১. (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ) এই কুরআন কোন কবির রচনা নয় যে, কোন কবি এটি রচনা করেছে। (قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ) তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, বরং কম-বেশি মোটেই বিশ্বাস করনা।

৪২. (وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ) কোন গণকের কথাও নয়, যারা তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী করে তাদের কথাও নয়। (قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ) তোমরা অল্পই অনুধাবন কর, বরং কম-বেশি মোটেই অনুধাবন করনা।

৪৩. (تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর।

৪৪. (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ) সে যদি আমার নামে রচনা করত কোন মিথ্যা, অসত্য এবং আমি যা বলিনি তা আমার বলে চালিয়ে দিত,

৪৫. (لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ) আমি অবশ্যই তার ডানহাত ধরে ফেলতাম, সত্য ও যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে আমি তার প্রতিবিধান করতাম, অপর ব্যাখ্যায় আমি প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে ধরতাম।

৪৬. (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ) এবং কেটে দিতাম তার মুহাম্মদ (সা) এর জীবন ধমনী, হৃদতন্ত্র অন্তর ধমনী।

৪৭. (فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ) অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা

(٤٨) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ○

(٤٩) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ○

(٥٠) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَٰفِرِينَ ○

(٥١) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ○

(٥٢) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ○

৪৮. এটা খোদাভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ।

৪৯. আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে।

৫০. নিশ্চয় এটা কাফিরদের জন্যে অনুতাপের কারণ।

৫১. নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য।

৫২. অতএব, তুমি তোমার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর।

৪৮. (وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ) এটি অর্থাৎ কুরআন উপদেশ নসিহত মুত্তাকীদের জন্য, যারা আত্মরক্ষা করে কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা থেকে।

৪৯. (وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ) আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে, কুরআন অস্বীকারকারী রয়েছে, অবশ্য সত্য বলে গ্রহণকারীও আছে।

৫০. (وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) এটি অর্থাৎ কুরআন অনুশোচনার কারণ হবে অনুতাপের কারণ হবে কাফিরদের জন্য কিয়ামতের দিনে।

৫১. (وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ) অবশ্যই এটি অর্থাৎ কুরআন নিশ্চিত সত্য, অবিসংবাদিত সত্য যে, এটি আমার বাণী জিবরাঈল তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে এক সম্মানিত রাসূলের নিকট। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য এই কুরআন অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হবার যে কথা আমি উল্লেখ করেছি,তা নিশ্চিত সত্য, কিয়ামতের দিনে তা অবশ্যই তাদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবে।

৫২. (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তার নির্দেশে সালাত আদায় কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের একত্ববাদের আলোচনা কর, যিনি সর্বমহান।

সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ

৪৪ আয়াত, ২১৬ শব্দ, ৮৬১ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍۙ

(٢) لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌۙ

(٣) مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِؕ

(٤) تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍۚ

(٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

(٦) اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًاۙ

১. এক ব্যক্তি চাইল, সে আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত-
২. কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই।
৩. তা আসবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী।
৪. ফিরিশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।
৫. অতএব, তুমি উত্তম সবর কর।
৬. তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ

১. (سَاَلَ سَائِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ) এক ব্যক্তি কামনা করল, এক ব্যক্তি প্রার্থনা করল, সে ব্যক্তি হল নাযর ইবন্ হারিছ, সংঘটিত হোক অবধারিত শাস্তি, আসন্ন শাস্তি।

২. (لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ) কাফিরদের জন্য, কাফিরদের উপর। সেও কাফিরদের একজন ছিল। তা প্রতিরোধ করার, সে শাস্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কেউ নেই। অতঃপর সে অসহায় অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত

৩. (مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ) আল্লাহ্‌র নিকট হতে এ শাস্তি আল্লাহ্‌র নিকট হতে কাফিরদের উপর। যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিকর্তা।

৪. (تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ) ফিরিশতা ও রূহ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) তার নিকট ঊর্ধ্বগামী হবে, আল্লাহ্‌র নিকট আরোহণ করবে এমন এক দিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, ফিরিশতা ভিন্ন অন্য কারো আরোহণে লাগবে পঞ্চাশ হাজার বছর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কাফিরদের নিকট শাস্তি আসবে এমন দিনে যা ৫০ হাজার বছরের সমান। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কাউকে যদি সৃষ্টি জগতের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হত, তবে ৫০ হাজার বৎসরেও সে তা শেষ করতে পারত না।

৫. (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا) সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর হে মুহাম্মদ (সা) তাদের অত্যাচারে পরম ধৈর্য, অস্থিরতা ও গালি গালাজ না করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তুমি তাদেরকে গাল-মন্দ না করে নিজে অস্থির চিত্ত না হয়ে বরং তাদেরকে এড়িয়ে চল। অবশ্য পরবর্তীতে ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

৬. (اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا) তারা মনে করে সে দিনকে, মক্কার কাফিররা কিয়ামতের শাস্তির দিনকে মনে করে সুদূর অসম্ভব।

(٧) وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

(٨) يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

(٩) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

(١٠) وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

(١١) يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۝

(١٢) وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝

(١٣) وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۝

(١٤) وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

৭. আর আমি একে আসন্ন দেখছি।

৮. সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত।

৯. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত।

১০. বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না,

১১. তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার

১৩. তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,

১৪. এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে।

৭. (وَنَرٰهُ قَرِيْبًا) কিন্তু আমি দেখছি তা নিকটবর্তী, আসন্ন অনুষ্ঠিতব্য সব কিছুই নিকটবর্তী। তাদের শাস্তি কখন অনুষ্ঠিত হবে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্ণনা করলেন এবং বললেনঃ

৮. (يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ) যে দিন আকাশ রূপান্তরিত হবে গলিত ধাতুর মত অপর ব্যাখ্যায় বিগলিত রৌপ্যের ন্যায়।

৯. (وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ) এবং পর্বতসমূহ হবে, রূপ ধারণ করবে রঙ্গীন পশমের মত, ধুনিত পশমের ন্যায়।

১০. (وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا) এবং সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবেনা, আত্মীয় আত্মীয়ের খবর নিবেনা।

১১. (يُبَصَّرُوْنَهُمْ) তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে, পরস্পর দেখানো হবে, কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় এত বিভোর থাকবে যে, কেউ কাউকে চিনবেনা। (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ) অপরাধী সেদিন কামনা করবে মুশরিক আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ আকাঙ্ক্ষা করবে। অপর ব্যাখ্যায় নাযর ইবন্ হারিছ ও তার সাথীগণ আকাংখা করবে, যদি মুক্তিপণ দিতে পারত, পণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারত! সে দিনের শাস্তি হতে কিয়ামতের দিনের শাস্তি হতে নিজের সন্তান-সন্ততিকে, ছেলে-মেয়েদেরকে।

১২. (وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ) তার সঙ্গিনীকে স্ত্রীকে তার ভ্রাতাকে আপন ভ্রাতাকে।

১৩. (وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ) তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রীয় লোকদেরকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত যাদের সাথে সে সম্পর্কিত।

১৪. (وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ) এবং পৃথিবীর সকলকে পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলকে যাতে তিনি তাকে মুক্তি দেন, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেন।

(١٥) كَلَّا ۖ اِنَّهَا لَظٰى ۝

(١٦) نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝

(١٧) تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝

(١٨) وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝

(١٩) اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۝

১৫. কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি।

১৬. যা চামড়া তুলে দিবে।

১৭. সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল।

১৮. সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল।

১৫. (كَلاَّ انَّهَا لَظٰى) না, কখনই নয়, এর দ্বারা তার কামনা প্রত্যাখ্যান করা হল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি হতে মুক্তি দিবেন না। এ তো লেলিহান অগ্নি 'লাযা' হচ্ছে জাহান্নামের একটি নাম।

১৬. (نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى) যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে, তার হস্তদ্বয়, পদযুগল ও সর্বাঙ্গ পৃথক পৃথক করে দিবে। অপর ব্যাখ্যায় তার সারা দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিবে।

১৭. (تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى) জাহান্নাম ডাকবে হে কাফির! আমার নিকট আস, হে মুনাফিক! আমার নিকট আস বলে ডাকবে, সে ব্যক্তিকে, যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল একত্ববাদ থেকে এবং মুখ ফিরায়ে নিয়েছিল ঈমান গ্রহণ থেকে, কুফরী থেকে তাওবা করেনি।

১৮. (وَجَمَعَ فَاَوْعٰى) এবং সঞ্চিত করে রেখেছিল দুনিয়াতে ধন-সম্পদ অতঃপর পুঞ্জীভূত করে রেখেছিল পাত্রে, আল্লাহর পাওনা পরিশোধ করেনি।

১৯. (انَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا) মানুষ তো অর্থাৎ কাফির লোক সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে চঞ্চলমতি, কৃপণ, লোভী ও মজুদদার রূপে।

(٢٠) اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝
(٢١) وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝
(٢٢) اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝
(٢٣) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝
(٢٤) وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝
(٢٥) لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝
(٢٦) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

২০. যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।
২১. আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়।
২২. তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী।
২৩. যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।
২৪. এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে,
২৫. যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের।
২৬. এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

২০. (اذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا) যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, অভাব ও অশান্তি যখন তার উপর আসে, সে হয় হা-হুতাশকারী, ব্যাকুল চিত্ত, ধৈর্য ধারণ করতে পারেনা।

২২. (اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ) তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যারা আদায় করে, তারা ব্যতীত, কারণ তারা এরূপ নয়। এরপরে সালাত আদায়কারীদের চরিত্র বর্ণনা করত আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

২৩. (اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰي صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ) যারা তাদের সালাতে, ফরয সালাতে সদা নিষ্ঠাবান, দিবা-রাতে যথাসময়ে তা আদায় করে, পরিত্যাগ করে না।

২৪. (وَالَّذِيْنَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ) আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে, তারা মনে করে যে, তাদের সম্পদে যাকাত ছাড়াও নির্ধারিত দাবি রয়েছে।

২৫. (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ) প্রার্থীদের জন্য, যারা মালিকের নিকট প্রার্থনা করে তাদের জন্য এবং বঞ্চিতদের জন্য, যারা পারিশ্রমিক ও গনীমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের জন্য। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সে সকল পেশাজীবীদের জন্য যাদের পেশা তাদের জীবিকার জন্য যথেষ্ট নয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অভাবগ্রস্ত লোক, হাত পাতেনা, তার অভাবের কথা প্রকাশ করে না, ফলে সে বঞ্চিত হয়।

২৬. (وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ) এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে, হিসাব নিকাশের দিবসে, সে দিবসে অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয়ে বিশ্বাস করে।

(٢٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ

(٢٨) اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ

(٢٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

(٣٠) اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ

(٣١) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ

২৭. এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত।
২৮. নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না।
২৯. এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে।
৩০. কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না।
৩১. অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

২৭. (وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ) আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত শংকিত।

২৮. (اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ) নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশংক থাকা যায় না। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তারা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করে না।

২৯. (وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ) এবং যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে নিষিদ্ধ ব্যবহার থেকে রক্ষা করে,

৩০. (اِلَّا عَلٰي اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ) এদের পত্নী চারজন পর্যন্ত অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এদের ক্ষেত্রে সংখ্যায় নির্দিষ্টতা নেই। (فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ) এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, দোষী হবে না, এবং এ হালাল ক্ষেত্রে ভোগ ব্যবহারের জন্য নিন্দনীয় হবে না।

৩১. (فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ) তবে কেউ এতদ্ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে উল্লেখিত স্ত্রী ও দাসীগণ ব্যতীত অন্য কাউকে চাইলে তারা হবে সীমালংঘনকারী হালাল লংঘন করত হারামে প্রবেশকারী।

(٣٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

(٣٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝

(٣٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

(٣٥) اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

(٣٦) فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

(٣٧) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

(٣٨) اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

৩২. এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।
৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান।
৩৪. এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান।
৩৫. তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।
৩৬. অতএব, কাফিরদের কি হল যে, তারা তোমার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে।
৩৭. ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে।
৩৮. তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে।

৩২. (وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ) এবং যারা আমানত রক্ষা করে নিজেদের নিকট গচ্ছিত ধর্মীয় ও অন্যান্য আমানত রক্ষা করে এবং রক্ষা করে প্রতিশ্রুতি, তাদের ও তাদের প্রভুর সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার অথবা নিজেদের পরস্পরের মাঝে সম্পাদিত অঙ্গীকার। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র নামে কৃত শপথ রক্ষা করে, শেষ পর্যন্ত পালন করে।

৩৩. (وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ) আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে, অটল, বিচারকের সম্মুখে সাক্ষ্য গোপন করে না।

৩৪. (وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ) এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান সালাতের পাঁচ ওয়াক্তের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন।

৩৫. (اُولٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ) তারাই এ সকল গুণাবলীর অধিকারী লোকেরাই জান্নাতে উদ্যানসমূহে সম্মানিত হবে প্রতিদান লাভে, তোহফা ও হাদিয়া লাভে।

৩৬. (فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ) কাফিরদের হল কি? মক্কার উপহাসকারী কাফিরগণ ও অন্যান্য কাফিরদের হল কি যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তোমার

৩৭. (عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ) দক্ষিণ ও বামদিক থেকে দলে দলে, গ্রুপে গ্রুপে,

৩৮. (اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ) তাদের প্রত্যেকেই কি প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে।

(৩৯) كَلَّا ۖ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ○

(৪০) فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ○

(৪১) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

(৪২) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

(৪৩) يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ○

(৪৪) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

৩৯. কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে।

৪০. আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

৪১. তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়।

৪২. অতএব, তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে।

৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে–যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।

৩৯. (كَلَّا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ) না, তা হবে না, এতদ্বারা তাদের প্রত্যাশা প্রত্যাখ্যান করা হল যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অপর ব্যাখ্যায় كَلَّا মানে حقا। আমি সৃষ্টি করেছি তাদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে সে পদার্থ থেকে, যা তারা জানে অর্থাৎ বীর্য থেকে।

৪০. (فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ) আমি শপথ করছি কসম করছি উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহের অধিপতির উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহ অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আবার দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল। শীত ও গ্রীষ্মকালের জন্য মোট ১৮০ টি উদয় পথ ও ১৮০ টি অস্তপথ রয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় মোট ১৭৭টি উদয়পথ ও অস্তপথ রয়েছে। বৎসরে দুই দিন করে একপথে উদিত হয় এবং দুই দিন করে একপথে অস্ত যায়, নিশ্চয় আমি সক্ষম, এটি শপথের বিষয়বস্তু।

৪১. (عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ) তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের চেয়ে উত্তম ও আল্লাহর প্রতি অধিক অনুগত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে। আমি অক্ষম নই অপরাগ নই তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্প্রদায় সৃজনে।

৪২. (فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ) অতএব তুমি তাদেরকে

থাকুক বাতিল নিয়ে, এবং ক্রীড়া-কৌতুক করুক কুফরীতে থেকে, হাসি-ঠাট্টা করতে থাকুক যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, সেই শাস্তির দিনের মুখোমুখি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করলেন সে দিবস কবে অনুষ্ঠিত হবে, বললেন :

৪৩. (يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ) যেদিন তারা বের হবে সমাধি থেকে কবরসমূহ থেকে দ্রুতবেগে কবরগুলো থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে শ্রুতশব্দের দিকে এগিয়ে যাবে মনে হবে যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে পতাকা, সীমান্ত ও নিশানের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ছুটছে,

৪৪. (خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) অবনত নেত্রে অপমানিত দৃষ্টিতে কোন দিকেই তারা কল্যাণ দেখবে না, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, গ্লানি, অন্ধকার তথা মুখমণ্ডলের কালিমা তাদেরকে গ্রাস করবে। (ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ) এই হচ্ছে সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, সে দিনে শাস্তি আসবে। আর সে দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। যেমন সতর্ক করেছিলেন ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নূহ (আ)।

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ

২৮ আয়াত, ২২৪ শব্দ, ৯২৯ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(٢) قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

(٣) أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۝

(٤) يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১. আমি নূহ্কে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলে : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে।

২. সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী।

৩. এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

৪. আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত :

১. (اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) আমি প্রেরণ করেছিলাম নূহকে তার সম্প্রদায়ের, প্রতি এ নির্দেশসহ, তুমি সতর্ক কর, ভীতি প্রদর্শন কর তোমার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ব্যাপারে, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার পূর্বে যাতনাদায়ক শাস্তি আগমনের পূর্বে অর্থাৎ প্লাবন-জলোচ্ছাসের পূর্বে।

২. (قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) আপন সম্প্রদায়ের নিকট এসে তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী, তোমরা যে ভাষা জান সে ভাষায় তোমাদেরকে

৩. (اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দাও ও তাঁকে ভয় কর শংকিত থাক এবং কুফ্‌রী ও শিরক থেকে তাওবা কর এবং আমার আনুগত্য কর আমার নির্দেশ, দীন ও উপদেশের অনুসরণ কর এবং আমার নসিহত গ্রহণ কর।

৪. (يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, তাওবা ও তাওহীদের উসিলায় তিনি পাপরাশি মোচন করবেন। এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন, শাস্তিবিহীন জীবন যাপনের সুযোগ দিবেন, এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, মৃত্যু পর্যন্ত। (اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ) নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল আল্লাহ্‌র শাস্তি উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয়না, অবকাশ দেয়া হয়না। (لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা জানতে সত্য বলে গ্রহণ করতে আমার বক্তব্য। নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পর তাদের ঈমান না আনা ও তাঁর উপদেশ গ্রহণ না করায় তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে।

(৫) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۙ

(৬) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا

(৭) وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ

(৮) ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

(৯) ثُمَّ اِنِّيْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ

(১০) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ

(১১) يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ

(১২) وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ

(১৩) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ

৫. সে বলল : হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি।

৬. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে।

৭. আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে আঙ্গুলী দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি।

৯. অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি।

১২. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

১৩. তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না।

৫. (قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلاً وَّنَهَارًا) তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান জানিয়েছি রাতে- দিনে তাওবা ও তাওহীদের দিকে ডেকেছি,

৬. (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِيْ اِلاَّ فِرَارًا) কিন্তু আমার আহ্বান তাদেরকে তাওবা ও তাওহীদের প্রতি তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে ঈমান ও তাওবা থেকে ব্যবধান ও দূরত্বই বৃদ্ধি করেছে।

৭. (وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا) আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি তাওবা ও তাওহীদের প্রেক্ষিতে তারা কানে আঙ্গুল দেয় যাতে আমার বক্তব্য ও আহ্বান শুনতে না পায়, বস্ত্রাবৃত করে, নিজেদেরকে কাপড়ে ঢেকে দেয় নিজেদের মাথাগুলো যাতে আমার শব্দ শুনতে না পায় আমাকে দেখতে না পায় ও জিদ করতে থাকে কুফ্রী ও প্রতিমা পূজায় অনড় অবিচল থাকে। অপর ব্যাখ্যায়, তারা সবাই চিৎকার করে বলে, হে নূহ! আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে অহংকার দেখিয়ে ঈমান ও তাওবা থেকে ফিরে যায়।

৮. (ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا) তারপর আমি তাদেরকে আহবান করেছি তাওবা ও তাওহীদের দিকে প্রকাশ্যে সর্ব সমক্ষে, গোপনে নয়।

৯. (ثُمَّ اِنِّيْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا) পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি আমার আহ্বান তাদের নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে, চুপি চুপি লোক চক্ষুর অন্তরালে।

১০. (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا) আমি বলেছি তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, কুফ্রী ও শির্‌ক থেকে তাওবা করত তোমাদের প্রতিপালকের একত্ববাদ গ্রহণ কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল, যারা কুফ্রী থেকে তাওবা করত তাঁর প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য।

১১. (يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন যখনি তোমাদের প্রয়োজন হবে তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। ইতিপূর্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে রেখেছিলেন।

১২. (وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا) তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে– উট, গরু, বকরি ইত্যাদি সম্পদ ও ছেলে-মেয়ে প্রদান করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। ইতিপূর্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের নারীদের ও গবাদি পশুর বংশ বিস্তার রোধ করে রেখেছিলেন। তিনি তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান, বাগানসমূহ এবং প্রবাহিত করবেন নদী-নালা তোমাদের কল্যাণে। ইতিপূর্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগ-বাগিচা অনাবাদী রেখেছিলেন এবং নদ-নদী শুকিয়ে রেখেছিলেন।

১৩. (مَالَكُمْ لاَ تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا) তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা, তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর একত্ব গ্রহণ করছ না। অপর ব্যাখ্যায় তোমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও

(١٤) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

(١٥) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝

(١٦) وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

(١٧) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝

(١٨) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝

(١٩) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

(٢٠) لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন।
১৫. তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?
১৬. এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।
১৭. আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন।
১৮. অতঃপর তাতে ফিরায়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন।
১৯. আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা,
২০. যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।

১৪. (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে ধারাবাহিক ভাবে বীর্যে-জমাট রক্তে, মাংস খণ্ডে ও হাড়ে পরিণত করে।

১৫. (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا) তোমরা কি লক্ষ্য করনি? হে মক্কার কাফিরগণ! তোমরা কি অবহিত হওনি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী, গম্বুজ আকৃতিতে একটি অপরটির উপরে, প্রান্তগুলো পরস্পর সংযুক্ত,

১৬. (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে আলো বিকিরণকারীরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে, মানব জাতির জন্য রশ্মি রূপে।

১৭. (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا) তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হযরত আদম (আ) হতে আর আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে আর মৃত্তিকা তো পৃথিবীরই অংশ।

১৮. (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) তারপর তাতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন মাটিতে তোমাদেরকে সমাধিস্থ করবেন। পরে পুনরুত্থিত করবেন কিয়ামত দিবসে কবর থেকে।

১৯. (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا) আল্লাহ তোমাদের জন্য [illegible] বিছানা ও

২০. (لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا) যাতে তোমরা সেথায় তৈরী করতে পার প্রস্তুত করতে পার প্রশস্ত পথ, বিস্তৃত সড়ক।

(٢١) قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا

(٢٢) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا

(٢٣) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

(٢٤) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

(٢٥) مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا

২১. নূহ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে।

২২. আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে।

২৩. তারা বলছে : তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো এবং ত্যাগ করো না উয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসরকে।

২৪. অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, আপনি যালিমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন।

২৫. তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।

২১. (قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلاَّ خَسَارًا) নূহ বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার প্রভু! তারা তো আমাকে অমান্য করেছে তাওবা ও তাওহীদ সম্পর্কে আমার নির্দেশ পালনে অবাধ্য হয়েছে, এবং তারা অনুসরণ করেছে আনুগত্য করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। যাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য তাদের পরকালীন ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে অর্থাৎ তারা তাদের নেতৃবর্গের অনুসরণ করেছে।

২২. (وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا) তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল, জঘন্য মিথ্যা রচনা করেছিল,

২৩. (وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَتَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَيَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا) এবং বলেছিল অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ তাদের অনুসারীদেরকে বলেছিল : তোমরা কখনো পরিত্যাগ করোনা তোমাদের দেব-দেবীকে তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা বর্জন করোনা এবং পরিত্যাগ করো না উদ্ সুওয়া'আ, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসরকে, এ গুলোর উপাসনা পরিত্যাগ করো না। এ সব ছিল তাদের দেবী ও উপাস্য।

২৪.. (وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَلاَتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ ضَلٰلاً) তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, এ সকল দেব-দেবীর নামে নেতাগণ অনেক লোককে বিভ্রান্ত করেছে। অপর ব্যাখ্যায়, এ দেব-দেবীর প্রেক্ষিতে অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যালিমদের দেব-দেবীর উপাসনা রত কাফির ও মুশরিকদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা, ক্ষতি, ভ্রান্তি ও ধ্বংস-ই বৃদ্ধি করে।

দাখিল করা হবে আখিরাতে অগ্নিতে অতঃপর তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায়, কাউকে সাহায্যকারী পায়নি সহায়তাকারী পায়নি, যে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন নূহ (আ)কে জানিয়ে দিলেন যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবেনা, তখন–

(٢٦) وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝

(٢٧) اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

(٢٨) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

২৬. নূহ্ আরও বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না।

২৭. যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফির।

২৮. হে আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে– তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

২৬. (وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا) নূহ আরো বলেছিলঃ হে প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না, কাউকে ছেড়ে দিবেন না,

২৭. (اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে, ছেড়ে দিলে, তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে বিচ্যুত করবে আপনার দীন থেকে, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এবং ঈমান যারা আনতে চায় তাদেরকেও এবং জন্ম দিতে থাকবে, ওদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। প্রত্যেক শিশুই সাবালকত্ব লাভের পর সত্যত্যাগ ও কাফিরে পরিণত হবে। অপর ব্যাখ্যায়, এমন সব শিশুই জন্মগ্রহণ করবে, যাদের ব্যাপারে আপনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে, সাবালকত্ব লাভের পর তারা কুফরী ও সত্যত্যাগে লিপ্ত হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে শিশু কেউ ছিলনা। কারণ ৪০ বছর পর্যন্ত তাদের বংশধারা বন্ধ ছিল। ফলে, তারা সবাই ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক কাফির ও সত্যত্যাগী।

২৮. (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ) হে আমার প্রতিপালক! প্রভু, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আমার পূর্বপুরুষ মু'মিনদেরকে এবং তাদেরকে যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে আমার দীনে প্রবেশ করে। অপর ব্যাখ্যায়, আমার মসজিদে প্রবেশ করে। অপর ব্যাখ্যায় আমার নৌকাতে আরোহণ করে এবং মু'মিন পুরুষ ঈমানে সত্যবাদী পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ঈমানে সত্যবাদী নারীদেরকে, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। (وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا) আর যালিমদেরকে কাফির-মুশরিকদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন, ক্ষতি ও অনিষ্টই বৃদ্ধি করুন। যেমনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে সকল সম্প্রদায়, যাদের নবীর প্রতি ওহী এসেছিল বটে, কিন্তু তারা

সূরা জিন্ন

মক্কায় অবতীর্ণ

২৮ আয়াত, ২৮৫ শব্দ, ৮৭০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

(٢) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

(٣) وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

(٤) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝

(٥) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

১. বল : আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে : আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি;

২. যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

৩. এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

৪. আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত।

৫. অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন্ন কখনও আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিতঃ

১. (قُلْ أُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا) বল, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিরদেরকে বল, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে, তথা জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে,জিন্নদের একটি দল ইয়ামনের অন্তর্গত নসীবাইনের অধিবাসী ৯ জনের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং তারা বলেছে ঈমান আনয়ন করত তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার পর, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন

২. (يَهْدِيْ اِلَي الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا) যা সঠিক পথনির্দেশ করে সত্য হিদায়াত ও যথার্থতা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর প্রতি নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করবোনা। অর্থাৎ ইবলীসকে প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করব না।

৩. (وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا) এবং নিশ্চয় সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, আমাদের প্রতিপালকের রাজত্ব। অপর ব্যাখ্যায়, আমাদের প্রতিপালকের সম্মান, কর্তৃত্ব, ঐশ্বর্য ও গুণাবলী বহু উর্ধ্বে। তিনি গ্রহণ করেন নি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান, যেমনটি কাফিরেরা বলে থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে তিনি মুক্ত।

৪. (وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا) এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধ ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তি তথা ইবলীস আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি করত, অসত্য ও অসার উক্তি করত।

৫. (وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) অথচ আমরা মনে করতাম ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জিন্ন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যারোপ করবে না, মানুষ ও জিন্ন আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা বলে, তা কখনো মিথ্যা হবে না, অথচ এখন আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবলীস তার উক্তিতে মিথ্যুক। সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা জিন্নদের বক্তব্য উদ্ধৃত করলেন, তার পর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(٦) وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ

(٧) وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ

(٨) وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۙ

(٩) وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ

৬. অনেক মানুষ অনেক জিন্নের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিন্নদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।

৭. তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

৮. আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

৯. আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে।

৬. (وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا) কতিপয় মানুষ কতক জিন্নের শরণ নিত, আশ্রয় প্রার্থনা করত। ফলে তারা এর দ্বারা জিন্নদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত গৌরব, অহংকার, অনিষ্ট ও বিপর্যয় বৃদ্ধি করে দিত। সেকালে মানুষ যখন কোন সফরে বের হত অথবা শিকারে যেত, কিংবা কোন কারণে কোন উপত্যকায় তাঁবু খাটাত, তখন জিন্নদের পক্ষ থেকে আক্রমণের

উপর নেতৃস্থানীয় জিন্নদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি পেত। জিন্ন জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ তাদের এক দল শূন্যে বসবাস করে, অপর দল সেথায় ইচ্ছা সেথায় অবতরণ ও আরোহণ করতে পারে এবং অপর দল কুকুর ও সর্প সদৃশ।

৭. (وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا) এবং তারা মনে করেছিল অর্থাৎ কাফির জিন্নেরা ঈমান আনার পূর্বে ধারণা করত যেমন তোমরা মনে কর ধারণা কর হে মক্কাবাসীগণ, আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না, মৃত্যুর পর কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যেমন তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করবেন না। এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় জিন্নদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ঃ

৮. (وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا) আমরা চেয়েছিলাম আকাশ স্পর্শ করতে আকাশ পর্যন্ত পৌছতে, আমাদের ঈমান আনার পূর্বে। কিন্তু আমরা কঠোর প্রহরীতে প্রচুর ফিরিশতায় ও উল্কা পিণ্ডে আগন্তুক তাড়ানো উজ্জ্বল নক্ষত্রে আকাশ পরিপূর্ণ পেলাম।

৯. (وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ) আমরা বসতাম সেথায় আকাশে বসার স্থানে সংবাদ শ্রবণের জন্য মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হবার পূর্বে; (فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا) কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে মুহাম্মদ (সা) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হবার পর কেউ আকাশের সংবাদ শুনতে চেষ্টা করলে, সে পাবে উল্কাপিণ্ড উজ্জ্বল নক্ষত্র ও প্রহরী প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ফিরিশতা দল, তারা সংবাদ সংগ্রহকারীদেরকে তাড়িয়ে দিবে।

(১০) وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

(১১) وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝

(১২) وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝

(১৩) وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝

১০. আমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন।

১১. আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত।

১২. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে অপারগ করতে পারব না।

১৩. আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর-জবরদস্তীর আশংকা করে না।

১০. (وَاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) আমরা জানি না অনুধাবন করতে পারি না জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত আমাদেরকে শ্রবণ থেকে নিবারণে না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান হিদায়াত, সত্য ও কল্যাণ চান। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমরা জানি না

জগতবাসীর অমঙ্গল চান, না কি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে হিদায়াত কল্যাণ ও সত্য প্রদান করত তিনি তাদের মঙ্গল চান?

১১. (وَاَنَّا مِنَّا الصَّلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا) এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ একত্ববাদে বিশ্বাসী যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান এনেছে তারা এবং আমাদের কতক এর ব্যতিক্রম কাফির, এর দ্বারা কাফির জিন্নগুলোকে বুঝানো হয়েছে। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী, আল্লাহ্তে ঈমান আনার পূর্বে আমরা ইয়াহূদীবাদ খ্রিষ্টবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতের অনুসারী ছিলাম।

১২. (وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا) এখন আমরা বুঝেছি জেনেছি ও নিশ্চিত হয়েছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারব না, পৃথিবীতে আল্লাহ্র অগোচরে থাকতে পারবো না, যেখানে থাকিনা কেন তিনি আমাদেরকে পেয়ে যাবেন এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।

১৩. (وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖ) আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনলাম, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কুরআনের তিলাওয়াত শুনলাম, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে ঈমান আনলাম। (فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে, তার কোন ক্ষতি, আমল নষ্ট হওয়া ও ত্রুটির (আমল হ্রাস পাওয়ার) আশাংকা থাকবে না।

(١٤) وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۭ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰۗىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

(١٥) وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

(١٦) وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّاۗءً غَدَقًا ۝

(١٧) لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

(١٨) وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝

১৪. আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে।

১৫. আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।

১৬. আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম,

১৭. যাতে এ ব্যাপারে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন।

১৮. এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না।

১৪. (وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ) আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী, একত্ববাদের বিশ্বাসে নিষ্ঠ ও অকপট, এরা হচ্ছে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে যারা ঈমান এনেছে এবং আমাদের কতক

(أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) যারা আত্মসমর্পণ করে একত্ববাদের বিশ্বাসে অকপট, তার সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয় সঠিক ও কল্যাণের পথ গ্রহণ করে।

১৫. (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) অপর পক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো কাফিরেরা তো জাহান্নামের ইন্ধন, জ্বালানী,

১৬. (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) তারা যদি সে পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত কুফরীর পথে সুদৃঢ় থাকত, অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইসলামের পথে অবিচল থাকত, তাদেরকে আমি প্রচুর বারিবর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম প্রচুর ধন-সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করতাম।

১৭. (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) এতদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, যাচাই করার জন্য, অবশেষে তারা তাদের জন্যে আমি যা নির্ধারিত করেছি তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করত। (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তার প্রতিপালকের একত্ববাদ হতে, তার প্রতিপালকের কিতাব এই কুরআন হতে মুখ ফিরায়ে নেয়, এ হচ্ছে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন পিচ্ছিল পাথর বিশিষ্ট পর্বতে আরোহণে বাধ্য করবেন। অপর ব্যাখ্যায়, জাহান্নামের ধূম্রপুঞ্জে প্রবেশ করাবেন।

১৮. (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) এবং এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য আল্লাহ্‌র যিক্‌রের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা ডেক না, তোমরা ইবাদত করোনা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মসজিদ গুলোতে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মসজিদসমূহ অর্থাৎ মুসল্লী ব্যক্তির সিজদার অঙ্গসমূহ তথা কপাল, দু'হাঁটু, দু'হাত এবং পদদ্বয়।

(١٩) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

(٢٠) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝

(٢١) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

(٢٢) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

(٢٣) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

১৯. আর যখন আল্লাহ তা'আলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন্ন তার কাছে ভিড় জমাল।

২০. বল : আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

২১. বল : আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুখ আনয়ন করার মালিক নই।

২২. বল : আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না।

১৯. (وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا) আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা মুহাম্মদ (সা) দণ্ডায়মান হলেন বাত্‌ন-ই নাখলা উপত্যকায় তাঁকে ডাকার জন্য সালাতের মাধ্যমে আপন প্রভুর ইবাদত করার জন্য, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল বাতন-ই নাখলা উপত্যকায় মুহাম্মদ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনে আসক্ত হয়ে জিন্নগণ এমনভাবে ভিড় জমাল, যেন তারা তাঁর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

২০. (قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا) বল, আমি একমাত্র আমার প্রতিপালককেই ডাকি ইবাদত করি এবং জগৎকে তাঁর দিকেই আহ্বান করি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না। হে মুহাম্মদ (সা)!

২১. (قُلْ اِنِّىْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا) বলে দাও, মক্কাবাসীদেরকে, আমি তোমাদের অনিষ্টের মালিক নই, অনিষ্ট দমন করার মালিক নই, তোমাদেরকে ক্ষতি অপমান ও শাস্তি হতে রক্ষা করার অধিকারী নই এবং তোমাদের ইষ্টেরও মালিক নই, কল্যাণ ও হিদায়াত প্রদানেরও মালিক নই। হে মুহাম্মদ (সা)!

২২. (قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ) তুমি বলে দাও তাদেরকে, আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ্ থেকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই (وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا) এবং তাঁকে ছাড়া তাঁর শাস্তি হতে আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না রক্ষাস্থল পাব না, এই পৃথিবীতে–

২৩. (اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌছান ও তাঁর বাণী প্রচার ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর বাণীর প্রচার ও পৌছানো ব্যতীত অন্য কিছুই আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। (وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا) যারা আল্লাহ্‌কে অমান্য করে একত্ববাদে এবং অমান্য করে আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাঁর রিসালাত পৌছানোতে তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে, চিরকাল অবস্থান করবে। তাদের মৃত্যুও হবে না, এবং সেখান থেকে বেরও হতে পারবে না। হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি ওদেরকে অবকাশ দাও।

(٢٤) حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ○

(٢٥) قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا ○

(٢٦) عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ○

(٢٧) اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ○

(٢٨) لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ○

২৪. এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম।

২৫. বল : আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্যে কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন।

২৬. তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না

২৮. যাতে আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

২৪. (حَتّٰىٓ اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا) অবশেষে যখন তারা প্রতিশ্রুত বিষয়াদি দেখবে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে কে সাহায্যের দিক দিয়ে দুর্বল, প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে শক্তিহীন এবং সংখ্যায় স্বল্প, সাহায্যকারীর সংখ্যা নগণ্য, হে মুহাম্মদ (সা)! তারা যখন শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে, তখন

২৫. (قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ) বলে দাও তাদেরকে, আমি জানিনা, আমি অবগত নই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে শাস্তির তা কি আসন্ন, (اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا) না আমার প্রতিপালক সেটির জন্য কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করবেন নির্দিষ্ট কাল স্থির করবেন।

২৬. (عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا) তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা শাস্তি আগমনের সময় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না।

২৭. (اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا) তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত কাউকে অবগত করান না তাঁর প্রিয় রাসূল ব্যতীত। মনোনীত রাসূলকে তিনি অদৃশ্যের কতক জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি নিয়োজিত করেন, নির্ধারিত করেন তাঁর অগ্রে ও পশ্চাতে রাসূলের সম্মুখে ও পিছনে প্রহরী, রক্ষী দল ফিরিশতাদের মধ্য হতে। তারা তাঁকে জিন্ন, শয়তান ও মানবকুল থেকে রক্ষা করে, যাতে এরা রাসূলের নিকট পঠিত জিবরাঈল (আ)-এর পঠন শুনতে না পারে।

২৮. (لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) যাতে সে জানে মুহাম্মদ (সা) জানতে পারে যে, তারা পৌঁছিয়েছে রাসূলগণ (আ) পৌঁছিয়েছেন তাঁদের প্রতিপালকের বাণী যেভাবে তোমাকে তিনি রক্ষা করেছেন, তাদেরকেও ফিরিশতাকুল রক্ষা করেছিল। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যাতে মুহাম্মদ (সা) সহ অন্যান্য রাসূল (আ) জানতে পারেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব ফিরিশতাগণ যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যাতে জিন্ন ও ইনসান সবাই জানতে পারে যে, আমাদের জানার পূর্বে রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের রিসালাত যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এবং তাঁর জ্ঞান-গোচর যা তাদের নিকট আছে ফিরিশতাদের নিকট রয়েছে এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত যেমনটি তিনি অবহিত বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি সম্পর্কে।

সুরা মুয্যাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ, অবশ্য وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ

২০ আয়াত, ২৮৫ শব্দ, ৮০৮ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ

(٢) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

(٣) نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ

(٤) اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

(٥) اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا

(٦) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ؕ

(٧) اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ؕ

১. হে বস্ত্রাবৃত,
২. রাত্রিতে দণ্ডায়মান হও কিছু অংশ বাদ দিয়ে;
৩. অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম,
৪. অথবা তদপেক্ষা বেশি এবং কুরআন আবৃত্তি কর সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।
৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।
৬. নিশ্চয় ইবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।
৭. নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ

২. (قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا) রাত্রি জাগরণ কর, সালাত আদায় কর কিছু অংশ ব্যতীত, উদ্দিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ বললেন ঃ

৩. (نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا) অর্ধরাত্রি অর্থাৎ অর্ধরাত্রি সালাত আদায়রত থাকুন কিংবা তদপেক্ষা অল্প, অর্ধরাত্রির চেয়ে কম, এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত,

৪. (اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا) অথবা তদপেক্ষা বেশি, অর্ধরাত্রিরও অতিরিক্ত তথা রাত্রির ৩/২ অংশ পর্যন্ত। রাত্রি জাগরণে সময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। তারপর বললেন, আর কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ কর থেমে থেমে গাম্ভীর্য সহকারে ও আন্তরিকতা সহকারে। এক আয়াত দুই আয়াত তিন আয়াত করে এভাবে পাঠ শেষ করবে।

৫. (اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا) আমি শীঘ্রই তোমার নিকট অবতীর্ণ করব জিবরাঈল (আ)কে পাঠিয়ে গুরুভার বাণী আদেশ-নিষেধ, আনন্দের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির সতর্কবাণী ও হালাল-হারাম সম্বলিত কঠোর বাণী। অপর ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ করব মহান বাণী। অপর ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ করব এমন এক বাক্য, যা বিরোধিতাকারীদের জন্য বোঝা স্বরূপ।

৬. (اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْئًا وَّاَقْوَمُ قِيْلًا) রাত্রিকালের উত্থান সালাত আদায়ের জন্য রাত্রি জাগরণ, দলনে প্রবলতর, ব্যক্তির জন্য আনন্দদায়ক, যদি সে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় সালাত আদায়কারী হয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাত্রি কালের উত্থান হৃদয়কে অধিক বিনম্র করে এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক যথাযথভাবে কুরআন পঠনে সহায়ক, হে মুহাম্মদ (সা)!

৭. (اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا) তোমার জন্য দিবাভাগে রয়েছে দীর্ঘ কর্মকাল তোমার প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্যে রয়েছে দীর্ঘ সময়।

(٨) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

(٩) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝

(١٠) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝

(١١) وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝

(١٢) اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝

৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হও।
৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।
১০. কাফিররা যা বলে, তজ্জন্য তুমি সবর কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল।
১১. বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দাও।
১২. নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড,

৮. (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করত সালাত আদায় কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমার প্রতিপালকের

একত্ববাদের কথা স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন থাক, তোমার সালাত, দোয়া ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সম্পাদন কর।

৯. (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা তিনি আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে প্রভু জ্ঞানে একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি তোমাকে সাহায্য, রাজত্ব ও সাওয়াবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জিম্মাদার হিসেবে তাঁকেই গ্রহণ কর।

১০. (وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً) তুমি ধৈর্য ধারণ কর হে মুহাম্মদ (সা) লোকের কথায় তাদের গালা-গালি ও সত্য প্রত্যাখ্যান এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল, অস্থিরতা ও অশ্লীলতা সহকারে নয়; বরং মার্জিত আচরণে তুমি তাদেরকে বর্জন কর।

১১. (وَذَرْنِىْ وَ الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً) ছেড়ে দাও আমার হাতে বিলাস সামগ্রীর অধিকারীদেরকে সম্পদশালী সত্য ত্যাগীদেরকে। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এটি তাদের জন্য শাস্তির চরমপত্র। এর দ্বারা বদর যুদ্ধে ভোজের আয়োজনকারী কাফিরদের বুঝানো হয়েছে, এবং আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও, বদর দিবস পর্যন্ত সময় দাও।

১২. (اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّجَحِيْمًا) আমার নিকট আছে আখিরাতে তাদের জন্য শৃংখল বেড়ি, এর দ্বারা তাদের পাগুলো শৃংখলিত করা হবে এবং গলবন্ধ, এর দ্বারা তাদের হাতগুলো গলদেশের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং শিকল তা তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে এবং প্রজ্বলিত অগ্নি, জ্বলন্ত আগুন তারা তাতে প্রবেশ করবে।

(١٣) وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝

(١٤) يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۝

(١٥) اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝

(١٦) فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝

১৩. গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৪. যেদিন পৃথিবী এবং পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পবর্তসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ।

১৫. আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফির'আউনের কাছে একজন রাসূল।

১৬. অতঃপর ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।

১৩. (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا اَلِيْمًا) এবং এমন খাদ্য যা গলায় আটকিয়ে যায় খাদ্যনালীতে আটকে যায় অর্থাৎ যাক্কুম বৃক্ষ এবং মর্মন্তুদ শাস্তি, যাতনাদায়ক শাস্তি, যার যন্ত্রণা তাদের হৃদয় অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে। এরপর তাদের এই কঠিন অবস্থা কখন ঘটবে তা বর্ণনা করত আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ

১৪. (يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيْلاً) যে দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে, আন্দোলিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। 'মাহীল' এমন বস্তু,

১৫. (اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ) আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)কে তোমাদের জন্য সাক্ষীরূপে। দীন প্রচারের সাক্ষী রূপে, (كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً) যেমনটি আমি প্রেরণ করেছিলাম ফির'আউনের নিকট রাসূল অর্থাৎ মূসা (আ)কে।

১৬. (فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلاً) কিন্তু ফির'আওন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল অর্থাৎ মূসা (আ)কে অমান্য করেছিল, তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম, চরম সাজা দিয়েছিলাম। আর তা ছিল তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা।

(١٧) فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ○

(١٨) السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ۚ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلاً ○

(١٩) اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً ○

(٢٠) اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৭. অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ?

১৮. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

১৯. এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক।

২০. তোমার পালনকর্তা জানেন, তুমি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হও রাত্রির প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং তোমার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৭. (فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا) অতএব তোমরা কি করে আত্মরক্ষা করবে কুফরী ও শিরক থেকে এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমরা কুফরী কর যখন তোমরা দুনিয়াতে কুফরী করছ, যেদিন কিয়ামতের দিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধ, যখন তারা

শুনবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)কে বলছেনঃ হে আদম! তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে একদলকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে দাও। আদম (আ) বলবেন ঃ হে প্রভু! কতজন পাঠাব, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে পাঠিয়ে দাও জাহান্নামে, আর একজনকে পাঠাও জান্নাতে।

১৮. (اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا) যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ, চূর্ণ বিচূর্ণ সেই সময়ের আগমনে যা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ ও ফিরিশতাদের অবতরণের কারণে আকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনরুত্থান বিষয়ে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে নিশ্চিত কার্যকর হবে।

১৯. (اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا) নিঃসন্দেহে এই সূরা উপদেশ তোমাদের জন্য নসিহত ও বিস্তৃত বিবরণ, অতএব যার অভিরুচি, সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক, যার মাধ্যমে সে তার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যার ইচ্ছা একত্ববাদ গ্রহণ করুক এবং এর দ্বারা তার প্রতিপালকের পথ ধরুক। হে মুহাম্মদ (সা)!

২০. (اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ) তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির দুই তৃতীয়াংশের কম, অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এবং কখনও একতৃতীয়াংশ, রাত্রির একতৃতীয়াংশে জাগরণ কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নিসফিহি (نِصْفَهٗ) ও ছুলুছিহি (وَثُلُثَهٗ) যের যোগে পড়লে অর্থ হবে অর্ধরাত্রির কম ও এক তৃতীয়াংশের কম। এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দল, তোমার সাথী মু'মিনদের একটি দল সালাত আদায়ের জন্য জাগরণ করে। (وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ, দিবস ও রাত্রির সময় জানেন, তিনি জানেন যে, তোমরা এটির সঠিক হিসাব রাখতে পার না, রাত্রির পুরো সময়টাকে সংরক্ষণ করতে পারবেনা। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাত্রি কালে সালাত আদায়ে তোমরা যে আদিষ্ট তোমরা যথাযথভাবে তা পালন করতে পারবেনা, এটা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন রাত্রি কালীন সালাতের নির্দেশ প্রত্যাহার করেছেন, কাজেই কুরআন যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর সালাতে ১০০ আয়াত ও তদরিক্ত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কুরআনের যতটুকু ইচ্ছা তোমরা পাঠ কর (عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে আহত হয়ে পড়বে, রাত্রিকালীন সালাত আদায়ে সক্ষম হবে না এবং কেউ কেউ দেশ ভ্রমণ করবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে আল্লাহ্র রিযক ইত্যাদি অর্জন করবে তাদের জন্য রাত্রিকালীন সালাত হবে কষ্টকর। (وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে আল্লাহ্র আনুগত্যে জিহাদ করবে, তাদের জন্যও রাত্রিকালীন সালাত কষ্টকর হবে। কাজেই কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য তিলাওয়াত কর সালাতের মধ্যে (وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا) এবং সালাত কায়েম কর উযূ, রুকূ, সিজদা, ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিধি-বিধান পালন করত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর যাকাত প্রদান কর সম্পদের যাকাত পরিশোধ কর এবং আল্লাহ্কে দান কর উত্তম ঋণ সততা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে সাদকা দাও ও সৎকর্ম কর তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে সাদকা ও সৎকর্ম যা পাঠাবে, তা তোমরা পাবে তার সাওয়াব পাবে, (وَمَا ... আল্লাহ্র নিকট জান্নাতে, তা তোমাদের জন্য রক্ষিত

থাকবে, চুরি হবে না, পানিতে ডুববে না, আগুনে পুড়বে না এবং কীট-পতঙ্গও খাবেনা। তা উৎকৃষ্ট দুনিয়াতে তোমাদের নিকট রেখে যাওয়া সম্পদের চেয়ে (هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর তোমাদের নিকট যা থাকবে তার চেয়ে মহত্তর সাওয়াবের দিক থেকে। তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট পাপাচার থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাওবাকারীদের জন্য, পরম দয়ালু তাওবার সাথে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য, যেমনটি অনুগ্রহ করেছেন বস্ত্রাবৃত রাসূল (সা)কে।

সূরা মুদ্দাছ্ছির

মক্কায় অবতীর্ণ

৫৬ আয়াত, ২৫৫ শব্দ, ১০১০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ

(٢) قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ

(٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ

(٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ

(٥) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ

(٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ

(٧) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ؕ

(٨) فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ۙ

১. হে চাদরাবৃত,
২. উঠ, সতর্ক কর,
৩. আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর,
৪. আপন পোশাক পবিত্র কর,
৫. এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।
৬. অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবে না।
৭. এবং তোমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর কর।
৮. যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে;

আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় ...

২. (قُمْ فَاَنْذِرْ) উঠ, সতর্ক করে দাও লোকদেরকে শাস্তির ভয় দেখাও এবং একত্ববাদের প্রতি আহ্বান কর।

৩. (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, প্রতিমা পূজারীগণ তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যে অশালীন মন্তব্য করে তা থেকে তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য প্রচার কর।

৪. (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, আস্থা ভঙ্গ ও মানসিক সংকীর্ণতা থেকে তুমি তোমার অন্তরকে মুক্ত রাখ। অর্থাৎ পবিত্র হৃদয় থাক। অপর ব্যাখ্যায় তোমার বস্ত্র পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ অর্থাৎ ধুয়ে নাও। ব্যাখ্যান্তরে ময়লা থেকে পরিষ্কার রাখ।

৫. (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) অপবিত্রতা পরিহার কর, পাপাচার ত্যাগ কর এবং পাপ কার্যের নিকটও যাবে না।

৬. (وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ) অধিক প্রতিদান পাওয়ার আশায় দান করবে না, অল্প দান করে বিনিময়ে তার চেয়ে অধিক পার্থিব সম্পদ লাভ করার আশায় দান করবে না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নিজে আমল বা কর্ম করে আল্লাহ্কে ধন্য করছ, তা মনে করবে না এবং নিজের কর্মকে প্রচুর জ্ঞান করবে না।

৭. (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে তোমার প্রতিপালকের আনুগত্যে ও ইবাদতে ধৈর্যধারণ কর।

৮. (فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ) যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে পুনরুত্থানের জন্য।

(৯) فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝

(১০) عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

(১১) ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝

(১২) وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝

(১৩) وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۝

(১৪) وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۝

(১৫) ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۝

৯. সেদিন হবে কঠিন দিন,

১০. কাফিরদের জন্যে এটা সহজ নয়।

১১. যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।

১২. আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি।

১৩. এবং সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি,

১৪. এবং তাকে খুব স্বচ্ছলতা দিয়েছি।

১৫. এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই।

৯. (فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ) সে দিন হবে সেই কিয়ামতের দিন হবে সংকটের দিন কঠোর দিন।

১০. (عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ) কাফিরদের জন্য সে দিনের এ ভীতি ও শাস্তি সহজ নয় স্বাভাবিক নয়, হে মুহাম্মদ (সা)!

১১. (ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا) তুমি ছেড়ে দাও তো আমাকে ও সে ব্যক্তিকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি নিঃসঙ্গ ধন-সম্পদ হীন, ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-কন্যাহীন করে। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ওয়ালীদ ইবন্ মুগীরা আল-মাখযূমীর জন্য চরম পত্র।

১২. (وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا) আমি তাকে দিয়েছি অতঃপর বিপুল ধন-সম্পদ নানা প্রকারের প্রচুর ঐশ্বর্য,অনবরত বৃদ্ধি পেয়ে তার সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯ হাজার মিসকাল অর্থাৎ ৩৩৭৫ ভরি রৌপ্যের পরিমাণ সম্পদ।

১৩. (وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا) এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ, তারা তাকে ছেড়ে কোথাও যেতনা। তার ছিল দশজন পুত্র।

১৪. (وَمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا) তার জন্য সাজিয়ে দিয়েছি ধন-সম্পদ সুন্দরভাবে বিছানার ন্যায় একটির উপর আরেকটি করে।

১৫. (ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ) এরপরও সে কামনা করে, ওয়ালিদ লোভ করে যে, আমি আরও বর্ধিত করে দেই তার ধন-সম্পদ। অথচ সে আমাকে অমান্য করে, আমার সাথে কুফরী করে।

(١٦) كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝

(١٧) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝

(١٨) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝

(١٩) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

(٢٠) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

(٢١) ثُمَّ نَظَرَ ۝

(٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

(٢٣) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

১৬. কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী।

১৭. আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব।

১৮. সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে,

১৯. ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে,

২০. আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে।

২১. সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে,

১৬. (كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا) না, তা হবে না, মোটেই না, আমি তার সম্পদ আর বৃদ্ধি করবো না। এরপর তার সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে লাগল। সে তো অর্থাৎ ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী আমার কিতাব ও আমার রাসূলের বিরোধিতাকারী, ওগুলোর প্রতি বিমুখ, প্রত্যাখ্যানকারী।

১৭. (سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا) আমি অচিরেই তাকে আরোহণ করাব ক্লেশ দিব জাহান্নামে, মসৃণ ও পিচ্ছিল পাহাড়ে আরোহণে বাধ্য করব। তাতে হাত রাখলে সে গড়িয়ে পড়বে এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। অপর ব্যাখ্যায় রয়েছে, ধূম্র পর্বতে তাকে আরোহণে বাধ্য করব। তাকে সম্মুখ থেকে টেনে টেনে নেয়া হবে এবং পেছন থেকে প্রহার করা হবে।

১৮. (اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ) সে তো ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা তো চিন্তা করেছে মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে একান্ত মনে ভেবে দেখেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যোগবিয়োগের পর মন্তব্য করেছে যে, তিনি যাদুকর।

১৯. (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) অভিশপ্ত হোক সে, আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত নিল, মুহম্মদ (সা) সম্পর্কে এ মন্তব্য করতে পারল।

২০. (ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) আরও অভিশপ্ত হোক সে, পুনঃ পুনঃ লা'নত প্রাপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল, মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে এ মন্তব্য করল।

২১. (ثُمَّ نَظَرَ) সে আবার চেয়ে দেখল তার মন্তব্য নিরীক্ষণ করল, অবশেষে সে আবার বললঃ তিনি যাদুকর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারপর সে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের (রা) প্রতি চেয়ে দেখল। কারণ তারা তাঁকে বলেছিলেনঃ হে মুগীরা তনয়! কল্যাণের দিকে এসো।

২২. (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) এরপর মুখ বিকৃত করল, মুখমণ্ডল কালো করল, ভ্রূ কুঞ্চিত করল, কপাল কুঁচকে নিল।

২৩. (ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ) এরপর সে পেছনে ফিরল মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদেরকে ছেড়ে আপন পরিবারের দিকে চলে গেল এবং দম্ভ প্রকাশ করল তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করত ঈমান গ্রহণকে বোঝা মনে করল।

(٢٤) فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۙ

(٢٥) اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۗ

(٢٦) سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝

(٢٧) وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ۗ

(٢٨) لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۚ

(٢٩) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ

(٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۗ

২৪. এরপর বলেছেঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়,

২৫. এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়।

২৬. আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে।

২৮. এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না,
২৯. মানুষকে দগ্ধ করবে।
৩০. এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফিরিশতা।

২৪. (فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ) এবং ঘোষণা করল, এতো মুহাম্মদ (সা) যা বলছেন, তা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন কিছুই নয়, ইয়ামামার অধিবাসী ভণ্ড নবী, মুসায়লামা থেকে শেখা বক্তব্য ছাড়া কিছুই নয়। অপর ব্যাখ্যায় এর দ্বারা মক্কায় বসবাসকারী যাবার ও য়াসার-এর শেখানো বিষয় বুঝিয়েছে।

২৫. (اِنْ هٰذَا اِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ) এতো মুহাম্মদ (সা) যা বলছেন তা তো মানুষেরই কথা, জাবার ওয়াসার এরই কথা।

২৬. (سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ) আমি তাকে নিক্ষেপ করব আমি ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে আখিরাতে প্রবেশ করাব সাকার এ। সাকার হচ্ছে জাহান্নামের চতুর্থ দরজা। হে মুহাম্মদ (সা)!

২৭. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ) তুমি কি জান, সাকার কি?

২৮. (لاَ تُبْقِىْ وَلاَ تَذَرُ) এটি আস্ত রাখবেনা, তাদের দেহ ও মাংসপেশীগুলোকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিবে এবং ছেড়ে দিবে না নতুনভাবে গোশত তৈরী হলে ছেড়ে দিবে না। বরং পুন পুন পোড়াতে থাকবে।

২৯. (لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ) এতো গাত্রচর্ম দগ্ধকারী, শরীর ও দেহ দহনকারী। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তাদের মুখমণ্ডলকে পুড়িয়ে কালো করে দিবে সে আগুন।

৩০. (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) সেটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ১৯ জন প্রহরী প্রত্যেক ফিরিশতা জাহান্নামের রক্ষী দল।

(٣١) وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلاَّ مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ۗ وَمَا هِىَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

(٣٢) كَلاَّ وَالْقَمَرِ ۝

(٣٣) وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩১. আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি– যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। তোমার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।

৩১. (وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلاَّ مَلٰئِكَةً) আমি ফিরিশতাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরী করেছি, যারা যাবানিয়া নামে পরিচিত। (وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) আমি তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা স্বল্প উল্লেখ করেছি, কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। মক্কার কাফিররা তথা আবুল আশাদ ইবন উসায়দ ইবন কালদাকে পরীক্ষা করার জন্য। সে বলেছিল, ১৯ জনের ১৭ জনকে আমি একা কাবু করব। ৯ জনকে নিব আমার পৃষ্ঠে আর আট জনকে সেঁটে ধরব আমার বক্ষে, অবশিষ্ট দু'জনকে তোমরা সবাই মিলে ঠেকাবে। (لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ) যাতে কিতাবীদের আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত তথা তাওরাতপ্রাপ্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও তাঁর সাথীগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কারণ তাদের তাওরাত কিতাবেও জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা অনুরূপ রয়েছে। (وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ) যাতে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় আস্থা সুদৃঢ় হয়। যখন তারা জানবে যে, আমাদের গ্রন্থের বিষয়াদিও তাদের গ্রন্থের অনুরূপ। কিতাবীরা যেন সন্দেহে না পড়ে আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও তার সাথীগণ যেন সংশয়ে না পড়ে। যেহেতু এগুলো তাদের কিতাব তাওরাতের বিপরীত নয়। (وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً) এবং মু'মিনরাও যেন সন্দেহে পতিত না হয়, কারণ এতো তাওরাতের বিপরীত নয়, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে সন্দেহ ও কপটতা আছে তারা ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বলবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মক্কার কাফিররা বলবে, আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন, ফিরিশতাদের সংখ্যা স্বল্প উল্লেখ করে কি বুঝাতে চাইলেন (كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ) এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যারা পথভ্রষ্ট হবার যোগ্য তাদেরকে এ ধরনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে যারা পথ নির্দেশ পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে ফিরিশতা বাহিনী সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই জানেন, এতো এই সাকার তো মানুষের জন্যে সাবধানবাণী সৃষ্টির জন্য সতর্কবাণী। তা সম্পর্কে আমি তাদেরকে সতর্ক করছি।

৩২. (كَلاَّ وَالْقَمَرِ) না, তারা এতে কর্ণপাত করবে না, চন্দ্রের শপথ, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করছেন চন্দ্রের।

৩৩. (وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ) এবং শপথ রাত্রির যখন অবসান ঘটে, অতিবাহিত হয়।

(٣٤) وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝

(٣٥) اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

(٣٦) نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৪. শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়,
৩৫. নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম,
৩৬. মানুষের জন্যে সতর্ককারী,

৩৪. (وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ) এবং শপথ প্রভাত কালের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়, আগমন করে ও

৩৫. (اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ) এতো এই সাকার তো মহাবিপদসমূহের অন্যতম, নরকের দরজাগুলোর একটি। দরজা গুলো হচ্ছে জাহান্নাম,সাকার, লাযা, হুতামা, সাঈর, জাহীম, ও হাবিয়া।

৩৬. (نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ) মানুষের জন্য সতর্ককারী, এর দ্বারা আমি তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা) মানুষের জন্যে সতর্ককারী। এ হিসেবে আয়াতটি সূরার প্রারম্ভিক আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ " قُمْ فَاَنْذِرْ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ হে মানবকুলের সতর্ককারী! উঠ সতর্ক কর" আয়াতে অগ্র পশ্চাৎ হয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য,

(٣٧) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝

(٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

(٣٩) اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝

(٤٠) فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

(٤١) عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(٤٢) مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝

(٤٣) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী;
৩৯. কিন্তু ডানদিকস্থরা বাদে,
৪০. তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে,
৪২. বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে?
৪৩. তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না

৩৭. (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ) তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হয় কল্যাণের প্রতি এবং ঈমান আনে এবং যে পিছিয়ে পড়ে মন্দ হতে এরপর তা বর্জন করে। অপর ব্যাখ্যায় যে পিছিয়ে পড়ে কল্যাণ হতে এরপর কুফরী করে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি তাদের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শন।

৩৮. (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ) প্রত্যেক ব্যক্তি কাফির নিজ কৃতকর্মের দায়ে কুফরীর দায়ে আবদ্ধ চিরকাল জাহান্নামে বন্দী থাকবে।

৩৯. (اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ) তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নয়, জান্নাতীগণ সেরূপ নয়; বরং তারা থাকবে

[illegible]) উদ্যানে বাগানসমূহে, এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে,

৪৩. (قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ) তারা বলবে অর্থাৎ জাহান্নামীগণ বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী মুসলিমদের অর্ন্তভুক্ত ছিলাম না।

(٤٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۙ

(٤٥) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ ۙ

(٤٦) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۙ

(٤٧) حَتّٰىٓ أَتٰىنَا الْيَقِينُ ۚ

(٤٨) فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِينَ ۚ

(٤٩) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۙ

(٥٠) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ۙ

(٥١) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ۗ

৪৪. অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না;

৪৫. আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম,

৪৬. এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম,

৪৭. আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।

৪৮. অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।

৪৯. তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়?

৫০. যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ,

৫১. হট্টগোলের কারণে পলায়নপর।

৪৪. (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ) আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে আহার্য দান করতাম না, দরিদ্রদেরকে সাদকা প্রদানে অন্যকে উৎসাহিত করতাম না।

৪৫. (وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ) এবং আমরা উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন থাকতাম উপহাসকারীদের সাথে বাতিল পন্থীদের সাথে।

৪৬. (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ) আমরা অস্বীকার করতাম কর্মফল দিবসকে হিসাব নিকাশের দিন তথা কিয়ামত দিবসকে যে, সেদিন আসবে না,

৪৭. (حَتّٰى أَتٰنَا الْيَقِيْنُ) আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।

৪৮. (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ) ফলে তাদের কল্যাণ করবে না আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না সুপারিশকারীদের সুপারিশ অর্থাৎ ফিরিশতাকুল, নবীগণ (আ) ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণ তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন না।

৪৯. (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ) তাদের কি হয়েছে যে, মক্কাবাসীদের কি হল যে, তারা উপদেশ হতে কুরআন হতে মুখ ফিরায়ে নেয়, তা প্রত্যাখ্যান করে।

৫০. (كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ) তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ, ভয় পাওয়া গাধা। অপর ব্যাখ্যায় ফা অক্ষরে কাসরা যোগে ভয়ংকর গর্দভ।

৫১. (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) যা পলায়ন করছে সিংহের মুখ থেকে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শিকারীর হাত থেকে। অপর ব্যাখ্যায় মানুষ দল থেকে।

(৫২) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝

(৫৩) كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْاٰخِرَةَ ۝

(৫৪) كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝

(৫৫) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

(৫৬) وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

৫২. বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক।
৫৩. কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।
৫৪. কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র।
৫৫. অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক।
৫৬. তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

৫২. (بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً) বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক, যে গ্রন্থে তাদের পাপের কথাও থাকবে তাওবার কথাও থাকবে। তাই তারা বলেছিল, আমাদের অপরাধের কথাও থাকবে তাওবার কথাও থাকবে। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব।

৫৩. (كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ) না, তা হবার নয়, সেরূপ গ্রন্থ দেয়া হবে না, বরং তারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না, আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে না।

৫৪. (كَلَّا اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ) না, তা হবার নয়, এটিই এ কুরআনই সকলের জন্য উপদেশবাণী, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে উপদেশ।

৫৫. (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ) অতএব যার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করবে সে তা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ যার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করবেন যে, কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক, সে উপদেশ গ্রহণ করবেই।

৫৬. (وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না নসীহত গ্রহণ করতে পারবে না, (هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) একমাত্র তিনি ভয়ের যোগ্য তিনিই এর যোগ্য যে, তাকে ভয় করা হবে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করা হবে এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী যারা তাঁকে ভয় করে ও তাওবা করে। যে দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন তিনিই ক্ষমা করার একচ্ছত্র মালিক।

সূরা কিয়ামা

মক্কায় অবতীর্ণ

৪০ আয়াত, ৯৯ শব্দ, ৬৫২ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ

(٢) وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ؕ

(٣) اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ؕ

(٤) بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ

(٥) بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۚ

(٦) يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ؕ

(٧) فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۙ

১. আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের,
২. আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়–
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না?
৪. পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।
৫. বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়;
৬. সে প্রশ্ন করে–কিয়ামত দিবস কবে?
৭. যখন দৃষ্টি চমকে যাবে,

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ

১. (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের যে, তা অনুষ্ঠিত হবেই।

২. (وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার, পুণ্যবান ও পাপী সকল

যদি আরো অধিক পুণ্য অর্জন করতাম, আর পাপীরা বলবে, হায়! যদি আমি পাপাচার পরিত্যাগ করতাম! তিরস্কার পর্ব আরম্ভ হবে পুরস্কার ও শাস্তি দর্শন কালে। তিরস্কারকারী আত্মার অপর ব্যাখ্যা, অনুতপ্ত আত্মা। অপর ব্যাখ্যায়, যে আত্মা পাপাচার থেকে তাওবা করে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ায় নিজেকে তিরস্কার করে। অপর ব্যাখ্যায়, কাফির ও পাপাচারী আত্মা।

৩. (اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ) মানুষ কি মনে করে, যে পুনরুত্থান অস্বীকার করত কাফির 'আদি ইব্ন রাবিআ' পুনরুত্থান অস্বীকার করত কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবনা? তার হাড়গুলো জীর্ণ-শীর্ণ ও ভঙ্গুর হবার পর একত্রিত করতে আমি সক্ষম হবনা?

৪. (بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ) বস্তুত আমি সক্ষম, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আমি তাতে সক্ষম তার অংগুলিগুলো সমান করে দিতে অংগুলিগুলো একত্রিত করে সমান করে দিতে সক্ষম, ফলে তার হাতের তালু হয়ে যাবে উষ্ট্রের অথবা অন্যান্য পশুর ক্ষুরের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ আমি তো সক্ষম তার হাতের তালুকে উষ্ট্রের ক্ষুরের ন্যায় সমান বানিয়ে দিতে, তাহলে কেনবা তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে সক্ষম হব না?

৫. (بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ) তবুও মানুষ চায়, কাফির আদী ইব্ন রাবী'আ ইচ্ছা করে, তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে তার পাপাচারকে অগ্রাধিকার দিতে এবং তাওবাকে বিলম্বিত করতে। অপর ব্যাখ্যায়, সে চায় ভবিষ্যতে অশ্লীল ও অশালীন কাজ করতে।

৬. (يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ) সে প্রশ্ন করে 'আদী ইব্ন রাবি'আ পুনরুত্থান অস্বীকার করত জিজ্ঞাসা করে, কখন কিয়ামত আসবে? কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

৭. (فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ) যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যাবে। অপর ব্যাখ্যায়, যখন দৃষ্টি নিশ্চল হয়ে যাবে।

(৮) وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝

(৯) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

(১০) يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝

(১১) كَلَّا لَا وَزَرَ ۝

(১২) اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ ۝

৮. চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে,

৯. এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—

১০. সে দিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায়?

১১. না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।

৯. (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে শিং বিশিষ্ট রক্তাক্ত কালো দুই ষাঁড়ের ন্যায়। এরপর দুটোকেই নূরের পর্দায় নিক্ষেপ করা হবে।

১০. (يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ) সেদিন মানুষ বলবে কাফির 'আদী ইব্ন রাবিআ' ও তার সাথীগণ বলবে; যখন দেখবে শাস্তিঃ পালানোর স্থান কোথায়? জাহান্নাম থেকে বাঁচার স্থান- আশ্রয়ের স্থান কোথায়?

১১. (كَلَّا لَا وَزَرَ) না, কোন আশ্রয় স্থল নেই, কোন পর্বত নেই, যে তাকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করতে পারে। হিম্য়ারী ভাষায় পর্বতকে ওয়াযার وَزَرَ বলা হয়, "লা ওয়াযারা (لَا وَزَرَ) এর অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচাতে তাদের জন্য নেই কোন বৃক্ষ, পর্দা, আশ্রয়স্থল, দুর্গ এবং নেই কোন রক্ষাস্থল।

১২. (اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ) সে দিন কিয়ামতের দিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট তাবৎ সৃষ্টি জগতের আশ্রয় ও ঠাঁই তোমার প্রভুর নিকট।

(١٣) يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝

(١٤) بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝

(١٥) وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝

(١٦) لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝

(١٧) اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।
১৪. বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান,
১৫. যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।
১৬. তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে তুমি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবে না।
১৭. এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।

১৩. (يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে 'আদী ইব্ন রাবী'আ ও অন্যান্য মানুষকে অবগত করা হবে, যা সে অগ্রে পাঠিয়েছে এবং পশ্চাতে রেখে গেছে কল্যাণ-অকল্যাণ যা প্রেরণ করেছে এবং সৎ-অসৎ যা পরিত্যাগ করেছে। অপর ব্যাখ্যায়, যে ইবাদত প্রেরণ করেছে এবং যে পাপাচার হতে পিছিয়ে থেকেছে।

১৪. (بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ) বস্তুত মানুষ 'আদী ইব্ন রাবী'আ ও অন্যান্য লোকজন নিজ সম্বন্ধে সম্যক অবগত অর্থাৎ নিজ কর্মের সাক্ষী।

১৫. (وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ) যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে অক্ষমতা সহকারে বলে,আমি এটি করিনি ওটি বলিনি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানুষ দেখে অন্যের দোষ-ত্রুটি, নিজের দোষ ত্রুটি

১৬. (لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ) হে মুহাম্মদ (সা)! এটির সাথে কুরআন আবৃত্তি করার সাথে সাথে তথা তোমার নিকট জিবরাঈল (আ)-এর আবৃত্তি শেষ করার পূর্বেই তুমি আবৃত্তি করবে না, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিবরাঈল (আ) কোন ওহী নিয়ে আসলে তার পঠন শেষ হবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) শুরু থেকে পড়া আরম্ভ করতেন, যাতে ভুলে না যান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা হতে বারণ করলেন।

১৭. (اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ) এটি সংরক্ষণ করা তোমার হৃদয়ে একত্রিত ও সংরক্ষণ করা এবং পাঠ করানো জিবরাঈল (আ)-এর পঠন তোমার নিকট সংরক্ষণ করা আমারই দায়িত্ব, অপর ব্যাখ্যায় হারাম-হালাল সম্বলিত এটি তৈরীর দায়িত্ব আমারই।

(১৮) فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۚ
(১৯) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۗ
(২০) كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۙ
(২১) وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۗ
(২২) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ
(২৩) اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ

১৮. অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।
১৯. এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।
২০. কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস,
২১. এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।
২২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে।
২৩. তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

১৮. (فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ) সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করব জিবরাঈল (আ) তোমার নিকট পাঠ করবেন, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করবে হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি অতঃপর তা পাঠ কর। অপর ব্যাখ্যায় হালাল-হারাম সংযোগে আমি যখন নাযিল করি, তখন তুমি তা অনুসরণ কর।

১৯. (ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ) অতঃপর এটির বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই, এটির হালাল-হারাম আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করে দেওয়া আমারই কাজ।

২০. (كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ) না, তোমরা বরং পার্থিব জীবনকে ভালবেসে থাক, পার্থিব কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাক।

২১. (وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ) এবং আখিরাতকে উপেক্ষা করতে থাক আখিরাতে সাওয়াব লাভের কাজ পরিত্যাগ করতে থাক।

২৩. (اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) আপন প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিমান থাকবে, তারা সরাসরি তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে, মাঝে কোন অন্তরায় থাকবেনা।

(٢٤) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ۙ
(٢٥) تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۗ
(٢٦) كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ
(٢٧) وَقِيْلَ مَنْ ٜ رَاقٍ ۙ
(٢٨) وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ
(٢٩) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ
(٣٠) اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨ الْمَسَاقُ ۗ

২৪. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে।
২৫. তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে।
২৬. কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে,
২৭. এবং বলা হবে, কে রক্ষা করবে?
২৮. এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে।
২৯. এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে।
৩০. সেদিন, তোমার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে।

২৪. (وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ) এবং কোন কোন মুখমণ্ডল, কাফির ও মুশরিকদের মুখমণ্ডল সেদিন কিয়ামতের দিন বিবর্ণ হয়ে পড়বে, বীভৎস হয়ে পড়বে; নিজেদের প্রভুর দীদার ও দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে। তারা তার প্রতি তাকাতে পারবেনা।

২৫. (تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) তারা মনে করবে তারা বুঝে নেবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আসন্ন, কঠোর ও কঠিন শাস্তি তাদের উপর নেমে আসবে।

২৬. (كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ) না, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, দেহের প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে এসে পড়বে।

২৭. (وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ) এবং বলা হবে, তার পার্শ্বে অবস্থানরত পরিবার-পরিজন বলতে থাকবে, কে তাকে রক্ষা করবে, কোন চিকিৎসক আছে কি, যে চিকিৎসা করবে? অপর ব্যাখ্যায়, ফিরিশতাগণ পরস্পর বলাবলি করবেঃ তার রূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট কে নিয়ে যাবে?

২৮. (وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ) তখন তার প্রত্যয় হবে, মুমূর্ষু ব্যক্তি বুঝে নিবে যে, এই বিদায়ক্ষণ দুনিয়া হতে পরপারে যাত্রার ক্রান্তিকাল।

২৯. (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) এবং বিপদের পর বিপদ এসে পড়বে ইহকালের শেষ দিনের বিপদের সাথে পরকালের প্রথম দিনের বিপদ যোগ হবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে

৩০. (اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۣ الْمَسَاقُ) সেদিন কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে, সৃষ্টি জগতের প্রত্যাবর্তন হবে।

(٣١) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ

(٣٢) وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ

(٣٣) ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۙ

(٣٤) اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ

(٣٥) ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ

(٣٦) اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۙ

(٣٧) اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ

৩১. সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি।
৩২. পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।
৩৩. অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গেছে।
৩৪. তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ,
৩৫. অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।
৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?
৩৭. সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না?

৩১. (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى) সে বিশ্বাস করেনি অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ঈমান আনেনি, আল্লাহর একত্ববাদে এবং সালাত আদায় করেনি, ইসলাম গ্রহণ করত সালাত আদায়কারী মুসলিমদের দলভুক্ত হয়নি।

৩২. (وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى) বরং সে অস্বীকার করেছিল আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং মুখ ফিরায়ে নিয়েছিল ঈমান গ্রহণ থেকে,

৩৩. (ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى) তারপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট, দুনিয়াতে পরিবারের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে অহংকারী হয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সম্মুখে গিয়ে তাকে ঝাপটে ধরলেন, দু'বার ঝাঁকুনি দিলেন এবং বললেন ঃ

৩৪. (اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى) অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত, হে আবূ জাহ্‌ল! তোমার জন্য শাস্তি, তোমার জন্য শাস্তি।

৩৫. (ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى) অভিশপ্ত তুমি অভিশপ্ত হে আবূ জাহ্‌ল! তুমি সতর্ক হয়ে যাও। অনন্তর এ বিষয়ে কুরআনে নাযিল হল ঃ

৩৬. (اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى) মানুষ কি মনে করে যে, কাফির মানুষ তথা আবূ জাহ্‌ল কি মনে করে যে তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? আদেশ নিষেধ ও উপদেশ বিহীন ছেড়ে দেওয়া হবে?

(٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى

(٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى

(٤٠) أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى

৩৮. অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।
৩৯. অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল-নর ও নারী।
৪০. তবুও কি সে আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

৩৮. (ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى) অতঃপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? জমাট রক্তে পরিণত হয়নি?

৩৯. (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى) অতঃপর তিনি কি তাকে সৃষ্টি করেন নি প্রাণী হিসাবে, এবং সুঠাম করেন নি? যথাযথভাবে দু'হাত, দু'পা, দু'চক্ষ, দু'কর্ণ ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রাণ সঞ্চার করে, সুষমামণ্ডিত করেন নি, অতঃপর তিনি কি সৃষ্টি করেন নি তার থেকে এক নর ও নারী, আবূ জাহলের ইকরামা নামে এক পুত্র ও জুওয়াইরিয়া নামে এক কন্যা ছিল। যিনি এ সকল কর্ম সম্পাদন করলেন,

৪০. (أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى) তিনি কি সক্ষম নন মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পুনরুত্থানের জন্য? হা, অবশ্যই তিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম, যেমনটি আদম (আ)কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন।

সূরা দাহর

[যে সূরায় মানুষের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে]

মক্কায় অবতীর্ণ

৩১ আয়াত, ২৪০ শব্দ, ১০৪৪ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

(٢) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

(٣) إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا ○

(٤) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا

(٥) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○

১. মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে-এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

৩. আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে হয় কৃতজ্ঞ, না হয় অকৃতজ্ঞ।

৪. আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি।

৫. নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত ঃ

১. (هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا) মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে এমন কিছু সময়, আদম (আ) এর উপর অতিবাহিত হয়েছে এমন কিছু সময় তথা ৪০ বছর, যখন তার কায়া সৃষ্টি করত আকৃতি দিয়ে প্রাণহীন রাখা হয়েছিল। যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানত না এটি কি, কি তার নাম এবং এর সৃষ্টির পেছনে কিই-বা উদ্দেশ্য।

বীর্য থেকে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মিশ্রিত বীর্য হতে পুরুষের শ্বেত গাঢ় বীর্য ও মহিলার হলুদ তরল বীর্য হতে। এ দুই বীর্যের মিলনেই সন্তানের জন্ম হয়। তাকে পরীক্ষা করার জন্য, সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা দিয়ে যাচাই করার জন্য। অপর ব্যাখ্যায় কল্যাণ-অকল্যাণ দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য। এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন, আমি তাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছি, সত্য ও হিদায়াতের কথা শ্রবণ করার জন্যে এবং দৃষ্টি শক্তি দিয়েছে, সত্য ও হিদায়াতের পথ দেখার জন্য। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভাল-মন্দ ও ঈমান-কুফরী দিয়ে আমি তাকে পরীক্ষা করব। আয়াতে পূর্বাপর রয়েছে,

৩. (اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا) আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি তার জন্য ঈমান ও কুফরীর পথ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ বর্ণনা করে দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে ঈমানদার হবে না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে, কাফির হবে।

৪. (اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا) আমি প্রস্তুত রেখেছি অকৃতজ্ঞদের জন্য আবূ জাহ্ল ও তার সাথী কাফিরদের জন্য শৃংখল, বেড়ি জাহান্নামে ও লেলিহান অগ্নি, জ্বলন্ত অগ্নি।

৫. (اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا) সৎকর্মশীলরা ঈমানে সত্যবাদী ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যশীল লোকেরা পান করবে এমন পানীয় জান্নাতে এমন সুরা যার মিশ্রণ কাফূর।

(٦) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

(٧) يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

(٨) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

(٩) اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

(١٠) اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

(١١) فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ○

৬. এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহ্র বান্দাগণ পান করবে–তারা একে প্রবাহিত করবে।

৭. তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।

৮. তারা আল্লাহ্র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।

৯. তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।

১০. আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি।

১১. অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ।

৬. (عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا) এমন একটি প্রস্রবণের, যা হতে পান করবে

যথা ইচ্ছা তথা প্রবাহিত করবে। এরপর এ সৌভাগ্যবান লোকদের পার্থিব জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

৭. (يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا) তারা মানত পূরণ করে, অঙ্গীকার, আল্লাহর নামে কৃত শপথ পূরণ করে। অপর ব্যাখ্যায় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে এবং সেই দিনের ভয় করে সেই দিনের শাস্তির ভয় করে যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক, শাস্তি হবে বিস্তৃত।

৮. (وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا) আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও খাদ্যের স্বল্পতা ও খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম, মুসলিম অনাথ এবং বন্দীকে। অপর ব্যাখ্যায় কারা বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে।

৯. (اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا) এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তারা কিন্তু মুখে একথা বলত না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐকান্তিকতা ও সাচ্চা নিয়তের বর্ণনা দিয়ে বলছেন, আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি আল্লাহ্র সাওয়াব ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে; তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না বিনিময় চাই না যে, তোমরা আমাদেরকে প্রতিদান দিবে কৃতজ্ঞতাও নয়, তোমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রশংসারও প্রত্যাশী নই।

১০. (اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا) আমরা ভয় করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের এক মহা বিপদের দিনের শাস্তি ও ভয়াবহতাকে ভয় করি। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমরা অস্থিরতায় মুখমণ্ডল বিকৃতির সে দিবসকে ভয় করি।

১১. (فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا) পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন মুক্ত করবেন সে দিবসের অনিষ্ট হতে শাস্তি হতে এবং তাদেরকে দিবেন প্রদান করবেন, উৎফুল্লতা চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য এবং আনন্দ, হৃদয়ের অনাবিল প্রফুল্লতা।

(١٢) وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

(١٣) مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

(١٤) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

(١٥) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ۝

১২. এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।
১৩. তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।
১৪. তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।
১৫. তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে।

১৩. (مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ) সেথায় তারা সমাসীন হবে বিলাসিতা সহকারে জন্নাতে উপবেশন করবে সুসজ্জিত আসনে বাসর ঘরের সাজানো পালংকে। বর ও কনে উভয়ের জন্যে তৈরী মিলিত খাটকেই (أَرِيْكَةٌ) ('আরীকা') নামে অভিহিত করা হয়। দুজনের খাট পৃথক হলে তা 'আরীকা' নয়। (لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا) সেখানে তারা অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবেনা অর্থাৎ সূর্যের তাপ ও শৈত্যের শীতলতা অনুভব করবেনা।

১৪. (وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا) সন্নিহিত ছায়া তাদের উপরে থাকবে বৃক্ষের ছায়া তাদের অনতিদূর উপরে থাকবে, সেটির ফলমূল চয়ন তাদের আয়ত্বাধীন থাকবে।

১৫. (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرًا) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে সেবা রূপে রৌপ্য পাত্রে ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পাত্রে, নল ও হাতল বিহীন পাত্রে।

(١٦) قَوَارِيْرَا۟ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ○

(١٧) وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ○

(١٨) عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ○

(١٩) وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ○

(٢٠) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ○

১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্রে—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে।
১৭. তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র।
১৮. এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামে একটি ঝরণা।
১৯. তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা।
২০. তুমি যখন সেখানে দেখবে, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবে।

১৬. (قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا) রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা, সেবক শিশুরা যথাযথভাবে তা পূর্ণ করে দিবে, অতিরিক্তও নয়, কমও নয়।

১৭. (وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا) সেথায় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতে তাদেরকে পরিবেশন করা হবে যানজাবীল মিশ্রিত সুরা, আদ্রক মিশ্রিত পানীয়।

১৮. (عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا) সেখানকার এমন এক প্রস্রবণের, জান্নাতের এমন এক কূপের, যার নাম সালসাবীল। অপর ব্যাখ্যায়, যা আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের দিকে প্রবাহিত করেছেন।

১৯. (وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ) তাদেরকে পরিবেশন করবে সেবা প্রদান উদ্দেশ্যে সুদর্শন কিশোরগণ, যারা চিরস্থায়ী, জান্নাতে তাদের মৃত্যুও হবেনা, তারা বঞ্চিতও হবেনা। অপর ব্যাখ্যায় সুসজ্জিত কিশোরগণ। ... তাদেরকে দেখে মনে হবে, তুমি তাদেরকে দেখে মনে

২০. (وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا) তুমি যখন হে মুহাম্মদ (সা)! সেথায় দেখবে জান্নাতে তাকাবে দেখতে পাবে জান্নাতীদের জন্যে চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও বিশাল রাজ্য। সালাম প্রদান ও অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কেউই তাদের নিকট যেতে পারবেনা।

(٢١) عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ○

(٢٢) اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ○

(٢٣) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ○

(٢٤) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ○

(٢٥) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

(٢٦) وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ○

২১. তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সুবজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা।

২২. এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২৩. আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।

২৪. অতএব, তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা কর এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবে না।

২৫. এবং সকাল-সন্ধ্যায় নিজ পালনকর্তার নাম স্মরণ কর।

২৬. রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা কর এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।

২১. (عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا) তাদের আবরণ হবে, আলিফ যোগে আলিয়াহুম (عَالِيَهُمْ) অর্থ হবে তাদের গর্দান পড়লে আর আলিফ বাদে পড়লে অর্থ হবে তাদের আচ্ছাদন সূক্ষ্ম সবুজ রেশম, মিহি রেশম ও স্থুল রেশমের পোশাক, মোটা রেশমী বস্ত্র এবং তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, তাদের পরিধান করানো হবে রৌপ্যের পোশাক এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়, দূষণ মুক্ত পানীয়। অপর ব্যাখ্যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র করবেন হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে।

২২. (اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا) অবশ্যই এই খাদ্য পানীয় ও পোশাক তোমাদেরই জন্য পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিদান স্বরূপ এবং তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃত তোমাদের আমল ও কর্ম বর্ধিত আকারে গৃহীত।

২৩. (اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا) আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি জিব্‌রাঈল (আ)কে কুরআন সহকারে পাঠিয়েছি, ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে এক দু'আয়াত ও এক সূরা, এক সূরা করে।

তোমার প্রতিপালকের রিসালাত প্রচারে ধৈর্যশীল হও এবং তাদের মধ্যে কুরায়শ বংশীয় কাফিরদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অসৎ ও মিথ্যুক অর্থাৎ ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা অথবা যে কাফির আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী অর্থাৎ উতবা ইব্ন রাবী'আ তার অনুসরণ করোনা।

২৫. (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا) এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর প্রতিপালকের নির্দেশে সালাত আদায় কর, ভোরে ও সন্ধ্যায়, সকালে ও বিকালে অর্থাৎ ফজর, যোহর, ও আছরের সালাত।

২৬. (وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا) এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় কর। এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর অর্থাৎ নফল সালাত। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, রাত্রি কালীন শেষোক্ত এ সালাত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সাহাবাদের জন্য নয়।

(٢٧) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝

(٢٨) نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝

(٢٩) اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

(٣٠) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

(٣١) يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

২৭. নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।

২৮. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব।

২৯. এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।

৩০. আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর যালিমদের জন্য তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

২৭. (اِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا) তারা ভালবাসে ,মক্কার অধিবাসীরা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে পার্থিব উন্নতির জন্যে কাজ করাকে এবং উপেক্ষা করে চলে পরবর্তী কঠিন দিবসকে ভবিষ্যত কঠিন, কঠোর শাস্তির দিবসের জন্য কর্ম পরিত্যাগ করে।

২৮. (نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ মক্কাবাসীদের সৃজন করেছি, এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি তাদের গড়ন শক্তিশালী করেছি। আবার আমি যখন ইচ্ছা করব তাদের পরিবর্তে তাদেরকে ধ্বংস করে অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন : (وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا) আমি ইচ্ছা করলে এ অসৎ কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারি এবং তাদের পরিবর্তে আরও উত্তম ও আল্লাহর প্রতি অধিক আনুগত্যশীল জাতি সৃষ্টি করতে পারি।

২৯. (اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ) এই সূরা এক উপদেশ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নসীহত, (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا)। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক, একত্ববাদ গ্রহণ করতঃ আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করুক।

৩০. (وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ) তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবেনা ভাল মন্দ ঈমান গ্রহণ ও কুফরী পরিত্যাগে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যদি তা ইচ্ছা না করেন। (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا)। আল্লাহ্ অবহিত ভাল ও মন্দের ব্যাপারে তোমাদের ইচ্ছা সম্পর্কে, বিধানদাতা তিনি বিধান করেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত ভাল ও মন্দের ক্ষেত্রে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবেনা।

৩১. (يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা যোগ্য তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন (وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) এবং সীমা লংঘনকারীগণ কাফির-মুশরিকগণ, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন অনতি বিলম্বে আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যার যন্ত্রণা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত পৌছবে।

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ

৫০ আয়াত, ১৮১ শব্দ, ৮৬১ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ

(٢) فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ

(٣) وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ

(٤) فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ

(٥) فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(٦) عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ

(٧) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ

১. কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ,
২. সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ,
৩. মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ,
৪. মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং
৫. ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফিরিশতাগণের শপথ–
৬. ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে
৭. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ
১. (وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا) শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর, আল্লাহ তা'আলা শপথ করছেন অশ্ব কেশের ... কল্যাণসহ প্রেরিত ফিরিশতা অর্থাৎ জিবরাঈল,

২. (فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا) এবং প্রলয়কারী ঝটিকার শপথ, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করছেন কঠোর ঝঞ্ঝা বায়ুর।

৩. (وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا) সঞ্চালনকারী বায়ুর শপথ, যা বৃষ্টি সঞ্চালন করে অর্থাৎ বৃষ্টির শপথ। অপর ব্যাখ্যায় মেঘের শপথ, যা বৃষ্টি সঞ্চালন করে। অপর ব্যাখ্যায় সে সকল ফিরিশতাদের শপথ, যারা কিতাব খুলে দেয়।

৪. (فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا) পার্থক্য সৃষ্টিকারীদের শপথ, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করছেন সে সকল ফিরিশতাদের, যারা সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এ পার্থক্যকারী হচ্ছে কুরআনের আয়াতসমূহ। এগুলো সত্য ও অসত্য এবং হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, উপরোক্ত তিনটি বাক্য দ্বারা বায়ু বুঝানো হয়েছে।

৫. (فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا) শপথ উপদেশ আনয়নকারীদের, যারা ওহী নিয়ে অবতরণ করে।

৬. (عُذْرًا اَوْ نُذْرًا) পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য অন্যায় ও অবিচার থেকে অথবা সতর্কবাণী সৃষ্টি জগতের জন্য তার শাস্তি সম্পর্কে, অপর ব্যাখ্যায় (عُذْرًا) মানে হালাল (نُذْرًا) মানে হারাম, অপর ব্যাখ্যায় (عُذْرًا) পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি (نُذْرًا) শাস্তির ভীতি। আল্লাহ্ তা'আলা এসব কিছুর শপথ করে বলছেন ঃ

৭. (اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির তা অবশ্যম্ভাবী, তার বাস্তবায়ন অনিবার্য। এরপর তা কখন অনুষ্ঠিত হবে, তার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

(٨) فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝

(٩) وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝

(١٠) وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝

(١١) وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝

(١٢) لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝

(١٣) لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝

(١٤) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝

৮. অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে,

৯. যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে,

১০. যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং

১১. যখন রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে,

১২. এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে?

৮. (فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ) যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে, জ্যোতি অবলুপ্ত হবে।

৯. (وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ) এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

১০. (وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ) এবং যখন পাহাড় উৎপাটিত হবে আপন স্থান থেকে।

১১. (وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ) যখন রাসূলগণের উপস্থিতির সময় নির্ধারণ করা হবে, একত্রিত করা হবে।

১২. (لِاَىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ) কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে এ গুলোকে অর্থাৎ এগুলোর মালিক এ গুলোকে কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রেখেছেন? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন :

১৩. (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) বিচার দিবসের জন্য, সৃষ্টি জগতের ফায়সালা দিবসের জন্য।

১৪. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ) বিচার দিবস সম্পর্কে তুমি কি জানেন? হে মুহাম্মদ (সা)।

(١٥) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(١٦) اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١٧) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ○

(١٨) كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

(١٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٢٠) اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ○

(٢١) فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○

(٢٢) اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

১৫. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।
১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?
১৭. অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে।
১৮. অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।
১৯. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।
২০. আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?
২১. অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে,
২২. এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত,

১৫. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সেদিন দুর্ভোগ, অপর ব্যাখ্যায় ওয়ায়ল হচ্ছে জাহান্নামে রক্ত ও পুঁজের উপত্যকা বিশেষ। অপর ব্যাখ্যায়, ওয়ায়ল হচ্ছে জাহান্নামের একটি গভীর কূপ। অপর ব্যাখ্যায়, ওয়ায়ল হচ্ছে কঠোর শাস্তি, অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহ, কিতাব, রাসূল, ও মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে যারা অস্বীকার করে।

১৬. (اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ) আমি কি ধ্বংস করিনি পূর্ববর্তীদেরকে, শাস্তি ও মৃত্যু দিয়ে।

১৭. (ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ) এরপর আমি পরবর্তীদেরকে ওদের অনুগামী করাব, পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের পর থেকে যাওয়া পরবর্তীদেরকে মৃত্যু ও শাস্তি দিয়ে ওদের সাথে সংযুক্ত করব।

১৮. (كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ) অপরাধীদের সাথে তোমার সম্প্রদায়ের মুশরিকদের সাথে আমি এরূপই করব,

১৯. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সে দিন কিয়ামতের দিন দুর্ভোগ, কঠিন শাস্তি অস্বীকারকারীদের জন্য আপনার সম্প্রদায়ের যারা ঈমান ও পুনরুত্থান অস্বীকার করে।

২০. (اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ) আমি কি তোমাদেরকে হে অস্বীকারকারী দল! তুচ্ছ তরল পদার্থ হতে সৃষ্টি করিনি, দুর্বল বীর্য হতে সৃষ্টি করিনি।

২১. (فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ) এরপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে সংরক্ষিত স্থানে-নারীর জরায়ুতে।

২২. (اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ) এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, প্রসব করা পর্যন্ত ৯ মাস কিংবা ততোধিক কিংবা তার চেয়ে কম সময় পর্যন্ত।

(٢٣) فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○

(٢٤) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٢٥) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ○

(٢٦) اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ○

(٢٧) وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ○

২৩. অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা?

২৪. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।

২৫. আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে,

২৬. জীবিত ও মৃতদেরকে?

২৭. আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করায়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি।

২৮. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।

২৩. (فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ) এরপর আমি গঠন করেছি পরিমিতভাবে তার অবয়ব। অপর ব্যাখ্যায়, আমি তার সৃষ্টির অধিকারী হয়েছি। অপর ব্যাখ্যায়, নারীর জরায়ুতে তার দেহের আকৃতি তৈরী করেছি। আমি

২৪. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সেদিন কিয়ামতের দিন দুর্ভোগ, কঠোর শাস্তি অস্বীকারকারীদের জন্য ঈমান ও পুনরুত্থান প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায়ে দিয়ে বলেছেনঃ

২৫. (اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا) আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে, এ ভূমি তাদেরকে ধারণ করে রেখেছে।

২৬. (اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا) জীবিতদেরকে রেখেছে তার পৃষ্ঠাদেশে এবং মৃতদেরকে রেখেছে তার অভ্যন্তরে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জীবিত ও মৃতদের আধার রূপে।

২৭. (وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ) আমি তাতে স্থাপন করেছি পৃথিবীটাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় পর্বতমালা আপন স্থানে অবিচল, পাহাড়রাজি কীলক হিসেবে (وَاَسْقَيْنٰكُمْ مَّاءً فُرَاتًا) এবং তোমাদেরকে পান করায়েছি হে অস্বীকারকারী দল, সুপেয় পানি, সুমিষ্ট-সুস্বাদু পানি। অপর ব্যাখ্যায়, সুপেয় দুধ।

২৮. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সেদিন দুর্ভোগ, কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি অস্বীকারকারীদের জন্য ঈমান ও পুনরুত্থান প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

(٢٨) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
(٢٩) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝
(٣٠) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝
(٣١) لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۝
(٣٢) اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝
(٣٣) كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝
(٣٤) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
(٣٥) هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝
(٣٦) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝
(٣٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

২৯. চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৩০. চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে,

৩১. যে ছায়া সুনিবীড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না।

৩২. এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে।

৩৩. যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী।

৩৪. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।

৩৫. এটা এমনি দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না।

৩৬. এবং কাউকে তাওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না।

৩৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।

২৯. (اِنْطَلِقُوْا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ) তোমরা অগ্রসর হও হে অস্বীকারকারীর দল! যা তোমরা অস্বীকার করতে দুনিয়াতে তার দিকে সে শাস্তির দিকে।

৩০. (اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ) তোমরা চল হে অস্বীকারকারীর দল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। তিনটি কুন্ডলীতে উত্থিত ধুম্র পুঞ্জের ছায়ার দিকে,

৩১. (لَا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ) যা সুশীতল ছায়া নয়, আগুনের তাপ হতে রক্ষাকারী নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হতে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ হতে।

৩২. (اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ) এটি উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে অগ্নিকুণ্ড অট্টালিকা তুল্য, অপর ব্যাখ্যায়, প্রকান্ড বৃক্ষের নিম্নদেশ তুল্য,

৩৩. (كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ) সেটি পীতবর্ণ কালো বর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী সদৃশ।

৩৪. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) দুর্ভোগ সেদিন, কঠোর শাস্তি কিয়ামতের দিন, মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, ঈমান ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য।

৩৫. (هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ) এ এমন এক দিন, যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবেনা, কতেক স্থানে তারা কথা বলতে পারবে না আর কতেক স্থানে কথা বলতে পারবে।

৩৬. (وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ) এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা কথা বলার যে তারা অপরাধ স্খলন করবে।

৩৭. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) দুর্ভোগ সেদিন, কঠোর শাস্তি কিয়ামতের দিন, মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, ঈমান ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য।

(٣٨) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۝

(٣٩) فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ۝

(٤٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(٤١) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(٤٢) وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

৩৮. এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি।

৩৯. অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে।

৪০. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।

৩৮. (هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ) এই ফায়সালার দিন সৃষ্টি জগতের মাঝে আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে হে অস্বীকারকারীর দল এবং পূর্ববর্তীদেরকে, পূর্বেকার লোকদেরকে এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকে।

৩৯. (فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ) তোমাদের কোন অপকৌশল যদি থাকে, হে অস্বীকারকারীর দল আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে, তা তোমরা সন্ধান কর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি তোমাদের কোন উপায় থাকে, তবে তা অবলম্বন কর।

৪০. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সে দিন দুর্ভোগ কিয়ামতের দিনে কঠোর শাস্তি মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, ঈমান ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা এরপর মু'মিনদের বাসস্থানের নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন ঃ

৪১. (اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ) মুত্তাকীরা থাকবে, কুফ্‌রী শির্‌ক ও অশ্লীলতা পরিহারকারীগণ থাকবে ছায়ায়, বৃক্ষ ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে, ঝর্ণা ধারার নিকটে।

৪২. (وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ) তাদের বাঞ্ছিত কাংখিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে খাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা খাও ফলমূল এবং পান কর ঝর্ণাধারা হতে তৃপ্তি সহকারে, মৃত্যু ও রোগ-শোকের শংকা মুক্ত হয়ে।

(٤٣) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٤٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٤٥) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٤٦) كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ○

(٤٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٤٨) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○

(٤٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٥٠) فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

৪৩. বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।
৪৪. এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
৪৫. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।
৪৬. কাফিরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও।
৪৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।
৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না।

৪৯. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ হবে।
৫০. এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

৪৩. (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ দুনিয়াতে তোমরা যে সকল ভাল কাজ করতে ও কথা বলতে তার বিনিময় স্বরূপ।

৪৪. (اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) এভাবে আমি পুরস্কৃত করে থাকি, সৎকর্মপরায়ণদেরকে কথায় ও কাজে সততা অবলম্বনকারীদেরকে।

৪৫. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সে দিন দুর্ভোগ, কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, ঈমান ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য।

৪৬. (كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ) তোমরা খাও হে মিথ্যা আরোপকারীর দল এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন দুনিয়াতে। তোমরা তো অপরাধী মুশরিক, আখিরাতে তোমাদের স্থান তো জাহান্নামে। এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের জন্য শাস্তির ঘোষণা।

৪৭. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সে দিন দুর্ভোগ, কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে ঈমান ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য।

৪৮. (وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لاَيَرْكَعُوْنَ) যখন তাদেরকে বলা হয় অস্বীকারকারীদেরকে দুনিয়াতে বলা হয় নত হও, একত্ববাদ গ্রহণ করত আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হও, তারা নত হয়না, একত্ববাদ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিনীত হয়না। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আখিরাতে তাদেরকে সিজদা করতে বলা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না," তোমাদের এ বক্তব্যে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরা এক্ষণে সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের পৃষ্ঠদেশ প্রাচীরের ন্যায় হয়ে যাবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ছাকীফ গোত্রকে উপলক্ষ করে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছিল ঃ রুকূ সিজদার মাধ্যমে আমরা আমাদের পৃষ্ঠ নত করতে পারবনা।

৪৯. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) সে দিন দুর্ভোগ কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি মিথ্যারোপকারীদের জন্য, আল্লাহ্, রাসূল,কিতাব ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য।

৫০. (فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ) সুতরাং তারা এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় কোন্ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে! ঈমান আনবে, যদি এই সংবাদে ঈমান না আনে?

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪০, শব্দ ১৩০ ও অক্ষর ৬৯০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ

(٢) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ

(٣) الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۞

(٤) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ

(٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۞

(٦) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ

(٧) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ

১. তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
২. মহা সংবাদ সম্পর্কে,
৩. যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।
৪. না, সত্ত্বরই তারা জানতে পারবে,
৫. অতঃপর না, সত্ত্বর তারা জানতে পারবে।
৬. আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা
৭. এবং পর্বতমালাকে পেরেক?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই সূরার তাফসীরে বর্ণিত যে, আল্লাহ বলেন :
১. (عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ) তারা একে অপরের কাছে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে অর্থাৎ কুরাইশরা,
২ (عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ) সে মহাসংবাদ বিষয়ে, কুরআনুল করীমের বিষয়ে,

৩. (الَّذِى هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ) যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে, তাদের একদল হযরত মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে মিথ্যা মনে করছে এবং আরেক দল হযরত মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে বিশ্বাস করছে। এটা তখন হত যখন হযরত জিবরাঈল (আ) কুরআনের কিছু অংশ নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং তিনি তা পাঠ করে রাসূলে কারীম (সা)কে শুনাতেন, তখন এরা পরস্পরে আলোচনায় প্রবৃত্ত হত। তখন কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনয়ন করত, আর কিছু সংখ্যক মিথ্যা মনে করত।

৪. (كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ) কখনো না, এটা কাফিরদের মন্তব্যের প্রতিবাদ, তারা শীঘ্র জানতে পারবে, এরা মৃত্যুর সময় জানতে পারবে তাদের প্রতি কি ব্যবহার করা হবে।

৫. (ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ) আবার বলি, কখনো না, বাস্তবিকই তারা অচিরেই জানতে পারবে, কবরে কী ব্যবহার করা হবে। এবং এটা মিথ্যাবাদীদের জন্য বিরাট হুমকী। যারা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকে মিথ্যা মনে করে। তারপর আল্লাহ্ তাঁর দয়াসমূহ যা তিনি তাদের প্রতি করেছেন, বর্ণনা করেন ঃ

৬. (اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا) আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা, বিছানা ও আরামের স্থান?

৭. (وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا) ও পর্বতসমূহকে কীলকা তার জন্য, যাতে নড়াচড়া না করে,

(٨) وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ

(٩) وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

(١٠) وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ

(١١) وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ

(١٢) وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ

(١٣) وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ

(١٤) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ

(١٥) لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ

(١٦) وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۙ

৮. আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি,

৯: তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী,

১০. রাত্রিকে করেছি আবরণ,

১১. দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়,

১২. নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ।

১৫. যাতে তদ্দারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,
১৬. ও পাতাঘন উদ্যান।

৮. (وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا) এবং আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়, পুরুষ ও মহিলা করে,

৯. (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) এবং তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, আরামদায়ক করেছি তোমাদের শরীরের জন্য। আরো বলা হয়, সুন্দর ও সুশ্রী হওয়ার উপায় করেছি,

১০. (وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا) এবং করেছি রাত্রিকে আবরণ বসবাস করার জন্য, আরো বলা হয় পোশাক স্বরূপ,

১১. (وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়, রুযী তালাশ করবার সময়,

১২. (وَبَنَيْنَا) আর নির্মাণ করেছি, সৃষ্টি করেছি (فَوْقَكُمْ) তামাদের ঊর্ধ্বদেশ, তোমাদের মাথার উপরে (سَبْعًا) সাত আকাশকে (شِدَادًا) সুস্থিত, মোটা ও পুরু করে,

১৩. (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا) এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ মানুষের জন্য, আলো বিকিরণকারী সূর্য সৃষ্টি করেছি,

১৪. (وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ) এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা থেকে বায়ুর সাহায্যে (مَاءً ثَجَّاجًا) প্রচুর বারি,

১৫. (لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا) তা দিয়ে আমি বের করি, আমি উৎপন্ন করি حَبًّا وَّنَبَاتًا শষ্য ও উদ্ভিদ বৃষ্টি দিয়ে সমস্ত শষ্য, ঘাস ও যাবতীয় উদ্ভিদ,

১৬. (وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا) এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান, সন্নিবিষ্ট উদ্যানসমূহ। আরো বলা হয়, নানা বর্ণের বাগানসমূহ।

(১৭) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ

(১৮) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ

(১৯) وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

(২০) وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۙ

(২১) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

১৭. নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে।
১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,
১৯. আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে,
২০. এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।

১৭. (اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য প্রতিশ্রুত যে, সে দিবসে সকলে একত্রিত হবে।

১৮. (يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ) যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, পুনরুত্থানের জন্য (فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا) এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, দলে দলে উপস্থিত হবে,

১৯. (وفُتِحَتِ السَّمَاءُ) এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, আকাশের দরজাগুলি উন্মুক্ত করা হবে (فَكَانَتْ اَبْوَابًا) ফলে তা হবে দ্বারবিশিষ্ট, রাস্তা হয়ে যাবে।

২০. (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ) এবং চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে ভূমির উপর থেকে (فَكَانَتْ سَرَابًا) সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা, মরীচিকার ন্যায় হয়ে যাবে।

২১. (اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে হাজতে আবদ্ধ করার স্থল অথবা জেলে আবদ্ধ করার স্থল হিসাবে।

(٢٢) لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۝

(٢٣) لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝

(٢٤) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝

(٢٥) اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝

(٢٦) جَزَآءً وِّفَاقًا ۝

(٢٧) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝

(٢٨) وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝

২২. সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে।
২৩. তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে।
২৪. তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না;
২৫. কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে,
২৬. পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে।
২৭. নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করতনা,
২৮. এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত।

২২. (لِلطَّاغِيْنَ) সীমালংঘনকারীদের, কাফিরদের জন্য (مَاٰبًا) প্রত্যাবর্তনস্থল,

২৩. (لٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا) সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে, জাহান্নামে বসবাস করবে যুগ যুগ ধরে। এক হুকবা হবে (৮০) আশি বছরে এবং বছর হবে ৩৬০ দিনে। এবং তার একদিন হবে

২৪. (لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا) সেথায় তারা আস্বাদন করবেনা, দোযখে (بَرْدًا) শৈত্য, ঠাণ্ডা পানি, আরো বলা হয় নিদ্রা (وَلَا شَرَابًا) আর না কোন পানীয়, ঠাণ্ডা পানীয়,

২৫. (اِلَّا حَمِيْمًا) ফুটন্ত পানি ব্যতীত, গরম পানি, যা গরমের চরম পর্যায়ে পৌছেছে (وَغَسَّاقًا) এবং পূঁজ ব্যতীত, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আরো বলা হয়, দুর্গন্ধযুক্ত পানীয়।

২৬. (جَزَاءً وِّفَاقًا) উপযুক্ত প্রতিফল হিসাবে, এটাই তাদের আমলের সমুচিত প্রতিফল।

২৭. (اِنَّهُمْ كَانُوْا) এরা কখনো দুনিয়ায় (لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا) হিসাবের আশংকা করতনা, তারা আখিরাতে শাস্তির ভয় করতনা এবং তাতে বিশ্বাস করতনা,

২৮. (وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) এবং তারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ আমার কিতাব ও রাসূলকে (كِذَّابًا) দৃঢ়তার সাথে, দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল।

(٢٩) وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ

(٣٠) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۧ

(٣١) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ

(٣٢) حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ

(٣٣) وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ

(٣٤) وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۙ

(٣٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ

২৯. আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি।
৩০. অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব।
৩১. পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য,
৩২. উদ্যান, আঙ্গুর।
৩৩. সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী,
৩৪. এবং পূর্ণ পানপাত্র।
৩৫. তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না।

২৯. (وَكُلَّ شَيْءٍ) এবং সব কিছুই, আদম সন্তানের সমস্ত কার্যাবলীই (اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا) আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে, যা লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছি।

৩০. (فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ) তারপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, দোযখে শাস্তি ভোগ কর। আমিতো বৃদ্ধি করব তোমাদের জাহান্নামে (اِلَّا عَذَابًا) শুধু শাস্তিই, বিভিন্ন প্রকারের। তারপর আল্লাহ মু'মিনদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

৩১. ([illegible]) নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে যারা কুফরী, শিরকী ও অসৎ কাজ হতে বিরত

৩২. (حَدَائِقَ) বাগানসমূহ যার খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছগুলি দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত (وَأَعْنَابًا) এবং আঙ্গুরসমূহ,

৩৩. (وَكَوَاعِبَ) উদভিন্ন যৌবনা তরুণীরা, যাদের স্তন উঠে উঠে থাকবে, (أَتْرَابًا) সমবয়স্কা, বয়সে এবং জন্মে তেত্রিশ বছরের হবে।

৩৪. (وَكَأْسًا دِهَاقًا) এবং পূর্ণ পানপাত্র, যা একের পর এক পরিপূর্ণ থাকবে।

৩৫. (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا) সেথায় শুনবেনা তারা, জান্নাতীরা জান্নাতে (لَغْوًا) অসার কথা, মিথ্যা কসম ও অর্থহীন কাজ (وَلَا كِذَّابًا) আর না মিথ্যা বাক্য, একে অন্যকে মিথ্যা কথা বলবেনা।

(٣٦) جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ○

(٣٧) رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ○

(٣٨) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

(٣٩) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ مَاٰبًا ○

(٤٠) إِنَّآ أَنذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرٰبًا ○

৩৬. এটা তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান,

৩৭. যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না।

৩৮, যেদিন রূহ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।

৩৯. এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনর্কার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক।

৪০. আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে ঃ হায়, আফসোস– আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

৩৬. (جَزَاءً) এটা পুরস্কার, বিনিময় (مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً) তোমার রবের দান যা তাদেরকে জান্নাতে দান করবেন। (حِسَابًا) যথোচিত একের বিনিময়ে দশগুণ। আরো বলা হয়, তাদের আমলের উপযুক্ত প্রতিফল।

৩৭. (رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর অন্তর্বর্তী সব কিছুর, সৃষ্ট জীব ও আশ্চর্যের সকল বস্তুর (الرَّحْمٰنِ) যিনি দয়াময় (لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) তার নিকট আবেদন করার শক্তি তাদের থাকবেনা, ফিরিশ্তা বা অন্য কারো। শাফায়াত সম্বন্ধে কথা বলার শক্তি থাকবেনা,যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুমতি দিবেন।

৩৮. (يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ) সেদিন দাঁড়াবে রূহ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)। এও বলা হয়েছে যে, রূহ এমন এক সৃষ্ট জীব, যার বিশালত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রূহ আল্লাহ তা'আলার আরশ ব্যতীত সব চাইতে বৃহদাকার এক ফিরিশতা, তিনি প্রত্যেক দিন বার

কাতারভুক্ত। আরো বলা হয়, রূহ ফিরিশতাদের মধ্যে এক প্রকার ফিরিশ্তা, যাদের হাত ও পা আছে মানুষের হাত ও পার ন্যায়। (وَالْمَلَائِكَةُ) এবং ফিরিশ্তা, যেদিন ফিরিশ্তাগণ দাঁড়াবেন। (صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ) সারিবদ্ধভাবে, কেউ কথা বলবেন না অর্থাৎ শাফায়াতের জন্য ফিরিশ্তাগণ (إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ)। দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত শাফায়াতের ব্যাপারে (وَقَالَ صَوَابًا) এবং সে যথার্থ বলবে সত্য বলবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

৩৯. (ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ) এই দিন সুনিশ্চিত যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেদিন তা সম্পূর্ণ সংঘটিত হবে। (فَمَنْ شَاءَ) অতএব যার অভিরুচি হয় (اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ مَآبًا) সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক, সে তাওহীদ গ্রহণ করুক এবং একেই তার রবের প্রতি প্রত্যাবর্তনের উপায় সাব্যস্ত করুক।

৪০. (إِنَّا أَنْذَرْنٰكُمْ) আমি তোমাদের সতর্ক করলাম হে মক্কাবাসী, আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলাম। (عَذَابًا قَرِيبًا) আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে যা সংঘটিত হবেই (يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ) সে দিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে, মু'মিন দেখবে 'আরো বলা হয়, কাফির দেখবে (مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ) তার কৃত কর্ম যা করেছে ভালমন্দ (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِي كُنْتُ تُرٰبًا) এবং কাফির বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম জীব জন্তুর মত। এ ভীষণ বিপদ, ভয়াবহ অবস্থা ও শাস্তির কারণে কাফিরা সে দিন আকাংখা করবে, হায়! যদি জীবজন্তুর ন্যায় মাটি হতাম। এটা সেদিন হবে, যেদিন ফুৎকার দেওয়া হবে।

সূরা নাযি'আত

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৪৬টি আয়াত, একশত তিহাত্তরটি শব্দ ও নয়শত তিপ্পান্নটি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ

(٢) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ

(٣) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ

(٤) فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ

(٥) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ

১. শপথ সেই ফিরিশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে,
২. শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে;
৩. শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে,
৪. শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং
৫. শপথ তাদের যারা সকল কর্মনির্বাহ করে–কিয়ামত অবশ্যই হবে।

পূর্বোল্লিখিত সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

১. (وَالنّٰزِعٰتِ) শপথ তাদের, যারা উৎপাটন করে। আল্লাহ শপথ করছেন ফিরিশতাগণের, যারা কাফিরদের আত্মাকে জোর করে উৎপাটন করেন। (غَرْقًا) নির্মমভাবে তার আত্মাকে তার বক্ষের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বের করেন। এটা কাফিরদের রূহের অবস্থা।

২. (وَالنّٰشِطٰتِ) এবং যারা বন্ধন মুক্ত করে দেন অর্থাৎ আল্লাহ শপথ করেন সেসব ফিরিশতাদের যারা কষ্টের ও যন্ত্রণার সাথে কাফিরদের রূহ বের করে নেন। (نَشْطًا) মৃদুভাবে, যেমন ঘন কাঁটাযুক্ত শিক কোন

৩. (وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا) এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে, আল্লাহ তা'আলা শপথ করেছেন ঐসব ফিরিশতাদের, যারা নেককার মু'মিনদের আত্মা অতি সহজে বের করে নেন এবং তাকে আরামে নেয়ার জন্য কিছুটা সময় দেয়। আরো বলা হয়, এটা মু'মিনদের রূহের অবস্থা।

৪. (فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا) আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, আল্লাহ সেই ফিরিশতাদের শপথ করেছেন যারা অতিদ্রুত মু'মিনদের আত্মাকে জান্নাতে এবং কাফিরদের আত্মাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আরো বলা হয় এটা মু'মিনদের আত্মা যা দ্রুত জান্নাতে পৌঁছবে।

৫. (فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا) এরপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। আল্লাহ শপথ করেন সেই ফিরিশতাদের যারা মানুষের কাজে নিয়োজিত আছেন। অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইস্‌রাফীল ও মালাকুল মউত। আরো বলা হয় (وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا - وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا - وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا - فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا) এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি বড় বড় নক্ষত্র। আর (فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا) হলো ফিরিশতারা এবং আরো বলা হয়েছে (وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا) অর্থাৎ বীর যোদ্ধাদের প্রবল বীরত্ব। (وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا), যোদ্ধাদের রশি (وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا) আর এটা হচ্ছে সামুদ্রিক যোদ্ধাদের নৌকাসমূহ এবং (وَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا) এটা হলো যোদ্ধাদের ঘোড়াসমূহ এবং (فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا) হচ্ছে যোদ্ধাদের নেতাগণ। আরো বলা হয় (وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا) আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত জিনিসের শপথ করে বলছেন, শিংগায় যে দুইবার ফুৎকার হবে এই দুই ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। তারপর আল্লাহ বলেন ঃ

(٦) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

(٧) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

(٨) قُلُوبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝

(٩) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

(١٠) يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝

(١١) ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝

৬. যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী,
৭. অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী;
৮. সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে।
৯. তাদের দৃষ্টি নত হবে।
১০. তারা বলে ঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই–
১১. গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও?

৬. (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) যেদিন প্রকম্পনকারী প্রকম্পিত করবে অর্থাৎ প্রথম শিংগা, যা সমস্ত কিছুকে প্রকম্পিত করবে। এটা প্রথম ধ্বনি।

৭. (تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) এর অনুসরণ করবে পরবর্তীটি অর্থাৎ দ্বিতীয় ধ্বনি যা শেষ ধ্বনি।

৮. (قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ) কতক হৃদয় সে দিন কিয়ামতের দিন (وَّاجِفَةٌ) সন্ত্রস্ত হবে, ভীত হবে,

৯. (اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।

১০. (يَقُوْلُوْنَ) তারা বলবে, কাফির নযর ইবন হারিছ ও তার সঙ্গীরা বলবে (ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ) আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হব দুনিয়ার দিকে। আরো বলা হয়, কবর হতে উত্থিত হব?

১১. (ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও আর যদি نَاخِرَةً আলিফ দিয়ে পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে মৃত অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ্ আমাদেরকে উঠাবেন? তখন নবী (সা) বলেন, হ্যাঁ, তিনি উঠাবেন,

(١٢) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

(١٣) فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

(١٤) فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

(١٥) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝

(١٦) اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

(١٧) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

(١٨) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى ۝

১২. তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে।
১৩. অতএব, এটা তো কেবল এক মহানাদ,
১৪. তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।
১৫. মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?
১৬. যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় আহ্বান করেছিলেন,
১৭. ফির'আউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।
১৮. অতঃপর বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি?

১২। (قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) তারা বলে, যদি তাই হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন, ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এটা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১৩. (فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ) এতো কেবল এক বিকট আওয়াজ, প্রথম ফুৎকার যা দ্বিতীয়বার হবেনা। আর তা হচ্ছে পুনঃউত্থানের ফুৎকার।

১৪. (فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে, পৃথিবীর উপরে উঠবে। আরো বলা হয়, হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

১৫. (هَلْ اَتٰكَ) তোমার নিকট কি পৌছেছে হে মুহম্মদ (সা)! এটা জিজ্ঞাসাসূচক অর্থাৎ নিশ্চয়ই এসেছে তোমার নিকট। আরো বলা হয়,

১৬. (اِذْنَادٰهُ رَبُّهٗ) যখন আহ্বান করলেন তাকে তার রব, তাকে তার রব ডাকলেন (بِالْوَادِ الْمُقَدَّس) পবিত্র উপত্যকায় (طُوًى) তুওয়ায়, ঐ উপত্যকার নাম। তাকে এ নামে নাম করণ করা হয়েছে এ জন্যে যে বহু নবী-রাসূল (সা) এই স্থানে পদার্পণ করেছেন। আরো বলা হয়, তাকে সংকুচিত করা হয়েছে। আরো বলা হয়, মূসা (আ) কে বলা হয়েছিল এই স্থানের কল্যাণ ও বরকত হাসিলের জন্য তুমি এই উপত্যকায় পদচারণা কর।

১৭. (اِذْهَبْ) তুমি যাও হে মূসা (اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى) ফির'আউনের নিকট, সে তো সীমালংঘন করেছে, গর্ব ও অহংকার করেছে এবং অস্বীকার করেছে।

১৮. (فَقُلْ هَلْ لَّكَ) এবং তাকে বল, তোমার কি আগ্রহ আছে হে ফির'আউন! (اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى) যে তুমি পবিত্র হও সংশোধিত হও এবং আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হও,

(١٩) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ

(٢٠) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ

(٢١) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ

(٢٢) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ

(٢٣) فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ

(٢٤) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ

(٢٥) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۚ

১৯. আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর।
২০. অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখাল।
২১. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল।
২২. অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল।
২৩. সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল,
২৪. এবং বলল : আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।
২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন।

১৯. (وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى) আর আমি কি তোমাকে পরিচালিত করবনা, আহ্বান করবনা اِلٰى رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের দিকে, যাতে তুমি তাকে ভয় কর, তার কাছে আত্মসমর্পণ কর,

২০. (فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى) তারপর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন মূসা (আ) তাকে মহা নিদর্শন, হাত ও লাঠির নিদর্শন প্রদর্শন করান,

২১. (فَكَذَّبَ وَعَصٰى) কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং বলল, এ তো আল্লাহ্র পক্ষ হতে নয় وَعَصٰى এবং সে অবাধ্য হল, ঈমান গ্রহণ করলনা।

২২. (ثُمَّ اَدْبَرَ) অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরল, সে বিমুখ হল ঈমান থেকে। আরো বলা হয়, মূসা (আ) থেকে (يَسْعٰى) প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল, মূসা (আ) এর বিষয় সে কি করবে, সচেষ্ট হল। আরো বলা হয়, সে দ্রুত তার পরিবারবর্গের নিকট চলে গেল,

২৩. (فَحَشَرَ فَنَادٰى) সে সকলকে সমবেত করল, তার কওমকে একত্র করল فَنَادٰى সে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করল, সে তাদেরকে সম্বোধন করল।

২৪. (فَقَالَ) সে তাদেরকে বলল। (اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى) আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক, আমি তোমাদের ও তোমাদের প্রতিমাগুলোর প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাদের পূজা ছেড়না।

২৫. (فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى) তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকড়াও করলেন তাকে শাস্তি দিলেন نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি, দুনিয়ায় তাকে ডুবিয়ে শাস্তি দিবেন এবং আখিরাতে তাকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিবেন। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় কথার জন্যই শাস্তি দিবেন। তার প্রথম কথা হল, সে বলত আমি ছাড়া তোমাদের কোন প্রভু আছে বলে আমি জানিনা। আর দ্বিতীয় কথা হল, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক, এই দুই উক্তির মধ্যে ৪০ বছর ব্যবধান ছিল।

(٢٦) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

(٢٧) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ۝

(٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

(٢٩) وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝

(٣٠) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝

(٣١) اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝

(٣٢) وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۝

(٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

২৬. যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।
২৭. তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?
২৮. তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।
২৯. তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন।
৩০. পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।
৩১. তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন,

২৬. (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى) অবশ্যই এতে রয়েছে আমি তাদের সঙ্গে অর্থাৎ ফির'আউন ও তার দলের সাথে যে ব্যবহার করেছি, এতে রয়েছে لَعِبْرَةً শিক্ষা, উপদেশ خَلْقًا যে ভয় করে তার জন্য, আমি তাদের সাথে যা করেছি তাকে যে ভয় করে।

২৭. (ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا) তোমরাই কি হে মক্কাবাসীরা اَشَدُّ কঠিনতর সৃষ্টি উত্থানের জন্যে এবং দৃঢ় মযবুত সৃষ্টিতে (اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا) না আকাশ সৃষ্টি, তিনিই তা নির্মাণ করেছেন,

২৮। (رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا) তিনি একে সুউচ্চ করেছেন, তার ছাদ উঁচু করেছেন। فَسَوّٰهَا তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন পৃথিবীর উপর,

২৯. (وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا) তার রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোক বিহীন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক, তার দিন ও সূর্যকে প্রকাশ করেছেন।

৩০. (وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا) এর পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন পানির উপরে, আরো বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে পানির উপর বিস্তৃত করেন দুই হাজার বছরে,

৩১. (اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا) বহির্গত করেন তা থেকে, যমীন থেকে مَاءَهَا তার পানি প্রবাহিত এবং যা লুক্কায়িত মাটির নীচে وَمَرْعٰهَا ও তৃণ ঘাস,

৩২. (وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا) এবং পর্বতকে তিনি প্রোথিত করেছেন, দৃঢ়ভাবে গেড়ে দিয়েছেন।

৩৩. (مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ) তোমাদের ভোগের জন্যে তোমাদের উপকারের জন্য পানি দিয়ে وَلِاَنْعَامِكُمْ এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্যে পানি ও ঘাস দিয়ে।

(٣٤) فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝

(٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝

(٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

(٣٧) فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝

(٣٨) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

(٣٩) فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝

(٤٠) وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

(٤١) فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।
৩৫. অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে
৩৬. এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে.
৩৭. তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে;

৩৯. তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।
৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,
৪১. তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

৩৪. (فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى) তার পর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে, সমস্ত বস্তুই প্রকাশ পাবে আর উপরে উঠবে এবং তার উপর কোন বস্তুই থাকবেনা।

৩৫. (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى) যে দিন মানুষ স্মরণ করবে, উপদেশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ কাফির নযর ইব্ন হারিস ও তার সঙ্গীরা জানতে পারবে مَا سَعٰى যা সে করেছে কাফির অবস্থায়

৩৬. (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে لِمَنْ يَّرٰى দর্শকদের জন্য অর্থাৎ যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার জন্য,

৩৭. (فَاَمَّا مَنْ طَغٰى) তারপর যে সীমালংঘন করে, যে বড়ত্ব দেখায়, অহংকার করে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করে। এ হলো নযর ইব্নে হারিস ইব্ন আলকামা,

৩৮. (وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, দুনিয়াকে আখিরাতের পরিবর্তে এবং কুফরীকে ঈমানের পরিবর্তে গ্রহণ করে,

৩৯. (فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى) জাহান্নামই হবে তার আবাস অর্থাৎ যারা এ রূপ হবে–

৪০. (وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى) এবং যে ব্যক্তি ভয় রাখে গুনাহ করার সময় مَقَامَ رَبِّهٖ স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার, যার ফলে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকে (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى) এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, হারাম থেকে বিরত থাকে, যার প্রতি তার আসক্তি ছিল। আর তিনি হলেন মুসআব ইব্ন উমাইর (রা),

৪১. (فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى) জান্নাতই হবে তার আবাস অর্থাৎ যারা এরূপ হবে তাদের আবাস।

(٤٢) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝

(٤٣) فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۝

(٤٤) اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۝

(٤٥) اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ۝

(٤٦) كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۝

৪২. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে?
৪৩. এর বর্ণনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

৪৬. যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

৪২. (يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا) তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হে মুহাম্মদ (সা)! মক্কার কাফিররা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (عَنِ السَّاعَةِ) কিয়ামত সম্পর্কে, তার সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে (أَيَّانَ مُرْسَاهَا) তা কখন ঘটবে কবে সংঘটিত হবে, এটা এ জন্য যে, তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করত।

৪৩. (فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا) এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এটা তদের সাথে আলোচনা করার বিষয় নয়।

৪৪. (اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا) এর চরম জ্ঞান আছে তামার প্রতিপালকেরই নিকট, তা সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান।

৪৫. (اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا) তুমি কেবল তার সতর্ককারী, তুমি রাসূল (সা) কুরআন দিয়ে ভয় প্রদর্শনকারী। (مَنْ يَّخْشَاهَا) যে তার ভয় রাখে, যে তা সংঘটিত হওয়ার ভয় রাখে।

৪৬. (كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا) যেদিন তারা এ প্রত্যক্ষ করবে, কিয়ামত প্রত্যক্ষ করেবে (لَمْ يَلْبَثُوْا) সেদিন তাদের মনে হবে তারা যেন অবস্থান করছে দুনিয়ার কবরে। (اِلاَّ عَشِيَّةً) মাত্র এক সন্ধ্যা (أَوْ ضُحَاهَا) অথবা এক প্রভাত, দিনের প্রথমাংশের কিছু সময়।

সূরা 'আবাসা

এর আয়াতগুলো মক্কী

এতে ৪২ টি আয়াত, ১৩৩টি শব্দ এবং ৫৩৩টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۙ

(٢) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۗ

(٣) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۙ

(٤) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۗ

১. সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরায়ে নিল।

২. কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল।

৩. তুমি কি জান, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,

৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত।

প্রথমে উল্লেখিত সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

১. (عَبَسَ وَتَوَلّٰى) সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) চেহারা সংকুচিত করলে وَتَوَلّٰى এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে, চেহারা ফিরায়ে নিলে।

২. (اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى) কারণ, তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম আসলেন, তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইব্ন সুরাইহ্ এবং উম্মে মাকতূম তার পিতার মা ছিল। ঘটনা ছিল এরকম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তিনজন সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সাথে কথা বলছিলেন, তারা হল, তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ জুমহী এবং সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ জুমহী এবং তারা সবাই কাফির ছিল। রাসূল (সা) তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং ইসলামের দিকে আহবান করছিলেন। সে সময় ইব্ন উম্মে মাকতূম উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আপনাকে যা অবগত করায়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুখ ফিরায়ে নিলেন। যেহেতু ঐ

৩. (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) তুমি কিরূপে জানবে হে মুহাম্মদ (সা) لَعَلَّهُ হয়ত সে অন্ধ ব্যক্তি يَزَّكَّى পরিশুদ্ধ হত, কুরআন দিয়ে সংশোধিত হত,

৪. (أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত কুরআন থেকে (فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى) ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত, কুরআনের উপদেশ তার উপকারে আসত।

(٥) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۝

(٦) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝

(٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۝

(٨) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝

(٩) وَهُوَ يَخْشَى ۝

(١٠) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝

(١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

(١٢) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝

৫. পরন্তু যে বেপরোয়া,

৬. তুমি তার চিন্তায় মশগুল।

৭. সে শুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই।

৮. যে তোমার কাছে দৌড়ে আসলো,

৯. এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে,

১০. তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে।

১১. কখনও এরূপ করবে না, এটা উপদেশবাণী।

১২. অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে।

৫. (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى) আর যে পরওয়া করেনা, যার অন্তর আল্লাহ থেকে উদাসীন আর তারা হল সেই তিনজন,

৬. (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ তুমি তার প্রতি মনোযোগী হয়েছ,

৭. (وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى) সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই অর্থাৎ সেই তিন ব্যক্তি নিজেরা পরিশুদ্ধ না হলে,

৮. (وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى) অন্য পক্ষে যে তোমার নিকট ছুটে আসল, কল্যাণের প্রতি ছুটে আসল,

১০. (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) তুমি তাকে হে মুহাম্মদ (সা) তুমি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে تَلَهَّى অবজ্ঞা করলে তা থেকে মুখ ফিরায়ে ঐ তিনজন কাফিরের সাথে কথায় মনোযোগ দিলে।

১১. (كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ) না, তুমি এভাবে কখনই করবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে বেপরোয়া তার প্রতি মনোযোগ দিবে আর যে ব্যক্তি খোদাভীরু তাকে অবজ্ঞা করবে, তা কখনো করবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে সম্মান করতেন এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। এটা অতি সত্য إِنَّهَا। এতো এ সূরাটি تَذْكِرَةٌ উপদেশবাণী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য,

১২. (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ) যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ যাকে উপদেশ গ্রহণের তাওফীক দিবেন সেই উপদেশ গ্রহণ করবে।

(١٣) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

(١٤) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

(١٥) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝

(١٦) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

(١٧) قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝

(١٨) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝

(١٩) مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝

(٢٠) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝

১৩-১৪. এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে,
১৫. লিপিকারের হস্তে,
১৬. যারা মহৎ, পূত চরিত্র।
১৭. মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ।
১৮. তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?
১৯. শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন।
২০. অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন,

১৩. (فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ) তা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, কুরআনে, যা চামড়ার পাত্রে লিখিত আছে। مُكَرَّمَةٍ যা মহা সম্মানিত আল্লাহর নিকট,

১৪. (مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ) উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন আকাশে উত্থিত مُطَهَّرَةٍ পবিত্র, কলুষ ও শিরক হতে

১৫. (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) লিপিবদ্ধ লিপিকারের হাতে, লেখকদের হাতে, ... পূত-পবিত্র,

১৭. (قُتِلَ الْاِنْسَانُ) মানুষ ধ্বংস হোক অর্থাৎ কাফির উতবা ইব্ন আবূ লাহাব অভিশপ্ত হোক (مَا اَكْفَرَهٗ) সে কত অকৃতজ্ঞ, কি কারণে সে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছে এবং সূরা (وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى) কে মিথ্যা বলছে। আরো বলা হয়, সে কি ভীষণ কুফরী করছে।

১৮. (مِنْ اَىِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ) তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার অস্তিত্ব কি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তা বর্ণনা করে বলেন,

১৯। (مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ) শুক্র বিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার অস্তিত্বকে পরিমিত বিকাশ সাধন করেন অর্থাৎ তার দু'হাত দু'পা, দু'টি চক্ষু, দু'টি কান এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন।

২০. (ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ) তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন, তার জন্য ভাল-মন্দের রাস্তা বর্ণনা করে দেন। আরো বলা হয়, মাতৃগর্ভ হতে বের হওয়ার পথ সহজ করে দেন।

(٢١) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۙ

(٢٢) ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ؕ

(٢٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ؕ

(٢٤) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ ۙ

(٢٥) اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ

(٢٦) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ

(٢٧) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ

(٢٨) وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ

২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে।
২২. এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।
২৩. সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি।
২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক,
২৫. আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,
২৬. এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি।
২৭. অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,
২৮. আঙ্গুর, শাক-সব্জী

২১. (ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ) তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন, তার নির্দেশে কবরস্থ করা হয়,

২৩. (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ) এ প্রকার আচরণ অনুচিত অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! এটা চির সত্য (لَمَّا) সে এখনো পুরোপুরি করেনি সে সম্পাদন করেনি (مَا اَمَرَهٗ) যা আদেশ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ (يَقْضِ) তাওহীদ ইত্যাদি সম্পর্কে যা আদেশ করেছেন।

২৪. (فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ) মানুষ লক্ষ্য করুক, মানুষ চিন্তা করুক অর্থাৎ উতবা ইবন আবূ লাহাব (اِلٰى طَعَامِهٖ) তার খাদ্যের প্রতি, তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক যা সে খায়, কিভাবে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সে তা খায়। তারপর তিনি এই বিবর্তন সম্পর্কে বলেন,

২৫. (اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) আমিই প্রচুর বারি বর্ষণকারী, পৃথিবীর উপর বৃষ্টির পানি বর্ষণ করি মুষলধারে,

২৬. (ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا) তার পর আমি বিদারিত করি, বিদীর্ণ করি (ثُمَّ شَقَقْنَا) ভূমি প্রকৃষ্টরূপে শস্যাদি দ্বারা বিদীর্ণ করি,

২৭. (فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا) এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি, আমি ভূমিতে উৎপন্ন করি حَبًّا শস্য সমস্ত শস্যাদি।

২৮. (وَعِنَبًا وَّقَضْبًا) এবং দ্রাক্ষা, আঙ্গুর قَضْبًا শাকসবজী।

(٢٩) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ

(٣٠) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ

(٣١) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ

(٣٢) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۗ

(٣٣) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۫

(٣٤) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۙ

(٣٥) وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۙ

(٣٦) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۗ

২৯. যয়তুন, খর্জুর,
৩০. ঘন উদ্যান,
৩১. ফল এবং ঘাস,
৩২. তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।
৩৩. অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে,
৩৪. সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে

২৯. (وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا) ও যায়তুন অর্থাৎ বৃক্ষ نَخْلًا খর্জুর অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষ,

৩০. (وَحَدَائِقَ غُلْبًا) এবং বাগানসমূহ যার বৃক্ষরাজি ও খেজুর বৃক্ষ ইত্যাদি পরিবেষ্টিত আছে। غُلْبًا বহু বৃক্ষবিশিষ্ট অর্থাৎ মোটা ও লম্বা বৃক্ষরাজি বিশিষ্ট,

৩১. (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا) এবং ফল অর্থাৎ নানা প্রকারের ফলসমূহ وَأَبًّا এবং গবাদির খাদ্য অর্থাৎ ঘাস আরো বলা হয়েছে এর অর্থ তৃণলতা,

৩২. (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) তোমাদের ভোগের জন্যে উপকারী হিসাবে দানা ইত্যাদি (وَلِأَنْعَامِكُمْ) এবং তোমাদের আন'আমের জন্য ঘাস ইত্যাদি।

৩৩. (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ) যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে। সকল বস্তুই আওয়াজ দিবে নম্র হবে এবং সবই বাধ্য হবে এবং প্রত্যেকেই জবাব দিবে এবং সমস্ত জীবজন্তু বিনয়ী হবে এবং জানবে যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তারপর তা কখন হবে বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

৩৪. (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) সে দিন মানুষ পলায়ন করবে অর্থাৎ মু'মিন (مِنْ أَخِيهِ) তার ভাই হতে, তার কাফির ভাই হতে (وَأُمِّهِ) এবং তার মাতা তার মাতা হতে পলায়ন করবে,

৩৫. (وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) সেদিন (وَأَبِيهِ) এবং তার বাপ হতে পলায়ন করবে–

৩৬. (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) এবং তার স্ত্রী হতে (صَاحِبَتِهِ) এবং তার সন্তান হতে (وَبَنِيهِ) আরো বলা হয়েছে যে, হাবীল কাবীল হতে পলায়ন করবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তার মা আমিনা হতে এবং হযরত ইব্রাহীম (আ) তার পিতা হতে এবং হযরত লূত (আ) তার বিবি ওয়ায়েলা হতে এবং হযরত নূহ (আ) তার পুত্র কিনআন হতে পলায়ন করবে।

(٣٧) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

(٣٨) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝

(٣٩) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

(٤٠) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

(٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

(٤٢) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

৩৭. সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।

৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল,

৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল।

৪০. এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত,

৪১. তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে।

৩৭. (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ) সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে, কিয়ামতের দিন (شَأْنٌ) এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে, এমন কাজ থাকবে যা অন্য থেকে ব্যস্ত রাখবে,

৩৮. (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ) অনেক মুখমণ্ডল অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিনদের মুখমণ্ডল (وُجُوْهٌ) সে দিন হবে কিয়ামতের দিন (مُسْفِرَةٌ) উজ্জ্বল আল্লাহ্‌র রিযামন্দির ফলে আলোকময় হবে।

৩৯. (ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) সহাস্য উৎফুল্ল হবে, আল্লাহ্ তাকে যে সম্মান দান করেছেন তা দর্শনে। (مُسْتَبْشِرَةٌ) প্রফুল্ল উৎফুল্ল হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদান পেয়ে,

৪০. (وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ) এবং অনেক মুখমণ্ডল অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিরদের মুখমণ্ডল সেদিন, কিয়ামতের দিন (غَبَرَةٌ) ধূলিধূসর হবে,

৪১. (تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে, কালিমা প্রকাশ পাবে, দুঃখ ও বিষাদের ছায়া,

৪২. (أُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) তারাই, এই প্রকারের লোকগুলি (كَفَرَةٌ) কাফির আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসকারী। (فَجَرَةٌ) পাপাচারী আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী।

সূরা তাক্ভীর

এই সূরাটি সম্পূর্ণ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে

এতে ২৯ টি আয়াত, ১০৪টি শব্দ এবং পাঁচশত তেত্রিশটি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○

(٢) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ○

(٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ○

(٤) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ○

(٥) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ○

(٦) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ○

(٧) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ○

১. যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে,
২. যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে,
৩. যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে,
৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে;
৫. যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে,
৬. যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,
৭. যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে,

পূর্বের সনদে বর্ণিত, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহর কালামের তাফসীরে বলেন ঃ

১. (اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে অর্থাৎ যেরূপ পাগড়ির পেঁচের উপর পেঁচ লাগান হয় সেরূপ সূর্য পেঁচিয়ে নেয়া হবে এবং তাকে নূরের পর্দায় নিক্ষেপ করা হবে। আরো বলা হয়, যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হবে। আরো বলা হয়, যখন তার আলো লোপ পাবে,

২. (وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ) এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, মাটির উপর নিক্ষিপ্ত হবে,

৩. (وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) এবং যখন পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে অর্থাৎ পৃথিবীর উপর থেকে অপসারিত করা হবে,

৪. (وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) এবং যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, তার মালিকরা নিজ নিজ চিন্তায় বিভোর হয়ে তাকে ভুলে যাবে,

৫. (وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ) এবং যখন বন্য পশু একত্র করা হবে, জীবজন্তুকে হিসাবের জন্যে একত্রিত করা হবে। আরো বলা হয়, তাদেরকে তাদের মৃত্যু একত্রিত করবে,

৬. (وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) যখন সমুদ্র স্ফীত হবে, একে অন্যের সাথে মিশে যাবে অর্থাৎ লবণাক্ত ও মিষ্ট পানি একত্রিত হয়ে সমস্ত সমুদ্র এক সমুদ্রে পরিণত হবে। আরো বলা হয়, আগুনে পরিণত হবে,

৭. (وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ) এবং যখন আত্মাসমূহ দেহে পুনঃসংযোজিত হবে, জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হবে। আরো বলা হয়, তার সাথীদের সংগে মিলিত হবে। অর্থাৎ মু'মিন হুরদের সাথে এবং কাফির শয়তানের সাথে, সৎকর্মশীল সৎকর্মশীলদের সাথে আর দুষ্ট দুষ্টের সাথে,

(৮) وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝

(৯) بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝

(১০) وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

(১১) وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝

(১২) وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝

(১৩) وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝

৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
৯. কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল?
১০. যখন আমলনামা খোলা হবে,
১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,
১২. যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে।
১৩. এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে,

৮. (وَاِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ) এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে, জীবন্ত প্রোথিত হত্যাকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে অর্থাৎ তার পিতাকে সে জিজ্ঞাসা করবে।

৯. (بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? কি অপরাধে তুমি আমাকে হত্যা করেছিলে? আরো বলা হয়, প্রোথিতকারী অর্থাৎ হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন তাকে হত্যা করেছিল?

১০. (وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) যখন আমলনামা, নেকী ও বদীর আমলনামা نُشِرَتْ উন্মোচিত হবে সম্প্রসারিত করা হবে হিসাবের জন্যে। আরো বলা হয়, প্রত্যেকের আমলনামা উড়ে আসবে,

১১. (وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, আকাশকে যখন অপসারিত করা হবে নিজের স্থান হতে এবং ভাঁজ করা হবে,

১৩. (وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ) এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে, নিকটবর্তী করা হবে মুত্তাকীদের জন্য,

(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝
(١٥) فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝
(١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝
(١٧) وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝
(١٨) وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝
(١٩) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝
(٢٠) ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝
(٢١) مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝
(٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝

১৪. তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।
১৫. আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়,
১৬. চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়,
১৭. শপথ নিশাবসান ও
১৮. প্রভাত আগমন কালের,
১৯. নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী,
২০. যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী,
২১. সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।
২২. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।

১৪. (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ) তখন জানবে প্রত্যেক ব্যক্তিই, প্রত্যেক সৎ ও অসৎ ব্যক্তিই জানবে (مَا اَحْضَرَتْ) সে কি নিয়ে আসছে, সে কি ভাল মন্দ করে এসেছে,

১৫. (فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ) আমি শপথ করি فَلَا اُقْسِمُ পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, সেসব নক্ষত্রের, যা দিনে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রে প্রকাশ পায় بِالْخُنَّسِ যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়, রাতে চলে এবং দিনে অদৃশ্য থাকে এবং পরে স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসে এবং আবার অদৃশ্য হয়। 'কনুস' বলা হয় অদৃশ্য হওয়াকে এবং স্ব-স্ব স্থানে আবার ফিরে আসা। আর এগুলো হচ্ছে ৫টি নক্ষত্র ঃ জোহরা, জোহল, মিররিখ, মুশতারি ও উতারিদ।

১৬. (الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়

১৮. (وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ) এবং শপথ উষার যখন তার আবির্ভাব হয়, যখন তা আসতে থাকে এবং আলোকিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর শপথ করে বলেন,

১৯. (اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ) নিশ্চয়ই এ কুরআন (لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ) সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। আল্লাহ্ বলেন, জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত মহান ব্যক্তি, মুহাম্মদ (আ)-এর কাছে আল্লাহ্র বাণী নিয়ে অবতরণ করেন।

২০. (ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ) যে সামর্থ্যশালী অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) অতি শক্তিশালী তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে। (عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ) আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, আল্লাহ্র নিকট যিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন।

২১. (مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ) যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন অর্থাৎ জিব্‌রাঈল (আ)কে মান্য করা হয় এবং আকাশে সকল ফিরিশতাও তার আনুগত্য করেন এবং তিনি সকল নবীদের নিকট রিসালাত পৌঁছাতে বিশ্বস্ত।

২২. (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ) এবং তোমাদের সাথী উন্মাদ নন, হে কুরাইশগণ! তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) যে প্রলাপ করেন, যেমন তোমরা বলে থাক,

(٢٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ

(٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ

(٢٥) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ

(٢٦) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ؕ

(٢٧) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ

(٢٨) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ؕ

(٢٩) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

২৩. তিনি সেই ফিরিশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন।

২৪. তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না।

২৫. এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।

২৬. অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

২৭. এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ,

২৩. (وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ) তিনি তো তাকে দেখেছেন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন (بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ) স্পষ্ট দিগন্তে, সূর্যের উদয়স্থলে। যখন তা উপরে উঠেছিল।

২৪. (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ) এবং তিনি নন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) (عَلَى الْغَيْبِ) অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে ওহীর বিষয়ে তিনি কৃপণ নন, যদি তা যোয়াদ দিয়ে পড়া হয়। তবে ظ দিয়ে পড়া হলে অর্থ হবে সন্দেহযুক্ত নন।

২৫. (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ) এবং অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয় অর্থাৎ কুরআন অভিশপ্ত ও অবাধ্য শয়তানের বাক্য নয়, আর তার নাম মারমী।

২৬. (فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ) সুতরাং তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ? হে কাফিররা! কোথায় যাচ্ছ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে এবং তার আদেশ ও নিষেধ থেকে। আরো বলা হয়, তোমরা কোথা থেকে মিথ্যা বলছ? আরো বলা হয়, তোমরা কিভাবে কুরআন ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছ এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করনা?

২৭. (اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ) এটা কুরআন তো ذِكْرٌ শুধু উপদেশই মাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে لِلْعَالَمِيْنَ বিশ্ব জগতের জন্য বিশ্বের সকল জিন্ন ও মানব জাতির জন্যে।

২৮. (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত তাওহীদ ইত্যাদির পথে।

২৯. (وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ) তোমরা ইচ্ছা করবে না সরল পথে চলার ও তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন অর্থাৎ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ আল্লাহ্ যদি এটা তোমাদের জন্য না চান। رَبُّ الْعَالَمِيْنَ যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, যিনি প্রত্যেক জীব যা পৃথিবীর উপর বিচরণ করে, আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের মধ্য থেকে, তার পালনকর্তা।

সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১৯টি আয়াত ও ৮০টি শব্দ ১০৭ হরফ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝

(٢) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

(٣) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

(٤) وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝

(٥) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

(٦) يَاَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

(٧) الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২. যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,

৩. যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,

৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে,

৫. তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।

পূর্বে উল্লেখিত সূত্রে এ সূরা সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

২. (وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ) যখন নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, পৃথিবীর উপর পতিত হবে,

৩. (وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ) সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে, একটা অপরটার সাথে মিশ্রিত হবে, মিষ্ট পানি লবণাক্ত পানির সাথে এবং লবণাক্ত পানি মিষ্ট পানির সাথে মিশ্রিত হবে এবং সমস্ত সমুদ্র একটি সমুদ্রে পরিণত হবে।

৪. (وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ) এবং কবর যখন উন্মোচিত হবে এবং তার সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের বের করা হবে,

৫. (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ) তখন প্রত্যেকে জানবে, সমস্ত লোকই তখন জানতে পারবে (مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ) সে কি আগে পাঠিয়েছে ও কি পশ্চাতে রেখে এসেছে অর্থাৎ তখন প্রত্যেকে জানবে সে কি কাজ করেছে, ভাল-মন্দ এবং নেক প্রথা ও কুপ্রথা। আরো বলা হয়েছে, সে কি নেক কাজ করেছে এবং কি ধ্বংস করেছে,

৬. (يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ) হে মানুষ! অর্থাৎ হে কাফির, কালদা ইবন উসাইদ (مَا غَرَّكَ) তোমাকে কিসে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে? যখন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে অবিশ্বাস করছিলে (اَلْكَرِيْمِ) যিনি মহান ক্ষমাকারী ও দয়াশীল,

৭. (اَلَّذِىْ خَلَقَكَ) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, বীর্য হতে ভ্রূণ রূপে সৃষ্টি করেছিলেন (فَسَوّٰكَ) এরপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, তোমাকে মাতৃগর্ভে সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন (فَعَدَلَكَ) এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন, তিনি তোমাকে সুন্দর আকৃতি ও গঠন দিয়েছেন,

(٨) فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝

(٩) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝

(١٠) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

(١١) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

(١٢) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(١٣) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝

(١٤) وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝

৮. তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

৯. কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর।

১০. অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

১১. সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।

১৩. সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে।

১৪. এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে;

৮. (فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ) যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন কোন সময় চাচাদের আকৃতির মত এবং কোন সময় মামাদের সদৃশ, যদি ইচ্ছা করেন সুন্দর করে, যদি ইচ্ছা করেন কালো রং দিয়ে সৃষ্টি করেন আর যদি ইচ্ছা করেন তোমাকে বাঁদরের রূপে বা শূকরের রূপে অথবা এরূপ যে কোন একটি রূপ দিতে পারেন।

৯. (كَلَّا) না, কখনই না, নিশ্চয়ই (تُكَذِّبُوْنَ) তোমরা তো অস্বীকার করে থাক, কুরাইশরা (بِالدِّيْنِ) শেষ বিচারকে, হিসাব নিকাশ ও বিচারের দিনকে,

১০. (وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ) অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাধায়কগণ ফিরিশতাগণ, যারা তোমাদের হিফাযত করবে এবং তোমাদের আমলের হিফাযত করবে।

১১. (كِرَامًا كَاتِبِيْنَ) সম্মানিত তারা সম্মানিত আল্লাহর নিকট এবং তারা সম্পন্নকারী كَاتِبِيْنَ লিপিকরবৃন্দ যারা তোমাদের আমল লিপিবদ্ধ করবে–

১২. (يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ) তারা জানে তোমরা যা কর এবং ভাল-মন্দ যা বল এবং তারা সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন,

১৩. (اِنَّ الْاَبْرَارَ) পুণ্যবানগণ তো থাকবে অর্থাৎ যারা ঈমানের মধ্যে খাঁটি ও সত্যবাদী হযরত আবু বকর ও তাঁর সঙ্গীরা (لَفِىْ نَعِيْمٍ) পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, জান্নাতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন।

১৪. (وَاِنَّ الْفُجَّارَ) পাপাচারীরা তো থাকবে, কাফিররা থাকবে, যেমন কালদা ও তার সঙ্গীরা لَفِىْ (جَحِيْمٍ) জাহান্নামে, আগুনে,

(১৫) يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

(১৬) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝

(১৭) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

(১৮) ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

(১৯) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

১৫. তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।

১৬. তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না।

১৭. তুমি জান, বিচার দিবস কি?

১৫. (يَصْلَوْنَهَا) তারা সেখানে প্রবেশ করবে (يَوْمَ الدِّيْنِ) কর্মফল দিবসে, হিসাব-নিকাশের দিনে যখন সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিচার করা হবে।

১৬. (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ) এবং তারা কাফিররা عَنْهَا তা থেকে, আগুন হতে অন্তর্হিত হতে পারবে না, যখন তারা সেখানে প্রবেশ করবে,

১৭. (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ) তুমি কি জান হে মুহাম্মদ (সা)! يَوْمُ الدِّيْنِ কর্মফল দিবস সম্পর্কে হিসাবের দিন সম্পর্কে?

১৮. (ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ) আবার বলি, مَا أَدْرَاكَ তুমি কি জান হে মুহাম্মদ! يَوْمِ الدِّيْنِ হিসাবের দিন সম্পর্কে? সে দিনের গুরুত্বারোপ করার জন্য আশ্চর্যবোধক বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। তারপর তার বর্ণনা করেন ঃ

১৯. (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا) সেদিন সামর্থ্য হবে না لَا تَمْلِكُ কোন মু'মিন ব্যক্তির نَفْسٌ কোন কাফির ব্যক্তির জন্যে কোন কিছু করবার, সুপারিশ বা নাজাতের।

২০. (وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ) এবং কর্তৃত্ব অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে বিচার ও ফায়সালা করার ক্ষমতা وَالْأَمْرُ সে দিন আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো কোন ক্ষমতা নেই এবং এ বিষয়ে তার সাথে কেউ বিবাদ করতে পারবে না।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

মাক্কী ও মাদানী

এতে ৩৬টি আয়াত, ১৬৯টি শব্দ এবং ৭৩০ টি অক্ষর আছে

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার দিকে হিজরত কালে পথিমধ্যে সূরার কিছু অংশ অবতীর্ণ হয় এবং মদীনায় পৌছার পর বাকি অংশ অবতীর্ণ হয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝

(٢) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝

(٣) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

(٤) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝

(٥) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১. যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ,

২. যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়,

৩. এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে

৫. সেই মহাদিবসে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

১. (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, ভীষণ আযাব তাদের জন্য, যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়। এরা হচ্ছে মদীনাবাসীরা, যারা হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় আসার পূর্বে মাপে ও ওজনে কম-বেশি করত। যখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মদীনার দিকে হিজরতের সফরে

২. (اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ) যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় অর্থাৎ যখন তারা লোকদের থেকে ক্রয় করে তখন তারা নিজেদের জন্য ওজনে ও মাপে (يَسْتَوْفُوْنَ) পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, ওজন ও মাপ পূর্ণভাবে করে,

৩. (وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ) এবং যখন তাদের জন্যে মেপে দেয়, অপরের জন্য (كَالُوْهُمْ) অথবা ওজন করে দেয় অপরের জন্য (يُخْسِرُوْنَ) তখন কম দেয়, মাপে ও ওজনে কম দেয় এবং অন্যায় কাজ করে। অন্য তাফসীরে বলা হয়, সেদিন ভয়ানক শাস্তি হবে যারা নামায, যাকাত ও রোযা ইত্যাদি ইবাদতসমূহে ত্রুটি করবে।

৪. (اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ) তারা কি চিন্তা করে না, তারা কি জানে না বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখেনা যে, اُولٰٓئِكَ তারা অর্থাৎ যারা মাপে ও ওজনে কম দেয় مَّبْعُوْثُوْنَ নিশ্চয়ই তারা পুনরুত্থিত হবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে,

৫. (لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ) মহা দিবসে, ভীষণ দিনে এবং তা হল কিয়ামতের দিন,

(٦) يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

(٧) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۞

(٨) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۞

(٩) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۞

(١٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۞

(١١) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞

(١٢) وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۞

(١٣) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞

৬. সেদিন সকলেই রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে।

৭. এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে।

৮. তুমি কি জান, সিজ্জীন কি?

৯. এটা লিপিবদ্ধ খাতা।

১০. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের,

১১. যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে।

১২. প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে।

১৩. তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে ঃ পুরাকালের উপকথা।

৬. (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ কবর হতে لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে, যিনি প্রত্যেক জীবের প্রতিপালক, যা পৃথিবীর উপর বিচরণ করে এবং যারা আকাশের উপর বিচরণ করে। যখন রাসূলে কারীম (সা) তাদের সম্মুখে এই আয়াত পাঠ করেন তখন মদীনাবাসীরা তাওবা করে এবং পূর্ণ মাপ ও ওজন দিতে থাকে।

৭. (كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ) না কখনো না, হে মুহাম্মদ (সা)! এটা সত্য যে كِتٰبَ

৮. (وَمَا أَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ) তুমি জান কি مَا سِجِّيْنٌ সিজ্জীন কি, হে মুহাম্মদ (সা)! সিজ্জীনে কি আছে, দুইবার একথা বলা হয়েছে তার গুরুত্বের জন্যে,

৯. (كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ) তা চিহ্নিত আমলনামা, এটা বনী আদমের কর্ম বিবরণ যা একটা সবুজ পাথরে লিখিত এবং পৃথিবীর নিম্নতম সপ্তম স্তরে অবস্থিত। তাকেই সিজ্জীন বলা হয়।

১০. (وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ) ভীষণ আযাব হবে, يَوْمَئِذٍ কিয়ামতের সে দিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা ঈমান ও পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে না।

১১. (الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে অর্থাৎ যেদিন হিসাব ও ফায়সালা করা হবে অস্বীকার করে,

১২. (وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ) সে দিনকে অস্বীকার করে, কর্মফল দিবসকে (إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ) কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী যে সত্য বর্জনকারী, অত্যাচারী পাপিষ্ঠ যেমন ওয়ালীদ ইবন মুগীরা মাখযূমী।

১৩. (إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ) তার কাছে আবৃত্তি করা হলে অর্থাৎ তুমি عَلَيْهِ ওয়ালীদ ইবন মুগীরাকে পাঠ করে শুনালে اٰيٰتُنَا আমার আয়াত অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধীয় কুরআন أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ সে বলে, এটা পূর্ববর্তীগণের উপকথা, পূর্ববর্তীগণের কাহিনী ও মিথ্যা উপকথা।

(١٤) كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(١٥) كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝

(١٦) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝

(١٧) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

(١٨) كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝

(١٩) وَمَآ أَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝

(٢٠) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

১৪. কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

১৫. কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।

১৬. অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭. এরপর বলা হবে : একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।

১৮. কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে।

১৯. তুমি জান, ইল্লিয়্যীন কি?

১৪. (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) না, এটা সত্য নয়, হে মুহাম্মদ (সা)! بَلْ رَانَ বরং জঙ ধরেছে, আল্লাহ সীল করে দিয়েছেন عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের হৃদয়ে, কর্মদিবসকে অস্বীকারকারীদের হৃদয়ে, আরো বলা হয়, পাপের পর পাপ করার কারণে অন্তর যখন কালো হয়ে যায় তখন তাকে অন্তরের জঙ বলা হয়। مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের কৃতকর্মই তারা যা বলত এবং তারা যা করত শিরক অবস্থায়।

১৫. (كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ) না হে মুহাম্মদ! اِنَّهُمْ। নিশ্চয়ই তারা যারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে عَنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রতিপালক থেকে অর্থাৎ তাদের রবের দর্শন লাভ থেকে يَوْمَئِذٍ সেদিন, কিয়ামতের দিন لَمَحْجُوْبُوْنَ অন্তর্হিত থাকবে, বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু মু'মিনরা, বিশ্বাসীরা তাঁর দর্শন থেকে অর্থাৎ তার রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবেনা।

১৬. (ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ) তার পর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭. (ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ) তারপর বলা হবে, জাহান্নামে প্রবেশের পর যাবানিয়া প্রহরী ফিরিশতারা বলবে تُكَذِّبُوْنَ এটা শাস্তি যা দুনিয়াতে তোমরা মিথ্যা মনে করতে যে, এটা হবেনা।

১৮. (كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ) অবশ্যই হে মুহাম্মদ (সা)! এটা সত্য যে, كِتٰبَ الْاَبْرَارِ নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের আমলনামা খাটি মু'মিনদের আমলসমূহ عِلِّيِّيْنَ ইল্লিয়্যীনে আছে।

১৯. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ) এবং তুমি কি জান, হে মুহাম্মদ (সা)! مَا عِلِّيُّوْنَ ইল্লিয়্যীনে সম্পর্কে, সেখানে কি আছে।

২০. (كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ) এটা চিহ্নিত আমলনামা অর্থাৎ পুণ্যবানদের আমলনামা সপ্তম আকাশের উপরে সবুজ রং এর জবরজদ প্রস্তর ফলকে লিখিত আরশের নীচে অবস্থিত এবং তা-ই ইল্লীয়্যীন।

(٢١) يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

(٢٢) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝

(٢٣) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

(٢٤) تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝

(٢٥) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

(٢٦) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

(٢٧) وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝

২১. আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে।

২২. নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে,

২৩. সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে।

২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে।

২৬. তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।
২৭. তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি।

২১. (يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ) যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে, প্রত্যেক আকাশের নৈকট্য প্রাপ্তগণ পুণ্যবানদের আমলনামা দেখেন।

২২. (اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ) নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ অর্থাৎ যারা ঈমানে খাঁটি, সত্যবাদী ছিলেন, পিপীলিকার মত কোন ক্ষুদ্র জীবকেও কষ্ট দেননি। لَفِىْ نَعِيْمٍ পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, এমন জান্নাতে থাকবে, যেখানের নিয়ামত সর্বদা স্থায়ী হবে।

২৩. (عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে মনোরম খাটে উপবিষ্ট হয়ে يَنْظُرُوْنَ অবলোকন করবে, জাহান্নামবাসীদের অবস্থা অবলোকন করবে।

২৪. (تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ) তুমি দেখতে পাবে হে মুহাম্মদ (সা) فِىْ وُجُوْهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলে জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে نَضْرَةَ النَّعِيْمِ স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি, নিয়ামতসমূহের উজ্জ্বল চিহ্ন,

২৫. (يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ) তাদেরকে পান করানো হবে জান্নাতে رَحِيْقٍ বিশুদ্ধ পানীয় সুরা مَخْتُوْمٍ যা মোহর করা ও মিশ্রিত হবে।

২৬. (خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ) তার মোহর পরিসমাপ্ত হবে مِسْكٌ মিশকের, মিশক দিয়ে وَفِىْ ذٰلِكَ এবং এতে অর্থাৎ জান্নাতের যেসব নিয়ামতরাজির বর্ণনা দেয়া হয়েছে فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক, আমলকারীরা আমল করুক, প্রচেষ্টাকারীরা প্রচেষ্টা করুক, যারা দ্রুত অগ্রসর হতে চায় তারা অগ্রসর হোক এবং আত্মত্যাগীরা আত্মত্যাগ করুক।

২৭. (وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ) তার মিশ্রণ হবে, মিশ্রিত হবে তাতে تَسْنِيْمٍ তাসনীম, যা একটি প্রস্রবণ, আদ্‌ন জান্নাতের উৎস হতে প্রবাহিত।

(২৮) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

(২৯) اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝

(৩০) وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝

(৩১) وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝

(৩২) وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝

২৮. এটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।
২৯. যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত।
৩০. এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত।
৩১. তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত।
৩২. আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত : নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত।

২৯. (اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ) যারা অপরাধী, শিরক করে যেমন আবু জাহল ও তার সঙ্গীরা مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তারা তো মু'মিনদেরকে যারা ঈমান এনেছে, যেমন আলী (রা) ও তার সঙ্গীদেরকে يَضْحَكُوْنَ উপহাস করত, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত,

৩০. (وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ) এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়ে যেত তখন চক্ষু টিপে ইশারা করত, বিদ্রূপ করত,

৩১. (وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ) এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত কাফিরদের নিকট ফিরে আসত اِنْقَلَبُوْا। তখন তারা ফিরে আসত, প্রত্যাবর্তন করত فَكِهِيْنَ উৎফুল্ল হয়ে আনন্দিত হয়ে শিরক করার কারণে এবং মু'মিনদেরকে উপহাস করার কারণে।

৩২. (وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ) যখন তারা মু'মিনদেরকে দেখত অর্থাৎ হযরত রাসূল (সা)-এর সঙ্গীদেরকে দেখতো رَاَوْهُمْ, তখন বলত অর্থাৎ কাফিররা বলত اِنَّ هٰؤُلَاءِ। তারা তো নবী (সা)-এর সাহাবীরা তো لَضَالُّوْنَ পথভ্রষ্ট, হিদায়াত থেকে ভ্রষ্ট।

(٣٣) وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝

(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝

(٣٥) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

(٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৩. অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি।

৩৪. আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে।

৩৫. সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে,

৩৬. কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

৩৩. (وَمَا اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ) এবং ওদেরকে তাদের উপর পাঠান হয়নি حَافِظِيْنَ তত্ত্বাবধায়ক করে তাদের জন্য এবং তাদের আমলের জন্য।

৩৪. (فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ) আজ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এবং কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে যেমন আলী (রা) ও তার সঙ্গীরা يَضْحَكُوْنَ উপহাস করছে সুসজ্জিত আসন থেকে সুসজ্জিত খাটিয়া থেকে উপহাস করছে।

৩৫. (عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ) তাদেরকে দেখে অর্থাৎ যখন তাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তা দেখে,

৩৬. (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ) কাফিররা ফল পেল তো পরকালে প্রতিফল পেল তো مَا ... করেছিল বা বলেছিল তার ফলস্বরূপ পেলতো।

সূরা ইন্‌শিকাক্

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ২৩টি আয়াত, ১০৯টি শব্দ এবং ৭৩০টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝

(٢) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

(٣) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

(٤) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

(٥) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

(٦) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২. ও তার পালকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত,

৩. এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে,

৪. এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে,

৫. এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত।

৬. হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে।

উপরোল্লিখিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

১. (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, আকাশ ফেটে যাবে মেঘমালাসহ এবং তা হবে সাদা আবরের মত প্রতিপালকের অচিন্তনীয় অবস্থায় অবতরণের জন্য এবং ফিরিশতাদের জন্যে এবং তিনি যা ইচ্ছা করবেন তার জন্য,

২. (وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ) আদেশ পালন করবে, শ্রবণ করবে ও মান্য করবে وَحُقَّتْ তার

৩. (وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে, যেভাবে চামড়া উল্টিয়ে টেনে লম্বা করা হয় এবং সমান করা হয়। আরো বলা হয়, যখন পৃথিবী স্বস্থান থেকে অপসারিত করা হবে এবং সমান করা হবে,

৪. (وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ) এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে, তা বাইরে নিক্ষেপ করবে অর্থাৎ তার মৃত দেহগুলোকে সমস্ত খনিজ দ্রব্যগুলিকে تَخَلَّتْ এবং শূন্যগর্ভ হবে তা, সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ হবে।

৫. (وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ) আদেশ পালন করবে পৃথিবী, শ্রবণ করবে এবং মান্য করবে وَحُقَّتْ তার প্রতিপালকের এবং এটা তার করণীয়, এটা তার করণীয় কর্তব্য হবে।

৬. (يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ) হে মানুষ অর্থাৎ হে কাফির, আবুল আসওয়াদ ইব্‌ন কালাদাহ ইব্‌ন উসাইদ ইব্‌ন খালফ اِنَّكَ كَادِحٌ। তুমি সাধনা করে থাক তুমি কাফির অবস্থায় যে কৃচ্ছ্রসাধনা করে থাক এবং তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে থাক। اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا। তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা আখিরাতে। আরো বলা হয়, কত পরিশ্রমই না তুমি করে থাক। فَمُلٰقِيْهِ তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে, ভাল বা মন্দ আমল যা করেছ তা পাবে।

(٧) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝

(٨) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝

(٩) وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

(١٠) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝

(١١) فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝

(١٢) وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

(١٣) اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

(١٤) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝

৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,

৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে,

৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে,

১০. এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে,

১১. সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে,

১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল।

১৪. সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না।

৭. (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ) যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার নেকীর আমলনামা كتٰبه তার ডান হাতে, যেমন আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুল আসাদ,

৮. (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে, সহজভাবে যা শুধু পেশ করা হবে মাত্র,

৯. (وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا) এবং সে ফিরবে, প্রত্যাবর্তন করবে আখিরাতে إلى أهله তার স্বজনদের কাছে, যাকে তার জন্যে জান্নাতে তৈরি করে রেখেছেন مَسْرُوْرًا প্রফুল্লচিত্তে তাদেরকে পেয়ে আনন্দিত হবে।

১০. (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) এবং যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে অর্থাৎ বদ আমলনামা দেয়া হবে وَرَاءَ ظَهْرِهِ তার পিঠের পিছন দিক থেকে, তার বাম হাতে যেমন আবূ সালামার ভাই আসওয়াদ ইব্‌ন আব্দুল আসাদ,

১১. (فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوْرًا) সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করবে, সে বিলাপ করে বলবে, হায়! আমার ধ্বংস হায়! আমার ক্ষতি!

১২. (وَيَصْلَى سَعِيْرًا) এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

১৩. (إِنَّهُ كَانَ فِيْ أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا) সে তার স্বজনদের মধ্যে তো আনন্দে ছিল, তাদের সঙ্গে অবস্থান করে,

১৪. (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُوْرَ) যেহেতু সে ভাবত, ধারণা করত لَنْ يَحُوْرَ সে কখনই ফিরে যাবেনা, তার প্রতিপালকের নিকট ফিরবেনা আখিরাতে। এখানে يَحُوْرَ হাবশী ভাষায় তার অর্থ ফিরবেনা।

(١٥) بَلَىٰٓ ۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ۝

(١٦) فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۝

(١٧) وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

(١٨) وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ۝

(١٩) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝

(٢٠) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

১৫. কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখছেন।

১৬. আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার,

১৭. এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে,

১৮. এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে,

১৯. নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।

১৫. (بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا) নিশ্চয়ই, ফিরে যাবে তার প্রতিপালকের নিকট আখিরাতে كَانَ بِهٖ তার প্রতিপালক তার উপর জন্মের দিন হতেই بَصِيْرًا সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তিনি জানেন যে, মৃত্যুর পর তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

১৬. (فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) তারপর আল্লাহ্ বলেন, আমি শপথ করি بِالشَّفَقِ অস্তরাগের, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে লাল বর্ণ হয় তার,

১৭. (وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ) এবং রাত্রের আর তা যা কিছু س সমাবেশ ঘটায় তার অর্থাৎ যা সমাবেশ ঘটায় এবং রাতের অন্ধকার যা স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে,

১৮. (وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ) এবং চাঁদের শপথ যখন তা পূর্ণ হয় যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয় আর তা তিন রাতে হয় অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ ই রাতে,

১৯. (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) নিশ্চয়ই তোমরা আরোহণ করবে ধাপে ধাপে অর্থাৎ অবশ্যই সমস্ত সৃষ্ট পরপর বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হবে তাদের সৃষ্টি হতে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যু থেকে বেহেশতে বা দোযখে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করবেন। আরো বলা হয়, হে মুহাম্মদ (সা)! নিশ্চয় তুমি উর্ধ্বারোহণ করবে এক স্তর হতে অন্য স্তরে অর্থাৎ এক আকাশ হতে অন্য আকাশে উর্ধ্বারোহণ করবে মি'রাজের রাত্রিতে। এ অর্থ তখন হবে যখন بَاء এর উপর যবর বা ফাতাহ পড়া হবে। আরো বলা হয় যদি لَتَرْكَبُنَّ এবং বা ফাতাহসহ পড়া হয় এই মিথ্যাবাদী এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হবে, এক স্তর হতে অন্য স্তরে, মৃত্যু হতে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় উপনীত হবে।

২০. (فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) কি হল তাদের, অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের। আরো বলা হয়, বনী আবদ ইয়ালিলের? তারা হল তিনজন মাসউদ, হাবিব ও রাবি'আ। তবে পরবর্তীতে হাবীব ও রবী'আ ইসলাম গ্রহণ করেন। لَا يُؤْمِنُوْنَ তারা ঈমান আনে না হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআনের উপর।

(২১) وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۩

(২২) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۝

(২৩) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۝

(২৪) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

(২৫) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

২১. যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।

২২. বরং কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে।

২৩. তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্ তা জানেন।

২৪. অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

২১. (وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ) তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হলে অর্থাৎ যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন, যাতে আদেশ ও নিষেধের বিবরণ রয়েছে لَايَسْجُدُوْنَ তারা সিজদা করেনা, তারা আল্লাহকে এক জেনে তার সম্মুখে নত হয়না।

২২. (بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ) পরন্তু কাফিররা অর্থাৎ মক্কার কাফির ও বনী আবদে ইয়ালিল গোত্রের যারা ঈমান আনেনি তারা يُكَذِّبُوْنَ অস্বীকার করে হযরত মুহাম্মদ (সা)কে এবং কুরআনকে।

২৩. (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ) তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত, তারা যা করে ও বলে, আল্লাহ তা'আলা তা সবিশেষ জানেন। আরো বলা হয়, তারা যা শুনে এবং অন্তরে গোপন রাখে আল্লাহ্ তা জানেন।

২৪. (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ) কাজেই তাদেরকে সুসংবাদ দাও অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! যারা ঈমান আনে না তাদেরকে সংবাদ শুনাও بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ মর্মন্তুদ শাস্তির, যার ব্যাথা তাদের অন্তর স্পর্শ করবে, যেমন বদরের দিন তাদের অন্তরে ঢুকেছিল এবং পরকালেও এরকম হবে। তারপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে তাদেরকে আল্লাহ পৃথক করে বলেন ঃ

২৫. (اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ) কিন্তু যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যকার ইবাদাতসমূহ পালন করে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার জান্নাতে প্রতিদান হিসাবে غَيْرُ مَمْنُوْنٍ নিরবচ্ছিন্ন যা কম করা হবেনা এবং ক্রটিযুক্ত করা হবেনা। আরো বলা হয়, তাদের উপর ইহসান জানানো হবেনা। আরো বলা হয়, তাদের উপর বার্ধক্যের বা মৃত্যুর পরও তাদের নেকী কম করা হবে না।

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি শব্দ এবং ৪৩৮ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ

(٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ

(٣) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۙ

(٤) قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ

(٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ

(٦) اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ

(٧) وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۙ

১. শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের,

২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

৩. এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়।

৪-৫. অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;

৬. যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল?

৭. এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল।

উপরোক্ত সনদে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

১. (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ) শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের অর্থাৎ আল্লাহ্ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের কসম করছেন। আরো বলা হয়, কক্ষবিশিষ্ট আকাশের এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ১২টি করে কক্ষ আছে, যা কেবল আল্লাহ্ই জানেন,

২. (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ) এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের, সেটা হল কিয়ামতের দিবস,

৩. (وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ) এবং দ্রষ্টার অর্থাৎ জুম্'আর দিনের مَشْهُوْدٍ এবং দৃষ্টের অর্থাৎ আরাফাতের দিনের। অন্য ব্যাখ্যায় কুরবানীর দিনের। অন্য তাফসীরে 'শাহেদ' অর্থ বনি আদম, এবং মাশহুদ কিয়ামতের দিন। আরো বলা হয়, 'শাহেদ' হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং মাশ্হুদ হলো তার উম্মতগণ। আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত জিনিসের কসম করে বলেন, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি যে এতে ঈমান আনবেনা তার জন্য বড়ই কঠিন হবে।

৪. (قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ) ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা, ইন্ধনপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড, যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি যা মেটে তেল, আলকাতরা ও কাষ্ঠ দিয়ে প্রজ্বলিত। আরো বলা হয়, তাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয় তারা একদল ঈমানদার,

৫. (اَلنَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ) যাদেরকে কাফিররা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, যা তেল, আলকাতরা ও কাষ্ঠ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত।

৬. (اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ) যখন হত্যা করেছিল তারা কাফিররা عَلَيْهَا তার পাশে খন্দকের পাশে। আরো বলা হয়, আসনের উপর قُعُوْدٌ উপবিষ্ট ছিল, বসা ছিল, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অগ্নি দিয়ে জ্বালাচ্ছিলেন,

৭. (وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ) এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। আরো বলা হয়, কাফিররা মু'মিনদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তারা পথভ্রষ্ট দল।

(৮) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

(৯) الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۭ

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۭ

(১১) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ڛ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۭ

৮. তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল,

৯. যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্র সামনে রয়েছে সবকিছু,

১০. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।

১১. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।

৮. (وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ) তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল এবং দোষারোপ করেছিল শুধু এ কারণেই যে, يُؤْمِنُوْا তারা বিশ্বাস করত আল্লাহ্কে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান الْحَمِيْدِ

৯. (اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ) যার জন্য সার্বভৌমত্ব আকাশ মণ্ডলীর অর্থাৎ আকাশের সম্পদ বৃষ্টি ইত্যাদির সার্বভৌমত্ব সেই আল্লাহ্‌র مُلْكُ السَّمٰوٰتِ। এবং পৃথিবীর উদ্ভিদরাজির সার্বভৌমত্বও তার عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে شَهِيْدٌ দ্রষ্টা

১০. (اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ)। যারা বিপদাপন্ন করেছে, আগুনে জালিয়েছে এবং নানা প্রকার শাস্তি দিয়েছে الْمُؤْمِنِيْنَ। মু'মিন পুরুষদেরকে, পুরুষদের মধ্যে যারা ঈমানে সত্যবাদী তাদেরকে وَالْمُؤْمِنٰتِ, মু'মিন মহিলাদেরকে মহিলাদের যারা ঈমানে সত্যবাদী তাদেরকে শাস্তি দিয়েছে ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا তারপর তাওবা করেনি কুফরী ও শিরক হতে فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি আখিরাতে وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ এবং তাদের জন্যে আছে দহন যন্ত্রণা আগুন দিয়ে, ভীষণ শাস্তি। আরো বলা হয়, দুনিয়াতে অগ্নি দিয়ে, যেমন নজরানের কওমের লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। মতান্তরে বলা হয়েছে, তারা মোসেলের অধিবাসী ছিল, তারা মু'মিনদের একদল লোককে আবদ্ধ রাখে এবং তাদেরকে শাস্তি দেয় এবং আগুন দিয়ে হত্যা করে যেন তারা তাদের দীন গ্রহণ করে, তাদের বাদশার নাম ছিল ইউসুফ, মতান্তরে বলা হয় যূনাওয়াস। তারপরও যেসব মু'মিনরা ঈমান হতে ফিরেনি এবং তাদের শাস্তি গ্রহণ করেছিল তাদের বর্ণনা করে বলেন ঃ

১১. (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও সৎকর্ম করে, যা তাদের পরস্পর সম্পর্কিত এবং যা তাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যকার সম্পর্কিত। لَهُمْ جَنّٰتٌ তাদের জন্যে আছে জান্নাত, বাগানসমূহ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا যার পাদদেশে প্রবাহিত, অর্থাৎ বৃক্ষ ও গৃহের পাদদেশে প্রবাহিত الْاَنْهٰرُ। নদী সুরা, পানি, দুধ, ও মধুর। (ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ). এটাই মহা সাফল্য, পূর্ণ মুক্তি পেয়ে তারা জান্নাত লাভ করে সফলতা অর্জন করল এবং দোযখ হতে পরিত্রাণ লাভ করল।

(١٢) اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۟

(١٣) اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۟

(١٤) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۟

(١٥) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۟

(١٦) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۟

(١٧) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۟

১২. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।
১৩. তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন।
১৪. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়;
১৫. মহান আরশের অধিকারী।
১৬. তিনি যা চান, তাই করেন।
১৭. তোমার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি?

১২. (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন বেঈমানদের জন্য,

১৩. (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) তিনিই অস্তিত্ব দান করেন অর্থাৎ বীর্য হতে সকলকে সৃষ্টি করেন; يُبْدِئُ ও পুনরাবর্তন ঘটান মৃত্যুর পর নতুন সৃষ্টিতে,

১৪. (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) এবং তিনি ক্ষমাশীল তার জন্য, যে কুফরী হতে তাওবা করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে الْوَدُودُ। প্রেমময় তার বন্ধুদের জন্য। আরো বলা হয়, তিনি তার অনুগতদেরকে ভাল বাসেন। আরো বলা হয়, অনুগতদের কাছে তিনি প্রিয় হন,

১৫. (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) তিনি আরশের অধিকারী, সিংহাসন এর মালিক الْمَجِيدُ। সম্মানিত সুন্দর ও উত্তম। আরো বলা হয়, যদি 'দালের' উপর পেশ পড়া হয় তবে অর্থ হবে, তিনি সেই মহান আল্লাহ-

১৬. (فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ) তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, যাকে ইচ্ছা জীবিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন,

১৭. (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) তোমার নিকট কি পৌছেছে? হে মুহাম্মদ (সা)! এটা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে জিজ্ঞাসা করেন। মূলত এর পূর্বে তার কাছে কোন খবর আসেনি,পরে এসেছে حَدِيثُ الْجُنُودِ। সেনাবাহিনীর বৃত্তান্ত, সেনাদলের সংবাদ,

(١٨) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

(١٩) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝

(٢٠) وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ۝

(٢١) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝

(٢٢) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

১৮. ফির'আউনের এবং সামূদের?

১৯. বরং যারা কাফির, তারা মিথ্যারোপে রত আছে।

২০. আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

২১. বরং এটা মহান কুরআন,

২২. লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

১৮. (فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ) ফির'আউন ও সামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের, আমরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছি, যখন তারা মিথ্যারোপ করেছিল-

১৯. (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ) তবু কাফিররা মক্কার কাফিররা, فِي تَكْذِيبٍ মিথ্যা আরোপ করায় রত, মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআন মজীদকে তারা মিথ্যা বলেছে,

২০. (وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ) এবং আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।

২১. (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ) বস্তুত এটা অর্থাৎ কুরআন যা তোমাদেরকে মুহাম্মদ (সা) পাঠ করে শুনান مَّجِيدٌ সম্মানিত কুরআন, মহান ও সম্মানিত,

২২. (فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ) সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ শয়তানের কবল হতে সংরক্ষিত ফলকে

সূরা তারিক

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি শব্দ ও ২৩৯টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ

(٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ

(٣) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ

(٤) اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ؕ

(٥) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؕ

(٦) خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ

(٧) يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ؕ

১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর।
২. তুমি জান, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি?
৩. সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।
৪. প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।
৫. অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে।
৬. সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।
৭. এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে।

পূর্ববর্তী সনদে ইব্ন আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

১. (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ) শপথ আকাশের ও রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার, আল্লাহ শপথ করেছেন

২. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ) এবং তুমি কি জান হে মুহাম্মদ (সা) الطَّارِقُ। রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি? আশ্চর্যবোধক জিজ্ঞাসা, তারপর আল্লাহ বর্ণনা করেন,

৩. (اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ) তা উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং এটা হল যুহল যা রাত্রিতে উদিত হয় এবং দিবসে অদৃশ্য হয়।

৪. (اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) প্রত্যেক জীবের সে সৎ হোক বা অসৎ হোক عَلَيْهَا তার উপর আছে এখানে মীম ও আলিফ হচ্ছে সিলা আর যদি মীমে তাশদীদ পড়া হয় তবে অর্থ হবে এমন কোন ব্যক্তি নাই কিন্তু তার জন্যে রয়েছে حَافِظٌ তত্ত্বাবধায়ক, যিনি তার সমস্ত আমল ও কথাবার্তা কবরে না যাওয়া পর্যন্ত হিফাযত করেন।

৫. (فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক, যেমন আবূ তালিব (مِمَّ خُلِقَ) কি হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পর আল্লাহ বলেন,

৬. (خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ) সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা মাতৃগর্ভে পতিত হয়,

৭. (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড, পুরুষের ও পিঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে, পাঁজরের মধ্য হতে,

(৮) اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝

(৯) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝

(১০) فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

(১১) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

(১২) وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

(১৩) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

৮. নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।
৯. যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে,
১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।
১১. শপথ চক্রশীল আকাশের
১২. এবং বিচরণশীল পৃথিবীর।
১৩. নিশ্চয় কুরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা,

৮. (اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ) নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ (عَلٰى رَجْعِهٖ) তার প্রত্যানয়নে, সেই পানিকে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে (لَقَادِرٌ) ক্ষমতাবান। আরো বলা হয়, মৃত্যুর পর মানুষকে প্রত্যানয়নে ও পুনঃজীবন দানে ক্ষমতাবান।

গোপনীয় বিষয়

১০. (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ) সেদিন তার আবূতালিব ও তার সঙ্গীদের (فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ) কোন সামর্থ্য থাকবেনা তাদের নিজেদের কোন ক্ষমতা থাকবেনা (وَلَا نَاصِرٍ) এবং সাহায্যকারীওনা, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষাকারী কেউ থাকবেনা।

১১. (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ) শপথ আকাশের, যা ধারণ করে বৃষ্টি, যে বৃষ্টি বার বার বর্ষিত হয় ও ক্রমে ক্রমে মেঘমালা সৃষ্টি হয় এবং প্রতি বছরই বর্ষিত হয়।

১২. (وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ) শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়, উদ্ভিদ ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়ে। আরো বলা হয়, শপথ যমীনের, যা কীলক বিশিষ্ট।

১৩. (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) নিশ্চয় আল-কুরআন, যার জন্যে এই শপথ করা হয়েছে (لَقَوْلٌ فَصْلٌ) মীমাংসাকারী বাণী সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসাকারী।

আরো বলা হয়, এটা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ,

(١٤) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

(١٥) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

(١٦) وَأَكِيدُ كَيْدًا

(١٧) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

১৪. এবং এটা উপহাস নয়।
১৫. তারা ভীষণ চক্রান্ত করে।
১৬. আর আমিও কৌশল করি।
১৭. অতএব, কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও-কিছু দিনের জন্য।

১৪. (وَمَاهُوَ بِالْهَزْلِ) এবং এটা নিরর্থক নয়, অমূলক নয়।

১৫. (إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا) তারা, মক্কাবাসীরা (يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا) ভীষণ ষড়যন্ত্র করে, তারা কুফরী অবস্থায় অনেক ষড়যন্ত্র করে। আর তা হল মানুষদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন থেকে বিরত রাখা। আরো বলা হয়, তারা 'দারুন নদওয়াতে' তোমাকে হত্যা ও ধ্বংস করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, হে মুহাম্মদ (সা)!

১৬. (وَأَكِيْدُ كَيْدًا) এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি হে মুহাম্মদ (সা)! আমিও বদরের দিন তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছি।

১৭. (فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا) তাই কাফিরদেরকে অবকাশ দিন, কাফিরদের সময় দিন (فَمَهِّلِ) তাদেরকে অবকাশ দিন, সময় দিন (رُوَيْدًا) কিছু কালের জন্য, কিছু সময়, বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত।

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১৯ আয়াত, ৭২টি শব্দ এবং ২৮৪টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝

(٢) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝

(٣) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

(٤) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝

(٥) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝

(٦) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ۝

১. তুমি তোমার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর,
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন,
৩. এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন,
৪. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন,
৫. অতঃপর করেছেন তাকে কালো আবর্জনা।
৬. আমি তোমাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না–

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ আল্লাহ বলেন,

১. (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নির্দেশে, যিনি অতি মহান, আরো বলা হয়, হে মুহাম্মদ (সা) তুমি তোমার প্রতিপালকের একত্ববাদ ঘোষণা কর। আরো বলা হয়, তুমি সিজদায় বল,

২. (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন (فَسَوَّى) ও সুঠাম

৩. (وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى) এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, প্রত্যেক নরনারীকে পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন। (فَهَدٰى) ও পথনির্দেশ করেন, দেখান ও বুঝিয়ে দেন কিভাবে পুরুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে। আরো বলা হয়, কাউকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর করে, কাউকে বিরূপ করে বা কাউকে লম্বা করে কাউকে খাট করে। আরো বলা হয়, সৃষ্টের কাউকে ভাগ্যবান এবং কাউকে দুর্ভাগা পরিণত করেছেন। তাই কুফর ও ঈমান এবং ভাল ও মন্দ স্পষ্ট করে দিয়েছেন,

৪. (وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى) এবং যিনি উৎপন্ন করেন, উৎপন্ন করেন বৃষ্টি দিয়ে (الْمَرْعٰى।) তৃণাদি, সবুজ ঘাস।

৫. (فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰى) পরে তাকে পরিণত করেন সবুজের পর غُثَاءً اَحْوٰى ধুসর আবর্জনায়, শুষ্ক করেন তারপর বছর অতিবাহিত হবার পর তা কাল করে ফেলেন, আবর্জনায় পরিণত হয়।

৬. (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى) নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাবো হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তোমাকে কুরআন শিক্ষা দিব। আরো বলা হয়, হযরত জিব্রাঈল (আ) তা তোমাকে পড়ে শুনাবেন, فَلَا تَنْسٰى ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না, তুমি তা ভুলবে না,

(٧) اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝

(٨) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝

(٩) فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝

(١٠) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝

(١١) وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝

(١٢) الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝

(١٣) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।

৮. আমি তোমার জন্য সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো।

৯. উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান কর,

১০. যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে,

১১. আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে,

১২. সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।

৭. (اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى) হ্যাঁ, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত এবং

(الْجَهْرَ)। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য কথা বা কাজ (وَمَا يَخْفٰى) এবং যা গোপনীয়, ভেদের গোপনীয় বিষয়, যা এখনো কোন আলোচনা করা হয়নি।

৮. (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى) এবং আমি তোমার জন্যে সুগম করে দিব পথ রিসালাতের তাবলীগ করা এবং সমস্ত ইবাদত করার পথ সহজ করে দিব।

৯. (فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى) উপদেশ দাও কুরআন ও আল্লাহ্‌র আলোচনা করে উপদেশ দাও اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। আল্লাহ্ বলেন, কুরআন ও আল্লাহ্ সম্পর্কে যতই ওয়ায নসীহত করনা কেন, এতে উপকৃত সে-ই হবে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। আর সে হল মু'মিন ব্যক্তি।

১০. (سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى) সে উপদেশ গ্রহণ করবে কুরআন ও আল্লাহ্ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে (مَنْ يَّخْشٰى) যে ভয় করে আল্লাহ্‌কে আর সে লোকই হল খাঁটি মু'মিন।

১১. (وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰى) এবং তা উপেক্ষা করবে, দূরে থাকবে ও উপেক্ষা করবে কুরআন ও আল্লাহ্ সম্পর্কে ওয়াজ শ্রবণ করা থেকে। (الْاَشْقٰى) যে নিতান্ত হতভাগা আল্লাহর ইলমে,

১২. (اَلَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى) যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, পরকালে আগুনে প্রবেশ করবে। আর আগুন দিয়ে শাস্তির চাইতে কঠোরতর আর কোন শাস্তি নেই,

১৩. (ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى) তারপর সেখানে সে মরবেও না যে, একটু বিরাম পাবে (وَلَا يَحْيٰى) এবং বাঁচবেও না, এমন হায়াত যে, তার একটু উপকারে আসবে।

(١٤) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ

(١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىؕ

(١٦) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاؗۖ

(١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰىؕ

(١٨) اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰىۙ

(١٩) صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى۠

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়,

১৫. এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।

১৬. বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও,

১৭. অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

১৮. এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে;

১৯. ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

১৫. (وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى) এবং স্মরণ করে তার প্রতিপালকের নাম অর্থাৎ তার নির্দেশ, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদি নির্দেশ। (فَصَلّٰى) তারপর সালাত আদায় করে সে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করে। এর আরেকটা ব্যাখ্যা আছে, তা হল সে সফলকাম হবে ও পরিত্রাণ পাবে, যে নিজকে পবিত্র করার অর্থাৎ ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে ও লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়বে ঈদে যাওয়ার সময় ও ফিরার সময় এবং ঈদের নামায ইমামের সাথে আদায় করবে।

১৬. (بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, তোমরা দুনিয়ার স্বার্থে আমল এবং কার্যকলাপকে পরকালের সাওয়াবের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছ,

১৭. (وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى) অথচ আখিরাতই, পরকালের আমল ও সাওয়াবই উৎকৃষ্টতর, উত্তম দুনিয়ার সাওয়াব ও আমল থেকে اَبْقٰى এবং স্থায়ী।

১৮. (اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰي) এ তো অর্থাৎ (قَدْ اَفْلَحَ) হতে এ পর্যন্ত (الصُّحُفِ الْاُوْلٰى) পূর্ববর্তীদের গ্রন্থে আছে পরবর্তীগণের গ্রন্থসমূহে আছে,

১৯. (صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى) ইবরাহীম ও মূসা (আ.) এর গ্রন্থে অর্থাৎ মূসা (আ) এর তাওরাত গ্রন্থে এবং ইবরাহীম (আ) এর পুস্তিকায় আছে, আল্লাহ তা জানেন।

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ২৬টি আয়াত, ৯২টি শব্দ এবং ৮১ টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۟

(٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۟

(٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۟

(٤) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۟

(٥) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۟

(٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۟

(٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۟

১. তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?
২. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত,
৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত,
৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।
৫. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে।
৬. কন্টকপূর্ণ গুল্ম ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই।
৭. এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।

উপরোল্লিখিত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) তোমার নিকট কি এসেছে হে মুহাম্মদ (সা.)! আরো বলা হয়, নিশ্চয়ই

২. (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ) অনেক মুখমণ্ডল অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিরদের মুখমণ্ডল (يَّوْمَئِذٍ) সেদিন, কিয়ামতের خَاشِعَةٌ দিন অবনত, লাঞ্ছিত হবে আযাবের কারণে।

৩. (عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ) ক্লিষ্ট, জাহান্নামে টেনে-হেঁচড়ে নিক্ষিপ্ত হবে (نَّاصِبَةٌ) ক্লান্ত ও কষ্টের ভিতর থাকবে অথবা বলা হয়, দুনিয়াতে ক্লিষ্ট এবং পরকালে ক্লান্তির মধ্যে থাকবে। আর তারা হচ্ছে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা। আরো বলা হয়, তারা হল খারেজীরা,

৪. (تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً) তারা প্রবেশ করবে, দাখিল হবে (تَصْلٰى) জ্বলন্ত আগুনে (نَارًا حَامِيَةً) গরম আগুনে, যার উত্তপ্ততা চরম পর্যায়ের।

৫. (تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ) তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামে (اٰنِيَةٍ) অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে অতি গরম প্রস্রবণ থেকে।

৬. (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ) তাদের জন্যে থাকবেনা সেই স্তরে (طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ) কোন খাদ্য যরী' ছাড়া, শিবরাক নামক এবং প্রকার গুল্ম, মক্কার রাস্তায় পরিদৃষ্ট হয়, উৎপন্ন হওয়ার সময় সবুজ থাকে এবং উট তা ভক্ষণ করে। আর যখন শুষ্ক হয় তখন তা বিড়ালের নখের মত হয়।

৭. (لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ) যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা খাওয়ার পর (وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ) এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।

(٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝

(٩) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝

(١٠) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

(١١) لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝

(١٢) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

(١٣) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝

(١٤) وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব,

৯. তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট।

১০. তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে।

১১. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা।

১২. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা।

১৩. তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।

৮. (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ) অনেক মুখমণ্ডল অর্থাৎ খাটী মু'মিনদের (يَوْمَئِذٍ) সেদিন হবে কিয়ামতের দিন হবে نَّاعِمَةٌ আনন্দোজ্জ্বল অর্থাৎ সুন্দর ও সমুজ্জ্বল,

৯। (لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ) নিজেদের কর্ম সাফল্যে পরিতৃপ্ত, নিজ কর্মের সাওয়াবের জন্যে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হবে,

১০. (فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) ও সুমহান জান্নাতে উচ্চস্থানে,

১১. (لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً) সেখানে তারা শুনবেনা অর্থাৎ জান্নাতে অসার বাক্য, মিথ্যা শপথ বা অন্য কোন শপথ,

১২. (فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) সেখানে, জান্নাতে (عَيْنٌ جَارِيَةٌ) বহমান প্রশ্রবণ থাকবে, যাতে জান্নাতবাসীদের মঙ্গল, বরকত ও রহমত থাকবে।

১৩. (فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ) সেখানে, জান্নাতে (سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ) উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা থাকবে, শূন্য স্থানে থাকবে, যে পর্যন্ত না তার মালিক সেখানে উপস্থিত হয়। আরো বলা হয়, উপবিষ্ট জান্নাতীকে নিয়ে উন্নত থাকবে,

১৪. (وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ) এবং পানপাত্র যা গোলাকার হবে। ধরবার জন্য কোন আংটা বা কড়া থাকবেনা। (مَّوْضُوْعَةٌ) প্রস্তুত থাকবে তাদের আবাসসমূহে,

(١٥) وَّنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝

(١٦) وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝

(١٧) اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝

(١٨) وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

(١٩) وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

(٢٠) وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

(٢١) فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝

১৫. এবং সারি সারি গালিচা,

১৬. এবং বিছানো কার্পেট।

১৭. তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা,

১৮. এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে?

১৯. এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?

২০. এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?

২১. অতএব, তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো কেবল একজন উপদেশদাতা,

১৫. (وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ) এবং উপাধান, বালিশ (مَصْفُوْفَةٌ) সারি সারি যা একটা অপরটার সাথে

... আরো বলা হয়, স্তরে স্তরে মিলিত ...

১৬. (وَزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ) এবং গালিচা (مَبْثُوْثَةٌ) যা বিছানো হবে তাদের জন্যে। যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) এই আয়াত পড়ে শুনাচ্ছিলেন তখন মক্কার কাফিররা বলল, হে মুহাম্মদ (সা) তুমি এমন একটা নিদর্শন আন, যাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তখন আল্লাহ বলেন :

১৭. (اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না অর্থাৎ মক্কার কাফিররা (اِلَى الْاَبِلِ) উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে কত শক্তিশালী ও সুঠাম করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে ভারী বোঝা বহন করতে পারে, যা অন্য কোন জীব পারে না।

১৮. (وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) এবং আকাশের দিকে? কিভাবে তাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? পৃথিবীর উর্ধ্বে কোন কিছুই তার সমান নয়।

১৯. (وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে, যমীনের উপর কোন কিছুই তাকে হেলাতে পারেনা।

২০. (وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে সমতল করা হয়েছে, বিস্তৃত করা হয়েছে পানির উপর। এর প্রত্যেকটি তাদের জন্যে বিরাট নিদর্শন।

২১. (فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ) তাই তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও, নসীহত কর (اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ) তুমিতো একজন উপদেশদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী কুরআন দিয়ে। আরো বলা হয়, তুমি একজন উপদেশ দানকারী। কুরআন ও মহান আল্লাহ্ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী।

(٢٢) لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝

(٢٣) إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝

(٢٤) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

(٢٥) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝

(٢٦) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۝

২২. তুমি তাদের শাসক নও,

২৩. কিন্তু যে মুখ ফিরায়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়,

২৪. আল্লাহ তাকে মহা আযাব দেবেন।

২৫. নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট,

২৬. অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

২২. (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) তুমি নও তাদের জন্য হে মুহাম্মদ (সা)! (بِمُصَيْطِرٍ) কর্মনিয়ন্ত্রক জবরদস্তীকারী যে, তাদেরকে ঈমান আনার জন্যে বাধ্য করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে লড়াই

২৩. (اِلاَّ مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ) তবে কেউ মুখ ফিরায়ে নিলে ও কুফরী করলে, ঈমান থেকে মুখ ফিরায়ে নিলে এবং আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করলে তাদের সাথে লড়াই করতে বলেন।

২৪. (فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ) আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন আখিরাতে মহা শাস্তি, আগুন দিয়ে শাস্তি দিবেন।

২৫. (اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ) তাদের প্রত্যাবর্তন আমার-ই নিকট, তাদের প্রত্যাবর্তন আখিরাতে হবে।

২৬. (ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) তারপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ। দুনিয়াতে তাদের অবস্থান এবং আখিরাতে তাদের পুরস্কার ও শাস্তি সবই আমার উপর ন্যস্ত।

সূরা ফাজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৩০টি আয়াত, ১৩৯টি শব্দ এবং ৫৯৭ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالْفَجْرِ ۙ

(٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ

(٣) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ

(٥) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۗ

(٦) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ

১. শপথ ফজরের,
২. শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার,
৩. যা জোড় ও যা বেজোড়
৪. এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে,
৫. এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানীর জন্য।
৬. তুমি কি লক্ষ্য করনি, তোমার পালনকর্তা 'আদ বংশের

উপরোল্লিখিত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

১. (وَالْفَجْر) শপথ উষার, আল্লাহ্‌ শপথ করেন ফজরের আর তা হল দিবসের উষা। আরো বলা হয় এর অর্থ পূর্ণ দিন। আরো বলা হয়, সমস্ত বছরের উষা।

২. (وَلَيَال عَشْر) এবং শপথ দশ রজনীর জিলহজ্জের প্রথম দিনের اَلشَّفْعِ এবং জোড়ের অর্থাৎ আরাফাতের দিন ও কুরবানীর দিনের।

৩. (وَالشَّفْع وَالْوَتْر) এবং শপথ বেজোড়ের অর্থাৎ কুরবানীর দিনের পরের তিন দিনের। আরো বলা হয় ... যেমন ফজর, জোহর, আছর ও ইশা এবং

বেজোড় এর অর্থ প্রত্যেক তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায যেমন মাগরিব ও বিতরের নামায। আরো বলা হয়, জোড় অর্থ আকাশ ও যমীন, দুনিয়া ও আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম, আরশ ও কুরসী, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি এসবই জোড় এবং বেজোড় অর্থ যা একক সৃষ্টি করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, জোড় হল স্ত্রী ও পুরুষ, কাফির ও মু'মিন, মুনাফিক ও মুখলিস, সৎ ও অসৎ এবং বেজোড় একমাত্র আল্লাহ্।

৪. (وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ) এবং শপথ রজনীর যখন তা গত হতে থাকে অর্থাৎ মুযদালিফার রাত্রি, সে রাত্রিতে মানুষ আসে ও যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত বস্তুর শপথ করে বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই দৃষ্টি রাখেন।

৫. (هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ) নিশ্চয়ই এর মধ্যে, উল্লেখিত বিষয়ের মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য, বুদ্ধিমান লোকের জন্য।

৬. (اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ) তুমি কি দেখনি, তোমাকে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি কুরআনের মাধ্যমে হে মুহাম্মদ! كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন, কি ব্যবহার করেছিলেন بِعَادٍ 'আদ বংশের হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করলেন, যখন তারা মিথ্যুক বলেছিল,

(٧) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

(٨) الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

(٩) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

(١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝

(١١) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(١٢) فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

(١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

৭. ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল এবং
৮. যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি,
৯. এবং সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।
১০. এবং বহু কীলকের অধিপতি ফির'আউনের সাথে,
১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল।
১২. অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।
১৩. অতঃপর তোমার পালনকর্তা তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন।

৭. (اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) ইরাম গোত্রের প্রতি। ইরাম হল ছাম ইবন নূহ, এবং ছামের পুত্র হল 'শীষ' ও

৮. (الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ) যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি শক্তি ও দীর্ঘকায়ের মধ্যে। আরো বলা হয়, ইরাম হল একটা শহরের নাম যা শাদীদ ও শাদ্দাদ কর্তৃক নির্মিত, স্তম্ভ বিশিষ্ট, যা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত, যার মত সুন্দর ও মনোরম কোন শহর ছিলনা।

৯. (وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) এবং সামূদের প্রতি অর্থাৎ কিভাবে হযরত সালিহ (আ) এর গোত্র সামূদকে ধ্বংস করলেন। (جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল অর্থাৎ কুরা উপত্যকায় পাথর ছিদ্র করে ঘর বানাত,

১০. (وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ) এবং ফির'আউনের প্রতি, কিভাবে ফির'আউনকে ধ্বংস করলেন। (ذِى الْاَوْتَادِ) যে বহু সেনাশিবিরের অধিপতি ছিল। বর্ণিত আছে ফির'আউনের চারটি কীলক ছিল। যখন সে কারো উপর রাগ হত তাকে ঐ কীলকগুলোর মধ্যে ঠেলে শাস্তি দিত, শেষ পর্যন্ত সে মরে যেত। যেমন সে তার স্ত্রী আছিয়া বিন্‌তে মুযাহেমকে শাস্তি দিয়েছিল।

১১. (الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিলো, তারা নাফরমানী ও কুফরী করেছিল মিশর দেশে। আরো বলা হয়, তাদের অহংকারই এই অপকর্মের উৎস ছিল।

১২. (فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ) এবং সেথায় বৃদ্ধি করেছিল অর্থাৎ মিশর দেশে (الْفَسَادَ) অশান্তি যেমন হত্যাকাণ্ড ও মূর্তি পূজা করে,

১৩. (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) তারপর তোমার প্রতিপালক (سَوْطَ عَذَابٍ) তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন অর্থাৎ ভীষণ শাস্তি নাযিল করেন।

(١٤) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

(١٥) فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ۝

(١٦) وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ۝

(١٧) كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝

১৪. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।
১৫. মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন।
১৬. এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।
১৭. এটা অমূলক; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না।

১৪. (اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) তোমার প্রতিপালক হে মুহাম্মদ (সা)! (لَبِالْمِرْصَادِ) অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তাদের গতিবিধির উপর এবং সমস্ত সৃষ্টির গতিবিধির উপর। আরো বলা হয়, তোমার প্রতিপালকের ফিরিশতারা বান্দাদের সাতটি স্থানে আটকিয়ে রাখবেন এবং সাতটি গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

১৫. (فَاَمَّا الْاِنْسَانُ) মানুষ তো এরূপ যে, অর্থাৎ ফাসিক যেমন উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফ অথবা উমাইয়া ইব্‌ন খালফ ... যখন তাকে পরীক্ষা করেন (رَبُّهٗ) তার প্রতিপালক মাল, সম্পদ ও

ঐশ্বর্য দিয়ে. (فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ) এবং তাকে সম্মানিত করেন, সম্পদশালী করেন এবং দান করেন, জীবিকায় প্রশস্ততা দান করেন (فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ) তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন মাল ও জীবিকা দিয়ে

১৬. (وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন দারিদ্র্যের কবলে ফেলে (فَقَدَرَ عَلَيْهِ) সংকুচিত করে কমিয়ে দিয়ে (رِزْقَهٗ) তার রিযক, তার জীবনোপকরণ (فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ) তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন অভাবগ্রস্ত করে এবং রিয্‌ক সংকুচিত করে।

১৭. (كَلَّا) না, কখনোও না, আল্লাহ্ এর প্রতিবাদ করে বলেন, আমার কাউকে সম্মান দেয়ার অর্থ এই নয় যে, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হবে, পক্ষান্তরে আমার কাউকে অপমান করার অর্থ এই নয় যে, সে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে এবং সম্পদ কমে যাবে। আমার সম্মান দেয়ার অর্থ এই যে, সে আল্লাহ্‌র পরিচিতি ও নেক আমলের তাওফীক লাভ করবে এবং আমার অপমান করার অর্থ এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ করবেনা এবং সে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবেনা। (بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ) বস্তুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, তোমরা ইয়াতীমের হক আদায়, পরিশোধ করনা এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করনা।

(১৮) وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

(১৯) وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝

(২০) وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

(২১) كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

(২২) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

(২৩) وَجِایْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝

১৮. এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

১৯. এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল,

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস।

২১. এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে,

২২. এবং তোমার পালনকর্তা ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন,

২৩. এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

১৮. (وَلَا تَحٰضُّوْنَ) এবং তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করনা, তোমরা নিজেদের ও অন্যান্যদের উৎসাহ দান করনা (عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ) অভাব গ্রস্তদেরকে খাদ্য দানে তাদেরকে সাদকা দানের জন্যে,

১৯. (وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا) এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ ভক্ষণ করে ফেল অর্থাৎ মীরাসের সম্পত্তি لَمًّا সম্পূর্ণভাবে,

২১. (كَلَّآ), না, কখনই না, এখানে প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে. (اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا) পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, আল্লাহ্‌ বলেন, যখন পৃথিবীতে ভূকম্পনের উপর ভূকম্পন হবে,

২২. (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন (وَجَاءَ رَبُّكَ) কিরূপে উপস্থিত হবেন তা বর্ণনার উর্ধ্বে এবং ফিরিশতারাও উপস্থিত হবেন (الْمَلَكُ) (صَفًّا صَفًّا) সারিবদ্ধভাবে, যেমন দুনিয়াতে মুসল্লীগণ সারিবদ্ধ হয়ে নামায পড়ে।

২৩. (وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে ৭০ হাজার লাগামে বেঁধে এবং প্রত্যেক লাগামে ৭০ হাজার করে ফিরিশতা থাকবে। তারা টেনে জাহান্নামকে হাশরের মাঠে আনবে এবং জাহান্নামের আবরণ উন্মোচন করা হবে। (يَوْمَئِذٍ) সেই দিন, কিয়ামতের দিন। (يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ) মানুষও উপলব্ধি করবে অর্থাৎ কাফির যেমন উবাই ইবন্ খাল্‌ফ ও উমাইয়া ইবন খাল্‌ফ উপদেশ গ্রহণ করবে (وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى)। কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে লাগবে, এই উপদেশে তার কি লাভ হবে? তার উপদেশ গ্রহণের সময় অতীত হয়ে চলে গিয়েছে।

(٢٤) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۚ

(٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ

(٢٦) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۗ

(٢٧) يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ

(٢٨) ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ

(٢٩) فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۙ

(٣٠) وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۚ

২৪. সে বলবে ঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!
২৫. সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না।
২৬. এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না।
২৭. হে প্রশান্ত মন,
২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।
২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও,
৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

২৪. (يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ) সে বলবে, হায়! অর্থাৎ আক্ষেপ করে বলবে (قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ) আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রীম পাঠাতাম, এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে যদি অস্থায়ী জীবনে কিছু আমল করতাম।

২৬. (وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউই করতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্ধনের মত। এর আরো একটি অর্থ আছে, আর তা হল এই যে, আল্লাহ্ তার সৃষ্ট জীবকে যে প্রকার কঠোর শাস্তি দিবেন, সেরূপ কঠোর শাস্তি আর কেউ দিতে পারবে না।

২৭. (يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) হে প্রশান্ত চিত্ত! অর্থাৎ হে তৃপ্ত আত্মা, যে আল্লাহ্‌র আযাব হতে মুক্ত, তার একত্ববাদে বিশ্বাসী, তার নিয়ামতে কৃতজ্ঞ, বিপদ-আপদে ধৈর্যশীল, আল্লাহ্‌র বিচারে সন্তুষ্ট এবং তার দানে তুষ্ট,

২৮. (ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস, আল্লাহ্ তোমার জন্য জান্নাতে যা কিছু তৈরী করেছেন, সেই দিকে ফিরে আস। অন্য বর্ণনা মতে অর্থ করা হয়, হে আত্মা! তুমি তোমার শরীরে ফিরে আস। (رَاضِيَةً) সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌র সাওয়াবে (مَّرْضِيَّةً) ও সন্তোষভাজন হয়ে তাওহীদে। ফলে,

২৯. (فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ) তুমি আমার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হও, আমার ওলীদের শ্রেণীভুক্ত হও

৩০. (وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ) এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে, যা তোমার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ২০টি আয়াত, ৮২টি শব্দ এবং ৩২০টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(٢) وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(٣) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ؕ

(٥) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ

(٦) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ؕ

১. আমি এই নগরীর শপথ করি,
২. এবং নগরীতে তোমার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।
৩. শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়।
৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।
৫. সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?
৬. সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি!

পূর্বোল্লিখিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ) আমি শপথ করছি (بِهٰذَا الْبَلَدِ) এই নগরীর অর্থাৎ মক্কার,

২. (وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ) আর তুমি এই শহরের অধিবাসী। তিনি বলেন, তোমার জন্যে এই শহরে এমন কিছু হালাল করেছেন, যা তিনি তোমার পূর্বে ও পরে কারো জন্যে হালাল করেননি। আরো বলা হয় তুমি এই শহরের অধিবাসী হবে। আরো বলা হয়, তুমি এই শহরে যা করেছ তা তোমার জন্যে বৈধ।

৩. (وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ) শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে। এখানে 'ওয়ালিদ' হলেন হযরত আদম

সন্তানের জন্ম হয় তারা এবং 'ওয়ালাদ' অর্থ যারা স্ত্রী ও পুরুষের মাধ্যমে জন্ম হয় না। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বস্তুর শপথ করে বলেন ঃ

৪. (لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ) মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি, কালদা ইব্নে উসাইদকে (فِىْ كَبَدٍ) ক্লেশের মধ্যে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়াদির ব্যাপারে নানা অসুবিধায় লিপ্ত থাকে। আরো বলা হয়, মধ্যম গড়নের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। আরো বলা হয়, মানুষকে শক্তিশালী ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন।

৫. (اَيَحْسَبُ) সে কি মনে করে অর্থাৎ কাফির শক্তিশালী ও সুঠাম হওয়ার ফলে কি মনে করে (اَنْ لَّنْ)। (يَقْدِرَعَلَيْهِ اَحَدٌ) কখনো তার উপর কেউই ক্ষমতাবান হবেনা? অর্থাৎ তাকে পাকড়াও ও শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ ক্ষমতাবান হবেনা অর্থাৎ আল্লাহ্ তার উপর ক্ষমতাবান নন?

৬. (يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا) সে বলে অর্থাৎ কালদা ইবন উসাইদ, অন্য তাফসীরে ওয়ালীদ ইবন মুগীরা (مَالاً لُّبَدًا) আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি, মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে শত্রুতা করতে গিয়ে অনেক অর্থ সম্পদ নষ্ট করেছি; কিন্তু কোনই লাভ হয়নি।

(٧) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝

(٨) اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝

(٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝

(١٠) وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝

(١١) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

(١٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

(١٣) فَكُّ رَقَبَةٍ ۝

(١٤) اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۝

৮. আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়,
৯. জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়?
১০. বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।
১১. অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি।
১২. তুমি জান, সে ঘাঁটি কি?
১৩. তা হচ্ছে দাসমুক্তি
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান।

৭. (اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ) সে কি মনে করে অর্থাৎ কাফির কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? আল্লাহ্ তার এই কার্যকলাপ দেখেননি, সে কি পর্যন্ত খরচ করল বা করলনা। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার

৮. (اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ) আমি কি তার জন্যে সৃষ্টি করিনি দুটো চক্ষু? যা দিয়ে সে দেখে,

৯. (وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ) আর জিহবা যা দিয়ে সে কথা বলে এবং দুটো ঠোঁট, যা মিলিত ও ফাঁক করা যায়,

১০. (وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ) এবং আমি তাকে কি দুটি পথ দেখাই নি? আমি কি ভাল ও মন্দের দুটি পথ স্পষ্ট করে বর্ণনা করিনি? আরো বলা হয়, আমি কি তাকে শিশু অবস্থায় দুধ পান করার জন্যে দুটি মাতৃস্তনের পথ দেখাইনি?

১১. (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) সে তো বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করেনি অর্থাৎ যে শক্তির দাবিদার, সে কি পুলসিরাতের গিরিপথ অতিক্রম করেছে?

১২. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ) তুমি কি জান হে মুহাম্মদ! বন্ধুর গিরিপথ কী? আর তা হল জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে নরম পিচ্ছিল গিরিপথ যা দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হবে।

১৩. (فَكُّ رَقَبَةٍ) তা হচ্ছে দাসমুক্তি অর্থাৎ সেই গিরিপথে অনুপ্রবেশ হচ্ছে গোলাম আযাদ করা। আরো বলা হয়, সেই গিরিপথ কেউ অতিক্রম করতে পারবেনা; কিন্তু যে গোলাম আযাদ করবে। যখন 'কাফ' ও 'তার'; উপর যবর পড়া হবে তখনই এরকম অর্থ হবে।

১৪. (اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান, ক্ষুধা ও অভাব-অনটনের দিনে,

(١٥) يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

(١٦) اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

(١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

(١٨) اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

(١٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝

(٢٠) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝

১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে

১৬. অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে,

১৭. অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার।

১৮. তারাই সৌভাগ্যশালী।

১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা।

২০. তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

১৬. (اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ) অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে অর্থাৎ যে অভাব-অনটনে ধূলির সাথে মিসে গিয়েছে । আর মিসকীন বলা হয় যার কোন কিছুই নেই।

১৭. (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তদুপরি সে (مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের, যারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ও কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের মধ্যে সে একজন। (وَتَوَاصَوْا) এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় উৎসাহিত করে (بِالصَّبْرِ) ধৈর্য ধারণের আল্লাহ্‌র ফরযসমূহ আদায় করার এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে (وَتَوَاصَوْا) এবং উপদেশ দেয়, উৎসাহিত করে (بِالْمَرْحَمَةِ) দয়া-দাক্ষিণ্যের অর্থাৎ দরিদ্র ও মিসকিনদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের।

১৮. (اُولٰئِكَ) তারাই যারা ঐ সমস্ত সৎগুণে বিভূষিত তারাই (اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ) সৌভাগ্যশালী, তারাই জান্নাতবাসী হবে, যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে–

১৯. (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ) এবং যারা আমার নিদর্শনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে যেমন কালদা ও তার সঙ্গীরা (اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ) তারাই হতভাগা, তারাই জাহান্নামবাসী, যাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে।

২০. (عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ) তারা হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত, তারা রুদ্ধদ্বার থাকবে অগ্নিকুণ্ডে। এটা বনী তাই গোত্রের পরিভাষা ।

সূরা শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১৫টি আয়াত, ৫৪টি শব্দ ২৪৭ টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝

(٢) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝

(٣) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝

(٥) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝

(٦) وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

১. শপথ সূর্যের ও তার কিরণের,
২. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে,
৩. শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে,
৪. শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে,
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর,
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর,

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

১. (وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, আল্লাহ্ শপথ করেছেন সূর্যের ও তার কিরণের।

২. (وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا) এবং শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যোর পর আবির্ভূত হয় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয় যখন প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র দৃষ্ট হয়।

৩. (وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا) শপথ দিবসের যখন সে তাকে প্রকাশ করে,

৪. (وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا) এবং শপথ রাতের, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে। এই আয়াতে প্রথম বাক্যকে পরে এবং পরের বাক্যকে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলেন, রাত্রির অন্ধকার যখন সূর্যের আলোকে আচ্ছন্ন করে এবং যখন দিবালোক রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করে।

৫. (وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا) এবং শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তার অর্থাৎ যিনি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হলেন আল্লাহ। তিনি তার নিজের শপথ করেছেন।

৬. (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا) এবং শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন তার, তিনি তাকে পানির উপর বিস্তৃত করেছেন।

(٧) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝

(٨) فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

(٩) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

(١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

(١١) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝

(١٢) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰىهَا ۝

(١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝

৭. শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর
৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন,
৯. যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।
১০. এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।
১১. সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল
১২. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল,
১৩. অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক।

৭. (وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا) এবং শপথ মানুষের ও তার, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন অর্থাৎ যিনি মানুষের সৃষ্টিকে সমভাবে বিন্যাস করেছেন, দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চক্ষু, দুটি কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন।

৮. (فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا) তারপর তিনি তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, তাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং শিক্ষা দান করেছেন সে কি করবে এবং কি কি কর্ম হতে বিরত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর উল্লেখিত বস্তুসমূহের শপথ করে বলেন ঃ

৯. (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا) সেই সফলকাম হবে, সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করবে (مَنْ زَكّٰهَا) যে নিজেকে পবিত্র করবে অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে সংযত করেছেন ও জ্ঞান দান করেছেন এবং তাওফীক দান করেছেন।

১০. (وَقَدْ خَابَ) এবং সেই ব্যর্থ হবে, সেই নিষ্ফল হবে (مَنْ دَسّٰهَا) যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে অর্থাৎ আল্লাহ যাকে জ্ঞানশূন্য ও পথভ্রষ্ট করেছেন

১১. (كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ) সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ সালিহ (আ)-এর বংশের লোকেরা (بِطَغْوٰهَا) অবাধ্যতা বশত, তাদের এই অবাধ্যতা এ কাজে উৎসাহিত করেছিল।

১২. (اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا) তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল, সে হল কিদার ইবন সালিফ ও মিছ্‌দা ইবন দাহ্‌। তারা সালিহ (আ)-এর উটকে হত্যা করেছিল।

১৩. (فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বললেন, অর্থাৎ সালিহ (আ) উটকে হত্যা করার পূর্বে তাদেরকে বলেছিলেন। (نَاقَةَ اللّٰهِ) সাবধান হও আল্লাহ্‌র এই উটের বিষয়ে অর্থাৎ উটকে হত্যা করোনা। (وَسُقْيٰهَا) এবং তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও।

(١٤) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝

(١٥) وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

১৪. অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।

১৫. আল্লাহ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

১৪. (فَكَذَّبُوْهُ) কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করল অর্থাৎ তারা সালিহ (আ)-এর রিসালতকে অবিশ্বাস করল। (فَعَقَرُوْهَا) এবং তারা তাকে কেটে ফেলল, উটকে হত্যা করল (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের জন্য তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন, উটকে কেটে ফেলার জন্যে এবং নবী সালেহ (আ)কে মিথ্যা মনে করার জন্যে। (بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا) ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে ছোট-বড় সকলকে একাকার করে দিলেন।

১৫. (وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا) এবং এর পরিণামের জন্যে আল্লাহ্‌র আশংকা করার কিছু নেই। আরো বলা হয়, তারপর তারা উটকে কেটে ফেলল ও পরিণামের কোন আশংকা তারা করেনি। এখানে বর্ণনায় আগে-পরে হয়েছে।

সূরা লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ২১টি আয়াত, ৭১টি শব্দ ও ৩২০ টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىۙ

(٢) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰىۙ

(٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰۤىۙ

(٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰىؕ

(٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰىۙ

(٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰىۙ

(٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰىؕ

১. শপথ রাত্রির, যখন তা আচ্ছন্ন করে,

২. শপথ দিনের, যখন তা আলোকিত হয়,

৩. এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন,

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

৫. অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়,

৬. এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে,

৭. আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

১. (وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى) শপথ রজনীর, আল্লাহ্ শপথ করেছেন রজনীর, যখন আচ্ছন্ন করে দিনের আলোকে,

৩. (وَمَا خَلَقَ) এবং শপথ ত ...নি সৃষ্টি করেছেন (الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) নর ও নারীকে, স্ত্রী এবং পুরুষকে

৪. (إِنَّ سَعْيَكُمْ) অবশ্যই তো... কর্মপ্রচেষ্টা (لَشَتَّى) বিভিন্ন প্রকৃতির। কেউ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে মিথ্যা বলছে, কেউ হ... মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে বিশ্বাস করছে, কেউ জান্নাতে যাওয়ার জন্যে আমল করছে, আর কেউ জাহা... ওয়ার জন্যে কাজ করছে, এজন্যেই শপথ করা হয়েছে।

৫. (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى) সুতরা... দান করলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মাল ব্যয় করল এবং নয়জন মু'মিনকে যাদেরকে কাফির... নের জন্যে শাস্তি দিত, তাদেরকে ক্রয় করে আযাদ করে দিল। (وَاتَّقَى) মুত্তাকী হলে, কুফুরী শির্ক... অপকর্ম হতে বেঁচে থাকলে।

৬. (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) এবং ...উত্তম তা গ্রহণ করলে অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করলে। আরো বলা হয় জান্নাতকে বিশ্বাস ক... আরো বলা হয়, এর অর্থ হল এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই এইকথা বিশ্বাস করলে।

(৮) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝

(৯) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝

(১০) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝

(১১) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

(১২) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝

(১৩) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۝

৮. আর যে কৃপণতা করে ও বেপর... য়,

৯. এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে...

১০. আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জ... জ পথ দান করব।

১১. যখন সে অধঃপতিত হবে, ত... সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না।

১২. আমার দায়িত্ব পথপ্রদর্শন কর...

১৩. আর আমি মালিক ইহকালের ...কালের।

৭. (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى) ...র জন্য সুগম করে দিব ... পথ ও আনুগত্য তার জন্য সহজ করে দিব এবং বার বার তাকে সুযোগ ... আরো বলা হয়, আল্লাহ্র ... একাধিক সদকা করা সহজ করে দিব এবং তিনি হলেন আবু বকর (রা)।

৮. (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ) এবং ...কার্পণ্য করলে, আল্লাহর প... করা থেকে। আর সে হল ওয়ালীদ ইবন মুগীরা। আরো বলা হয়, ... সুফিয়ান ইবন হারব। সে স... তিনি মু'মিন ছিলেন না (وَاسْتَغْنَى) এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে কর... নিজকে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী ... করলে, ...

৯. (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى) এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা মনে করলে আরো বলা হয়, জান্নাতকে সে মিথ্যা মনে করলে। আরো বলা হয়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে সে মিথ্যা মনে করলে,

১০. (فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى) আমি তার জন্যে সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ অর্থাৎ সহজ করে দিব তার জন্য বার বার গুনাহ করা এবং আল্লাহর পথে দান করা থেকে বিরত থাকা।

১১. (وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যা সে দুনিয়াতে পুঞ্জীভূত করেছে। (اِذَا تَرَدّٰى) যখন সে ধ্বংস হবে অর্থাৎ মরে যাবে। আরো বলা হয়, যখন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

১২. (اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى) আমার কাজতো কেবল পথ নির্দেশ করা অর্থাৎ তার জন্যে ভাল ও মন্দের পথ প্রদর্শন করা।

১৩. (وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى) এবং আমি তো মালিক পরলোক ও ইহলোকের অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সওয়াবের মালিক। আরো বলা হয় আখিরাতে সাওয়াব ও সম্মান দান করার এবং দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও নেক কাজের তাওফীক দান করার।

(١٤) فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ

(١٥) لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ

(١٦) الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۗ

(١٧) وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ

(١٨) الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ

(١٩) وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ

(٢٠) اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ

(٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۚ

১৪. অতঃএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।
১৫. এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে,
১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।
১৭. এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে,
১৮. যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।
১৯. এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না,
২০. তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।
২১. সে সত্ত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

১৪. (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا) আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি হে মক্কাবাসী! তোমাদের ভয় প্রদর্শন করছি কুরআন মাজীদ দ্বারা (تَلَظّٰى) লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে, যা প্রজ্বলিত ও ভীষণ শিখাবিশিষ্ট হবে,

১৫. (لَا يَصْلٰهَآ إِلَّا) তাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ অগ্নিতে (الْأَشْقَى) কিন্তু যে নিতান্ত হতভাগা আল্লাহ্‌র ইলম অনুযায়ী,

১৬. (الَّذِىْ كَذَّبَ) যে অস্বীকার করে তাওহীদকে। আরো বলা হয়, আল্লাহ্‌র অনুগত্য হতে বিরত থাকে। (وَتَوَلّٰى) এবং মুখ ফিরায়ে নেয় ঈমান থেকে। আরো বলা হয়, তাওবা থেকে।

১৭. (وَسَيُجَنَّبُهَا) আর তা থেকে বহু দূরে রাখা হবে অর্থাৎ আগুন হতে দূরে রাখা হবে। (الْأَتْقَى) পরম মুত্তাকীকে, যে ধর্মভীরু হবে,

১৮. (الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهُ) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, তিনি হলেন হযরত আবূ বকর (রা) (يَتَزَكّٰى) আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহ্‌র রিজামন্দী উদ্দেশ্য থাকে।

১৯. (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى) এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান নয়, অর্থাৎ সে কারো কোন প্রতিদানের জন্য এ কাজ করেনি,

২০. (إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى) কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় অর্থাৎ যিনি সর্বোচ্চ মহান, তার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশায়ই এ কাজ করেছে।

২১. (وَلَسَوْفَ يَرْضٰى) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে, আল্লাহ তাকে সাওয়াব ও সম্মান দান করবেন, যাতে সে সন্তুষ্ট হয়। আর তিনি হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও তার সঙ্গীরা।

সূরা দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১০২ টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) وَالضُّحٰىۙ

(٢) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ

(٣) مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلٰىؕ

(٤) وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىؕ

(٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىؕ

(٦) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ

১. শপথ পূর্বাহ্নের,
২. শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়,
৩. তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।
৪. তোমার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।
৫. তোমার পালনকর্তা সত্বরই তোমাকে দান করবেন, অতঃপর তুমি সন্তুষ্ট হবে।
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

প্রথমে বর্ণিত সনদে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ বলেন ঃ

১. (وَالضُّحٰى) শপথ পূর্বাহ্নের অর্থাৎ আল্লাহ্ শপথ করেন সমস্ত দিনের,

২. (وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى) এবং শপথ রাতের যখন হয় নিঝুম অর্থাৎ যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কালো হয়,

৩. (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি যখন থেকে তোমার নিকট ওহী নাযিল করেছেন ও (وَمَا قَلٰى) এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি, যখন থেকে তোমাকে ভাল বেসেছেন। এ

জন্যেই আল্লাহ্ কসম করেছেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ১৫ দিন পর্যন্ত ওহী বন্ধ রেখেছিলেন, তোমার 'ইনশাআল্লাহ' না বলার জন্যে এবং কাফিররা বলছিল, মুহাম্মদ (সা)কে তার প্রতিপালক পরিত্যাগ করছেন এবং তিনি বিরূপ হয়েছেন, কাফিরদের সেই সমস্ত উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ্ উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

৪. (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى) এবং তোমার জন্যে পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয় অর্থাৎ পরকালের সাওয়াব ইহকালের সাওয়ারের চাইতে উত্তম।

৫. (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) এবং অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন। অর্থাৎ আখিরাতে শাফায়াত করার অধিকার দান করবেন (فَتَرْضَى) আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। তারপর তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করে বলেন,

৬. (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا) তোমাকে কি ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? হে মুহাম্মদ! তিনি কি তোমাকে এমন অবস্থায় পাননি যে, তোমার মাতা ও পিতা নেই (فَآوَى) আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? তিনি তোমার চাচা আবু তালিবের নিকট আশ্রয় দান করেন এবং তিনি তোমার দায়িত্বভার নেন। তখন নবী (সা) বললেন, হে জিব্রাইল! এটা সম্পূর্ণ সত্য, পরপর হযরত জিব্রাঈল (আ) আরও বললেন ঃ

(٧) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝

(٨) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنٰى ۝

(٩) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

(١٠) وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

(١١) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

৭. তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।
৮. তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেনে।
৯. সুতরাং তুমি এতীমের প্রতি কঠোর হবে না;
১০. সওয়ালকারীকে ধমক দেবে না
১১. এবং তোমার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ কর।

৭. (وَوَجَدَكَ) এবং তিনি তোমাকে পেলেন হে মুহাম্মদ (সা)! (ضَالًّا) পথ সম্পর্কে অনবহিত, পথহারা জাতির মধ্যে (فَهَدَى) তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন, তিনি নবুওয়াত দিয়ে তোমাকে পথনির্দেশ করেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, হাঁ, এটা সত্য, হযরত জিবরাঈল (আ) আরো বললেন,

৮. (وَوَجَدَكَ) এবং তিনি তোমাকে পেলেন হে মুহাম্মদ (সা)! (عَائِلًا) নিঃস্ব অবস্থায় অভাবগ্রস্ত অবস্থায় (عَائِلًا) তারপর তিনি অভাবমুক্ত করলেন, তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন হযরত খাদীজা (রা)-এর

মাল-দৌলত দিয়ে আরো বলা হয়, তিনি তোমাকে যা কিছু দান করেছেন তা দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। তখন নবী (সা) বললেন, এটা সম্পূর্ণ সত্য। তারপর হযরত জিব্রাঈল (আ) আরো বললেন ঃ

৯. (فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ) সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না অর্থাৎ তার প্রতি যুল্‌ম ও খারাপ ব্যবহার করবে না এবং তাকে তুচ্ছ ও হীন মনে করবে না–

১০. (وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবে না, তাকে নিরাশ করে শূন্য হাতে ফিরায়ে দিবে না এবং ধমক দিবে না।

১১. (وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা অর্থাৎ নবুওয়াত ও ইসলামের সংবাদ (فَحَدِّثْ) জানিয়ে দাও, সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দাও। তাদেরকে সংবাদ দাও ও তাদের অবহিত কর।

সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৮ টি আয়াত, ২৭টি শব্দ এবং ১০৩ টি অক্ষর আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

(٢) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝

(٣) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝

(٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

(٥) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(٦) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(٧) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

(٨) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝

১. আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি?
২. আমি লাঘব করেছি তোমার বোঝা,
৩. যা ছিল তোমার জন্যে অতিশয় দুঃসহ।
৪. আমি তোমার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।
৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
৭. অতএব, যখন অবসর পাও পরিশ্রম করবে।
৮. এবং তোমার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ কর।

প্রথমে বর্ণিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ বলেন ঃ

১. (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) আমি কি তোমার বক্ষকে তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দিইনি? এই বাক্যটি পূর্বে উল্লেখিত বাক্য, তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, তারপর অভাবমুক্ত করলেন, আল্লাহ্

বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আমি তোমার বক্ষ ও অন্তকরণ উন্মুক্ত করিনি, ইসলামের জন্যে? অর্থাৎ আমি কি অঙ্গীকার গ্রহণের দিন তোমার অন্তর নরম করিনি মারিফত, জ্ঞান, সাহায্য, বুদ্ধি ও ইয়াক্বীনের জন্য। আরো বলা হয়, আমি কি তোমার অন্তর নবুওয়াতের জন্য প্রশস্ত করিনি? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ।

২. (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ) এবং আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার অর্থাৎ তোমার ভুল-ত্রুটি অপসারণ করেছি,

৩. (اَلَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ) যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক, যা তোমার পিঠকে ভারী করে রেখেছিল। আরো বলা হয়, নবুওয়াত দিয়ে তোমার পিঠকে ভারী করে দিয়েছি,

৪. (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) বরং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি, যেমন ঃ আযান, দু'আ শাহাদাত বাক্য ইত্যাদিতে, যেমন আমার নাম স্মরণ করা হয়, তেমনি তোমার নামও স্মরণ করা হয়ে থাকে। নবী (সা) বললেন হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌র দারিদ্র্যতা ও মুছিবত-এর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন এবং বললেন,

৫. (فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে অর্থাৎ অভাবের পরই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য।

৬. (اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) অবশ্য কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অভাবের পরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। এখানে আল্লাহ্ একটি কষ্টের পর দুইটি সুখ (সহজের) কথা উল্লেখ করেন।

৬. (فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) অতএব যখনই অবসর পাও, যুদ্ধ ও জিহাদ হতে অবসর পাও সাধনা করবে ইবাদতের মধ্যে। অন্য ব্যাখ্যায় যখনই তুমি ফরয নামায হতে অবসর হও তখনই দু'আর মধ্যে সাধনা করবে।

৭. (وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ) এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবে অর্থাৎ তোমার প্রয়োজনাদি তারই কাছে তুলে ধরবে।

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৮ আয়াত, ৩৪ টি শব্দ ও ১৫০ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝

(٢) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝

(٣) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

(٥) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

১. শপথ তীন ও যায়তূনের,

২. এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের,

৩. এবং এই নিরাপদ নগরীর।

৪. আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে,

৫. অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে,

প্রথমে বর্ণিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ বলেন :

১. (والتين والزيتون) শপথ তীন ও যায়তূনের অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের এ তীনের এবং এ যায়তূনের শপথ করে বলেন। আরো বলা হয় যে, তা শাম দেশের দুটি মসজিদ বা শাম দেশের দু'টি পাহাড়, আরো বলা হয়, তীন সেই পর্বত, যেখানে বায়তুল মাকদাস অবস্থিত এবং যায়তূন সেই পর্বত, যেখানে দামেস্ক শহর অবস্থিত।

২ (وطور سينين) শপথ সিনাই পর্বতের অর্থাৎ শপথ করেন সাবীর পর্বতের। আর তা হল মাদায়েন দেশের একটি পর্বত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলেছেন এবং প্রত্যেক পর্বতকেই নাবাতী ভাষায় তূর বলা হয় এবং সীনীন হল প্রত্যেক সুন্দর সুন্দর বৃক্ষরাজী শোভিত পর্বত।

৩. (وهذا البلد الأمين) এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর অর্থাৎ শপথ মক্কা নগরীর যেখানে প্রবেশকারী পেরেশানী থেকে নিরাপদ থাকে।

৪. (لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ) আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে অর্থাৎ কাফির ওয়ালীদ ইবন মুগীরা বা কালদা ইবন উসাইদকে (اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ) সুন্দরতম গঠনে অর্থাৎ উত্তম গঠনে আর এই জন্যেই এই শপথটি।

৫. (ثُمَّ رَدَدْنٰهُ) তারপর আমি তাকে পরিণত করি পরকালে, (اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ) হীনতা গ্রস্তদের হীনতা অর্থাৎ আগুনে। আরো বলা হয়, আমি নিশ্চয়ই মানুষকে অর্থাৎ সন্তানকে উত্তম গঠনে ও উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি যখন সে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় তার পর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতে পরিণত করি, এমনকি শেষে এমন বার্ধক্যে উপনীত করি যখন তার জন্যে আর কোন নেকী লেখা হয়না। তবে সে যা যৌবনকালে বা শক্তি থাকা অবস্থায় আমল করেছিল তা লেখা হয়।

(٦) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

(٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝

(٨) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

৬. কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

৭. অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে?

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

৬. (اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তাদেরকে নয় যারা মু'মিন অর্থাৎ যারা মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) ও সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ যারা তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার কর্মগুলো সম্পন্ন করেছে। (فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ) তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, যা হ্রাস করা হবে না এবং পরিবর্তন করা হবে না। বরং বার্ধক্যের ও মৃত্যুর পরও তাদের জন্য এই পুণ্য অব্যাহত থাকবে।

৭. (فَمَا يُكَذِّبُكَ) কাজেই কিসে তোমাকে অবিশ্বাসী করে হে ওয়ালীদ ইবন মুগীরা বা কালদা বিন উসাইদ! আরো বলা হয়, হে মুহাম্মদ! কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে অবিশ্বাসী করে! (بَعْدُ بِالدِّيْنِ) এরপর অর্থাৎ তোমার জন্যে যা বর্ণনা করা হল সৃষ্টির বিবর্তন সম্পর্কে তথা যৌবন, বার্ধক্য, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ইত্যাদি পর। আরো বলা হয়, ওয়ালীদ ইবন মুগীরা ও কালদা ইবন উসাইদ! কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে অবিশ্বাস করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। (بِالدِّيْنِ) কর্মফল সম্বন্ধে কিয়ামতের দিনে যে হিসাব-নিকাশ হবে সে সম্পর্কে।

৮. (اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নয়? অর্থাৎ হে ওয়ালীদ! আল্লাহ্ কি ন্যায় বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক ও মর্যাদাশালীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নন্ যে, তিনি তোমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন।

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ১২২ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

(٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

(٣) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ

(٤) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ

(٥) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

(٦) كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىۤ ۙ

১. পাঠ কর তোমার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,
২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে,
৩. পাঠ কর, তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।
৬. সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে,

পূর্বোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

১. (اِقْرَاْ) পাঠ কর হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কুরআন পাঠ কর। এটাই সর্ব প্রথম আয়াত, যা নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ হন। (بِاسْمِ رَبِّكَ) তোমার প্রতিপালকের নামে অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককের নির্দেশে (الَّذِىْ خَلَقَ) যিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত সৃষ্টিকে,

২. (خَلَقَ الْاِنْسَانَ) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে অর্থাৎ আদম সন্তানদেরকে (مِنْ عَلَقٍ) আলাক থেকে অর্থাৎ তাজা জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। তখন নবী (সা) বললেন, আমি কি পড়ব হে জিবরাঈল (আ)? তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)কে এই সূরার প্রথম চারটি আয়াত পড়ে শুনালেন, তারপর তাকে বললেন ঃ

৩. (اِقْرَاْ) তুমি পাঠ কর অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কুরআন পাঠ কর (وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ) আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত অর্থাৎ যিনি ক্ষমাশীল ও ধৈর্য-ধারণকারী মানুষের মুর্খতার উপর,

৪. (اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ কলম দিয়ে লেখন পদ্ধতি শিখিয়েছেন,

৫. (عَلَّمَ الْاِنْسَانَ) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে অর্থাৎ কলম দিয়ে লিখন পদ্ধতি (مَالَمْ يَعْلَمْ) যা সে এর পূর্বে জানতনা। আরো বলা হয়, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে প্রত্যেকটি জিনিসের নাম শিখিয়ে ছিলেন, যা এর পূর্বে তিনি জানতেন না।

৬. (كَلَّا اِنَّ) বস্তুত সত্যই হে মুহাম্মদ (সা)! (الْاِنْسَانَ) মানুষ তো অর্থাৎ কাফির (لَيَطْغٰى) সীমালংঘন করেই থাকে অর্থাৎ গর্বভরে সে পানাহার, লিবাস-পোশাক ও আরোহনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিলাসী হতে থাকে।

(٧) اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰىؕ

(٨) اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰىؕ

(٩) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰىۙ

(١٠) عَبْدًا اِذَا صَلّٰىؕ

(١١) اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓىۙ

(١٢) اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰىؕ

(١٣) اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ

৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।
৮. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।
৯. তুমিকি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে
১০. এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে?
১১. তুমিকি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে
১২. অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়।
১৩. তুমি কি দেখেছ, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরায়ে নেয়।

৭. (اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى) কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, যখন সে নিজেকে সম্পদশালী হওয়ার কারণে আল্লাহ থেকে অভাবমুক্ত মনে করে,

৮. (اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ) তোমার প্রতিপালকের নিকট হে মুহাম্মদ (সা)! (الرُّجْعٰى) প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত অর্থাৎ কিয়ামতে সমস্ত সৃষ্টিই তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। তারপর যখন আবু জাহল ইবন হিশাম নবী (সা)কে নামাযরত অবস্থায় তাঁর গর্দান পা দিয়ে মুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা করেছিল তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

৯. (اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى) তুমি কি দেখেছ হে মুহাম্মদ (সা)! (الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا) তাকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কে;

১০. (عَبْدًا اِذَا صَلّٰى) যখন তিনি সালাত আদায় করেন,

১১. (اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى) তুমি কি লক্ষ্য করেছ যদি সে সৎপথে থাকে অর্থাৎ তিনি হিদায়াত তথা নবুওয়াত ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

১২. (اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং তাওহীদের নির্দেশ দেয়।

১৩. (اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ) তুমি কি লক্ষ্য করেছ যদি সে মিথ্যা আরোপ করে অর্থাৎ তাওহীদকে অবিশ্বাস করে আর সে হল আবু জাহল (وَتَوَلّٰى) ও মুখ ফিরায়ে নেয় ঈমান থেকে,

(١٤) اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

(١٥) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

(١٦) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

(١٧) فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝

(١٨) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

(١٩) كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (সেজদা)

১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?
১৫. কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই–
১৬. মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।
১৭. অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক।
১৮. আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে
১৯. কখনই নয়, তুমি তার আনুগত্য করবে না। তুমি সেজদা কর ও আমার নৈকট্য অর্জন কর।

১৪. (اَلَمْ يَعْلَمْ) তবে সে কি জানেনা যেমন আবু জাহ্ল (بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى) যে আল্লাহ দেখেন নবী (সা)-এর সাথে তার আচরণ।

১৫. (كَلَّا) সাবধান, নিশ্চয়ই হে মুহাম্মদ (সা) (لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ) সে যদি বিরত না হয় অর্থাৎ আবূ জাহ্ল যদি নবী (সা)কে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত না হয় (لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ) তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টেনে নিয়ে যাব।

১৬. (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারীর, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে। (نَاصِيَةٍ) (كَاذِبَةٍ) পাপিষ্ঠের যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করেছে।

১৭. (فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ) অতএব সে তার পার্শ্ববর্তীদের আহবান করুক অর্থাৎ সে তার গোত্র ও সভাসদদের আহবান করুক।

১৮. (سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) আমিও আহবান করব প্রহরীদেরকে অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরীদেরকে,

১৯. (كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) সাবধান, সত্যই হে মুহাম্মদ (সা)! (لَا تُطِعْهُ) তুমি তার অনুসরণ করবে না অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামায পড়তে আবূ জাহল তোমাকে নিষেধ করে, তুমি তার অনুসরণ করবে না। (وَاسْجُدْ) তুমি সিজদা কর তোমার প্রতিপালকের (وَاقْتَرِبْ) ও নিকটবর্তী হও সিজদা করে তার নৈকট্য লাভ কর।

সূরা কাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৫টি আয়াত, ৩০টি শব্দ ও ১২১টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

(٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

(٣) لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

(٤) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝

(٥) سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।
২. শবে-কদর সম্বন্ধে তুমি কি জান?
৩. শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।
৫. এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) আমি তা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ আমি জিবরাঈল (আ)কে কুরআনসহ এক সাথে নিম্ন আকাশের লেখক ফিরিশতাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি لَيْلَةِ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনীতে অর্থাৎ যে রাতে সমস্ত কাজের হুকুম ও ফায়সালা হয়। আরো বলা হয়, যে রাত আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া দ্বারা বরকতময় হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কুরআন ক্রমান্বয়ে ভাগে ভাগে অবতীর্ণ হয়।

২. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) তুমি কি জান? হে মুহাম্মদ (সা)! এ বাক্য শবে কদরের সম্মানার্থে বলা হয়েছে। مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ লাইলাতুল কদর কি? অর্থাৎ এ রাতের ফযীলত ও মর্যাদা কি [illegible]

৩. (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ) লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চাইতে উত্তম, যে মাসগুলোর মধ্যে লাইলাতুল কদর নেই।

৪. (تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) অবতীর্ণ হন ফিরিশতাগণ ও রূহ অর্থাৎ তাদের সাথে হযরত জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হন। فِيْهَا সে রাতে অর্থাৎ সে রাতের প্রথম লগ্নে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অর্থাৎ তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে

৫. (سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) প্রত্যেক কাজে সালাম অর্থাৎ এ রাতে মুহাম্মদ (সা)—এর রোযাদার ও নামাযী উম্মতদের প্রতি ফিরিশতাগণ সালাম করেন। আরো বলা হয়, প্রত্যেক কাজে সালাম অর্থাৎ এ রাতে প্রত্যেক বালা-মুসীবত থেকে নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করা যায়। هِيَ সে রাত অর্থাৎ সে রাতের ফযীলত ও বরকত مَطْلَعِ الْفَجْرِ উষার আবির্ভাব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাতঃকাল পর্যন্ত।

সূরা বাইয়্যিনা

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৮টি আয়াত, ৩৫টি শব্দ ও ১৪৯টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

(٢) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

(٣) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

(٤) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

১. আহ্লি-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত।

২. অর্থাৎ, আল্লাহ্র একজন রাসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা,

৩. যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু।

৪. অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই।

প্রথমে বর্ণিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এই সূরার তাফসীরে বলেনঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

১. (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা (وَالْمُشْرِكِيْنَ) এবং মুশরিকরা অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা (مُنْفَكِّيْنَ) আপন মনে অবিচলিত ছিল অর্থাৎ তারা মুহাম্মদ (সা) কুরআন ও ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার করতে অবিচল ছিল (حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের কিতাবে বিবৃত সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

২. (رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একজন রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)। এই আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ বলেন, আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হওয়ার পূর্বে কুফরী করেছিল, যেমন আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও তার সঙ্গীরা এরা যারা মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করেছিল, যেমন আবূ বকর ও তার সঙ্গীরা, তারা কুফর ও শিরকের উপর অবিচল ছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ (সা) না আসা পর্যন্ত। يَتْلُوْ যিনি আবৃত্তি করেন গ্রন্থ অর্থাৎ যিনি পবিত্র কিতাব ও সহীফাগুলো পাঠ করে শুনান مُّطَهَّرَةً যা পবিত্র অর্থাৎ শিরক থেকে পবিত্র,

৩ (فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) যাতে আছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর কিতাবগুলিতে আছে قَيِّمَةٌ সঠিক বিধান অর্থাৎ দীন তথা সরল-সোজা পথের বিবরণ, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই।

৪. (وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল অর্থাৎ যাদেরকে তাওরাত কিতাব দেওয়া হয়েছিল যেমন কা'ব ইবন আশরাফ ও তার সঙ্গীরা, তারা তো মুহাম্মদ (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে মতভেদ করেছিল مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর অর্থাৎ তাদের নিকট তাদের কিতাবগুলিতে মুহাম্মদ (সা)-এর বিবরণ ও গুণাবলীর বর্ণনা আসার পর।

(٥) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

(٨) جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

৫. তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।

৬. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।

৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

৮. তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

৫. (وَمَا أُمِرُوْا) তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল তাদের কিতাবগুলোতে (اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ) আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আল্লাহ্‌র তাওহীদে বিশ্বাস করতে (مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ) আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠভাবে তাওহীদে বিশ্বাসের ব্যাপারে (حُنَفَاءَ) বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে অর্থাৎ মুসলমান ও খাঁটি আত্মসমর্পণকারী হয়ে (وَ يُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ) এবং সালাত কায়েম করতে অর্থাৎ তাওহীদের সাথে সাথে তারা পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করতে (وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ) ও যাকাত দিতে অর্থাৎ সালাত কায়েমের পর তাদের মালের যাকাত প্রদান করতে। তারপর পুনরায় তাওহীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন (وَذٰلِكَ) এটাই হচ্ছে অর্থাৎ তাওহীদ হচ্ছে (دِيْنُ الْقَيِّمَةِ) সঠিক দীন অর্থাৎ সরল-সোজা-সত্য দীন, যাতে কোন বক্রতা নেই। কাইয়্যিমার 'কাফ' এর শেষে যে 'হা' এসেছে তা হল আয়াতের ছন্দের জন্যে। আরো বলা হয়, এই তাওহীদই সরল দীন অর্থাৎ ফিরিশতাদের দীন। আরো বলা হয়, এটাই দীনে হানিফিয়া এবং এও বলা হয়, এটাই হল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত বা তরীকা।

৬. (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে অর্থাৎ যারা অস্বীকার করে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনকে (وَالْمُشْرِكِيْنَ) এবং মুশরিকরা অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে (فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে অর্থাৎ তারা চিরকাল অবস্থান করবে, যেখানে তারা মরবেও না এবং সেখান থেকে বেরও হবেনা। (اُولٰئِكَ هُمْ) তারাই এরূপ গুণসম্পন্ন লোকেরাই। (شَرُّ الْبَرِيَّةِ) সৃষ্টির অধম, সৃষ্টির নিকৃষ্ট।

৭. (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি, যেমন আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও তার সঙ্গীরা এবং আবূ বকর ও তার সঙ্গীরা (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার সৎকাজগুলি করে। (اُولٰئِكَ هُمْ) তারাই, এই সমস্ত বিশেষণে যারা বিভূষিত তারাই (خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তারাই সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৮. (جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের সাওয়াব (جَنّٰتُ عَدْنٍ) স্থায়ী জান্নাত যা আল্লাহ্‌র বালাখানা এবং নবীগণ এবং নিকটবর্তীদের আবাসস্থল (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا) যার নিম্নদেশে প্রবাহিত অর্থাৎ যার বৃক্ষরাজি, অট্টালিকা ও প্রাসাদ সমূহের নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে। (الْاَنْهٰرُ) নদীসমূহ অর্থাৎ পানি, শারাব, দুধ ও মধুর নদ-নদী (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا) সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ চিরকাল তারা সেখানেই বসবাস করবে। সেখানে তারা মৃত্যু বরণ করবেনা এবং বেরও হবেনা।

১০. (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ) আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের ঈমান ও আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (وَرَضُوْا عَنْهُ) এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট সাওয়াব ও সম্মানের জন্য (ذٰلِكَ) এসব অর্থাৎ এই সকল কানন ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি (لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ) তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে অর্থাৎ যে তার প্রতিপালকের তাওহীদে বিশ্বাসী হয়। আবূ বকর ও তার সঙ্গীরা এবং আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম ও তার সঙ্গীরা।

সূরা যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৮টি আয়াত ও ৩৫ টি শব্দ এবং ১০০টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

(٢) وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ

(٣) وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

(٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ

(٥) بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۙ

(٦) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۙ

(٧) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۙ

(٨) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۙ

১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে,
২. যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে,
৩. এবং মানুষ বলবে, এর কি হল?
৪. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,
৫. কারণ, তোমার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন,
৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।
৭. অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।
৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

পূর্বোক্ত সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ বলেন,

১. (اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا) পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে অর্থাৎ যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী ভীষণভাবে দোলা খেতে থাকবে তখন তার উপর অবস্থিত গাছপালা, পাহাড়-পর্বত এবং দালান-কোঠা সমস্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

২. (وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا) এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে অর্থাৎ তার মধ্যে অবস্থিত সকল ধন-সম্পদ ও খনিজদ্রব্য বের করে দিবে।

৩. (وَقَالَ الْاِنْسَانُ) ও মানুষ বলবে অর্থাৎ কাফিররা বলবে (مَالَهَا) এর কি হল অর্থাৎ এ কথা সে ভয়াবহতায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলবে।

৪. (يَوْمَئِذٍ) সেদিন অর্থাৎ যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে (تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا) পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে অর্থাৎ তার উপর যে সকল ভাল ও মন্দ কাজ করা হয়েছে সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে দিবে।

৫. (بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا) কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন অর্থাৎ তিনি তাকে কথা বলার অনুমতি দিবেন।

৬. (يَوْمَئِذٍ) সে দিন অর্থাৎ যে দিন পৃথিবী কথা বলবে (يَّصْدُرُ النَّاسُ) মানুষ বের হবে, প্রত্যাবর্তন করবে (اَشْتَاتًا) ভিন্ন ভিন্ন দলে, এক দল যাবে সে দিন জান্নাতের দিকে, তারা হবেন মু'মিন, অন্যদল যাবে জাহান্নামের দিকে, তারা হবে কাফির (لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ) কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে অর্থাৎ যাতে তারা পৃথিবীতে ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে তাদেরকে দেখানো হয়। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, একদল সম্বন্ধে, যারা মনে করত, অল্প কিছু নেক কাজ করলে তার কোন পুরস্কার নেই এবং অল্প কিছু মন্দ করলেও তার কোন অপরাধ নেই। তাদেরকে উৎসাহিত করেন এই বলে যে, অল্প কিছু নেকী করলে তার ফলও পাবে এবং অল্প কিছু গুনাহ করলেও বিরূপ ফল পাবে।

৭. (فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ) কেউ অণুপরিমাণ সৎকাজ করলেও অর্থাৎ ছোট পিঁপড়ের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কোন কিছু করলে। خَيْرًا يَّرَهٗ তা দেখবে তার আমলনামায় দেখতে পাবে এবং এতে সে সন্তুষ্ট হবে। আরো বলা হয়, মু'মিন তার কর্মফল আখিরাতে দেখতে পাবে এবং কাফির তার কর্মফল দুনিয়াতেই দেখতে পাবে।

৮. (وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ) ও কেউ অণুপরিমাণ অসৎকাজ করলে অর্থাৎ ছোট পিঁপড়ার পরিমাণ হলেও شَرًّا يَّرَهٗ তাও দেখবে অর্থাৎ তার আমলনামায় সে পাবে এবং এতে সে ব্যথিত হবে। আরো বলা হয়, মু'মিন দুনিয়াতে তা দেখবে এবং কাফির আখিরাতে তা দেখবে।

সূরা 'আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১১টি আয়াত, ৪০ টি শব্দ এবং ১৬৩ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ (١)

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ (٢)

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ (٣)

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ (٤)

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ (٥)

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের,
২. অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের,
৩. অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের,
৪. ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে,
৫. অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে–

পূর্বে উল্লেখিত সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ বলেনঃ

১. (وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির। এখানে ঘটনা ছিল যে, নবী (সা) এক মুজাহিদ বাহিনীকে বনু কিনানার সাথে জিহাদের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাদের সংবাদ জানতে খুব বিলম্ব হল। নবী (সা) খুবই চিন্তাযুক্ত হলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে শপথ করে এ সংবাদ জানালেন এবং বললেন, শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির অর্থাৎ আল্লাহ্ শপথ করেন যোদ্ধাদের সেই সকল অশ্বরাজির, যেগুলো শত্রুর মোকাবেলায় উর্ধ্বশ্বাসে নিঃশ্বাস ফেলে ধাবমান হয়েছিল।

২. (فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا) যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে অর্থাৎ যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী যেরূপ তার স্ফুলিঙ্গের আগুন থেকে কোন উপকার লাভ করেনা, সেরূপ আবু হাবাহিবের আগুন থেকে কেউ উপকার লাভ করেনি। আর ঘটনা হল এই যে, আরবের আবু হাবাহিব নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে অত্যন্ত কৃপণ লোক ছিল। চক্ষুষ্মান মানুষ নিদ্রা না

যাওয়া পর্যন্ত সে রুটি পাকানো বা অন্য কাজে কখনো আগুন জ্বালাতো না। মানুষ নিদ্রা গেলে সে আগুন জ্বালাত। এরপর কেউ জাগ্রত হলে সে আগুন নিবিয়ে ফেলত, যেন এ দিয়ে কেউ উপকৃত হতে না পারে।

৩. (فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا) যারা অভিযান করে প্রভাতকালে অর্থাৎ ভোর বেলায় যারা অভিযান চালায়

৪. (فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا) ও সেসময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে অর্থাৎ ক্ষুরের আঘাতে তারা ধূলি উড়ায়। আরো বলা হয় দ্রুত ধাবমানের ফলে ধূলি উড়ায়,

৫. (فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا) তারপর দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে অর্থাৎ শত্রুদলের অভ্যন্তরে। এই আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হল, আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেন হাজীদের ঘোড়া ও উটের, যখন তারা আরাফাত থেকে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন করে। তখন ফুস ফুস শব্দ করে দ্রুত বেগে চলে এবং ঘোড়ার ও উটের পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকে। মুযদালিফার ময়দনে এই ঘোড়া ও উটগুলো হচ্ছে 'মূরিয়াত' (অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরণকারী) অন্য এক ব্যাখ্যায় আছে, ক্ষুরাঘাতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী অর্থাৎ মুক্তিদানকারী হচ্ছে আমলের মাধ্যমে এবং মুযদালিফা থেকে ভোর বেলায় মিনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হল 'মুগীরত' অর্থাৎ প্রভাত কালে অভিযানকারী। এ সময় তারা ভূমিতে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এই সবগুলোর শপথ করে বলেন,

(٦) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

(٧) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ

(٨) وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ

(٩) اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ

(١٠) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ

(١١) اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ

৬. নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ,
৭. এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত,
৮. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত।
৯. সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে
১০. এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে?
১১. সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

৬. (اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ) মানুষ অবশ্যই অর্থাৎ কাফির যেমন কুরত ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর অথবা আবূ হাবাহিব لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ সে তার প্রতিপালকের নিয়ামত অস্বীকারকারী, এ অর্থ হল কিন্দার ভাষায় এবং তার প্রতিপালকের অবাধ্য-এ অর্থ হল হাজরামওতের ভাষায় এবং কৃপণ, এ অর্থ হল বনি মালিক ইবন কিনানার ভাষায়। আরো বলা হয় 'কানূদ' অর্থ হল, যে নিজের দানকে বন্ধ রাখে এবং নিজ চাকরকে অভুক্ত রাখে এবং একাকী খায় এবং বিপদে নিজের কাওমের অভাবগ্রস্ত

৭. (وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ) এবং তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ সংরক্ষণ করেন।

৮. (وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ) সে অবশ্যই অর্থাৎ কাফির কুরত (لِحُبِّ الْخَيْرِ) ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল অর্থাৎ সে ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাসে।

৯. (اَفَلَا يَعْلَمُ) তবে সে কি সে সম্পর্কে অবহিত নয় অর্থাৎ কুরত ও আবূ হাবাহিব (اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ) যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে অর্থাৎ কবরে যে সব মৃতদেহ আছে সেগুলো উত্থাপিত করা হবে,

১০. (وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ) এবং অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ অন্তরে ভাল-মন্দ, কৃপণতা ও বদান্যতা যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে।

১১. (اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক তাদের আমলের ব্যাপারে কি ঘটবে (يَوْمَئِذٍ) সেদিন, কিয়ামতের দিন (لَخَبِيْرٌ) অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত অর্থাৎ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

সূরা কারি'আ

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ১১টি আয়াত, ৩৬টি শব্দ এবং ১৫২টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْقَارِعَةُ ۝

(٢) مَا الْقَارِعَةُ ۝

(٣) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

(٤) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝

(٥) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

(٦) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝

১. করাঘাতকারী,

২. করাঘাতকারী কি?

৩. কারাঘাতকারী সম্পর্কে তুমি কি জান?

৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত

৫. এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত।

৬. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে,

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

১. (اَلْقَارِعَةُ) মহাপ্রলয়,

২. (مَا الْقَارِعَةُ) মহাপ্রলয় কী? অত্যাশ্চর্য বিষয় বুঝানোর জন্য এই বাক্য বলেছেন এবং কিয়ামতকে 'কারিআ' এজন্য বলা হয়েছে যে, এটা অন্তরকে প্রকম্পিত করবে।

৩. (وَمَا اَدْرٰكَ) এবং তুমি কি জান? হে মুহাম্মদ (সা)! (مَا الْقَارِعَةُ) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে। এখানেও আল্লাহ্ কিয়ামতের ভীষণ ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য বলেছেন। এরপর এর বিবরণ দিয়ে বলেন,

৪. (يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاس) সে দিন মানুষ হবে অর্থাৎ মানুষ কতক কতকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে (كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْث) বিক্ষিপ্ত পতংগের মত অর্থাৎ মানুষের কতক কতকের মধ্যে চক্কর খেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এবং 'ফারাশ' হল যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে টিড্ডির ন্যায় উড়ে বেড়ায়,

৫. (وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْش) এবং পর্বতগুলো হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত অর্থাৎ সেসব রঙ্গিন পশমের মত, যেগুলো ধূনার ফলে উড়ে যায়।

৬. (فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ) তখন যার পাল্লা ভারী হবে অর্থাৎ যে মু'মিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে।

(৭) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

(৮) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

(৯) فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ

(১০) وَمَا اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ

(১১) نَارٌ حَامِيَةٌ

৭. সে সুখী জীবন যাপন করবে।
৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে,
৯. তার ঠিকানা হবে হাবিয়া।
১০. তুমি জান তা কি?
১১. প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

৭. (فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَة) সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন অর্থাৎ সে এমন সন্তোষজনক জান্নাতে বসবাস করবে, যেখানে সে নিজে সন্তুষ্ট থাকবে।

৮. (وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ) আর যার পাল্লা হালকা হবে, যেমন কাফিরদের পাল্লা,

৯. (فَاُمُّهٗ هَاوِيَة) তার স্থান হবে হাবিয়া অর্থাৎ হাবিয়া হবে তার স্থান ও প্রত্যাবর্তনের জায়গা। আরো বলা হয়, অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে তার মস্তকের উপর উল্টা করে নিক্ষেপ করা হবে।

১০. (وَمَا اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ) তুমি কি জান হে মুহাম্মদ (সা)! مَاهِيَهْ তা কি? এখানেও তার ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ এর বিবরণ দিয়ে বলেন,

১১. (نَارٌ حَامِيَة) তা অতি উত্তপ্ত আগুন অর্থাৎ চরম পর্যায়ের উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড।

সূরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৮টি আয়াত, ২৮টি শব্দ ও ১২০টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

(٢) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

(٣) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে,

২. এমন কি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।

৩. এটা কখনও উচিত নয়, তোমরা সত্বরই জেনে নেবে,

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১. (اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে অর্থাৎ বংশীয় মান-মর্যাদার আত্মগৌরব তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

২. (حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। ঘটনা হচ্ছে এই যে, বনূ সাহাম ও বনূ আবদ মানাফের গোত্রদ্বয় জনসংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে পরস্পরে গৌরব প্রদর্শন করছিল। পরে গণনায় আবদে মানাফের গোত্রের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হলো। তখন বনূ সাহাম গোত্রের লোকেরা বলল, জাহিলী যুলুম অত্যাচার আমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সুতরাং আমাদের ও তোমাদের জীবিত ও মৃতদেহের গণনা করে সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ করা হোক। তখন তারা গণনা করল। এতে বনূ সাহামের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হল। তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ বংশীয় মান-মর্যাদার আত্মগৌরব তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এমনকি তোমরা মৃতদেহকেও সংখ্যাধিক্যের জন্য গণনা করছ। আরো বলা হয়, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানাদির আধিক্যই প্রতিযোগিতায় তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এবং কবরে দাফন না হওয়া পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

৩. (كَلَّا) এটা কখনোই নয়, এতে তাদের প্রতিবাদ ও তাদের প্রতি ধমক রয়েছে (سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) শীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে অর্থাৎ তোমাদের সাথে কবরে কি ধরনের আচরণ করা হবে।

(٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

(٦) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

(٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

(٨) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

৪. অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।

৫. কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।

৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে,

৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে,

৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৪. (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) আবার বলছি, তা কখনো নয়, তোমরা শ্রীঘ্রই তা জানতে পারবে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তোমাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হবে।

৫. (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ) সাবধান! যদি তোমরা জানতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে عِلْمَ الْيَقِيْنِ। নিশ্চিত জ্ঞান রূপে অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানে যদি জানতে তাহলে তোমরা দুনিয়াতে গর্বে মোহাচ্ছন্ন হতে না।

৬. (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে, কিয়ামত দিবসে,

৭. (ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ) আবার বলছি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে অর্থাৎ নিশ্চিত ভাবে প্রত্যক্ষ করবে, কিয়ামত দিবসে তোমরা তা হতে আড়ালে থাকবে না।

৮. (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন (عَنِ النَّعِيْمِ) নিয়ামত সম্বন্ধে অর্থাৎ তোমরা যা পানাহার করেছ বা পরিধান করেছ ইত্যাদি নিয়ামতের শুকর আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

সূরা আস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৩টি আয়াত, ১৪টি শব্দ এবং ৬৮টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالْعَصْرِ ۝

(٢) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝

(٣) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

১. কসম যুগের,

২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

১. (وَالْعَصْرِ) মহাকালের শপথ অর্থাৎ কালের দুর্যোগপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের শপথ। আরো বলা হয়, আসরের নামাজের শপথ,

২. (اِنَّ الْاِنْسَانَ) অবশ্যই মানুষ অর্থাৎ কাফির (لَفِيْ خُسْرٍ) ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ মানুষ ক্ষতির মধ্যে এবং জান্নাতে তার জন্য নির্ধারিত বাসস্থান ও তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শাস্তির মধ্যে। আরো বলা হয়, মানুষ তার বার্ধক্য ও মৃত্যুর পর তার আমল হ্রাস হওয়ার ক্ষতির মধ্যে,

৩. (اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তারা নয়, যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ (সা) ও কুরআনের প্রতি (وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ) ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার সৎকর্মগুলো আদায় করে। (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি উৎসাহিত করে। আরো বলা হয় تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ কুরআনের প্রতি উৎসাহিত করে। (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) ও ধৈর্যের

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৯টি আয়াত ৮৪টি শব্দ এবং ১৬১ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۨ

(٢) الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ

(٣) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ

(٤) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ

১. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ,
২. যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে,
৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে।
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে।

প্রথমে বর্ণিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ বলেন ঃ

১. (وَيْلٌ) দুর্ভোগ অর্থাৎ ভীষণ শাস্তি। আরো বলা হয়, ওয়াইল জাহান্নামের মধ্যে পুঁজ ও রক্তের একটা উপত্যকা। আরো বলা হয়, সেটা জাহান্নামের মধ্যে একটি কূপ (لِكُلِّ هُمَزَةٍ) প্রত্যেকের যে লোকের নিন্দা করে অর্থাৎ লোকের পশ্চাতে নিন্দা করা (لُمَزَةٍ) যে সম্মুখে নিন্দা করে অর্থাৎ লোকের সম্মুখে দোষের চর্চা করে অভিসম্পাত করে ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আখনাস ইব্‌নে শরীক বা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা মাখযুমী সম্বন্ধে। তারা নবী (সা) এর পশ্চাতে নিন্দা করত এবং সম্মুখে ভর্ৎসনা করত।

২. (الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا) যে অর্থ জমায় দুনিয়ায় (وَعَدَّدَهٗ) ও তা বার বার গণনা করে অর্থাৎ তার ধন-সম্পদ বার বার গণনা করে। আরো বলা হয়, সে তার উটগুলি গণনা করে।

৩. (يَحْسَبُ) সে ধারণা করে অর্থাৎ কাফির ধারণা করে (اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ) তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে দুনিয়াতে।

৪. (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ) কখনোই না, এটা তার প্রতিবাদ স্বরূপ। অর্থ তাকে কখনো চিরঞ্জীব করে রাখতে পারবে না। فِى الْحُطَمَةِ অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়,

(৫) وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝

(৬) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝

(৭) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝

(৮) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝

(৯) فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

৫. তুমি কি জান, পিষ্টকারী কি?
৬. এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,
৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে।
৮. এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে,
৯. লম্বালম্বা খুঁটিতে।

৫. (وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ) তুমি জান কি হে মুহাম্মদ (সা)! الْحُطَمَةُ। مَا হুতামা কি? এখানে তার ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য এরূপ বলা হয়েছে। এরপর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে আবারো বলেন,

৬. (نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ) আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত আগুন, কাফিরদের জন্য প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

৭. (الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ) যা হৃদয়কে গ্রাস করবে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে ভষ্মীভূত করে হৃদপিণ্ডে পৌছবে।

৮. (اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ) নিশ্চয়ই তা অর্থাৎ আগুন عَلَيْهِمْ তদেরকে অর্থাৎ কাফিরদেরকে مُّؤْصَدَةٌ পরিবেষ্টন করে রাখবে, রুদ্ধদ্বার করে রাখবে,

৯. (فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে অর্থাৎ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহের সাথে আবদ্ধ করে রাখা হবে। আরো বলা হয়, স্তম্ভসমূহ অধিক গভীর হবে।

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৫টি আয়াত, ২৩ টি শব্দ ও ৭৬ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

(٢) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

(٣) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

(٤) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

(٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

১. তুমি কি দেখনি তোমার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?
২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?
৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি,
৪. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল।
৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

প্রথমে উল্লেখিত সনদ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

১. (اَلَمْ تَرَ) তুমি কি দেখনি অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) তোমাকে কি কুরআনের মধ্যে সংবাদ দেওয়া হয়নি। (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কিভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং ধ্বংস করেছিলেন (بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ) হস্তী অধিপতিদের প্রতি। তারা হল নাজ্জাশী সম্প্রদায় যারা আল্লাহ্‌র ঘর বিনষ্ট করার সংকল্প করেছিল।

২. (اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ) তিনি কি তাদের কৌশলকে ব্যর্থ করে দেননি? অর্থাৎ তিনি কি তাদের কর্মকৌশলকে ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্তে পরিণত করেননি?

৩. (وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ) এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন অর্থাৎ তাদের উপর প্রবল করে পাঠান, طَيْرًا اَبَابِيْلَ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, ক্রমাগতভাবে

৪. (تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ) যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করে পাথর-কংকর অর্থাৎ ইটের মত পোড়ানো কাদা মাটির কংকর। আরো বলা হয়, পৃথিবীর আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত পাথর-কংকর,

৫. (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ) তারপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন অর্থাৎ পোকায় খাওয়া শস্য খেতের ভূমির মত।

সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ ও ৭৩ টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ

(٢) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ

(٣) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ

(٤) الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

১. কুরায়শের আসক্তির কারণে,
২. আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার,
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

প্রথমে উল্লেখিত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

১. (لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ) যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে, তুমি কুরাইশদের নির্দেশ কর তারা যেন তাওহীদর প্রতি আসক্ত হয়। আরো বলা হয়, তুমি কুরাইশদেরকে আমার নিআমত স্মরণ করিয়ে দাও, যাতে তারা তাওহীদের প্রতি আসক্ত হয়।

২. (اِلٰفِهِمْ) আসক্তি তাদের অর্থাৎ তাদের যেমন আসক্তি রয়েছে। (رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) শীত ও গ্রীষ্মে সফরের, যেমন তারা শীত কালে ইয়ামান দেশে যায় এবং গ্রীষ্ম কালে শাম দেশে সফর করে থাকে। আরো বলা হয়, কুরাইশদের জন্য তাওহীদে বিশ্বাস হওয়া কষ্টকর নয়। যেমন তাদের জন্য শীতে ও গ্রীষ্মকালে সফর করা কষ্টকর নয়।

৩. (فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ) তাই তারা যেন ইবাদত করে অর্থাৎ কুরাইশরা যেন তাওহীদে বিশ্বাস করে। (هٰذَا الْبَيْتِ) এই ঘরের রক্ষকের অর্থাৎ এই কা'বা ঘরের রক্ষকের,

৪. (اَلَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, যেমন ৭ বছর যাবত দুর্ভিক্ষের পর তিনি তাদের তৃপ্তি সহকারে আহার দিয়েছেন। আরো বলা হয়, আল্লাহ্ তাদের ক্ষুধার কষ্ট নিবারণ

করেছেন এবং শীত ও গ্রীষ্মের সফরের কষ্ট দূর করেছেন। তারা প্রতি বৎসরে দুটি সফর করত। ইয়েমেন দেশে শীত মৌসুমে এবং শাম দেশে গ্রীষ্ম মৌসুমে। আল্লাহ্ তাদের থেকে এই সফরের কষ্ট দূরীভূত করেছেন (وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ) এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে শত্রু আসার ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন। আরো বলা হয়, যেমন তাদেরকে নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীদের থেকে নিরাপদ করেছেন, যারা কা'বা ঘর ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছিল। এই সূরা পূর্বের সূরার সাথে সংযুক্ত।

সূরা মা'ঊন

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৭টি আয়াত ১৫টি শব্দ এবং ১১১টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○

(٢) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○

(٣) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○

(٤) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে?

২. সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়

৩. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।

৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর,

প্রথমে উল্লেখিত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে? অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে যে সকল হিসাব-নিকাশ হবে, সে তা বিশ্বাস করে না। আর সে হল আস ইব্‌ন ওয়াইল সাহমীর লোক।

২. (فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ) সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ যে তার প্রাপ্য না দিয়েই তাড়িয়ে দেয়। আরো বলা হয়, তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখে।

৩. (وَلَا يَحُضُّ) এবং সে উৎসাহ দেয়না অর্থাৎ সে উদ্বুদ্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেনা। (عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ) অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে অর্থাৎ মিসকীনদেরকে সদকা প্রদানে।

৪. (فَوَيْلٌ) দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নামের কঠিন আযাব (لِلْمُصَلِّيْنَ) সেই নামাযীদের অর্থাৎ মুনাফিক নামাযীদের। তারপর তাদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন,

(٥) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

(٦) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

(٧) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

৫. যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর;

৬. যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে;

৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

৫. (اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন অর্থাৎ অমনোযাগী ও তা পরিত্যাগকারী,

৬. (اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ) যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে, আর না দেখলে পড়েনা।

৭. (وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ) এবং যারা বিরত থাকে মাউন থেকে অর্থাৎ সৎকাজ থেকে, যাকাত থেকে। আরো বলা হয়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন ডেক, ডেকচি ও অন্যান্য পাত্রসমূহ, যা মানুষের উপকারে আসে তা ব্যবহার করতে দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

সূরা কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৩টি আয়াত ১০ টি শব্দ ও ৪২টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

(٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

(٣) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

১. নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।

২. অতএব তোমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কোরবানী কর।

৩. যে তোমার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (انَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) আমি অবশ্যই তোমাকে কাউসার দান করেছি অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আমি তোমাকে অনেক মঙ্গলময় বস্তু দান করেছি। তন্মধ্যে কুরআন মাজীদ অন্যতম। আরো বলা হয়, কাউসার বেহেশতের একটি নদীর নাম, যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)কে দান করেছেন।

২. (فَصَلِّ رَبِّكَ) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর সে সব নিআমতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ (وَانْحَرْ) এবং কুরবানী কর। এক তাফসীরে বলা হয়, তোমার মুখ কিবলামুখী রাখ। আরো বলা হয়, নামাযে তোমার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখ। আরো বলা হয়, রুকূ' এবং সিজদা পূর্ণভাবে আদায় কর, যেন তোমার সিনা হাটু ও মাটি থেকে পৃথক থাকে। আরে বলা হয়, তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানীর দিনে নামায পড় এবং উট কুরবানী কর।

৩. (انَّ شَانِئَكَ) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী অর্থাৎ তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে (هُوَ الْاَبْتَرُ) সে-ই নির্বংশ অর্থাৎ তার স্ত্রী -পুত্র মাল দৌলত কিছুই নেই এবং সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, তার মৃত্যুর পর তার কোন নেক আলোচনা করা হয় না। আর সে হল আ'স ইব্‌নে ওয়াইল সাহ্‌মী। অথচ যখনই আমার নাম স্মরণ করা হয় তখনই তোমাকে কল্যাণের সাথে স্মরণ করা হয়। এখানে ঘটনা এই

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৬টি আয়াত, ২৬টি শব্দ এবং ৭৪টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ

(٢) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

(٣) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ

(٤) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ

(٥) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۗ

(٦) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۚ

১. বল, হে কাফিরকুল,

২. আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর।

৩. এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি,

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর।

৫. তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।

৬. তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) তুমি বল, হে কাফিররা! এখানে ঘটনা হল এই যে, বিদ্রূপকারী 'আস ইব্‌ন ওয়াইল সাহ্‌মী ও ওয়ালীদ ইব্‌নে মুগীরা এবং তাদের সঙ্গীরা বলত, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের উপাস্যদের প্রতি অনুগত হও, তাহলে তুমি যে ইলাহের ইবাদত করছ, আমরাও তার ইবাদত করব। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি ঐ সব কাফিরদের, যারা আল্লাহ্ ও কুরআনের সাথে বিদ্রূপ করে তাদেরকে

২. (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ) আমি তার ইবাদত করব না, যার ইবাদত তোমরা করবে অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যেসব দেব-দেবীর তোমরা ইবাদত করবে,

৩. (وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ) এবং তোমরাও ইবাদত করবেনা, যার ইবাদত আমি করি। এ দুই বাক্যে ভবিষ্যৎ কাল বুঝানো হয়েছে।

৪. (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ) এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা করে আসছ,

৫. (وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ) এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করছি। এ দুই বাক্যে অতীত কাল বুঝানো হয়েছে। আরো বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার তাওহীদে বিশ্বাস করতে আমি তার তাওহীদে বিশ্বাস করবনা এবং আমি যার তাওহীদে বিশ্বাস করব তোমরা তার তাওহীদে বিশ্বাস করবেনা। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার তাওহীদে বিশ্বাসী আমি তার তাওহীদে বিশ্বাসী নই এবং আমি যার তাওহীদে বিশ্বাসী, তোমরাও তার তাওহীদে বিশ্বাসী নও।

৬. (لَكُمْ دِيْنُكُمْ) তোমাদের দীন তোমাদের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক ও কুফর করার দীনের দায়-দায়িত্ব তোমাদের (وَلِيَ دِيْنِ) আমার দীন আমার অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ইসলামের দীন হলো আমার দীন। এরপর কিতাবের আয়াত দ্বারা এ আয়াত রহিত হয়েছে এবং এরপর নবী (সা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

সূরা নাস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৩টি আয়াত ২৩ টি শব্দ ও ৭৭টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝

(২) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝

(৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়,

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে,

৩. তখন তুমি তোমার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

প্রথমে উল্লেখিত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

২. (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ) এবং তুমি দেখবে লোকদেরকে অর্থাৎ ইয়ামানবাসী ও অন্যান্যদেরকে (فِيْ دِيْنِ اللهِ) আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করতে (اَفْوَاجًا) দলে দলে অর্থাৎ দলে দলে সকল গোত্রের লোকদেরকে। তখন জেনে নিবে যে, তোমার ওফাত নিকটবর্তী।

৩. (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ স্বরূপ নামায পড়। (وَاسْتَغْفِرْهُ) এবং তার নিকট এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নামায পড় এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ভুলত্রুটি থেকে (اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا) তিনি তো তাওবা কবুলকারী অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। এই সূরায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৫টি আয়াত, ২৩ টি শব্দ ও ৭৭টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

(٢) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

(٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

(٤) وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

(٥) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

১. আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে,
২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে,
৩. সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে,
৪. এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে,
৫. তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

প্রথমে উল্লেখিত সনদে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

১. (تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ) ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দু'টি ...

আবু লাহাব ইবন্ আবদুল ওজ্জা, যে মুহাম্মদ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্র বৈমাত্রেয় ভাই, সে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি এ জন্যে আমাদেরকে একত্রিত করেছ, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবু লাহাবের দু'টো হাত ধ্বংস হোক অর্থাৎ সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হোক (وَّتَبَّ) এবং সে ধ্বংস হোক নিজেও, কারণ সে তাওহীদ হতে নিজেকে বঞ্চিত রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২. (مَا اَغْنٰى عَنْهُ) তার কোন কাজে আসেনি অর্থাৎ পরকালে তার কোন উপকারে আসবেনা (مَالُهُ) তার ধন-সম্পদ অর্থাৎ দুনিয়ায় তার সম্পদের প্রাচুর্য (وَمَا كَسَبَ) ও তার উপার্জন অর্থাৎ তার সন্তানাদির আধিক্য।

৩. (سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে অর্থাৎ অচিরে সে আখিরাতে প্রবেশ করবে লেলিহান প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

৪. (وَّامْرَاَتُهُ) এবং তার স্ত্রীও অর্থাৎ তার সাথে উম্মে জামিলা বিন্‌তে হারিস উমাইয়াও। (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) যে ইন্ধন বহনকারিণী অর্থাৎ যে সর্বদাই মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে চুগলী করে বেড়াত। আরো বলা হয়, সে কাঁটা সংগ্রহ করত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মসজিদে যাওয়ার পথে ফেলে রাখত এবং মুসলমানদের পথেও কাঁটা ফেলে রাখত।

৫. (فِىْ جِيْدِهَا) তার গলদেশে অর্থাৎ দোযখের মধ্যে তার গলদেশে থাকবে (حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ) পাকানো রজ্জু অর্থাৎ লোহার সিকল। আরো বলা হয়, তার গলায় খেজুর গাছের আঁশের রজ্জু থাকবে, যাতে তার গলায় ফাঁসি লেগে যাবে এবং শাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে।

সূরা ইখ্‌লাস

মক্কায় অবতীর্ণ

এতে ৪টি আয়াত, ১৫টি শব্দ ও ৪৭টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

(٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

(٣) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

(٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

১. বল, তিনি আল্লাহ, এক,

২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি,

প্রথমে উল্লেখিত সনদে হযরত ইব্নে আব্বাস(রা) থেকে বর্ণি... আল্লাহ ... তা'আলা বলেন ঃ

১. (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) তুমি বল, তিনিই আল্লাহ, এক। সূরা... অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা এই যে, কুরাইশরা বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার প্রতিপালকের বর্ণনা দাও, তিনি ...সের ...? সোনার, না রূপার? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার বিবরণ ও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে এ সূ... অবতী... করেন। তিনি বলেন, তুমি কুরাইশদেরকে বলে দাও যে, তিনিই আল্লাহ্, এক, তার কোন শরী... ও সন্ত... নেই।

২. (اللَّهُ الصَّمَدُ) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী অর্থাৎ তিনি এমন ... অসীম আধিপত্যের অধিকারী আর সমস্ত সৃষ্টি তার প্রতি মুখাপেক্ষী। আরো বলা হয়, সামাদ অ... ...ক্ষী, যিনি কখনোই পানাহার করেন না। আরো বলা হয়, সামাদ অর্থাৎ যিনি কখনো ভীত হননা। ... হয়, সামাদ অর্থাৎ যিনি নির্মল ও ত্রুটিমুক্ত। আরো বলা হয়, সামাদ অর্থাৎ চির বিদ্যমান। আরো ... সামাদ অর্থাৎ চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়, সামাদ অর্থাৎ যথেষ্ট। আরো বলা হয়, সামাদ অর্থাৎ যার ... করলে বের হওয়ার কোন ছিদ্র নেই। আরো বলা হয়, যিনি সামাদ অর্থাৎ কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে... দেওয়া হয়নি।

৩. (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে ... দেওয়া হয়নি অর্থাৎ তি... কারো উত্তরাধিকারী হননি এবং কাকেও উত্তরাধিকারী বানাননি। আরো ... তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তার কোন সন্তান নেই, যে তার রাজ্যের ওয়ারিশ হবে এবং তাকেও জ... দেওয়া হয়নি ও তার কোন পিতা নেই যে, তিনি তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন।

৪. (وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ) এবং তার সমতুল্যও কেউ ... তার কোন প্রতিপক্ষ নেই, তার কোন অংশী নেই, তার মতও কেউ নেই, তার সমতুল্যও কেউ নে... ...উ তার সদৃশ নেই। আরো বলা হয়, তার সমতুল্য এমন কেউ নেই যে, তার রাজ্যে ও বাদশাহীতে ... ভূত করতে পারে।

সূরা ফালাক

মক্কায় অথবা মদীনায় অবতীর্ণ

এতে ৫টি আয়াত ২৩ টি শব্দ ও ৬৯টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

(٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

(٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝

(٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝

(٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

১. বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,

৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়,

৪. গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

প্রথমোক্ত সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

১. (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি উষার স্রষ্টায় অর্থাৎ বল হে মুহাম্মদ (সা)! আমি শক্তি চাচ্ছি। আরো বলা হয়, আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার স্রষ্টার তথা সৃষ্টির স্রষ্টার। আরো বলা হয়, 'ফালাক' অর্থ হল প্রাতঃকাল। আরো বলা হয় 'ফালাক' জাহান্নামের মধ্যে একটি কূপ। আরো বলা হয়, সেটা জাহান্নামের মধ্যে একটি উপত্যকা।

২. (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে অর্থাৎ প্রত্যেক অনিষ্টকর সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট থেকে,

৩. (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ) এবং অনিষ্ট থেকে রাতের যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় অর্থাৎ অনিষ্ট থেকে রাতের যখন তা আসে ও চলে যায়।

৪. (وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ) এবং সে সমস্ত নারীদের অনিষ্ট থেকে, যারা ফুৎকার দেয় গ্রন্থিতে অর্থাৎ সে সমস্ত নারীদের অনিষ্ট থেকে, যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করে, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যাদু-টোনা করে এবং ফুৎকার দেয় গ্রন্থিতে।

৫. (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ) এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে, যেমন লাবীদ ইবন আ'সাম ইয়াহুদী, যে নবী (সা)-এর প্রতি হিংসা বশত যাদু করেছিল এবং তাকে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বিরত রেখেছিল।

সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণ

এতে ৬টি আয়াত, ২০টি শব্দ ও ৭৯টি অক্ষর রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(٢) مَلِكِ النَّاسِ

(٣) اِلٰهِ النَّاسِ

(٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

(٥) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ

(٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

১. বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার,
২. মানুষের অধিপতির,
৩. মানুষের মা'বুদের,
৪. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে,
৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
৬. জিন্নের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

প্রথমে বর্ণিত সনদে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

১. (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি বল, আমি শক্তি চাচ্ছি। আরো বলা হয়, আমি আশ্রয় চাচ্ছি,

২. (مَلِكِ النَّاسِ) মানুষের প্রতিপালকের অর্থাৎ মানুষ ও জীন্নের প্রতিপালকের (النَّاسِ) মানুষের অধিপতির অর্থাৎ মানুষ ও জীন্নের অধিপতির,

৩. (اِلٰهِ النَّاسِ) মানুষের ইলাহের নিকট অর্থাৎ মানুষ ও জীন্নের স্রষ্টার,

৪. (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) কুমন্ত্রণাদাতা ও আত্মগোপনকারীর অনিষ্ট থেকে অর্থাৎ শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যে আল্লাহ্র যিক্রের সময় নিজেকে গোপন করে আড়ালে চলে যায়। এবং যখন আল্লাহ্র যিকর থেকে বিরত থাকে তখন

৫. (الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ) কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের অন্তরে কুমন্ত্রণা যোগায়,

৬. (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) জিন্ন ও মানুষের অর্থাৎ জিন্নের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, যেরূপ মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। এই দু'টি সূরা লাবীদ ইবন আ'সাম ইয়াহূদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)! যখন এই সূরা দু'টি পাঠ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে যাদু মুক্ত করলেন, যেন তাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া হল।

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অ: স: ১৫৬৮/৩,২৫০